CONTENTS

Monday, the 2nd April, 1990.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, the 30th March, 1990.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A M. on Friday, the 30th March, 1990.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker, in the Chair. The Chief Minister, the Deputy Speaker, Six Ministers, eight Ministers of state and 36 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৪৫।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৪৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) স্বশাসিত জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের কাছে কতটি বিল অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন ?	১) স্বশাসিত জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ এই পর্যন্ত ১২টি বিল অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন।
২) তার মধ্যে কতটিকে ইতিমধ্যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ?	২) ১২টির মধ্যে একটি বিল অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
৩) যে সমস্ত বিল রাজ্য সরকারের অনুমোদন পায়নি সেগুলি কি কি কারণে স্থগিত রাখা হয়েছে ?	৩) বিলগুলি স্থগিত রাখা হয়েছে এই তথ্য ঠিক নহে। বস্তুতপক্ষে সমস্ত বিলগুলিই কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে এবং এর জন্য আইন দপ্তর, অর্থদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মতামতের প্রয়োজন। যদি বিলগুলি সঠিক বলে বিবেচিত হয় তবেই বিলগুলি অনুমোদন দেওয়া হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ভারতীয় সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিল মোতাবেক কতগুলি সুনির্দিষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করে এই জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এই নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে এই বিলগুলি তৈরী করা হয়েছে। যেমন—জেলা পরিষদ বাজার স্থাপন নিয়মবিধি, ভূমি বন্দোবস্ত বিল ইত্যাদি। মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি যে, এই বিলগুলি দেড় বছর যাবত আটকে পড়ে আছে। যেমন ট্রাইবেল জেলা পরিষদ বাজার স্থাপন নিয়ম বিধি, এটা ২৮-৭-৮৭ইং তারিখে গৃহীত হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে ১০-১১-৮৭ইং তারিখে। ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত প্রশাসন বিল রাজ্য সরকারের কাজে পাঠানো হয়েছে ১৪-৯-৮৯ইং তারিখে। ত্রিপুরা উপজাতি চাকুরী বিধি এটা গৃহীত হয়েছে ১৯৮৮ সালে। আর রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে ১৪-৮-৮৯ইং তারিখে। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকায় ভূমি বন্দোবস্ত বিল রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে ১৪-৮-৮৯ইং তারিখে। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিল বিভিন্ন দপ্তরের দোহাই দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। এই বিলগুলি কবে নাগাদ যেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে সেগুলির অনুমোদন দেওয়া হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিলগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা খতিয়ে দেখার জন্য সময় নিচ্ছি। যাতে রাজ্য সরকার এবং এ, ডি সির মধ্যে কোন সংঘাত না হয়। আমরা জানি, বিধানসভায় যখন কোন বিল পাশ করা হয় তখন সেই বিল রাজ্যপালের কাছে পাঠান হয়। সেখানেও এই বিল খতিয়ে দেখা হয়, যাতে করে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে কোন সংঘাত না আসে। আমরাও এখানে খতিয়ে দেখছি, যাতে এ, ডি, সি এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সংঘাত এড়ান যায়। আমরা বিলগুলির পাশ করছিনা তা ঠিক নয়। ইতিমধ্যেই আমরা একটা বিলের পাশ করিয়ে দিয়ে দিয়েছি। বাকীগুলিও যাতে পাশ করিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় সে জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। তবে সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাছাড়া কিছু বিষয় জানার জন্য আমরা জেলা পরিষদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছি। কিন্তু জেলা পরিষদ থেকে এখনও আমরা সে চিঠিগুলির উত্তর পাই নি। এরফলে দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি যদি সেখান থেকে উত্তর পাঠান হয়, আমরাও তাড়াতাড়ি পারব বিলগুলির পাশ করিয়ে দিয়ে দিতে। মাননীয় সদস্য নিশ্চিত থাকতে পাবেন, জেলা পরিষদকে গতিশীল করতে রাজ্য সরকার সচেষ্ট, এবং জোট সরকার সহানুভূতিশীল। স্যার, বিলগুলি আইন দপ্তর, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও অর্থ দপ্তর খুঁটিয়ে দেখার পরেই পাশ দিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিলেন তাতে আমি বুঝতে পারছি। এ, ডি, সি, কে পঙ্গু করার যে চেষ্টা রাজ্য সরকার করছেন তা এড়িয়ে যাবার জন্যই এই উত্তর দিলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভাল করেই জানেন, তাঁদের নিজস্ব আইন অফিসার

আছেন। রাজ্য সরকার ডেপুটেশানে পাঠিয়েছেন। স্যার, জেলা পরিষদের অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, সকল সদস্য মিলেই এই বিলগুলি পাশ করিয়েছেন। আজকে বিলগুলি যদি রাজ্য সরকার সাড়া না দেয়, তবে জেলা পরিষদ কাজ করতে পারবে না, পঙ্গু হয়ে পড়বে কি জঘন্য ভাবে দিল্লীতে এই জেলা পরিষদের আইনকে সংশোধন করা হয়েছে। স্যার, আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, জেলা পরিষদকে গতিশীল করার কাজকে পঙ্গু করে দেবার উদ্দেশ্যেই এই বিলগুলি আটকে রাখা হয়েছে এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য এটা মনে রাখবেন উপজাতি যুব সমিতি ২২ বৎসর ধরে আন্দোলন করেছেন এই জেলা পরিষদের দাবী আদায় করার জন্য। তখন সি, পি, আই (এম) কিংবা তদানীন্তন প্রাক্তন উপজাতি দরদী দলগুলি এ ব্যাপারে কিছুই করেন নাই। আপনিও করেন নি। কাজেই জেলা পরিষদকে অচল করার কোন লক্ষ্যই আমাদের থাকতে পারে না। আমি বলেছি, বিলগুলি আমরা খতিয়ে দেখছি। উনারা বিল পাশ করেছেন। কিন্তু আমাদেব কিছুই বলেন নি। স্যালারি বিলের সম্পর্কে আমরা লেখার পর ওরা কিছু দিন আগে জানাল যে, ৩য় এবং ৪র্থ অ্যামেণ্ডমেণ্ট করার চেষ্টা করছে। স্যার, আমি আবার তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই এ, ডি, সি, কে অচল করে দেবার।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় পূর্ত্ত মন্ত্রীর সমর্থন পুষ্ট 'আমরা বাঙ্গালীর' সমর্থনেই উপজাতিদের এই যে স্বাধিকার রক্ষার অধিকার তা হতে দিচ্ছেন না এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি স্বর্গীয় ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যদি সে সময় কংগ্রেস সরকার না থাকত, তাহলে এই উপজাতি জেলা পরিষদের অধিকার দিত না। আপনারা জেলা পরিষদকে নিয়ে যতই রাজনীতি করতে চান না কেন, তা করতে পারবেন না এই বলে দিলাম।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার মাননীয় সদস্য এখানে একটি আপত্তিকর কথা উল্লেখ করেছেন। স্যার, আমরা কোন দিনই 'আমরা বাঙ্গালীর' সমর্থক ছিলাম না। এই 'আমরা বাঙালী' সৃষ্টি করেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান বিরোধী দলনেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী মহোদয়, টাকা দিয়ে, গাড়ী দিয়ে তাদেরকে কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, প্রার্থীর এগেইনষ্টে ক্যাণ্ডিডেট দাঁড় করিয়েছিলেন। আগ্নেয়াস্ত্রও তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। স্যার, তাঁরা ক্ষমতায় থেকে সমস্ত সাহায্যই 'আমরা বাঙ্গালীকে' করেছেন। এখন কোথায় 'আমরা বাঙ্গালী' ? কোথায় তাদের অ্যাকটিভিটিস ? স্যার, আমি এই কথার প্রতিবাদ করছি। এটা আপত্তিকর কথা।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বর্গীয় ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ১৯৮৪ইং সালে ত্রিপুরা রাজ্যে ৬ষ্ঠ তফসিল মোতাবেক জেলা পরিষদ চালু হয় এবং এটা সবাই জানেন। এসম্পর্কে কে কতটুকু সংগ্রাম করেছেন আমরা তা জানি। আমার জানার বিষয় হলো-মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এটা সত্য যে, ভবিষ্যতে রাজ্য সরকার এবং জেলা পরিষদের কোন আইনে যাতে কনট্রাডিকট না হয় এটা বিবেচনা করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা যে, এ.ডি.সি. রাজ্য সরকারের সাথে কোন সহযোগিতা রক্ষা করছে কিনা? জেলা পরিষদ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করে যে সমস্ত বিল রাজ্য সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় রিসেন্টলী আমরা জানি জেলা পরিষদে ভিলেজ কমিটি গঠন করার জন্য প্রস্তাব পাশ হয়েছে এবং এই বিলটা রাজ্য সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে কিনা? না? জেলা পরিষদের আইন অনুযায়ী দেয়ার ইজ ভিলেজ কমিটি। কিন্তু রাজ্য সরকার এই সভায় আশ্বাস দিয়েছেন জেলা পরিষদকে ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার জন্য। কিন্তু জেলা পরিষদ তা না করে ভিলেজ কমিটি গঠন করার জন্য প্রস্তাব পাশ করেছে। কাজেই এই বিলটা রাজ্য সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে কিনা এবং রাজ্য সরকার সেটা অনুমোদন করবেন কি না? এখানে আমার বক্তব্য থাকবে। যেহেতু ৬ষ্ঠ তফসিল মোতাবেক জেলা পরিষদ এই ত্রিপুরা রাজ্যে গঠিত হয়েছে এবং ৬ষ্ঠ তফসিল আইনে জেলা পরিষদের ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার প্রভিশান রয়েছে। সে আইনকে অবমাননা করে পঞ্চায়েত আইনকে হুবুহু তুলে বে-আইনীভাবে ভিলেজ কমিটি গঠন করার জন্য প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছে। এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার কি বিবেচনা করবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন সে ব্যাপারে আমি বলছি যে এ,ডি,সি রাজ্য সরকারের সাথে সহযোগিতা করছে না। কারন আমরা তাদেরকে যে টাকা দিচ্ছি সে টাকা তারা বি ডি ওকে থ্রো না করে তাদের প্রাইমারী টিচারদের দিয়ে গরু ছাগল ইত্যাদি ডিষ্ট্রিবিউট করাচ্ছেন। এতে আমরা বুঝেছি যে এ, ডি, সি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল ভিলেজ কমিটি বিল রাজ্য সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন ৪, ৪, ৮৯ইং তারিখে।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, লোক সভায় যখন ত্রিপুরা রাজ্যের ৬ষ্ঠ তফসিল বিলটা আসে তখন ত্রিপুরা রাজ্যের সি পি আই (এম) থেকে নির্বাচিত দুই জন সংসদ সদস্য লোক সভায় অনুপস্থিত ছিলেন এবং এই বিলটা যাতে পাশ না হয় সে ব্যাপারেও তাঁরা চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন এবং রাজনীতির জন্যই সেটা করেছিলেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়রা জানেন এবং ভারতবর্ষের

মানুষও জানে যে এই বিল যখন লোক সভায় উৎথাপিত হয়েছিল তখন সংসদ সদস্য বাজুবন রিয়াং মহোদয় করবুকে হরিণ স্বীকার করছিলেন এবং অপর সংসদ সদস্য অজয়বাবু আগরতলায় উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নির্বাচিত সি পি আই (এম) এর এই দুই সংসদ সদস্যাই লোকসভায় সেই সময় অনুপস্থিত ছিলেন।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, উনি এ, ডি, সিকে সহায়তা করতে চাইছেন কিন্তু এ, ডি, সি সহায়তা করছেন না। ভাল কথা কিছু দিন আগে আমি এ, ডি, সি এলাকার মধ্যে অমরপুরের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে আমবাসার ওয়ালের মধ্যে অনেক শ্লোগান লেখা আছে আমি দেখলাম সেই শ্লোগানগুলি স্বশাসিত জেলা পরিষদ রুখতে কাশীরাম রিয়াংকে ভোট দেওয়ার জন্য মুছা হয়নি, এই সিদ্ধান্ত থেকে কংগ্রেস তলে তলে যে ধরে রেখেছেন এবং যুব সমিতির মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাচ্ছে এই কথা সত্য কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখন আর জনগণ এটা বিশ্বাস করবে না এবং কথার ফুলঝুড়িতেও কোন কাজ হবে না।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং এবং শ্রীদীনেশ দেববর্মা।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা (সালেমা) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকার জুম চাষ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন,

২। যদি সত্য হয় তবে তার কারণ এবং

৩। জুমচাষ নির্ভরশীল ভূমিহীন উপজাতিদের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নহে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে না

৩। যেহেতু জুম চাষ নিষিদ্ধ করা হয়নি সেই কারনে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন হয় না তবুও আমি বলছি যে, এই জোট সরকার উপজাতিদের অর্থনীতিতে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছেন। একর অনুসারে আমরা আড়াই হাজার পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা করে দিয়ে পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করেছি। ইতিমধ্যে অনেক কাজ হয়ে গেছে। আর একটা হচ্ছে শিফটিং কালটিভেশ্যান, সেখানে ১ হাজার ৮ শত পরিবারকে ৩০ হাজার টাকার স্কীম তাদের জন্য করা হয়েছে। রাবারের মাধ্যমে বিভিন্ন পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে এবং আর একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

হলো এই যে ভেজিটেবল পকেটের জন্য তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে জুম চাষ যাতে স্থায়ী ভাবে একটা জায়গায় থাকতে পারে সে জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে জুম চাষ নিষিদ্ধ হয়নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বন্ধ করা হয়েছে। কারন প্রত্যেকটি মহকুমায় ডি, এফ-ও রেঞ্জার অফিসে খবর গেছে যে, তোমরা যদি টংগিয়া সিষ্টেম না কর তাহলে জুম কাটতে পারবে টংগিয়া সিষ্টেম মানে চারা গাছ লাগাতে হবে। যে টিলায় চারা গাছ লাগানো হবে তার পর কয়েক বছর কোন জুমিয়ার জন্য ঐখানে জুম কাটার কোন সুযোগ সুবিধা থাকবে না। এই ঘোষনার ফলে কতগুলি পরিবার এফেকটেড হয়েছে। এফেকটেড পারসন তাদেরকে যত রকমই ঐ ২৫ হাজার, ৩০ হাজার, ৪০হাজার সাহায্য দিয়ে পুনর্ব্বাসনের চেষ্টা করা হোক না কেন তারা তো আর ঘর খাবে না ? তাদের ফসল পেতে হবে। কাজেই এই ভাবে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ব্যবহার না করে এই টংগিয়া প্রথা চালু করার জন্য সরকার এই ঘোষনা দিয়েছেন কিনা এবং তার ফলে পরিবার এফেকটেড হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে কোন রকম সার্কুলার জারী করা হয় নি। আমরা জানি ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত ২৪ হাজারের মত জুমিয়া পরিবার রয়ে গেছে। উনারা যখন ১০ বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তো কিছুই করেন নি কিন্তু এখন দরদের বন্যা বইয়ে একের পর এক প্রশ্ন শুরু করেছেন।

স্যার, আমরা ২৩ হাজার পরিবারকে এখন পুনর্বাশন দিচ্ছি। তারা যদি টি গাছ লত লাগাতে চায় তাও দিচ্ছি। এভাবে জুম চাষ বন্ধ হউক আমরা চাই। আঠারমুড়া থেকে লংতরাই পর্যান্ত যে কোন লোক এটা দেখতে পারেন। দীনেশবাবু ত সব সময়েই দেখেন। কাজেই এসব আবোল-তাবোল কথা বলে বাজি মাত করার কোন সময় নাই।

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ২৫ হাজার টাকা করে পুনর্ব্বাসন স্কীম যাতে করে জুম চাষ করা থেকে জুম চাষী-দেরকে ফিরিয়ে আনা যায় কিন্তু জুম চাষ বন্ধ করার ব্যাপারে কোন সার্কুলার নাকি ইস্যু করা হয় নাই গর্ভর্ণমেন্ট থেকে। কিন্তু আমরা জানি যারা জুম চাষী তাদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু কর্মী এধরনের প্রচেষ্টা নিয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছেন খুব ভাল কথা কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড জুম চাষে পুরো নির্ভর করে থাকলে হবেনা তবে যেখানে আমরা নিষেধ করিনা সেখানে বাস্তব অবাস্তবের কোন প্রশ্ন আসেনা। বামফ্রন্ট ত চেষ্টা করছে জোট সরকারের

ভাবমূর্তিতে কি করে কালীমা লেপন করা যায়। এটা ত ঠিক যে, রেঞ্জার বা ফরেষ্টারকে যদি বলা হয় দেখতে, তারা বেঁধে নিয়ে আসে কি করে জোট সরকারের কাজের দুর্নাম করা যায়। তবে আমরা তাদেরকে চিহ্নিত করছি। তবে এত উস্কানি সত্বেও কোন এজিটেশন হচ্ছে না এটা আনন্দের কথা।

শ্রী বিমল সিনহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, জুম চাষ বন্ধ করা হয়নি। কিন্তু আমাদের কমলপুরের দাঙ্গা বাড়ীতে ৫০০ পরিবার বাস করে, এটা বর্ডার এরিয়া। বামফ্রণ্টের আমলে জুমিয়া পুনবাসনের জন্য সেখানে, জুমিয়া পুনর্বাসন স্কীম স্টার্ট করার কথা ছিল। কিন্তু স্টার্ট হওয়ার আগে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। এখন দেখা যাচ্ছে সেখানকার ৫০০ পরিবারের ঘরের একটা টিনও নেই।

এমননি ব্লক অফিস থেকেও যে টিন দেওয়া হয়েছিল সে টিনও নেই। শিকারবাড়ী থেকে আরম্ভ করে আঠারমুড়া হয়ে লংতরাই পর্যান্ত ১৪টি গাঁও সভা রয়েছে। সেখানে জুম চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর এখানে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলছেন যে, এইটা জানেন না। তাহলে নিশ্চয়ই অফিসার এইটা নিষিদ্ধ করেছে। স্যার, কোন অফিসারের ঘাড়ের উপরে এতবড় মাথা রয়েছে যে তিনি মন্ত্রীকে অমান্য করে সেখানে এই জুম চাষ নিষিদ্ধ করবেন। তাহলে সেই অফিসারের শাস্তি দেওয়া হবে কি আর যদি সেই অফিসারকে শাস্তি দেওয়া না হয় তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজে সেই শাস্তি গ্রহন করবেন কি না?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটাতো কোন প্রশ্নই হতে পারে না। কারন অমি আগেই বলেছি যে, এই ব্যাপারে কোন সার্কুলার জারি করা হয় নাই। সার্কুলার যদি দেখাতে পারেন তাহলে আমি সেটা মাথা পেতে নেব।

তারপর বর্ডার এলাকা সম্পর্কে বলেছেন। আমি স্যার, সে সম্পর্কে বলতে চাই সেই ভাণ্ডারির কথাই বলছি স্যার, সেই ১৯৮৭ সালে যখন ভোটের সময় এসে গেল তখন তারা এইটা স্টার্টকরেছিলেন- তারা তখন ভোটের জন্য এই স্কীমটা চালু করেছিলেন। তখন একটা বোর্ড করা হয়। সেই বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয় যে, তিন মাইল পাহাড়ের উপরে মাডওয়াল করতে হবে। স্যার, এই তিনি মাইল জল নিয়ে উঠা নামা করা সম্ভব নয়। যার ফলে এ মাডওয়াল আর হয়নি। আর যেগুলি হয়েছিল সেগুলিও নষ্ট হয়ে গেছে। স্যার, এই বোর্ডের চেয়ারম্যান তো মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস ছিলেন। তিনিই তো তখন ওদের ২ নম্বরই দিয়েছিলেন। আর আজকে এখানে বড় বড় কথা বলেছেন যে একটি টিনও পাওয়া যাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক নাগ।

শ্রী দীপক নাগ :— মি: স্পীকার স্যার , এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ৬১।

শ্রী অরুন কুমার কর (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার - ৬১ ।

প্রশ্ন নং (১) :— জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে মোট কতজন কক্‌বরক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর :— জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮৮-৮৯ ইং সনে ৩২৬ জন ১৯৮৯-৯০ সনে ৩ জন কক্‌বরক, শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে টি এন, ভি, রিটার্নিজ ১২০ জন, একস্‌টি্রমিস্টস - ৩ জন, কোলাবোরেটরস,- ৩ জন, ডাইড- ইন হারনেস এবং ডাইরেক্ট- ১ জন।

প্রশ্ন নং (২) কোন্‌ ব্লক থেকে কতজনকে উক্ত কক্‌বরক্‌ শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়েছে ?

(ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর :— ব্লক ভিত্তিক হিসাব- মোহনপুর- ২৩, জিরানিয়া- ২২, তেলিয়ামুড়া- ১৪, খোয়াই- ২৫, বিশালগড়- ১, উদয়পুর- ৮, বিলোনীয়া- ১, অমরপুর- ১০, কমলপুর ছৈলেংটা- ১০, কাঞ্চনপুর- ৫, ও কৈলাশহর- ৫ ।

শ্রী অমর মল্লিক (বিলোনিয়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে,

জেনারেল কক্‌বরক্‌ টিচারের পদ শূন্য রয়েছে এবং সেখানে জেনারেল ক্যাণ্ডিডেট পাওয়া যাচ্ছে না ? এবং সেখানে এস, টি, কেণ্ডিডেট নিতে কোন বাঁধা আছে কি না ?

শ্রী অরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, বর্তমানে ৫৩৪ টি কক্‌বরক্‌ টিচারের পদ খালি রয়েছে। তারমধ্যে এস, টি- ৬৬টি, এস, সি,- ৯৯টি, ফিজিক্যাল হ্যাণ্ডিকেপ্‌ড্‌- ১৩ একস্‌ সার্ভিসম্যান- ১৩ এবং জেনারেল- ৪৩ জন। তবে জেনারেল পোষ্টগুলিতে এস, টি নিতে কোথাও বাঁধা নাই।

মি: দিপংক নাগ :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কক্‌বরক্‌ জানে এমন সমস্ত লোকজনকে কক্‌বরক্‌ টিচার পদে নিয়োগ করা হয়েছে- যেমন বিশালগড়ে নিরঞ্জন দেবনাথ, উনি কক্‌বরক্‌ জানেন না কিন্তু উনাকে কক্‌বরক্‌ টিচার পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এবং ত্রিপুরায় আরো এই রকম বহু কক্‌বরক্‌ টিচার নিয়োগ করা হয়েছে যারা কক্‌বরক্‌ ভাষা জানে না। এমন কতজনকে কক্‌বরক টিচার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয় জানাবেন কি।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই তথ্যজানা আছে কিনা, পাহাড়ে কক্‌বরক্‌ টিচার যারা আছেন, তাদের একটা মানসিক আছে যে তারা জেলা সদরে বা মহকুমা সদরে কাজ করবেন। বাড়ী ঘরে থেকে কাজ করছেন এবং বেতন নিচ্ছেন

এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী অরুন কুমার কর মন্ত্রী :— স্যার এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা, যে বিগত বামফ্রন্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটা আন-ডেভলাপমেন্ট এবং আণ্ডার ডেভলাপমেন্ট ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ছিল, সেই ধরনের কোন উদ্দেশ্য সেখানে নেওয়া হয় নাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এটাকে পিছিয়ে দিয়েছেন। তারা তাদের একটা ভাল মানসিকতা তৈরী করতে পারেন নাই। সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে করে তাদের এই ধারনাটা আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি যেন তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠী ও জাতির উন্নতি বিধান করার জন্য কাজে লাগে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে আন-ডেভলাপমেন্ট লেংগুয়েজটিকে উন্নত করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষন মালাকার।

শ্রী বিধুভূষন মালাকার (পাবিয়াছড়া) :— স্যার এডমিটেড কোয়েশচান নাম্বার- ৮৪।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৮৪।

শ্রী অরুন কুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার-৮৪

প্রশ্ন

১) কৈলাশহর মহকুমার বিরাশি মাইলে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত আছে কিনা. এবং

২) যদি থেকে থাকে তাহলে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে কি কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে ?

উত্তর

১) উত্তর ত্রিপুরা জেলায় একটি জওহর নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিরাশি মাইল সহ কয়েকটি স্থান পরীক্ষার পর্যায়ে আছে। নবোদয় কর্তৃপক্ষ স্থান নির্বাচনে এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন নাই।

২) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের মাধ্যমে জওহর নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য নবোদয় বিদ্যালয় সমিতির সংগে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

শ্রী বিধুভূষন মালাকার :— সাপলিমেন্টারী স্যার। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, ডিস্ট্রিক-ওয়াইজ নবোদয় কেন্দ্র স্থাপনের কথা ছিল। সেদিক থেকে ধর্মনগর-কৈলাশহর এবং কমলপুর পড়ে এর মধ্যে। যার যোগাযোগ সবচেয়ে ভাল। সরকার আসার পর আমরা লোক-মুখে শুনতে পেয়েছি যে, এটা নাকি স্থানান্তরিত হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল এই ব্যাপারে একটা কথাও বলেননি।

শ্রী অরুন কুমার কর (মন্ত্রী) :— আগেই বলেছি যে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করেন নবোদয় বিদ্যালয় কমিটি। কাজেই এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। আর বিগত দিনের যে রেফারেন্স তিনি দিয়েছেন আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলের উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে জোট সরকার সার্বিক চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দক্ষিন ত্রিপুরা জেলায় নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করার ব্যাপারে বীরচন্দ্র মনু গাঁওসভায় জায়গা অধিগ্রহন করা হয়েছিল। এই জায়গাতে প্রায় ১২টি পরিবার এভিকটেড্ হয়েছে। এখন এই নবোদয় বিদ্যালয় কোন পর্যায়ে আছে, কবে নাগাদ কাজ শেষ হবে ইহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী অরুন কুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সরকার বদল হওয়ার পর কেন্দ্র সরকারতো এখন উনাদের বন্ধু সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, নবোদয় বিদ্যালয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বিবেচনা করছেন এবং এই ব্যাপারে আমাদের কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিচ্ছেনা।

শ্রী জিতেন সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তেলিয়ামুড়ার আই এল এর হাউয়াইবাড়ী গাঁও সভাতে নেপালটিলাতে এবং এটা জোট সরকার আসার পর কোন নীতির উপর ভিত্তি করে রামচন্দ্র ঘাটে এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়েছে। ডিস্ট্রিক-ওয়াইজ সকলেরই সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল। সুতরাং এখন ইহাতে কোন অসুবিধা হবে কিনা ইহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী অরুন কুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগের প্রশ্নে বলেছি যে, বিগত সরকারের রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত তারা গ্রহন করেছিলেন। আর নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি নিয়ে থাকেন। কাজেই জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সমস্ত জিনিষটা পূর্ণ বিবেচনার জন্য নবোদয় সমিতিকে আহবান করা হয়। এবং বিভিন্ন সাইডগুলি দেখে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন এবং এটা আমাদের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী উপ-মুখ্যমন্ত্রী দশরথদেব বাবুর বাড়ীর সন্নকটে সেটা হয়েছে, এবং ঐ এলাকাটির সমস্ত কিছু বিচারে সার্বিক স্বার্থ সাধন করবে বলেই ঐ এলাকাটি তারা নির্দিষ্ট করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৭।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ও বি, সি ভুক্ত সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড বুকগ্র্যান্ট, ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে, কিনা

২। যদি থাকে তাহলে বর্তমান ১৯৯০ ইং শিক্ষাবর্ষেই তা বাস্তবায়িত হবে কিনা, এবং কি হারে স্টাইপেণ্ড ও বুকগ্র্যান্ট দেওয়া হবে?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ও. বি, সি ভুক্ত সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও. বি, সি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় পরিকল্পনাগুলি রাজ্য সরকার পরীক্ষা করে দেখছেন।

২। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলির অনুমোদনের পরই এ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। তবে যত শীঘ্র সম্ভব পরিকল্পনাগুলির অনুমোদন ও রূপায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে আমাদের বাজেটের ৪০ লক্ষ টাকা ও, বি, সির জন্য ধরা হচ্ছে, সেই ও, বি, সি ভুক্ত সম্প্রদায়ের যে টাকা ধরা হচ্ছে এবং সরকার সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই স্বীকৃতি এই লোক অনুপাতে সেটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা বা লোক গননার কাজ সরকার গ্রহণ করবেন কিনা, এবং সেটা অতি সত্বর ব্যবস্থা করবেন কিনা? তা না হলে এই যে ৪০ লক্ষ টাকা, এই টাকা কি কি ভাবে ব্যয় করা হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি আপনার এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। স্যার, এই রাজ্যের যে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের ব্যবস্থা নেবার জন্য পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের নিকট ও, বি, সি সম্প্রদায়ের দাবী জানিয়েছিল। তখন তারা সেটাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। যার ফলে এই সরকারের বিরুদ্ধে তীব্রতর আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। এবং এই হাউসে এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল স্যার, আমরা ক্ষমতায় আসার পর এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। তদানীন্তন সরকার এটা মোটেই গুরুত্ব দেয়নি। বরং বলেছে এই রকম সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের পেছনে কোন অর্থনৈতিক বা শিক্ষা বা সামাজিক কোন ব্যাপার নেই। সেই অবস্থায় এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করে এবং এটাকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে অভিহিত করেছিলেন। স্যার, আমরা ক্ষমতায় আসার পর কমিটি হয়েছে, কমিটির প্রথম রিপোর্ট দিয়েছেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে বলেছেন যে ২৬টি সম্প্রদায়কে ও, বি,সি হিসাবে গণ্য করার জন্য তারা ২৭টি কমিটিকে ও বি, সি হিসাবে গণ্য করার জন্য রিকমেণ্ডেশন সরকারের কাছে কমিটি রিপোর্ট করে। সরকার সেই ফাস্ট রিপোর্টের বিবেচনা করে ২৬টিকে ও, বি, সি হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন কি প্রকার সুযোগ দেওয়া হবে এই সম্পর্কে কমিটিকে বলা হয়েছে। সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে আর্থিক সংকুলনে বিচার বিবেচনা করে এই সম্পর্কে তাদের রিকমেণ্ডেশন দেওয়ার জন্য। স্যার, ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আমি প্ল্যানিং কমিশনের কাছে নিয়ে গিয়েছি এবং আর্থিক

বরাদ্দের জন্য। তাছাড়া ফিনান্স কমিশনকে এই বিষয়ের উপর আবেদন করেছিলাম। কিন্তু কোন প্রকার আর্থিক বরাদ্দ তখন পর্যন্ত করা হয়নি।

এখন কি প্রকারের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে, এই সম্পর্কে কমিটিকে বলা হয়েছে সমগ্র দিক বিবেচনা করে, বিশেষ করে আর্থিক দিকটা বিবেচনা করে, তারা যেন রিপোর্ট দেন। স্যার, এরই মধ্যে আমি এই প্রশ্নটাকে প্লেনিং কমিশনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম আর্থিক বরাদ্দের জন্য এবং সেই সংগে ফিনান্স কমিশনের কাছেও আবেদন করেছিলাম, কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত এর সম্পর্কে কোন বরাদ্দ দেয় নি। স্যার, একটি কমিউনিটিকে সুযোগ সুবিধা দিতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন, সেটা একলা রাজ্য সরকারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, কেন্দ্রীয় সরকারেরও কিছুটা বহন করার প্রয়োজন আছে। তা সত্বেও আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে কিছুটা বরাদ্দ করতে রাজি। যদি কেন্দ্রীয় সরকারও এর জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেন। কাজেই, কমিটির সিদ্ধান্ত পেলেই আমরা ক্যাবিনেটে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেব। স্যার, আর একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে মানসিকতার, আমরা একথা বলছি না যে আমরা এই সম্প্রদায়কে কিছু দিতে চাই না। আজকে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার সিডিউলড কাস্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবস্‌দের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ আর্থিক বোঝাটা বহন করছেন, তেমনি এই সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও যাতে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিবেচনা করেন সেজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার অনুরোধ করে আসছি। আমি জানি না, বিগত বামফ্রন্ট সরকার, তাদের এই দাবীগুলি আদৌ স্বীকার করতেন কিনা। কিন্তু আমরা সেগুলি স্বীকার করেই বলছি যে, আমরা তাদের কিছু দাবী দাওয়া পূরন করতে চাই যদি কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের কিছুটা বহন করেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর):- স্যার, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার থাকা অবস্থায় এই মণ্ডল কমিশনের সুপারিশকে কার্যকর করার জন্য ও. বি. সি যে আন্দোলন করেছিল, আমরা সেই সম্পর্কে বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যাতে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে সিডিউলড কাস্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবস্‌দের ক্ষেত্রে চাকুরীর কোটা ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়েছিলেন, সেইরকম যেন ও. বি. সি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের ক্ষেত্রেও চাকুরীর কোটা ঠিক করে দেন, এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অস্বীকার করতে পারেন ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, উনার এই ও. বি. সি সম্প্রদায়ের জন্য কি করেছেন, না করেছেন, সেটা আমার জানা নাই। তবে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে অনুরোধ করেছিলাম তাতে তারা বলেছেন যে রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারেন। কিন্তু সে সম্প্রদায়টা বিশেষ কতগুলি দাবী নিয়ে আন্দোলন করছে

সেটা পূরণ করতে হলে শুধু মাত্র রাজ্য সরকারের পক্ষেই সেটা সম্ভব নয়। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। কেন না, রাজ্য সরকারের একটা আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। কাজেই, কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের রাজ্য সরকার থেকে যে অনুরোধ করেছিলাম, সেটার সম্পর্কে আমরা এখন পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোন কিছু পাই নি।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য সমর বাবু বলেছেন যে বিগত বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে এই মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে অনেক কাগজপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেই সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দলনেতা ছিলেন এবং এই মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস দলের পক্ষ থেকে অনেক বক্তব্য এই হাউসে রাখা হয়েছিল। তখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী এই ও, বি, সিকে সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই অবগত আছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি, যে এই কমিটিকে যে অনুমোদন সরকারী ভাবে যে দেওয়া হয়েছে সেটার মেয়াদ কত দিন থাকবে? এবং চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, রিজার্ভেশন সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। একটা কারন হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের রায়। দ্বিতীয় হচ্ছে ও, বি, সি, হিসাবে চিহ্নিত সেনসাসের কোন রেকর্ড আমাদের কাছে নেই। ১৯৯১ সনে সেনসাস হবে। আর রিজার্ভেশনের ব্যাপারটা আমরা খতিয়ে দেখছি।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে ৪০ লক্ষ টাকা স্যাংশন হয়েছে সেটা কিসের ভিত্তিতে হয়েছে? আর সরকারী ভাবে যে কমিটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেই কমিটি পঞ্চায়েত রেজিষ্ট্রি দেখে ও, বি, সি ভুক্ত কারা সেটা নির্ধারিত করবেন কি না?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ও, বি, সি হিসাবে চিহ্নিত করা। দ্বিতীয়ত সেনসাসে সেই পপোলেশন রেশিও বাহির করা। এই ৪০ লক্ষ টাকা হচ্ছে একটা টোকেন অ্যামাউন্ট। কমিটিকে বলা হয়েছে এই ব্যাপারে তাদের রিকমেনডেশন দিতে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারেরও সহযোগিতার প্রয়োজন। কমিটির ফাইনেল রিপোর্ট পেলে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— স্যার, কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, সরকারকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। এই কারনে যে, তাঁরা মণ্ডল কমিশনের সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে বিরাট সংখ্যক ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের লোক আছেন। স্যার, বর্তমানে বিরোধী আসনে যারা আছেন

যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন ও, বি, সি,-এর এই আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেন নি। বর্তমান সরকার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ৪০ টাকা দিয়েছেন কি ৪০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন তা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে, মণ্ডল কমিশনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন তাই।

শ্রীদীপক নাগ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি? লোকসভায় বর্তমান যে সরকার আছেন (সি, পি, আই, (এম) ও বি, জে, পি, এর সমর্থনে মোর্চা সরকার সেই সরকার, তাঁদের ইলেকশান ইস্তাহারে বলেছিলেন, তাঁরা যদি ক্ষমতায় আসেন, তবে ও, বি, সি, এর ব্যাপারে মণ্ডল কমিশনের সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এটা ঠিক কিনা? প্রশ্ন হচ্ছে দিল্লীতে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর এই মণ্ডল কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার জন্য উপ-প্রধানমন্ত্রী দেবীলালকে সভাপতি করে একটি কমিশন গঠন করেন। কিন্তু যাতে এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী না হয় সে জন্য দেবীলাল সেই কমিশনের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এ খবর সত্য কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি?

(ভয়েসেস ফ্রম বিরোধী বেঞ্চ :— দেবীলাল এখানে উপস্থিত নেই)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর উত্তর দিলেও পারেন, না দিলেও কিছু হবে না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমরা পত্রিকায় দেখেছি, আমরা আশা করেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকার যথাশীঘ্র স্বীকৃতি দেবেন। রাজ্য সরকারের এত রিসোর্স নেই যে, সে একা এই দায়িত্ব ভার কাঁধে নিতে পারে। কাজেই এই পদত্যাগে আমরা দুঃখিত।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, বামফ্রন্ট আমলের তৎকালীন খাদ্য মন্ত্রী শ্রীরামকুমার নাথ এই ও, বি, সি, সম্পর্কে কথা বলায় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী তাঁকে হুমকি দিয়েছিলেন যে, এ ব্যাপারে কথা বললে তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) **:—** স্যার, এই ও বি, সি, ইস্যুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এখন ৪০ লাখ টাকা রাখা হয়েছে তা স্পেসেস মানি। এই টাকা দিয়ে কিছু হবে না। তফসিলী জাতির জনগণ যেভাবে বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ পাচ্ছেন এবং ঠিক সেই রকম ক্ষেত্রে পরিকল্পনা আছে ঠিক সেই ভাবে তাদের জন্যও দেয়া হবে কিনা তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন? বামফ্রন্টের আমলে যে ১০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়ার কথা ৫০ পারসেণ্ট সাবসিডি দিয়ে তা কি নতুন করে প্রবর্তন করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি আগেই বলেছি, ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের লোকদের কি কি সুযোগ দেওয়া যায় সে দিকটি খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি হবে।

তাদের ফাইন্যাল রিপোর্ট পেলে পর বিষয়টি ভেবে দেখা হবে।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেহেতু এই সরকার আমাদের ও, বি, সির জন্য ৪০ লক্ষ টাকা রেখেছেন এবং ২৬টি সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দিয়েছেন তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এবং এস. সি, ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মত এই ও. বি, সির, জন্য একটা ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করে কর্মচারী ইত্যাদি নিয়োগ করা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি আগেই বলেছি সেটাকে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে সেটা ঠিক করবেন কমিটি। কমিটি যেভাবে রিকমণ্ডেশান করবেন, সেই ভাবেই বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুকুমার বর্মন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (নলছড়) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫৯ স্যার।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫৯ স্যার।

—: প্রশ্ন :—

১) মেলাঘর বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং হাউসটি কবে নাগাদ চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়, এবং

২) দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত বোর্ডিং হাউসটি চালু না হওয়ার কারন?

—: উত্তর :—

১) মেলাঘর বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং হাউসটির বাড়ী তৈরী হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের বোর্ডিং হাউস চালু করার জন্য বাউণ্ডারী ওয়াল ও সুপারিনটেনডেন্টের কোয়ার্টার অপরিহার্য এছাড়া দরকার ওয়াটার সাপ্লাই, পায়খানা, প্রস্রাবাগার ইত্যাদি। এই সব কাজ সম্পন্ন হলে পরেই তা চালু করার বিষয়ে পরবর্তী ব্যাবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

২) উপরিবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন হয়নি বলেই বোর্ডিং হাউসটি চালু করা যায়নি।

শ্রীসুকুমার বর্মন :— সাপ্লিমেটারী স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি এই জোট সরকার এই সভাতে বারবার উল্লেখ করেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি-দের জন্য কোন কাজ করেন নি। একমাত্র জোট সরকারই সব কাজ করছে তাদের জন্য। বামফ্রন্ট সরকার মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মেলাঘরে এই বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং হাউসটি নির্মাণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং করেই এই বিল্ডিংটি নির্মাণের কাজ শুরু করেন। কিন্তু সামান্য ওয়াটার সাপ্লাই, ইলেকট্রিফিকেশানের জন্য আজকে দুই বৎসর পরেও সে কাজগুলি সম্পন্ন হয়নি, বোর্ডিং হাউসটি চালু করা সম্ভব হয়নি। গত আর্থিক বৎসরেও মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী

এই হাউসে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এই বোর্ডিং হাউসটি কিছু দিনের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাকে আশ্বাস দেবেন কিনা, কত দিনের মধ্যে এই বোর্ডিং হাউসটি চালু করে তফসিলী জাতি ভুক্ত মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করবেন?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, মেলাঘর বালিকা বিদ্যালয় বোর্ডিং হাউসটি বাউণ্ডারী ওয়াল, সেনেটারী লেট্রিন ইউরিনাল, ওয়াটার সাপ্লাই ইত্যাদির এষ্টিমেট ৩, ৯০, ৮ টাকা বিগত ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং মাসে পেয়ে তফসিলী জাতি দপ্তরে উক্ত অর্থমঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে। অর্থমঞ্জুরী পেলে পূর্ত্ত দপ্তর এই সব কাজ শুরু করবে। ৯৪,৮০০ টাকা ব্যয়ে সুপারিনটেন্ডেন্ট কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন শিক্ষা দপ্তর হইতে ৬. ১, ৮৬ইং তারিখে দেওয়া হয়েছে এবং পূর্ত্ত দপ্তরেও প্রশাসনিক অনুমোদনের অতিরিক্ত কপি ৩০, ৯, ৮৯ইং তারিখে পাঠিয়ে কাজটি অতিসত্বর আরম্ভ করতে পুনরায় অনুরোধ করা হয়েছে আশা করা যায় কাজটি শীঘ্রই আরম্ভ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেই গুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—"A" &" B"

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পিকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং মহাশয়ের নিকট থেকে একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি উনার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং :— মিঃ স্পীকার স্যার আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :— "গত ২, ৩, ৯০ইং সন্ধ্যা অনুমান ৭-৩০ মিঃ আউতরমার কনজিউমারস্ সেকশ্যানের সেইলসম্যান কর্ত্তৃক প্রথমে শ্রীসমীর পাল (এম, এল, এ হোস্টেল নং-১ এর কর্মী) কে ৩ (তিন) পিস্ লাইফবয় সাবান বিক্রি করে ক্যাশমেমো দিতে অস্বীকার করা ও পরে বিক্রিত সাবান ফিরিয়ে নেওয়ার ঘটনার সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২, ৪, ৯০ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ দ্বিতীয় রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশটি পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট থেকে। আমি এখন মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ

করছি উনার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :— "২৯, ৩, ৯০ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত জি বি হাসপাতাল থার্মোমিটারের অভাবে ধুকছে গ্যাসের অভাবে অপারেশন বন্ধ দুমাস ধরে'—এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্ক।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :– মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি ৩, ৪, ৯০ইং তারিখে আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ তৃতীয় রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশটি পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীলকুমার চাকমা মহোদয়ের নিকট থেকে। এখন আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি উনার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা (পেচারথল) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :—"রাজ্য সরকারী দপ্তর সমূহে প্রাক্তন সৈনিকদের চাকুরী ক্ষেত্রে কোটা পুরণ না করা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২, ৪, ৯০ইং তারিখ আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে ২টি (দুইটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স-পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বিবৃতি দেওয়ার কথা অন্তর্ভুক্ত আছে।

উল্লেখ্য বিষয়গুলোর প্রথমটি গত ২০, ৩, ৯০ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় খাদ্য ও সংভরণ দপ্তরের মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত। বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তুটি হলো :— "সম্প্রতি পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের মূল্যের উর্ধগতি জন জীবনে গভীর সংকট সৃষ্টি করার ইঙ্গিত সম্পর্কে।"

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় বিধায়ক শ্রীদীপক নাগ মহাশয় কর্তৃক আনীত জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন। বিষয়টি গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে আলোচনায় এই সভার মাননীয় সকল সদস্যের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

উল্লেখ্য গত ১৯শে মার্চ ১৯৯০ইং তারিখে লোক সভার কেন্দ্রীয় বাজেটে ১৯৯০-৯১ পাশ

হইয়াছে। এই বাজেটে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য লিটার প্রতি যথাক্রমে ৫৪ পয়সা ও ১ টাকা ২৫ পয়সা বাড়ান হইয়াছে। ফলে বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে প্রতি লিটার ডিজেল ও পেট্রোল স্থানীয় বিক্রয় কর সমেত যথাক্রমে ৯.৯০ পয়সা দরে বিক্রি হইতেছে। এই মূল্য বৃদ্ধির ফলে একদিকে রাজ্যের আভ্যন্তরীন ব্যয় বৃদ্ধি যেমন হইবে অন্যদিকে তেমনি বহিরাজ্য থেকে আমদানীকৃত খাদ্য সামগ্রীর পরিবহন খরচও বৃদ্ধি হইবে। এর ফলশ্রুতিতে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য স্বাভাবিক কারনেই বাড়িয়া যাইবে। রাজ্যের জনগণকেই এই বৃদ্ধির বোঝা বহন করিতে হইবে।

মাননীয় সদস্যের এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভাবে প্রাসঙ্গিক, অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্য পূর্ণ। রাজ্য সরকারও উদ্ভুত পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিযাছেন।

শ্রীদীপক নাগ :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচনের পূর্বে জন-সাধারণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যেভাবে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে সেটা রোধ করা হবে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রত্যেকটি জিনিষের দাম বৃদ্ধি পাবে। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যাবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বৃদ্ধি পাবে। কাজেই মূল্য বৃদ্ধি যাতে না হয় তারজন্য ডিজেল ও পেট্রোল প্রভৃতিতে ভর্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, সেটা ঠিক, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীর ভাগ সামগ্রী বহিঃরাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়। কাজেই আমরা খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করব যাতে পেট্রোল ও ডিজেলের উপর ভর্তুকী দেওয়ার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ত্রিপুরা রাজ্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যাতে পুরো ট্রেন্সপোর্ট সাবসিডি দেয় তারজন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা। যেগুলি পেছনে পড়া রাজ্য সেগুলির জন্য এটা চালু আছে সেজন্য পুরো সাবসিডি যাতে পাওয়া যায় তারজন্য আপনারা প্রস্তাব রাখবেন কিনা ? এসেনশিয়েল কমোডিটিজ চাল, লবণ, তেল, কেরোসিন প্রভৃতির মূল্য যাতে বৃদ্ধি না পায়। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে সমতা আনার নামে সেই ট্যাক্স দেড়গুণ করে দিয়েছেন। বহিঃ রাজ্য থেকে যেসব জিনিষ আনা হয় সেগুলির কনসাইনমেন্ট ট্যাক্স আগে ছিলনা এখন সেটা চালু করা হয়েছে। এখন জিনিষ পত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে সেটা প্রতিরোধ করার জন্য এই ট্যাক্স প্রত্যাহার করে

নেবেন কিনা।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি। মাননীয় সদস্যকে ধন্যবাদ যে, তিনি এটা স্বীকার করেছেন। এই দাম বৃদ্ধির ফলে ত্রিপুরা রাজ্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মাননীয় সদস্য প্রস্তাব করেছেন এসেনশিয়েল কমোডিটিজের ট্রেন্সপোর্ট চার্জের উপর ১০০ পার্সেন্ট সাবসিডি দেওয়ার জন্য।
সেন্টপারসেন্ট সাবসিডি, ট্র্যান্সপোর্ট সাবসিডি দেওয়া হয় সেজন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখার জন্য মাননীয় সদস্যের দুইটা প্রস্তাবই আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি মনে করি এই হাউসে একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব নেওয়া উচিত।

স্যার, উনি টেক্স সম্পর্কে বলেছেন। কিছু কিছু সামগ্রীর উপর টেক্স বাড়ানো হয়েছে এইটা ঠিক। কেননা এইটা একটা সমতা যদি আমরা না করি তাহলে তার কোপ পড়বে রাজ্যের অর্থনীতির উপরে। যেমন অটোমোবাইল গুড্‌স্‌ বা চেসিস্‌ এইটা বাইরে থেকে আসে। এবং বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রেট। যারফলে এইখানকার মালিকরা এই টেক্সকে ফাঁকি দেবার জন্য এইগুলি বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসে। এবং এইজন্য আমরা এই টেক্স থেকে বঞ্চিত হই। আমাদের রেভিনিউ কমে যায়। এইজন্য স্যার, একটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য তদানীতন প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী দিল্লীতে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ডেকেছিলেন যাতে করে এর মধ্যে একটা সমতা আনা যায় এবং সেজন্য সেন্ট্রাল টেক্স এবং রাজ্যের টেক্সের মধ্যে সমতা আনার জন্য এই মিটিং হয়েছিল। এবং সেখানে দেখা গেছে এই ডিসপ্যারিটি সবচেয়ে বেশী উত্তর পূর্বাঞ্চলে। সেখানে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, এই ডিসপ্যারিটি দুর করার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চিফ্‌মিনিষ্টারদের একটা মিটিং আহ্বান করা হয়েছে শিলংএ। সেখানেও এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, কিছু কিছু ফ্লোর রেক্টিফাই করার জন্য সেই হিসেবে আমরাও যেহেতু উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটা অংশীদার-রাজ্য আমরা বলেছি যে, যে ফ্লোর রেকটিফাই করব।

স্যার, যেসমস্ত জিনিসের দাম বেড়েছে সেসমস্ত জিনিস সাধারন মানুষ ব্যবহার করেন না। যাদের পয়সা আছে তারাই এইসব জিনিস ব্যবহার করেন। বিশেষ করে পেট্রোল, ডিজেল, রেলওয়ে ভাড়া বৃদ্ধির ফলে যে দাম বৃদ্ধির ফলে সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে যায়। কিন্তু স্যার, আমরা যে সমস্ত জিনিসের উপর টেক্স বসিয়েছি সেটা সাধারন মানুষ দেবেন না। সেইজন্য এসেনশিয়েল জিনিসগুলি এই টেক্স-এর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই টেক্স বৃদ্ধির ফলে নিত্য প্রয়োসজনীয় জিনিসের দাম বাড়ানোর কোন সম্ভাবনা নাই। এবং এইধরনের কোন টেক্স এই কংগ্রে-(আই) টি, ইউ, জে, এস, সরকার বসায় না এবং আমরা সেটার ঘোর বিরোধী।

শ্রী সমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে

কথাটা বলেছেন সব সম্মতিক্রমে প্রস্তাব, আনা দরকার। সাবসিডি প্রস্তাব, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে জিগ্যেস করব যে, উনার এই প্রশ্নের উপর সুনির্দিষ্ট ভাবে ইমপুট যেটা বাইরে থেকে এখানে আসে পরিকল্পনার উন্নয়নের জন্য যেমন কৃষি সীডস্, সার ইত্যাদি জিনিসপত্র বাইরে থেকে আনতে হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ডেভেলাপমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসপত্র এবং এনিম্যা'ল হাসবেণ্ডুর যেমন বিভিন্ন লাইভস বার্ডস্ ইত্যাদি বাইরে থেকে আনতে হয়। এর আগে বামফ্রন্ট সরকার থেকে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে এই সম্পর্কে সাবসিডির দাবী বহুবার করা হয়েছে। এখন এই সর্বসম্মত প্রস্তাবের মধ্যে এই সমস্ত ইনপুর্টস্ এর উপর সাবসিডি, ট্র্যান্সপোর্ট সাবসিডি এসেনাশয়েল কমোডিটিজের উপর সাবসিডি, এবং মার্কেটিংএর জন্য কৃষকরা যে কৃষি পন্য বিক্রি করবে তার নিজের খামার থেকে তোলে এনে যে বাজারে তোলবে সে তোমার ক্ষেত্রেও কৃষকদের সুনির্দিষ্ট ভাবে এই কৃষি পণ্য বিক্রিয় ক্ষেত্রেও একটা সাবসিডির ব্যবস্থা যাতে কৃষি পণ্য কৃষক উৎপাদন খরচ যা পড়ে সে খরচটা পুষিয়ে তোলতে পারে। তারজন্য কিছুটা অন্তত পক্ষে আঘাতটা কম পড়ে এই রকম ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নিয়মিত করা হয়েছে, এই রকম প্রস্তাবগুলি করা হবে কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : - স্যার, বামফ্রন্ট আমলে কি হয়েছে তা আমার জানা নেই মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন, ট্রান্সপোর্ট সাবসিডি পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য 'র- মেটেরিয়াল' দরকার।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে ব্যাপারটি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সেজন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে আনা প্রয়োজন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদর (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, মাননীয় সদস্য-এর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটি প্রস্তাব দিচ্ছি যেহেতু একটা প্রস্তাব নেওয়া দরকার সেইজন্য দুদলের চীপহুইপরা মিলে একটা ড্রাফট বাংলাতে তৈরী করবেন।

শ্রী সমর চৌধুরী :— ঠিক আছে স্যার। এই প্রস্তাবে আমরা রাজি আছি।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২৮,৩,৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষন মালাকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিয়ে উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর মাননীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "ছা-মনু ব্লকের গোবিন্দ বাড়ীতে এ, ডি, সির পক্ষ থেকে ৫০টি সৌর শক্তি চালিত বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরকে প্রদত্ত চলিত অর্থবর্ষের আর্থিক বরাদ্দ অর্থ বর্ষের অর্থ অব্যায়িত থাকার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং :— (মন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, উল্লেখ্য বিষয়টি হলো :—
"ছামনু ব্লকের গোবিন্দ বাড়ীতে এ, ডি, সির পক্ষ থেকে ৫০টি সৌর-শক্তি চালিত বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরকে প্রদত্ত চলতি আর্থিক বরাদ্দ অর্থ বর্ষের অব্যয়িত থাকার ঘটনা সম্পর্কে।"

উত্তর হচ্ছে :— ছামনু ব্লকের গোবিন্দ বাড়ীতে এ, ডি, সির পক্ষ থেকে ৫০টি সৌর শক্তি চালিত বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরকে চলতি অর্থ বৎসরে কোন অর্থ দেওয়া হয় নাই।

শ্রী বিধুভূষন মালাকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এ, ডি, সির পক্ষ থেকে তার নিজস্ব টাকায়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পেশ করা হয়েছে ৫০টি প্রস্তাব। একটি প্রস্তাবও কার্যকর করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে না। এ, ডি, সিতে দক্ষ শ্রমিকের অভাব রয়েছে। যদিও এটা রাজ্য সরকারের দেওয়ার কথা। মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা যে, কোন কোন গ্রামে বা প্রতিষ্ঠানে এই স্থানগুলি নির্ণয় করা হয়েছে ? কবে নাগাদ এই কাজগুলি চালু করবেন ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং :— (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, চলতি আর্থিক বছরে আমাদের দেওয়া হয় নাই। তবে ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছরে এ, ডি সি বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরকে মোট ২১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। এ, ডি, সির ২০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নিম্নের চারটি গ্রামও আছে। যেগুলিতে সৌর শক্তি পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে

এগুলি হলো :— প্রভারাম পাড়া, ভান্দারিমা পাড়া, খাল ছড়া, গোবিন্দ বাড়ি। এছড়া আরও চার-পাঁচটি গ্রামে সৌরশক্তি পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এ, ডি, সি থেকে যে টাকা দিয়েছিল, ক'টা গাঁওসভার উল্লেখ করে দিয়েছিল, বোধহয় তিনটা বলেছেন। সেই গাঁওসভাগুলির মধ্যে চারটিতে কাভার করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, গোবিন্দবাড়ীতে, ছামনু ব্লকে ঐখানে কোন কোন স্পটে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে, অথবা কার কার বাড়ীতে এইগুলি রূপায়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ, সৌর বিদ্যুৎ কিভাবে ওখানে কার্য্যকরী করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— কার রান্না ঘরে দেওয়া হয়েছে এটা উত্তর না দেওয়ার প্রশ্ন তবু বলছি প্রভারাম পাড়া, মান্দারীমা, গোবিন্দবাড়ী, খালছড়া ইত্যাদি জায়গায়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এটা সাধারন মানুষের কাছে যায় নি। ওখানকার চেয়ারম্যানের বাড়ীতে সাজসজ্জা হয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করতে পারেন না ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— যদি কারো বাড়ীতে থেকে থাকে তা গোবিন্দবাড়ীতেই

এটা কি আপনার বাড়ীতে থাকবে নাকি?

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা (রাধা কিশোরপুর) :— স্যার, এই যে গোবিন্দ বাড়ীতে লাইট দিয়েছে, সেখানে কয়টা লাইট জ্বলে, একটাও জ্বলে না স্যার, এটা নির্বাচনের আগে ভোট পাওয়ার জন্য সেখানে টি ভিও দিয়েছে। টি ভি গুলি এখন চলে না, এইগুলি এখন নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ঐগুলি সেখানকার চেয়ারম্যানের বাড়ীতে আছে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— চলে না এই খবর আমাদের কাছে নাই সত্যি, কিন্তু ঐগুলি তো ইনষ্ট্রুমেন্ট, গাড়ীও নষ্ট হয়, আপনার পেটও মাঝে মাঝে নষ্ট হয়। কাজেই ঐগুলি নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা আছে। যদি নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে আমরা সেইগুলি ঠিক করে দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজকে আমি নিম্নলিখিত একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে উত্থাপনের অনুমতি আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "গত ১৮ই মার্চ ১৯৯০ইং হইতে ২২শে মার্চ ১৯৯০ইং পর্য্যন্ত আগরতলায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ পূর্বাঞ্চল রাজ্য ক্রীড়া উৎসবের ব্যবস্থাপনার চরম বিশৃঙ্খলার কারনে খেলোয়াড় ও খেলা পরিচালকদের দুর্ভোগ ও বিক্ষোভ সম্পর্কে ,,

আমি এখন মাননীয় যুব কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনীয় নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগহন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন। যুব কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী অনুপস্থিত থাকিলে আমি চীফ মিনিষ্টারকে অনুরোধ করব বিবৃতি দেওয়ার জন্য সময় চেয়ে নিতে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আগামী ২, ৪, ৯০ইং তারিখ এর উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকে আমি নিম্নলিখিত আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে উত্থাপনের অনুমতি আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "আগরতলা আমতলীস্থিত পি, এল, ক্যাম্পের অস্থায়ী আবাসিক বৃন্দের স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে।" আমি এখন পূণর্বাসন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির আগামী ৩রা এপ্রিল বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— আজকে আমি নিম্নলিখিত আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে উত্থাপনের অনুমতি আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "২৯, ২, ১৯৯০ইং তারিখে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত জাতীয় সঞ্চয় পত্র কেনার জুলুম, উদয়পুরে কেরোসিন সংকট শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর একটি বিবতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর আমি আগামী ২রা এপ্রিল এই হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকে, আমি মাননীয় সদস্য চিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। ওনার নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমি সেটি উত্থাপন করবার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"২৯/৩/৯০ইং তারিখে "ত্রিপুরা দর্পন" পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত জাতীয় সঞ্চয়-পত্র কেনার জুলুম উদয়পুরে কেরোসিন সংকট চলার সংবাদ সম্পর্কে।"

আমি এখন খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তবে পরবর্ত্তী একটা তারিখ আমাকে জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২রা এপ্রিল তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

PRESENTATION OF PETITION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি একটি পিটিশন পেয়েছি। পিটিশনটি দিয়েছেন শ্রীপরিতোষ মজুমদার, চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত উন্নয়ন কমিটি, শান্তির বাজার গাঁও পঞ্চায়েত এবং গং ৬৩ জন। পিটিশনটির বিষয়বস্তু হল—To take

necessary arrangement to extend the Santirbazar market near the place which is occupied by the Public works Department temporary barrak at Santirbazar. পিটিশনটি ফরোয়ার্ড করেছেন এবং কাউন্টার সাইন করেছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং মহোদয়কে পিটিশনটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Gouri Sankar Reang :— Mr Speaker Sir, I beg to present before the House a petition regarding to take necessary arrangement to extend the Santirbazar market near the place which is occupied by the Public works Department temporary barrak at Santirbazar, South Tripura.

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT OF PUBLIC IMPORTANCE.

মিঃ স্পিকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল, শর্ট ডিস্কাশন অন দি মেটার্স অব আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পোর্টেন্স। আজকের কার্য্যসূচীতে ৩টি শর্ট ডিস্কাশনের নোটিশ আছে। নোটিশ ৩টির প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয়, দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়।

প্রথম নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "ডিজেল ও পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি ও তদ্জনিত কারণে জনসাধারণের অসহনীয় অবস্থা ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ভর্তুকী প্রদান সম্পর্কে।" এই বিষয়টির উপর ইতিমধ্যে আলোচনা হয়ে গেছে, তারপরেও যদি মাননীয় সদস্য আলোচনা করতে চান তো করতে পারেন। তাই, আমি এই বিষয়টা হাউসের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

(ট্রেজারী বেঞ্চ ও অপোজিশন বেঞ্চ—স্যার, এর মধ্যে এই সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে, কাজেই, এর বেশী কিছু আর আলোচনা করার প্রয়োজন নাই)

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে তাহলে, আমি পরবর্তী শর্ট ডিস্কাশনের উপর আলোচনা করার জন্য সুযোগ করে দিচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— স্যার, অন এ পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান, আমি জানতে চাইছি, আজকে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানের দিন। কাজেই সেগুলির উপর আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, আমরা যদি ভুটোর পর থেকে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানের উপর আলোচনা করার সুযোগ পাই, তাহলেও আমাদের হাতে ৩ ঘন্টা সময় থাকবে।

এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়কে তাঁর ডিস্কাশন অন দি মেটার্স অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপোর্টেন্সের উপর আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি। ওনার আলোচনার বিষয়বস্তু হল—'ফ্লাড প্রটেকশন স্কীম দেওয়ান পাশা থেকে ধর্মনগর হাসপাতাল পর্য্যন্ত চালু করা সম্পর্কে।"

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হল "ফ্লাড প্রটেকশন স্কীম দেওয়ান পাশা থেকে ধর্মনগর হাসপাতাল পর্যন্ত চালু করা সম্পর্কে।" স্যার, দেওয়ান পাশা থেকে ধর্মনগর হাসপাতাল পর্যান্ত যে দূরত্ব ৮ থেকে ৯ কিলোমিটার এর মত হবে। এটুকু জায়গাতে বাঁধ দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এই অঞ্চলকে ফ্লাড থেকে প্রটেকশন করা যাবে। স্যার বামফ্রন্টের আমলেও এটা করার জন্য তারা এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু নানা কারণে সেটাকে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। আর তার জন্যই আমাকে এই শর্ট ডিস্কাশনটা আনতে হল।

আমি জানি তাদের আমলে (বামফ্রন্ট সরকারের আমলে) দেওয়ান পাশা থেকে ধর্মনগর হাসপাতাল পর্যান্ত ৯ কিলোমিটার বাঁধ দেওয়ার জন্য ব্রহ্মপুত্র রিভার বোর্ড বিশেষজ্ঞদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার এটা কাজটা ঠিকঠিক ভাবে না করে তালবাহানা করেছিলেন। আজ পর্যন্ত সেটা হয়নি। এটা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। ধর্মনগর শহরে বহু লোকের বাস। তাদেরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কার্যকরী হয় নি। আমি বর্তমান সরকারকে অনুরোধ করছি এটা দেখার জন্য যে সত্যিই কি ব্রহ্মপুত্র রিভার বোর্ডকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কিনা এবং জনসাধারনের স্বার্থে এই ফ্লাড প্রোটেকশনের কাজ শুরু করার জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। থ্যাঙ্কইউ।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমাদের পক্ষ থেকে শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় এই ব্যাপারে বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীমতিলাল সরকার :— (কমলাসাগর) মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাংখল যে ফ্লাড প্রোটেকশনের বিষয়টি এখানে উৎথাপন করেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন। স্যার, এই ফ্লাড প্রোটেকশন স্কীম দেওয়ান পাশা থেকে ধর্মনগর হাসপাতাল পর্য্যন্ত কার্য্যকর করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হাতে নেওয়া হয়েছিল। তখন বামফ্রন্ট সরকারের যে ফ্লাড প্রোটেকশন দপ্তর আমাদের ইনজিনীয়াররা এবং অফিসাররা এই বাঁধটা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করেছিলেন। কিন্তু সমস্যা ছিল এই শহরের পশ্চিম পাশে একটা ছড়া আছে শুকনো ছড়া তার গতি পরিবর্তন করা প্রয়ো-

জন। এই ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার যখন কাজ করতে যান তখন সেখানকার গাঁওপ্রধান হার-নারায়ন গাঙ্গুলী এবং আরও কংগ্রেস নেতা এই কাজে বাঁধা দেন। ফলে এই কাজটা করা সম্ভব হয় নি। মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাব আনতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের উপর দোষারূপ করেছেন। তখন কংগ্রেসের কাজই ছিল বিভিন্ন উদ্যোগ মূলক কাজে বাঁধা সৃষ্টি করা। রাস্তা করা বাঁধা দেওয়া, স্কুল ঘর তৈরী করা এই সমস্ত কাজে বাঁধা দেওয়ার জন্যই কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস দলের প্রধান কর্তব্য ছিল।

কাজেই স্যার, এখন এই স্কীম অবিলম্বে গ্রহণ করার জন্য এবং শহরকে বাঁচানোর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য আমি দাবী জানাচ্ছি। সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহন করছেন তা জানানোর আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুবোধ দাস (পানিসাগর):— স্যার, বিষয়টির আমি কিছু জানি বলে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই। ধর্মনগর দেওয়ান পাশা থেকে ধর্মনগর হাসপাতাল পর্যান্ত ধর্মনগর শহরের পশ্চিমবাসী শুকনাছড়া ভরাট হয়ে ক্রমশ বন্যার প্রকোপ বাড়ছে। এর ফলে শহর বিপন্ন। মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার ঠিকই বলেছেন তবে সেই সঙ্গে আমি আরো বলতে চাই, ধর্মনগর শহরকে বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার জনা পূর্বে বন্যা নিয়ন্ত্রন দপ্তর মাষ্টার প্ল্যানের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিল সেটা সরকার পরিবর্তন হওয়ার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক নয়। ধর্মনগর শহরটি খুবই জনবহুল শহর। আগরতলার পরেই এর স্থান। তাছাড়া, ধর্মনগর শহরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর। এই শহরকে বাঁচানোর জন্য মাষ্টার প্ল্যানের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবে কি।

মিঃ স্পীকার:— একই রকম আর একটা শর্ট ডিসকাশন আছে। এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায়। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব, যেহেতু বিষয়টি প্রায় সেম, সে জন্য একই সঙ্গে বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিতে পারবেন। কাজেই আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা করার জন্য।

শ্রীরসিকলাল রায়:— (সোনামুড়া) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে শর্ট ডিউরেশান এনেছি সেটার সঙ্গে মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাঙ্খল মহোদয় কর্তৃক ডিউরেশানটি প্রায় সেম, আমি বলব, ধর্মনগর দেওয়ানপাশা থেকে ধর্মনগর হাসপাতাল পর্য্যন্ত এখানে প্রায় ৩ কি, মি, বাধের প্রয়োজন। তবে এই বাঁধটা বামফ্রন্টের আমলে করা হবে বলে জনসাধারনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। স্যার, ধর্মনগর শহরকে প্রতি বৎসর ফ্লাডে প্লাবিত করে। ধর্মনগরের কয়েকটি অঞ্চলের প্রায় হাজার হাজার জনসাধারন প্রতি বৎসরই ফ্লাডে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তার ফলে সেই সব অঞ্চলের জনসাধারনধকে র্মনগরের আশে পাশের স্কুলেএসে আশ্র নিতে হয়। এখানে আমি

উল্লেখ করতে চাই, ধর্মনগর সংলগ্ন শিববাড়ী, রাজবাড়ী ধর্মনগর বাজার অঞ্চলের জনসাধারন প্রচণ্ড দুর্ভোগ ভোগ করে? তাদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে চলে আসতে হয়। বামফ্রন্ট থাকতে জনসাধারণকে বলেছিলেন, এ ব্যাপারে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি, এবং প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছিলেন। তবে একটি কথা বলে টাল বাহানা করেছিলেন। নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে সরকার থেকে করেন নাই। যেসব বাধা বিঘ্নের কথা বলা হচ্ছিল, তা ভিত্তিহীন।

উনারা বলেছেন ব্রহ্মপুত্র রিভার বোর্ড প্রশাসনিক সংস্থাকে না কি উনারা দায়িত্ব দিয়েছিলেন এটাকে সার্ভে করে প্রটেকশানের ব্যবস্থা করার জন্য। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই বোর্ড তৈরী করে এই ফ্লাড প্রটেকশান স্কীমের জন্য কতটাকা আপনারা খরচ করেছেন। উনারা কিন্তু সেখানকার জনসাধারণকে বলেছেন যে বোর্ডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা এটা প্রটেকশান দেবে। এই ভাবে তালবাহানা করে জনসাধারণকে করে দেব করে দেব বলে জলে প্লাবিত করে জনসাধারণের কাছ থেকে ভোট আদায় করে নিয়েছেন। কিন্তু মানুষ চায় তারা ফ্লাড থেকে রক্ষা পান। আমি শুনেছি ১৯৮৯ইং সালে এই স্কীমটার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা টেকনিক্যাল সংশান দেওয়া হয়েছে। এটা সত্য কিনা জানি না। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত দপ্তরের মন্ত্রী আজকে এই হাউসে নিশ্চয়ই এটা প্রকাশ করবেন। যদি এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩০ লক্ষ টাকার টেকনিক্যাল সাংশান দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা অতি সত্বর কার্যকরী করার ব্যবস্থা নেবেন কিনা যাতে ধর্মনগর শহরের মানুষ বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। মাননীয় স্পীকার মহোদয় ধর্মনগরের মানুষ। উনিতো এটা আনতে পারেন না হাউসে। কাজেই উনার আবেগটা আমার মুখ দিয়েই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কাজেই ধর্মনগর শহরবাসীকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেবেন কিনা কারন সামনেই বর্ষা আসছে এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় মহোদয় এবং দিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয় আজকে হাউসে যে শর্ট ডিস্কাশানটি এনেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বামফ্রন্ট যখন সরকারে ছিলেন তখন তাঁদের দৃষ্টিতেও এই সমস্যাটি এসেছে। সেই সরকার তখন কতগুলি কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছিলেম ধর্মনগর শহরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। ধর্মনগর শহরের রাজবাড়ী এলাকার কনট্রাকটর শ্রীরায়কে কাজ দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি অনেকদূর পর্যন্ত কাজও করেছিলেন। আরও অনেক করা দরকার রই ধর্মনগর শহরকে রক্ষা করার জন্য। সেখানে বাঁধ দেওয়ার পরে শহরবাসী কমবেশী বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। স্যার সেখানে রেললাইন সম্প্রসারণ হওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে জলের স্বাভাবিক যে গতি ছিল সেটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। সেখানে কাকড়ী নদী সেখানকার মানুষের কাছে

আজকে একটা দুঃখের কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতি বছর যখন বন্যা হয় তখন সেই বন্যায় নদীর দুই কুল সেখানে ভেসে যায় পাহাড় থেকে বালি মাটি এসে ফসলের জমি নষ্ট করে এবং শহরকে নষ্ট করে দেয়। সেগুলি আজকে সবচেয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার থাকতে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিকল্পনা তৈরী করে আমরা কাজকর্মে অগ্রসর হয়েছিলাম। আজকে এখানে কিছু সদস্য বিশেষ করে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা বলছেন যে, বামফ্রন্টের আমলে এই রকম কোন কিছু ছিল না। তারা বলার জন্য বলছেন। এখানে কংগ্রেস আগে ৩২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যে যে শহরগুলি আছে সে শহরগুলি মূলত নদীর পাড়ে, বাংলাদেশের নদীকে ভিত্তি করে এখানে গড়ে উঠেছে। আমরা তো দেখছি বন্যা হত ফলে শহরের হাজার হাজার মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যেত। স্যার এই আগরতলা শহরের অবস্থা কি ছিল? ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর, খোয়াই, বিলোনীয়া, সোনামুড়া ও উদয়পুর এই নদীর পাড়ে, যে সমস্ত শহরগুলি ছিল, তার চেহারা কি ছিল? কোন পরিকল্পনা ছিল? বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সেটা গুরুত্ব সহকারে প্রথম দেখেন এবং সেই কাজগুলি যাতে ত্বরান্বিত করা যায় তার জন্য একটা আলাদা দপ্তর (এফ-সি, আই) খোলা হয়েছে যেটা আজকে অরুণবাবু দেখাশুনা করেন। এটা তো সৃষ্টি করেছে বামফ্রন্ট সরকারই। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বুটা সিং-এর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করে উনাকে এই যে বিরাট সমস্যা এই শহরগুলিকে রক্ষা করার জন্য, ফসল রক্ষা করার জন্য এবং পরিবেশগত কারনে ফ্ল্যাড প্রটেকশ্যানের জন্য আপনারা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহন করে যাতে সেখানে আলাদা একটা টীম পাঠানো হয় তার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো অনুরোধ করতে পারি এবং এখানে মাননীয় অন্যান্য সদস্যরাও আছেন। আজকে এটা তো গর্ব্ব করে বলতে পারি এই মহকুমা শহরগুলি কংগ্রেসের আমলে একটা বিভীষিকা অবস্থায় ছিল। কারন তখন মানুষের ঘর বাড়ী ভেসে যেত ফলে লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। অন্ততঃ সে শহরগুলিকে আজকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি কারন কেউ এই কথা বলতে পারবেন না যে এই ১০/১২ বছরে কোন শহর বন্যায় সেখানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং নদী উপছে জল এসেছে। আপনি দেখুন স্যার, আগরতলা শহর সেই কাটা খাল থেকে শুরু করে এখানকার হাওড়া নদীর বাঁধ। আপনি দেখুন স্যার, কমলপুর শহর থেকে বিলোনীয়া যেখানে বাংলাদেশের সঙ্গে আজ পর্যন্ত সীমানা দিয়ে বিরোধ আছে। কিভাবে সেখানে নদীর পাড়কে পাথর দিয়ে বাঁধাই করে সেই বাঁধকে গড়ে তোলা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা এখানে বাংলাদেশের বিভার ভ্যালীর কথা বলেছেন, কি কারনে সেটা বলেছেন জানি না, হয়তো বা অজ্ঞতার কারনেও বলতে পারেন।

বিশেষ করে এই ধরনের কিছু নদী যেগুলি আমাদের দুঃখের কারণ হয়ে থাকে সেগুলি সার্ভে করার কাজ রাজ্য সরকার করে থাকেন আর তারা সেই পরিকল্পনাটা রূপায়িত করে থাকেন। এই জোট সরকার গত ২ বছর এই কাজগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন। ধর্মনগর শহরকে প্রোটেকশন দেওয়া এবং শহরবাসীকে রক্ষা করার জন্য যে টাকার দরকার সে টাকা অবশ্যই তারা বরাদ্দ করবেন। ধর্মনগর শহরকে অবশ্যই রক্ষা করবেন, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী বিধুভূষন মালাকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটার সঙ্গে আমার রাজনীতি জড়িত করছিনা। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৃষ্ণপুর থেকে কাঁকড়ি নদীর পশ্চিম পাড় পর্যন্ত একটা বাঁধ নির্মানের জন্য একজন কনট্রাক্টর নিয়োগ করা হয়েছিল। কারন এই কাঁকরি নদী ও জুরি নদীর জন্য টঙ্গীবাড়ী, কামেশ্বর প্রভৃতি এলাকার শতশত পরিবারকে ঘর-বাড়ী ছাড়তে হয়। ধর্মনগর শহরের অধিকাংশ অঞ্চল এই কাঁকরী নদীর বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কাজেই যে কাজটা হয়েছে সেটা শেষ নয় আরও অনেক কাজ বাকী রয়েছে। ধর্মনগর কমপক্ষে ৪০ হাজার লোকের বাস এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা লক্ষীপুর, রাধাপুর, কৃষ্ণপুর, বটরসী, নয়াপাড়া, ইচ্ছাই বাংলাদেশ বডার বন্যা দুর্গত। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, এই হাউসের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, এই ভয়াবহ অঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে। কংগ্রেস আমলে ১৯৬৩ সালে ধর্মনগরে রেল এসেছে তখন ধর্মনগরে জল নিস্কাশনের জন্য যে কেনেল করা হয়েছিল আজ সেগুলি সরু হয়ে গেছে। কাজেই, এখন জল নিস্কাশনের জন্য আরও ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্যের পূর্ত দপ্তর ও বন্যা নিয়ন্ত্রন দপ্তর চেষ্টা করলে এখানকার দেড়লক্ষ লোককে রক্ষা করতে পারেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে ফসলী মাঠ হচ্ছে রাজবাড়ীর মাঠ, এটা সবাই জানে। আমাদের মাননীয় স্পীকারের বাড়ীও ধর্মনগর, কাজেই এ ব্যাপারে ওনারও অভিজ্ঞতা আছে। এটা মানবিকতার ব্যাপার, কাজেই এই জোট সরকার আন্তরিক ভাবে এই কাজটা করার জন্য সচেষ্ট হবেন। এখন এই কাজটা ২ বছর যাবৎ বন্ধ। আমি আবেদন করছি এই কাজটা বন্ধ রাখবেন না, এটা নিয়ে কোন রাজনীতি করবেন না।

এইটা নিয়ে রাজনীতি করার বিষয় নয়। আমি এইটা নিয়ে ঠুকাঠুকি করতে যাচ্ছি না। আমার প্রশ্ন হলো এই কাজটা করার জন্য বর্তমান জোট সরকার আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হবেন কি না আর যদি আন্তরিক হত তবে দুই বছর যাবৎ কাজটা বন্ধ রেখেছেন কেন?

আমি সবিনয়ে অনুরোধ রাখব কাজটা বন্ধ রাখবেন না। এইটা নিয়ে রাজনীতি করার কোন প্রশ্ন নয়। আপনারা জানেন ১৯৮৪ সালে যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে বেশী মানুষ মরেছিল ধর্মনগর বিভাগে। এই কাকড়ী নদীর করাল গ্রাস শত শত গরু মহিশ, জীবজন্তু, মানুষ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই দিকে লক্ষ্য রেখে আগামী দিনে বন্যার কবল

থেকে ধর্মনগরকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কি না ? আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট জানতে চাই। এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— এখন আর পাঁচ মিনিটের জন্য বক্তব্য শুরু করার প্রয়োজন নাই।

এই সভা আজ বেলা ২.০০ টা পর্য্যন্ত মুলতবী রইলো।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বন্যা নিয়ন্ত্রন দপ্তরের মন্ত্রীকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য সুবোধবাবু সাধারন মানুষের মানুষিকতা যেভাবে তিনি উপলদ্ধি করে এখানে তার ব্যাখ্যা করছেন তারজন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জোট সরকার এই মানষিকতা নিয়ে কাজ করছেন। এই সরকার মানুষের সমস্যা ও দুর্দশাকে মূলধন করে ফয়দা তুলতে চায়না। বন্যা নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারে এখানে বাদলবাবু যে তথ্য দিয়েছেন সেটা যথাযথ নয়। এই ব্যাপারে আমি এখানে কিছু তথ্য দিতে চাই। স্যার, বিলোনীয়া- খোয়াই-আগরতলা-সাব্রুম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগেই বন্যা নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এবং বিগত ১০টি বৎসর স্বাভাবিক ভাবেই এই সমস্ত বন্যা নিয়ন্ত্রনের বাঁধগুলি, যেগুলি আছে, সেগুলির উন্নয়ন এবং একস্টেনশানের ব্যাপারে কিছু কর্মসূচী তারা করে গিয়েছেন। বিগত সরকারের আমলে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কৈলাশহর এবং কমলপুরে বাঁধ তৈরী করার জন্য নতুন কর্মসূচী গ্রহন করেছিলেন। এই ব্যাপারে সংশ্লিস্ট তথ্য ধর্মনগর শহরের পশ্চিম অংশকে জুকনাছড়ার বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য দেওয়ানপাশা থেকে ধর্মনগর হাসপাতাল পর্য্যন্ত জুকনাছড়ার গতি পরিবর্তন করে তার দুই পাড়ে বাঁধ ও প্রয়োজনীয় স্লুইস নির্মানের জন্য মোট ২১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকার একটি মঞ্জুরী গত ১৭-৭-৮৯ ইং তারিখে পাওয়া গিয়াছে এবং এই কাজের জন্য ১৯৮৯-৯০ ইং সালে ১ লক্ষ টাকাবরাদ্দ ছিল। কিন্তু জমি অধিগ্রহন ও অন্যান্য প্রাথমিক কাজ শেষ না হওয়ায় এখন পর্যন্ত এই কাজ শুরু করা যায় নাই। জমি অধিগ্রহনের জন্য বাঁধের এ্যলাইনমেন্ট মার্ক করা, ল্যাণ্ড প্লান, ল্যাণ্ড স্টেটমেন্ট ইত্যাদি তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় জরীপের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৫৫০ মিটার বাঁধের ল্যাণ্ড প্লান ও প্লান স্টেটমেন্ট তৈরী হইয়াছে এবং শীঘ্রই ইহা ল্যাণ্ড এ্যকুজিসান কালেকটর-এর কাছে জমি অধিগ্রহনের জন্য পাঠানো হইবে। বাকি অংশের জন্য ল্যাণ্ড-প্ল্যান ও ল্যাণ্ড স্টেটমেন্ট এর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। এই জরীপের সময় স্থানীয় জনসাধারনের বিভিন্ন মতামত গ্রহন করিতে হয়। সেই জন্য স্বাভাবিক ভাবেই এই কাজটি সময় সাপেক্ষ। আশা করা যায় স্থানীয় জনসাধারনের তরফ থেকে বিশেষ আপত্তি

না উঠিলে জমি অধিগ্রহনের প্রস্তাবটি এল, এ কালেকটরের কাছে আগামী ছয় মাসের মধ্যেই প্রেরন করা যাইবে। প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে ১৯৯০-৯১ সালে এই বাঁধের কাজ শুরু করা যাইতে পারে।

প্রসংগত এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ধর্মনগর শহর ও তার সংলগ্ন এলাকাকে জুরী, কাকড়ি ও শুকনাছড়ার বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প রচনার জন্য দীর্ঘ সময় হইতে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলিতেছে। এই তিনটি নদীর ও ছড়ার খুব কাছাকাছি অবস্থানের ফলে উক্ত এলাকাকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা সহজ নয় ও ব্যয় সাপেক্ষ। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নিম্নলিখিত কাজগুলি করা হইবে বলিয়া বর্তমানে মোটামুটি ভাবে স্থির হইয়াছে।

১) কৃষ্ণপুর হইতে ধর্মনগর রেল স্টেশনের পাশে রেলওয়ে বাঁধ পর্য্যন্ত বাধ নির্মান।

২) দেওয়ানপাশা হইতে ধর্মনগর হাসপাতাল পর্য্যন্ত শুকনাছড়ার গতি পরিবর্তন ও তার দুই পাড়ে বাঁধ নির্মান।

৩) কৃষ্ণপুর জুরি নদীর প্রবাহ বন্ধ করা বা নিয়ন্ত্রিত করা।

৪) ধর্মনগর বাগপাশা রাস্তার উত্তর দিকে কাকড়ি নদীর বাম তীরের অবস্থিত রাস্তার উচ্চতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

এই সব প্রকল্প ব্যয় এবং সময় সাপেক্ষ এবং পর্য্যায়ক্রমে হাতে নেওয়া হইবে। উপরে উল্লিখিত ১নং প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হইয়া হইয়াছে। আশা করা যায় আগামী ১৯৯০-৯১ ইং সনে শেষ হইতে পারে। ২নং কাজেরও মঞ্জুরী পাওয়া গিয়াছে।

PRESENTATION OF THE COMMITTEE REPORTS

মিঃ স্পিকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল "এ্যস্টিমেটস্ কমিটির একান্নতম প্রতিবেদন (ফিপটিফাস্ট রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় (চেয়ারম্যান অব্ দি এ্যাস্টিমেটস্ কমিটি) মহোদয়কে এ্যাস্টিমেটস্ কমিটির একান্নতম প্রতিবেদন (ফিপটিফাস্ট রিপোর্ট) সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় (চেয়ারম্যান :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এ্যাস্টিমেটস্ কমিটির একান্নতম প্রতিবেদন (ফিপটিফাষ্ট রিপোর্ট) সভার সামনে পেশ করছি।

প্রেজেন্টশান অব্ দি ফিপটিন্থ, সিকস্টিনথ, সেভেনটিন্থ, এ্যাণ্ড এইটটিন্থ রিপোর্ট অন্ দি কমিটি অন্ পিটিশান।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— পিটিশান কমিটির ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম, এবং ১৮তম প্রতিবেদন (রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (চেয়ারম্যান অব্ দি পিটিশান কমিটি) মহোদয়কে পিটিশান কমিটির ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম, এবং ১৮তম, প্রতিবেদন সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (চেয়ারম্যান) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখন পিটিশান কমিটির ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম এবং ১৮তম প্রতিবেদনগুলো সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আজকের সভায় পেশ করা কমিটির প্রতিবেদনগুলোর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

PANEL OF CHAIRMAN

মিঃ স্পীকার :—হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ১১ (১) নং ধারা বলে আমি নিম্ন লিখিত সদস্য মহোদয়দের নিয়ে ১৯৯০-৯১ইং সালের জন্য একটি "প্যানেল অব্ চেয়ারম্যান" গঠন করেছি। মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম হলো :— ১) শ্রীরসিকলাল রায় ২) শ্রীঅমল মল্লিক ৩) শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা ৪) শ্রীকেশব মজুমদার।

FORMATION OF ASSEMBLY COMMITTEES

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখন আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি। ১৯৯০-৯১ইং সালের জন্য পাব্লিক্ এ্যাকাউন্টস্ কমিটি, এ্যাস্টিমেটস্ কমিটি, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি, কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস্ এবং কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল কাষ্টস্ গঠন করার জন্য সদস্যদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্দ্দিষ্ট করে গত ২৩-৩-৯০ইং তারিখে আমি এই সভায় ঘোষণা দিয়েছিলাম। তদনুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির জন্য ১১টি করে মনোনয়নপত্র যথা সময়ে পাওয়া গিয়েছে। সবগুলি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলি মনোনয়নপত্রই বৈধ এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি। উপরোক্ত কমিটিগুলোর প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ১১ (এগার) জন। মনোনয়নপত্রও পাওয়া গেছে ১১টি (এগার) করে এবং সব কয়টিই বৈধ। কাজেই নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। তাই আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী সদস্য মহোদয়দের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করছি।

নির্বাচিত সদস্যদের নাম হলো :—

(১) পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটি।

১।	শ্রীদশরথ দেব	চেয়ারম্যান
২।	শ্রীরতনলাল ঘোষ	সদস্য
৩।	শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল	সদস্য
৪।	শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং	সদস্য
৫।	শ্রীদীপককুমার রায়	সদস্য
৬।	শ্রীদীপক নাগ	সদস্য
৭।	শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা	সদস্য
৮।	শ্রীবিধুভূষণ মালাকার	সদস্য
৯।	শ্রীবাদল চৌধুরী	সদস্য
১০।	শ্রীবিমল সিন্‌হা	সদস্য
১১।	শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারার মতে আমি শ্রীদশরথ দেব মহোদয়কে পাবলিক্ এ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

২) কমিটি অন্ এ্যাষ্টিমেটস্

১।	শ্রীরসিকলাল রায়	চেয়ারম্যান
২।	শ্রীরতনলাল ঘোষ	সদস্য
৩।	শ্রীঅমল মল্লিক	সদস্য
৪।	শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ	সদস্য
৫।	শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা	সদস্য
৬।	শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল	সদস্য
৭।	শ্রীরসিরাম দেববর্মা	সদস্য
৮।	শ্রীমতিলাল সরকার	সদস্য
৯।	শ্রীদীনেশ দেববর্মা	সদস্য
১০।	শ্রীঅনিল সরকার	সদস্য
১১।	শ্রীসমর চৌধুরী	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারা ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়কে এ্যাস্টিমেটস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৩) কমিটি অন্ পাবলিক আণ্ডারটেকিংস

১। শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং চেয়ারম্যান
২। শ্রীসুশীলকুমার চাকমা সদস্য
৩। শ্রীরতনলাল ঘোষ সদস্য
৪। শ্রীঅমল মল্লিক সদস্য
৫। শ্রীসুনীলচন্দ্র দাস সদস্য
৬। শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা সদস্য
৭। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস সদস্য
৮। শ্রীঅঞ্জু মগ সদস্য
৯। শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা সদস্য
১০। শ্রীশুবোধ দাস সদস্য
১১। শ্রীনকুল দাস সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং মহোদয়কে পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

৪) কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউলড্ ট্রাইবস্

১। শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল চেয়ারম্যান
২। শ্রীঅঞ্জু মগ সদস্য
৩। শ্রীসুশীলকুমার চাকমা সদস্য
৪। শ্রীঅমল মল্লিক সদস্য
৫। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা সদস্য
৬। শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং সদস্য
৭। শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া সদস্য
৮। শ্রীতরনী দেববর্মা সদস্য
৯। শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া সদস্য
১০। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা সদস্য
১১। শ্রীদীনেশ দেববর্মা সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপাধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়কে ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস্ কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

৫) কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউলড্ কাষ্টস্

১।	শ্রীসুনীলচন্দ্র দাস	চেয়ারম্যান
২।	শ্রীদীপককুমার রায়	সদস্য
৩।	শ্রীরতনলাল ঘোষ	সদস্য
৪।	শ্রীসুশীলকুমার চাকমা	সদস্য
৫।	শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা	সদস্য
৬।	শ্রীদীপক নাগ	সদস্য
৭।	শ্রীসুকুমার বর্মন	সদস্য
৮।	শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী	সদস্য
৯।	শ্রীজীতেন্দ্র সরকার	সদস্য
১০।	শ্রীগোপালচন্দ্র দাস	সদস্য
১১।	শ্রীনকুল দাস	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলচন্দ্র দাস মহোদয়কে ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল্ কাষ্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে, বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা অনুসারে ১৯৯০-৯১ ইং সনের জন্য নিম্নলিখিত কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে। এখন আমি কমিটিগুলির নাম এবং এসব কমিটিতে যে সকল সদস্যগণ মনোনীত হয়েছেন তাঁদের নাম ঘোষনা করছি।

(১) রুলস্ কমিটি

১।	শ্রী জ্যোতির্ময় নাথ, অধ্যক্ষ, এক্স অফিসিও,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া, উপাধ্যক্ষ, এক্স অফিসিও,	সদস্য
৩।	শ্রী অঙ্গু মগ	সদস্য
৪।	শ্রী দীপক নাগ	সদস্য
৫।	শ্রী দিলীপ সরকার	সদস্য
৬।	শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী	সদস্য
৭।	শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী	সদস্য
৮।	শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা	সদস্য
৯।	শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা	সদস্য

২) বিজনেস্ এ্যাড্ভাইজারী কমিটি

১।	শ্রী জ্যোতির্ময় নাথ, অধ্যক্ষ, এক্স অফিসিও,	চেয়ারম্যান
২।	শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া, উপাধ্যক্ষ, এক্স অফিসিও,	সদস্য
৩।	শ্রীঅরুণকুমার কর মন্ত্রী এক্স অফিসিও	সদস্য
৪।	শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল	সদস্য
৫।	শ্রীরসিকলাল রায়	সদস্য
৬।	শ্রীসমর চৌধুরী	সদস্য
৭।	শ্রীঅনিল সরকার	সদস্য
৮।	শ্রীবাদল চৌধুরী	সদস্য
৯।	শ্রীগোপালচন্দ্র দাস	সদস্য

৩) কমিটি অন্ প্রিভিলেজেস্

১।	শ্রীঅমল মল্লিক	চেয়ারম্যান
২।	শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল	সদস্য
৩।	শ্রীরতনলাল ঘোষ	সদস্য
৪।	শ্রীদীপক নাগ	সদস্য
৫।	শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ	সদস্য
৬।	শ্রীবাদল চৌধুরী	সদস্য
৭।	শ্রীসুশীলকুমার চৌধুরী	সদস্য
৮।	শ্রীকেশব মজুমদার	সদস্য
৯।	শ্রীজীতেন্দ্র সরকার	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারায় ১ উপধারা মতে আমি শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়কে কমিটি অন্ প্রিভিলেজেস্ এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৪) লাইব্রেরী কমিটি।

১।	শ্রীদীপককুমার রায়	চেয়ারম্যান
২।	শ্রীঅমল মল্লিক	সদস্য
৩।	শ্রীসুশীলকুমার চাকমা	সদস্য
৪।	শ্রীদীপক নাগ	সদস্য
৫।	শ্রীদিলীপ সরকার	সদস্য
৬।	শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস	সদস্য

৭। শ্রীজীতেন্দ্র সরকার, সদস্য
৮। শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া, সদস্য
৯। শ্রীফইজুর রহমান, সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালনা বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপককুমার রায় মহোদয়কে লাইব্রেরী মিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৫) কমিটি অন্ ডিলেগেটেড্ লেজিস্লেশান্

১। শ্রীরতনলাল ঘোষ, চেয়ারম্যান।
২। শ্রীগোরীশংকর রিয়াং, সদস্য
৩। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য
৪। শ্রীদিলীপ সরকার, সদস্য
৫। শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা, সদস্য
৬। শ্রীসমর চৌধুরী, সদস্য
৭। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, সদস্য
৮। শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য
৯। শ্রী সুকুমার বর্মন, সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভা কার্য্য পরিচালনা বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল ঘোষ মহোদয়কে কমিটি অন্ ডিলেগেটেড্ লেজিসলেশান্স-এর চেয়ারমান হিসাবে নিয়োগ করছি।

(৬) কমিটি অন্ গভর্ণমেণ্ট এ্যাসুরেন্স।

১। শ্রীদীপক নাগ, চেয়ারম্যান
২। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, সদস্য
৩। শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল, সদস্য
৪। শ্রীঅমল মল্লিক, সদস্য
৫। শ্রীদীনেশ দেববর্মা, সদস্য
৬। শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং, সদস্য
৭। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস, সদস্য
৮। শ্রীফইজুর রহমান, সদস্য
৯। শ্রীবিমল সিন্হা, সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয়কে কমিটি অন্ গভর্ণমেণ্ট এস্যুরেন্স-এর চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

(৭) কমিটি অন্ পিটিশানস্

১।	শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীসুশীলকুমার চাকমা,	সদস্য
৩।	শ্রীরসিকলাল রায়,	সদস্য
৪।	শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং,	সদস্য
৫।	শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা,	সদস্য
৬।	শ্রীবিমল সিন্হা,	সদস্য
৭।	শ্রীগোপালচন্দ্র দাস,	সদস্য
৮।	শ্রীসুকুমার বর্মন,	সদস্য
৯।	শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া,	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে কমিটি অন্ পিটিশানস্-এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

(৮) কমিটি অন্ এবসেন্স অব্ মেম্বারস্ ফ্রম দি সিটিং অব্ দি হাউস।

১।	শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীঅঞ্জু মগ,	সদস্য
৩।	শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা,	সদস্য
৪।	শ্রীদিলীপ সরকার,	সদস্য
৫।	শ্রীদীপককুমার রায়,	সদস্য
৬।	শ্রীরসিরাম দেববর্মা,	সদস্য
৭।	শ্রীতরনী দেববর্মা,	সদস্য
৮।	শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা,	সদস্য
৯।	শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া,	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে কমিটি অন্ এবসেন্স অব্ মেম্বারস্ ফ্রম দি সিটিং অব্ দি হাউস্-এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

হাউস কমিটি

১। শ্রীঅঞ্জু মগ, চেয়ারম্যান।
২। শ্রীরতনলাল ঘোষ, সদস্য
৩। শ্রীসুনীলচন্দ্র দাস, সদস্য
৪। শ্রীদীপককুমার রায়, সদস্য
৫। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, সদস্য
৬। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী, সদস্য
৭। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা, সদস্য
৮। শ্রীবিধুভূষণ মালাকার, সদস্য
৯। শ্রীতরণী দেববর্মা, সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ মহোদয়কে হাউস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION

মিঃ স্পীকার ঃ— নাউ প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিশন। আজকের কার্যাসূচীতে তিনটি রিজিউলিশন আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়, দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া। আমি প্রায়রিটি হিসাবে প্রথমেই অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়কে উনার রিজিউলিশন মোভ করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করলাম কিছুক্ষণ আগে এখানে একটা অ্যামেনডমেন্ট চার্ট বিলি করা হয়েছে। তিনটা প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিশনের উপর তিনটি অ্যামেনডমেন্ট এনেছেন তিন জন সদস্য। স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি পার্লিয়ামেন্ট প্র্যাকটিস অ্যাণ্ড প্রসিডিউর, মিঃ কাউল অ্যাণ্ড শাকদেবের লেখা পেজ ৫৫৭, সেখানে স্পেসিফিক উল্লেখ করা হয়েছে যে —

মিঃ স্পীকার :— আপনাকে অনুরোধ করা হয়েছে, আপনার রিজিলিউশন মোভ করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এখানে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন নিগেটিভ অ্যামেণ্ডমেণ্ট আসতে পারে না। এখানে অ্যাডমিসিবিলিট অব অ্যামেণ্ডমেন্টস এ বলা হয়েছে যে, নিগেটিভ কোন অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা যাবে না। এখানে বিভিন্ন সদস্যরা যে সমস্ত অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন প্রত্যেকটি নিগেটিভ। এগুলি আগে উইদড্র করতে হবে, বাতিল করতে হবে। এটা প্রোসিডিংস সাইড থেকে অ্যামেণ্ডমেন্ট আনতে হবে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে যে রিজিউলিশনগুলি অ্যাডমিটেড হয়েছে সেগুলির উপর আলোচনা হবে এবং পাশাপাশি যে অ্যামেণ্ডমেন্টস অ্যাডমিটেড হয়েছে সেগুলির উপরও আলোচনা হবে। এগুলি অ্যাডিমিটেড।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার মূল প্রসত্তাবগুলি বাতিল হয়নি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মূল প্রস্তাবের সংগে যদি সংশ্লিষ্ট না হয় তা হলে অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা যায় না। কিন্তু, এগুলি তো মুল প্রস্তাবের সংগে সংশ্লিষ্ট। স্যার, আমরা কি অ্যামেণ্ডমেণ্টও আনতে পারবনা? এখানে অযথা হাউসকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এটা করা মানে, সিক্সথ সিডিউলকে অমান্য করা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলতে পারছি না তাঁরা এখানে হাউসের নিয়ম মেনে চলবেন কিনা? এখানে মাননীয় স্পীকার মহোদয় রুলিং দিয়েছেন। কাজেই যেগুলি অ্যাডমিট হয়েছে তার একটিও প্রত্যাহার করা হবে না। আপনারা কি গায়ের জোরে প্রত্যাহার করিয়ে নিতে চান।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমি এখানে জানতে চাই, আপনি প্রত্যাহার করে নিবেন কিনা?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পিকার ঃ— আমি যা অ্যাডমিট করি তা জেনে শুনে দেখেই করি। কাজেই প্রত্যাহারের কোন প্রশ্নই আসে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সুপ্রীম কোর্টের রায় আছে। সংবিধান অ্যামেণ্ডমেন্ট হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি দেখেই অ্যাডমিট করেছি।

(বিরোধী দলের সভাকক্ষ ত্যাগ)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদারকে অনুরোধ করছি, উনার রিজলিউশানটি হাউসে উত্থাপন করার জন্য।

(The resolution was deemed to have been withdrawn due to absence of member.)

(QUESTIONS AND ANSWERS)

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে উনার রিজলিউশান হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

(The Resolution was deemed to have been withdrawn due to absence of Member)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২রা এপ্রিল, সোমবার, ১৯৯০ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

Admitted Starred Question No. 46 ANNEXURE—'A"

Name of Member :— Shri Badal Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। মিজো অধ্যুষিত জম্পুই পাহাড়ে 'মিজো কাউন্সিল গঠন করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি,	১। না।
২। ইহা কি সত্যি কয়েকটি সংগঠন এ ব্যাপারে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহন করেছেন,	২। কয়েকটি সংগঠন এ ব্যাপারে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহন করেছেন তাহা সত্য নহে।
৩। সত্য হলে এ ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?	৩। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 83

Name of M. L. A —Sri Bidhu Bhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। কুমার ঘাট উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

ANSWER

EDUCATION MINISTER : SRI ARUN KUMAR KAR

১। প্রস্তাবটি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 130.

Name of the Member :— Shri Dhirendra Chandra Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Edn, Department be pleased to state :—

Minister-in-charge Social Education state Minister :— Smti Biva Nath

QUESTION

প্রঃ— বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে মোহনপুর ব্লকে অঙ্গনওয়াড়ী স্কুল করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি।

উত্তর ঃ— আছে।

২নং প্রঃ—যদি থেকে থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে আশা করা যায়।

উত্তর :— বর্ত্তমানে চালু ১৩৭টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র ছাড়াও আরও ১২৬টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র মোহনপুর ব্লকে খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে। এই অতিরিক্ত কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের নিকট ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে ; প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গেলেই নতুন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলো চালু করা সম্ভব হবে।

৩নং প্রঃ— যদি না থাকে তবে তার কারন ?

উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

(QUESTIONS AND ANSWERS)

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 131

Name of M. L. A. Sri Dhirendra chandra Debnath

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to pleased te state :—

১। তারাপুর হাইস্কুলটি দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা;

২। যদি থাকে তবে তাহা বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে করা হবে কিনা; এবং

৩। যদি না থাকে তবে তার কারন?

১। আপাতত নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। তারাপুর থেকে প্রায় ২ কি: মি: দূরে অবস্থিত মোহনপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালযে তারাপুর অঞ্চলের একাদশ/দ্বাদশ শ্রেনীর পড়ুয়াদের আসনের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। তারাপুর স্কুলকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করনের জন্যে সহায়ক অবস্থা এখনও না থাকা বিধায় উক্ত বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়নি। '৮৯—৯০ সনে মোহনপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালযের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ৬৩ ও ৯৪।

Admitted Starred question No. 1F8

Name of M L.A.: SRI SUKUMAR BARMAN

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বর্ত্তমান ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কতটি এস, বি স্কুলকে হাই স্কুল এ উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়াছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। এর মধ্যে সোনামুড়া মহকুমায় তক্ছাপাড়া, বগাবাসা, কুমারিয়া-কুচা ও কেমতলী এস, বি স্কুলকে হাই স্কুল এ উন্নীত করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন কিনা?

ANSWER

EDUCATION MINISTER : SRI ARUN KUMAR KAR

১। বর্তমান ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে মোট ৩০ টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যস্তরে পরিকল্পনা নেওয়া হয়। মহকুমা ভিত্তিক সাধারণ কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় না।

সাধারণ নির্বাচন ও সামাজিকভাবে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা কালের পরিবর্তন হেতু ১৯৮৮-৮৯ ইং সনের যোজনা লক্ষ্য অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলির উন্নীত করার কাজ হাতে নেওয়া না যাবার কারণে, ১৯৮৯ ৯০ ইং সনে ইতিমধ্যেই ১৯৮৮ ৮৯ ইং সনের সংস্থান সাকুল্য কাজে লাগাইয়া এবং ১৯৮৯-৯০ ইং সনের মোট সংস্থানের আংশিক কাজে লাগাইয়া ৪৮টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩০টি ১৯৮৯-৮৯ ইং সনের বার্ষিক যোজনার সংস্থানের ভিত্তিতে এবং বাকী ১৮টি ১৯৮৯ ৯০ ইং সনের বার্ষিক যোজনার সংস্থান হইতে।

যে ৪৮ টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে ১৯৮৯-৯০ ইং সনে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ-

সদর — ১৬টি	কমলপুর — ৩টি	উদয়পুর — ১টি
খোয়াই — ৪টি	কৈলাশহর — ২টি	অমরপুর — ৫টি
সোনামুড়া— ৫টি	ধর্মনগর — ৮টি	বিলোনীয়া — ৪টি
		সাব্রুম—
মোট পঃ জিলা ২৫টি	মোট উঃ জিলা—১৩টি	মোট দঃ জিলা —১০টি

২। প্রস্তাবগুলি বর্তমানে পরীক্ষাধীন আছে।

Admitred starred question No. 160.

Neme of Member :-Sri Sukumar Barman.

Will the Hon'blo Minister of State. Sports & Youth programme Departm-ent be pleased to state :—

—প্রশ্ন—

১। রাজ্যের ক্রীড়ামোদীদের জন্য এবং খেলাধুলার উন্নতির উদ্দেশ্যে বামফ্রন্ট সরকার যে ষ্টেডিয়াম নির্মাণ-এর কাজ হাতে নিয়েছিল, তাহা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এবং

২। উক্ত ষ্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ কত দূর অগ্রসর হয়েছে ?

৩। কবে নাগাদ উক্ত ষ্টেডিয়াম চালু করা সম্ভব হবে বলে সরকার মনে করেন ?

MINIETER-IN-CHARGE ANSWER SRI R. CHAKRABCRTY

১। বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে বারাসাত ষ্টেডিয়ামের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে কিছু মাটী কাটা ব্যতিত আর কোন কাজ হয় নাই। কলিকাতার কোন ফার্ম কর্ত্তৃক ৭ ৪৩,০০. ০০০ = টাকার উপর estimeata তৈরী করা হয়েছিল। পর্য্যায়ক্রমে এখন যাহা আনুমানিক ৯ কোটী টাকার মত হয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন কাজ করা হয় নাই। বর্তমান সরকার বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ গুলির উপর কাজ আরম্ভ করার প্রস্তুতি নিয়েছেন।

২। ষ্টেডিয়াম নির্মানের জন্য সরকারী অনুমোদন শীঘ্রই দেওয়া হবে।

৩। সব কিছুই কাজের অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। তবে ৫ বৎসরের আগে ষ্টেডিয়াম চালু করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

ADMITTED STARRED QUESTON No. 161

Nam of M.L A. Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। পূর্ব কলাবাড়ীয়া (বিলোনীয়া) স্কুলের অধীন কতটুকু চাষের উপযোগী জমি আছে?

ANSWER

১। ফসল উপযোগী জমির পরিমান ২০০ শতক (দুই শত শতক) ভিটি জমি।

Admitted Starred Question No. 166

Name of Members :—Shri Badal Choudhury
(2) Shri Diba ch. Hrangkhawl.
(3) Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-chrage of Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় পঞ্চায়েতগুলিকে ষষ্ঠ তপশীলের আওতাভুক্ত ভিলেজ কমিটিতে রূপান্তরিত করার কোন সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে কিনা,	১। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় পঞ্চায়েতগুলিকে ভিলেজ কমিটিতে রূপান্তরিত করা যায় কিনা বিবেচনার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
২। যদি হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে, এবং	২। কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর, বিচার বিবেচনা করে কার্যকরী করা যায় কিনা দেখা যাবে।
৩। এ ব্যাপারে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব এসেছে কিনা,	৩। হ্যাঁ, এসেছে।
৪। ভিলেজ কাউন্সিল এবং ভিলেজ কমিটির মধ্যে পার্থক্য কি.	৪। সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলে ভিলেজ কমিটি ও ভিলেজ কাউন্সিলের নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই।

৫। এই সকল ভিলেজ কমিটিকেই পঞ্চায়েত আইনের সকল সুযোগ ও অধিকার প্রদান এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদের আইনে সম্যক ক্ষমতার কতৃ'ত্ব জেলা পরিষদের হাতে তুলে দিতে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

৫। কমিটি। কাউন্সিল গঠিত হইলেই আইন মোতাবেক সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পন করার ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

No of Admitted Starred Question No 169.

Name of the M.L.A. Shri Diba Chandra Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be plesed to State :—

১। ইহা কি সত্য যে অবৈধভাবে কাঠ পাচার কারীদের সঙ্গে বন দপ্তরের কিছু সংখ্যক কর্মচারীও জড়িত হওয়ার প্রমান পাওয়া গিয়াছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে বে-আইনী কাঠ পাচার কারীদের সঙ্গে জড়িত কতজন বন কর্মীকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কি কি ধরনের শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে (তাদের নাম) ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department :—
Shri Drao kumar Reang.

১) হ্যাঁ।

২) গত পাঁচ বছরে অর্থাৎ ১৯৮৫ ৮৬ ইং সন থেকে ১৯৮৯-৯০ ইং সনের এখন পর্যন্ত যে সমস্ত বন কর্মীকে বে আইনী ভাবে গাছ কাটার ব্যপারে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যে ধরনের শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

১৯৮৫-৮৬ ইং সন থেকে এখন পর্যন্ত—

ক) যে সমস্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তদন্ত করে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

কর্মচারীর নাম :—	শাস্তির বিবরন
১। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস, ফরেষ্টার	ভৎসনা।
২। শ্রীঅনিলচন্দ্র দেববর্মা, ফরেষ্টার	ক্ষতিপুরন আদায়,
৩। শ্রীলালমোহন নমঃ, ফরেষ্টার	বাৎসরিক বর্দ্ধিত বেতন ২ বছরের জন্য স্থগিত ও ক্ষতিপুরন আদায়।
৪। শ্রীলফদেব ফরেষ্টার	২ বছরের জন্য বেতনের সর্বনিম্ন স্তরের নামিয়ে দেওয়া।
৫। তীর্থজয় ত্রিপুরা, ফরেষ্টার	২ বছরের জন্য বেতনের সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দেওয়া ও ক্ষতি পুরন আদায়।
৬। সুখেন্দু গুহ	ভৎসনা—
৭। সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত ৮। সুনীলচন্দ্র দেব	বাৎসরিক বর্দ্ধিত বেতন বৎসরের জন্য স্থায়ী ভাবে স্থগিত।
৯। শ্রীশশীমোহন নমঃ, হেন ফরেষ্ট গার্ড ১০। শ্রীউষারঞ্জন দে, ফরেষ্ট গার্ড	বাৎসরিক বর্দ্ধিত বেতন ১ বৎসরের জন্য স্থগিত।
১১। শ্রীপরিতোষ দেববর্মা, ফরেষ্ট রেঞ্জার	বাৎসরিক বর্দ্ধিত বেতন ২ বৎসরের জন্য স্থগিত।
১২। শ্রীপঙ্কজ কান্তি ভৌমিক, ফরেষ্টার	৫ বছরের জন্য বেতনের সর্বনিম্নস্তরে নামিয়ে দেওয়া।
১৩। শ্রী চন্দন ভট্টাচার্য্য, ফরেষ্ট গার্ড	বাৎসরিক বর্দ্ধিত বেতন ১ বছরের জন্য নামিয়ে দেওয়া।
১৪। শ্রীঅশেষ দেববর্মা, ফরেষ্টার	বেতন সর্বনিম্নস্তরে ৩ বছরের জন্য নামিয়ে দেওয়া।

খ) যে সমস্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে, তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা তদন্ত চলছে।

১। শ্রী শংকর ভৌমিক, ফরেষ্ট রেঞ্জার

২। দিলীপকুমার দত্ত, ফরেষ্টার

৩। হেমলাল সাইথল, ফরেষ্ট রেঞ্জার

৪। সলিলকুমার বানার্জি, সিনিয়র ফরেষ্ট রেঞ্জার

৫। সুনীল দেববর্মা, ফরেষ্টার

৬। সমীররঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এ সি এফ

৭। আলকাছ মিঞা, ফরেষ্টার

৮। প্রিয়ব্রত চক্রবর্ত্তী, ফরেষ্টার

৯। রজত কান্তি দাস, এস এফ আর

১০। সুভাষ নাথ, ফরেষ্টার

১১। মনোরঞ্জন দাস, ফরেষ্টার

১২ রবীন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী, ফরেষ্টার

১৩। মহেন্দ্র কুমার সিনহা, ফরেষ্ট রেঞ্জার

১৪। জীতেন্দ্র কুমার বিশ্বাস, ফরেষ্টার

১৫। সমীর দেব. ফরেষ্টার

১৬। ইন্দ্রজিত বৈদ্য। ফরেষ্ট গার্ড

১৭। হরিপ্রসাদ নাগ, ফরেষ্ট গার্ড

১৮। দিপীপ ভৌমিক. এন এম।

গ) যে সব বন কর্মচারীর বিরুদ্ধে, শাস্তি মূলক ব্যবস্থা
বিবেচনাধীন

১। শ্রী নীহার রঞ্জন দেববর্মা, এফ আর।

২। রাজ কুমার দেববর্মা, এফ আর
৩। নিধু মারাক, ফরেষ্টার
৪। বিশ্ব দেববর্মা, ফরেষ্টার
} বর্তমানে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত

৫। অবনী দেওয়ান, এফ,আর।

৬। আব্দুল রহমান, ফরেষ্টার

৭। জয় মঙ্গল দেববর্মা ফরেষ্টার

৮। সমরেন্দ্র দেব বর্মা, ফরেষ্টার

৯। রাধারমন দেববর্মা ফরেষ্টার

Admitted Starred Question No. 172

Name of Member :— Shri Diba Ch. Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

Minister-in-charge Social Education state Minister :— Smti Biva Nath

১নং প্রঃ— ইহা কি সত্য যে, সরকার রাজ্যে আরও নতুন আই, সি, ডি, এস কেন্দ্র খোলার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন ; এবং

হ্যাঁ, রাজ্য সরকার এই বৎসরেই আরও নতুন আই, সি, ডি, এস কেন্দ্র খোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন।

২নং প্রঃ — যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে কোন্ কোন্ ব্লকে কতটি নতুন আই, সি ডি এস কেন্দ্র খোলা হবে ?

উত্তর :— ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ব্লকের নাম	অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের সংখ্যা
১। আগরতলা পৌর এলাকা	১০০
বিশালগড়	৩১৬
মেলাঘর	২৫১
জিরানীয়া	২৫৬
অমরপুর	১৫৩
বগাফা	১১৫
	মোট :— ১১৯১টি

Admitted Staerred question no. 1875.

Name of member :- Sri Amlal Mallik.

Will the Hon'dle Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State:—

১ পূর্ব্ব কালাবাড়িয়া XII স্কুলের (বিলোনীয়া মহকুমা) জন্য কোন পাকা বাড়ী নির্মান করা হয়েছে কিনা ; এবং

২। যদি নির্মান করা হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ কত টাকা ব্যয়ে উক্ত বাড়ী তৈয়ারী হয়; এবং

৩। উক্ত পাকাবাড়ী নির্মানের জন্য কত টাকা মঞ্জুরী ছিল?

ANSWER.

Minister-in-charge : Shri A.K. Kar.

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৮৮ ইং সনের জুলাই মাসে উক্ত পাকাবাড়ী নির্মানের কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং মোট ৪, ৫২, ৮৬১ (চারলক্ষ বাহান্ন হাজার আটশত একষট্টি) টাকা খরচ হয়, তবে কাজটি সম্পূর্ণভাবে শেষ করিতে প্রায় ৫, ১৭, ০০০ (পাঁচ লক্ষ সতর হাজার) টাকা খরচ হইবে।

৩। উক্ত স্কুলের জন্য হাইস্কুল মডেলের পাকাবাড়ী আনুমানিক ১২, ০৭,৪০০ (বার লক্ষ সাত হাজার চারশত) টাকা ব্যয়ে নির্মানের প্রাশাসনিক অনুমোদন ও ব্যয়, ব্যয়মঞ্জুর দেওয়া হয়েছিল। তবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত স্কুলের জন্য সিনিয়র বেসিক স্কুল মডেলের পাকাবাড়ী নির্মান করা হয়।

Admitted Starred question No 205

Name of Member :—Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minster-in- charge of the Tribal welfare Department be pleased to State:—

—প্রশ্ন—

১। রাজ্য সরকার ১৯৮৯-৯০ ইং অর্থ বৎসরে এ, ডি, সি, কে কত টাকা দিয়েছেন?

—উত্তর—

১। রাজ্য সরকার ১৯৮৯-৯০ ইং (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ ইং পর্য্যন্ত) এ, ডি, সি, কে মোট ২৯ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

২। এ, ডি, সি, এর প্রাপ্য কত টাকা এখন ও বকেয়া আছে ?

৩। তাদের সম্যখ টাকা বুঝিয়া না পাওয়ার কারণ কি ?

২। ১৯৮৯-৯০ ইং অর্থ বৎসরে এ, ডি, সি, এর প্রাপ্য এখনও ১৯ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বকেয়া আছে।

৩। এ, ডি, সি, এর বাজেটে বরাদ্ধকৃত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত থোক ১২ কোটি ৫০ লক্ষ, সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, শেয়ার অব টেক্সেস- এর জন্য ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা এর মধ্যে এ, ডি, সি, কে দেওয়া হইয়াছে। কেবল মাত্র রাজ্য সরকারের উন্নয়ন দপ্তরগুলি থেকে হস্তান্তরিত পরিকল্পনা রূপায়ন বাবদ ৩০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রায় ১১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান আর্থিক বৎসরের সময় অব্দি বাকি টাকা দেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No 221.

Name of the M.L.A. Shri Samir Chouduy

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be plesed to State :—

১। বনদপ্তর থেকে গ্রামীন বেকার কৃষি শ্রমিকদের কতজনকে ১৯৮৯-৯০ বৎসরে কোন রেঞ্জ এলাকায় কত সংখ্যক শ্রমিদেের কর্মসস্থান করা হয়েছে,

২। এই সকল কর্ম-সংস্থান প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কতজনের লেবার আইডেনটিটি কার্ড ছিল,

৩। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকারের কৃষি শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি আইনে ঘোষিত মজুরীর চেয়ে অনেক কম মজুরিতে তাদের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে,

৪। ইহাও কি সত্য যে সীমান্ত অঞ্চলের বাংলাদেশী নাগরিকদের সল্প মজুরিতে কিছু কাজ করিয়ে প্রকৃত বেনিফিসিয়ারীদের বঞ্চিত করা হয়েছে ?

উত্তর

Minister-in-charge of the forest Department :—
Shri Drao Kumar Reang.

১। ১৯৮৯ ৯০ ইং সনে এ পর্য্যন্ত রেঞ্জ ভিত্তিক শ্রমদিবসের কর্ম সংস্থানের বিবরণ নিম্নরূপ যে সমস্ত রেঞ্জ শ্রমিকের সংখ্যা জানা গেছে তাহাও নিম্নে দেওয়া হল।

	রেঞ্জের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা	শ্রমদিবসের সংখ্যা
১।	নাকড়াবন		৩ ৩৫১
২।	পতিছরি		৩১,৮৪৬
৩।	উদয়পুর		৯৫,৫ ৭৮
৪।	যাত্রাপুর		২০ ৬৬৫
৫।	নিদয়া		১৮ ৯ ৮
৬।	সামাজিক বনায়ন রেঞ্জ উদয়পুর		৪.১০৮
			১.৭৪,৪১৫
৭।	সিপাহীজলা পার্ক		১৭.৫৫০
৮।	সিপাহীজলা বন্যপ্রানী		৩ ০৮০
			২০.৬৩০
৯।	কাঞ্চনপুর		৪০,১৭৫.৫
১০।	জম্পুই		৭,২১১
১১।	লক্ষীপুর		৩৬.৯৬১
১২।	ভাটীমাছমারা		৪০,৮৬৭
১৩।	ক্ষুরি		৫২,৮৯৬.৫
১৪।	কাঞ্চনপুর সামাজিক বনায়ন		২৯,৪৪২
			২,০৭,৫৫৩
১৫।	বিলোনিয়া		৫৫,২২২
১৬।	রাজনগর		৪৫,৭২০
১৭।	সাব্রুম		৪৯,১২৫
১৮।	বগাফা		৩৫,১৭২
১৯।	মুহুরীপুর		২২,৩৩২
২০।	অম্পিনগর		১৫,৭৯১
			২,২৩,৩৭২

২১।	মান্দাই	৭৭০	১২,৫৮০
২২।	তেলিয়ামুড়া	৩৭৫	৭৩,০৮৩
২৩।	মুঙ্গিয়াবাড়ী	১৫	৭৭,৭৮৮
২৪।	বড়মুড়া কফি	২২৪	২৬,০০৫
২৫।	চম্পকনগর	৩২১	৬৫,২৩৮
২৬।	জিরানিয়া এস:এফ	৪০০	২৭,৯৯০
২৭।	খোয়াই এস:এফ:	৩১৫	৫৫,৬৫৮
২৮।	তেলিয়ামুড়া এস:এফ:	২৩৬	২৮,০৭৬.৫
২৯।	খোয়াই এস:এফ:	২০৫	১৮,২৭০
		৩২৬২	৫,৯৪,৩৭৮.৫
৩০।	ডম্বুরনগর		১,৫৮,০১০
৩১।	ঘোরাকাপ্পা		৯১,৯১৮.৫
৩২।	অমরপুর		৮৮,৩৪৪
৩৩।	অমরপুর এস:এফ:		২১,৯৬১.৫
৩৪।	তীর্থমুখ		৩২,০৪৮
৩৫।	গণ্ডাছড়া		৪৮,৫০১
			৪,৪০,৭৮৩.০
৩৬।	সদর		৬৬,৭০৮
৩৭।	চড়িলাম		২৬,২৬৩
৩৮।	সোনামুড়া		১১,০৭৮
৩৯।	বক্সনগর		৩৬,৫০৫
৪০।	সুবলসিং		৩৯,৬০৮
৪১।	সদর এস:এফ		৩১,৭৫৩
৪২।	মোহনপুর এস:এফ		৪৮,৭০৯
৪৩।	চড়িলাম এস:এফ		৫৭,০৯৫
৪৪।	মেলাঘর এস:এফ		৯,০৪৯
৪৫।	জম্পুইজলা এস:এফ		১৪,৯৪২
			৩,৪২,১১০
৪৬।	রিসার্চ-ডিভিসন	০৯২	২১৭৬,

৪৭)	মনু	৪৬৯	৯৩, ৮২৪
৪৮)	লালছড়া	৫৫১	১,১০, ২০৩
৫০)	ছামনু	৪৭৩	৯০, ৭০৫
৫০)	দুর্গাপুর	৩২৬	৬৫, ৩৭৩
		১৭০৯	৩,৬০ ১১৫
৫১)	তৃষ্ণা অভয়ারণ্য		৭, ৯৪১
৫২)	কমলপুর	৬২৩	৬০,৭১৪
৫৩)	জিওলছড়া	২৬০	২৯,৭৫৪
৫৪)	শালেমা	৫৯৭	৫৭,৫১২
৫৫)	আমবাসা	৪৯৬	৩৫,২১৭
৫৬)	জিওলছড়া (কফি)	১২০	০,৮৯৬
৫৭)	সালেমা ব্লক এস:এফ	১৮৯	৫,৯৫০
৫৮)	লংতরাই	৩০২	৩১,০০২
			২,৩০,৮৭৫
৫৯)	পেচারথল		১৪, ১৭৬
৬০)	কুমারঘাট এস: এফ		৭,৫১৭
৬১)	পানিসাগর এস: এফ		৩,০০০
৬২)	কুমারঘাট		৩৬,২২৩
৬৩)	কৈলাশহর		৮০,০১৮
৬৪)	ধর্মনগর		৫২,২৫০
৬৫)	পানিসাগর		৪০,০৫০
			২,৩৩,৩৩৩

২। কতজনের লেবার আইডেন্টিটি কার্ড ছিল এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা নেই।

৩। সত্য নয়। লেবার ডিপার্টমেন্টের ঘোষিত হারেই বন বিভাগের বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরী দেওয়া হয়।

৪। সত্য নয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 227

Name of Member :— Sri Sushil Kr. Chakma,

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকাধীন লঙ্গাই ভেলীতে বি, ডি, পি, প্রজেক্ট গড়ে তোলার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?	১। না, এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের এখনও নাই
২। থাকিলে কবে নাগাদ এই পরিকল্পনার রূপায়ন করা যাবে বলে আশা করা যায় ?	২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 236.

Name of the Member :— Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Caste Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ইং সমবায় বর্ষে ত্রিপুরা তপসিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন কোন কোন বিষয়ে মোট কত পরিবারকে কি কি পরিমাণের আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন,	১। ১৯৮৮-৮৯ইং সমবায় বর্ষে ত্রিপুরা তপসিলী জাতি সমবায় উন্নয়ণ কর্পোরেশন মার্জিন মানি লোন প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন ব্যাংকের সহায়তায় কৃষি ও তৎসম্বন্ধীয় ক্ষেত্রের অধীন বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্যে ৩২৬টি তপসিলী জাতিভুক্ত পরিবারকে মোট ৩০,০৪৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দিয়েছে, শিল্প পরিসেব ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়

ক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ২৯০টি তপসিলী জাতিভুক্ত পরিবারকে মোট ২৫.১৪৭ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দিয়েছে এবং পরিবহন ক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্য ১৬টি তপসিলী জাতিভুক্ত পরিবারকে মোট ১,১৩৫ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য দিয়েছে। এছাড়া যে সব ঋণ-গ্রহীতা সম্যক অর্থ সাহায্য প্রথমে ঋন হিসাবে গ্রহন করেছিলেন তাদের ঋণের ভার লাঘব করার জন্য ১৯৮৮-৮৯ সমবায় বর্ষে ০.৪৫৩ লক্ষ টাকা ভর্তুকি হিসেবে বিলি করা হয়েছে।

১৯-৯-৯০ সমবায় বর্ষের ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৯০ইং পর্যান্ত উক্ত প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্যে ৩৬৬টি তপসিলী জাতিভুক্ত পরিবারকে মোট ১১.৮৬৪ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে, শিল্প, পরিসেবা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ক্ষেত্রের অধীন বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্যে ৪৩৮টি তপসিলী জাতিভুক্ত পরিবারকে মোট ১৩.৮৮৪ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে। পরিবহন ক্ষেত্রের অধীণ বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্যে ১৭টি তপসিলী জাতিভুক্ত পরিবারকে মোট ০.৪৪৮ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কর্পোরেশন কতজন তপসিলী জাতির লোকের আবেদন পত্র বিভিন্ন ব্যাংকের নিকট ঋণ মঞ্জুরের জন্য পাঠিয়েছেন এবং কতটি ক্ষেত্রে ব্যাংক সাহায্য দিয়েছে?

২। ১৯৮৯-৯০ সমবায় বর্ষে জানুয়ারী ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১০৮০টি আবেদন পত্র মঞ্জুর করা হয়েছে তাহা পরিবারের মধ্যে মঞ্জুরীকৃত ঋণ ও ভর্তুকী সম্যক বিলি করা হয়েছে এবং ১৮৯টি পরিবারের মধ্যে মঞ্জুরীকৃত ঋণ ও ভর্তুকী আংশিক বিলি করা হয়েছে। ১৯৮৮-৮৯ সমবায় বর্ষে ২৭৯৫টি আবেদন পত্র মঞ্জুর করা হয়েছে, ৭৩২টি পরিবারের মধ্যে মঞ্জুরীকৃত ঋণ ও ভর্তুকী সম্যক বিলি করা হয়েছে এবং ৫৫১টি পরিবারের মধ্যে মঞ্জুরীকৃত ঋণ ও ভর্তুকি আংশিক বিলি করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 238

Name of Member :— Shri Sunil kumar Choudhury,

will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal welfare Department be pleaesd to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। সাব্রুমে কাপতলী বগাচতল এলাকার কলোনীতে কতগুলি পরিবার (জুমিয়া) জমি দখল করে দীর্ঘদিন যাবত চাষাবাদ করে পুনর্বাসন পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করে আছেন, এবং	১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
২। তাদের দীর্ঘদিন যাবত অপেক্ষা করার পরও পুনর্বাসন না পাওয়ার কারন কি, এবং	২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩। কবে পর্য্যন্ত তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায়?	৩। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 249

Name of M.L.A :—Sri Sushil Kumar Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-chrage of Education Department be pleased to state :—

১। কাঞ্চনপুর আই,এস, অধিনে গান্ধার ছড়া এস, বি, স্কুলের নাম পরিবর্ত্তন করে ভূমি দাতা ভীমসেন চাক্মার নামে নামাকরণ করার জন্য সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

২। থাকিলে কবে নাগাত-কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে?

ANSWER

EDUCATION MINISTER: SHI ARUN KUMAR KAR

১। কাঞ্চনপুর বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট হইতে এই ব্যপারে একটি রিপোর্ট চাওয়া হইয়াছে।

২। রিপোর্টটি পাইলে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া শিক্ষা বিভাগ এই ব্যপারে যথা সময়ের সিদ্ধান্ত লইবেন।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(QUESTIONS AND ANSWERS)

Admitted Starred question No. 250

Name of Member :—Shri Sushil Kr. Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Edn. Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় আই, সি, ডি, এস সেন্টারগুলির অধিকাংশ ঘর ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যাওয়ায় এবং রীতিমত ফিডিং এরেঞ্জ রেশম সাপ্লাই না হওয়াতে সেন্টারগুলি বহুদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে ?

উত্তর:— ইহা আংশিক সত্য, আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য নিয়মিত মেরামতের অভাবে কিছু কিছু ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভৌগোলিক কারণে চাল, ডাল ইত্যাদি বহন করিয়া লইয় যাওয়ার অসুবিধার জন্য ফিডিং এর কাজ কোনও কোনও সেন্টারে সাময়িক ভাবে যদি ও বিঘ্নিত হয় কিন্তু কোনও সেন্টারে এই সব কারণে ফিডিং বন্ধ হইয়া গিয়াছে এমন সংবাদ জানা নাই।

সত্য হইলে তাহার কারণ কি ?

২। উত্তর :— সেন্টারের ঘর তৈরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা এক কালীন বরাদ্দকৃত অর্থ পর্যাপ্ত নয় বলিয়া অস্থায়ী ভাবে নির্মিত ঘরগুলি নিয়মিত মেরামতের অভাবে ও অন্যান্য স্বাভাবিক কারনেই অচিরেই নির্মিত ঘর ব্যবহারের অনুপযোগী হয়।

Admitted starred question No. 289

Name of Members :- 1. Sri Sunil Kr. Choudhury.

2. Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'dle Minister-in-Charge of the Social Edn. Department be pleased to State:—

১। বর্তমান জোট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পরে ১৯৮৮ ইং পর্য্যন্ত কত জনকে বার্ধক্য-ভাতা পঙ্গুদের জুমিয় ভাতা রিক্সা শ্রমিক ভাতা দেওয়া হবে এবং বর্তমান ১৯৯০ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আরও কত জনকে এই ভাতা দেওয়া হইয়াছে।?

উত্তর :— বর্তমান ছোট সরকার শাসন ক্ষমতার আসার আগে পাঁচ প্রকারের বার্দ্ধক্য ভাতা ও একটি অন্ধ ও পঙ্গু ভাতা প্রকল্পে ২৫৫৩০জন পেনসন প্রাপক ছিলেন-কং-এবং পরে বর্তমানে ১৯৯০ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মৃত্যুজনিত শূন্যতা পূরনে মাধ্যমে মোট ১২৫২ জন বৃদ্ধা- কৃষি শ্রমিক, জুমিয়া বিধবা ও রিক্সা শ্রমিককে বৃদ্ধ ভাতা দেওয়া হইয়াছে এবং ৭০ জনকে অন্ধ ও পঙ্গু ভাতা দেওয়া হইয়াছে।

২। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই হার ৭৫ (পাঁছাত্তর) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০০ (একশত) টাকা করার জন্য বিবেচনা করা হবে কিনা?

উত্তর :— ভাতার হার বর্তমান ৭৫'০০ (পঁচাত্তর) টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ (একশত টাকা) টাকা করার কোন প্রস্তাব নাই। তবে ভাতা প্রাপকের সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকিলে ও আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য ইহা এখনও কার্য্যকরী করা যায় নাই এই ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনের সহিত যোগাযোগ করা হইয়াছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(QUESTIONS AND ANSWERS)

Admitted Starred Question No. 255

Name of Member :— Shri Sunil Kumar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister of state, Sports & Youth Programme Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে খেলাধূলার মাণ উন্নয়ণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন মহকুমায় ষ্টেডিয়াম অথবা মিনি ষ্টেডিয়াম তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, এবং

২। না থাকিলে এই ব্যাপারে বিবেচনা করে দেখা হবে কিনা ?

MINISTER-IN-CHARGE	ANSWER	SRI R. CHAKRABORTY

১। রাজ্যে খেলাধূলার মাণ উন্নয়ণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনটি জেলা হেডকোয়ার্টার-এ তিনটি ষ্টেডিয়াম-এর পরিকল্পনা সরকারের আছে এবং ইতিমধ্যেই কিছু অগ্রগতিও হয়েছে।

আপাততঃ অন্য কোন মহকুমাতে ষ্টেডিয়াম নির্মাণের কোন পরিকল্পনা নেই।

২। যথা সময়ে ভেবে দেখা হবে।

Admitted Starred question No 263

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in- charge of the Social Education Department be pleased to State:—

প্রশ্ন ১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্যন্ত কয়টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র খোলা হয়েছে (ব্লেক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর :— জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আরও ৩১০৪ টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব

হয়েছে। তার মধ্যে চালু প্রকল্পগুলিতে মোট ১৪৪৮টি খোলা হবে। তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল। এছাড়া নতুন ৫টি প্রকল্পতে মোট ১৬৫৬টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র খোলা হবে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

ব্লকের নাম	বর্তমানে চালু অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	প্রস্তাবিক নতুন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র
১। ছামনু	১০৫	৬৬
২। ডম্বুরনগর	৫০	২৪
৩। তেলিয়ামুড়া	১২১	১৯১
৪। পানিসাগর	১০০	১০২
৫। কাঞ্চনপুর	৫০	১৩৭
৬। রাজনগর	৯২	৮৩
৭। সাতচাঁদ	১১৫	৭৪
৮। টাকারজলা	৬৩	৬৪
৯। খোয়াই	৮৫	৯১
১০। কমলপুর	১২০	১৩২
১১। কুমারঘাট	১১৪	১১০
১২। মোহনপুর	১৩৫	১২৬
১৩। মাতাবাড়ী	১২৮	১৩৩
১৪। বগাফা		১১৫
মোট :—	১৩০৮	১৪৪৮

নতুন যে ৫টি নতুন প্রকল্প খোলা হচ্ছে তার বিবরণ :—

ব্লকের নাম	অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা
১। আগরতলা	১০০
২। বিশালগড়	৩১৬
৩। মেলাঘর	২৩১
৪। জিরানীয়া	২৫৬
৫। অমরপুর	১৫৩
মোট :—	১৬৫৬

২নং প্র:— বর্ত্তমানে আঙ্গনওয়াড়ী ওয়ার্কার ও হেল্পার-দের ভাতা কত ? উক্ত ভাতা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর :— কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নির্ধারিত অঙ্গনওয়াড়ী ওয়ার্কার ও হেল্পারদের ভাতার হার বর্ত্তমানে নিম্নরূপ :—

প্রকার	ভাতার পরিমাণ
১। অঙ্গনওয়াড়ী ওয়ার্কার :	
ক) মাধ্যমিক অনুর্ত্তীনা	২২৫ টাকা
খ) মাধ্যমিক অনুর্ত্তীনা ও ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	২৫০ টাকা
গ) মাধ্যমিক অনুর্ত্তীনা ও ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা	২৭৫ টাকা
ঘ) মাধ্যমিক পাশ	২৭৫ টাকা
ঙ) মাধ্যমিক পাশ ও ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	৩০০ টাকা
ছ) মাধ্যমিক পাশ ও ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা	৩২৫ টাকা
১) অঙ্গনওয়াড়ী হেলপার :—	১১০ টাকা

প্র:— ভাতা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর :— ৮ম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভাতা বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সহিত যোগাযোগ করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTON No. 276

Name of M.L A. :— Shri Diba Ch. Hrangkhwal,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে প্রত্যেকটি Inspectorate of School এ Departmental oversier নিয়োগ করার Provision রয়েছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে কোন কোন Inspecotorate of School এOversier নিযুক্ত করা হয়েছে।

৩। ইহাও কি সত্য যে Chhailengta Inspectorate এ Oversier-এর অভাবে স্কুল ঘর তৈরী করার অসুবিধা হেতু Fund unspent রয়ে গেছে এবং।

৪। যদি সত্য হয় তবে Chhailengta Irspectorate এ Oversier নিযুক্ত করার কোন ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা?

ANSWER.

Minister-in-charge : Shri A.K. Kar.

১। হ্যাঁ।

২। বিশালগড়, সোনামুড়া, খোয়াই, জিরানীয়া মোহনপুর তেলিয়ামুড়া, কৈলাশহর, ধর্ম্মনগর উদয়পুর ও সাব্রুম Education Inspectorate এ বর্তমানে Oversier নিযুক্ত আছেন।

৩। Oversier অভাবে আছে। তবে Oversier এর অভাবে Fund unspent রয়েছে ইহা সত্য নহে।

৪। Oversier-এর অভাব মেটানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Staerred question No. 280.

Name of Member :- Sri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Labour Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বে-সরকারী সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিকগণকে কোন নীতির ভিত্তিতে বেতন দেয়া হয়,

উত্তর

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় বেসরকারী সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিকগণকে বিভিন্ন পত্রিকায় পত্রিকা মালিক-স্থিরকৃত হারে পারস্পরিক গ্রহণ যোগ্যতার নীতির ভিত্তিতে বেতন দেওয়া হয়।

প্রশ্ন

২। বেসরকারী সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মীদের জন্য গঠিত বাচোয়াত কমিটির সুপারিশ ত্রিপুরায় কার্যাকর করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা এবং

উত্তর

১। রাজ্য সরকার ভারত গেজেটে প্রকাশিত বাচোয়াত কমিটির রিপোর্টের কপি পাইয়াছেন এবং ত্রিপুরা গেজেটে-উহা পুণ: প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

প্রশ্ন

৩। না নিয়ে থাকলে সরকার শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন কিনা ?

উত্তর

৩। রিপোর্ট কার্যাকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং পরবর্ত্তী সময়ে আইন মোতাবেক পদক্ষেপ নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 283.

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের এলাকা পুনর্গঠনের বিষয় পরীক্ষার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছে তার সদস্যদের নাম,

উত্তর

১। স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা সরকার একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কমিটিতে আছেন।

(১) শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং, উপজাতি কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী।

(২) শ্রী বীরজিৎ সিনহা, পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী।

(৩) শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা, রাজ্য পরিকল্পনা দপ্তরের সহ সভাপতি।

(৪) শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী।

(৫) শ্রীজহর সাহা, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্র ও মন্ত্রী।

(৬) শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস, উপজাতি কল্যান দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী।

(৭) শ্রীকালিদাস দত্ত, রাজস্ব দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী।

(৮) শ্রীঅঘোর দেববর্মা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যকরী সদস্য।

(৯) শ্রীবি, কে, রাংখল, টি, আর, পি, সি, চেয়ারম্যান।

(১০) শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার।

(১১) উপজাতি কল্যান দপ্তরের সচিব।

২। এই কমিটির জন্য কি কি কাজ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে ?

২। ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার বাহিরে কিছু কিছু এমন অংশ আছে যেখানে উপজাতিদের জনসংখ্যা বেশী, বা পরিষদের অন্তর্গত এমন কিছু কিছু জায়গা আছে সেখানে অ-উপজাতিদের সংখ্যা বেশী এই সকল জায়গাগুলির বর্তমান অবস্থা, সীমানা জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয় উক্ত কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবেন।

Admitted Starred Question No 389.

Name of the M.L.A. Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be plesead to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য সরকার গণ্ডাছড়ায় একটি অভয়ারন্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন।	১) হ্যাঁ।
২) সত্য হলে কতটুকু জায়গা নিয়ে এই প্রকল্প গড়ে উঠবে।	২) গোমতী বন্য প্রানী অভয়ারন্য ৩৮৯ ৫৪ বর্গ কিলোমিটার পরিমাঠ বনাঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে।
৩) এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ঐ এলাকা থেকে কতগুলি উপজাতি পরিবারকে স্থানান্তরিত হতে হবে।	৩) কোন উপজাতি পরিবারকেই স্থানান্তরিত হতে হবে না।
৫) এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে সরকারের কত টাকা ব্যয় হবে।	৪) বিস্তারিত প্রকল্প তৈরী করা হইতেছে এবং এই প্রকল্পের জন্য কতটাকা ব্যয় হবে তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

Admitted Starred question No. 290

Name of Member :—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন ১) ত্রিপুরায় Minimum Wage Act এ সর্বশেষ কোন তারিখে কৃষি মজুরদের নিম্নতম মজুরীর হার কত Statutory করা হয়েছে।

উত্তর ১) ত্রিপুরায় Minimum Wage Act এ সর্বশেষ গত ১-১-১৯৯০ ইং তারিখ হইতে কৃষি মজুরদের নিম্নতম মজুরীর হার দৈনিক ১৬ ষোল টাকা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২) কত দ্রব্য মূল্য সূচক শতকে নির্দিষ্ট করে এই হার নিরুপন করা হয়েছে এবং বর্তমান দ্রব্যমূল্য সূচক সংখ্যা কত ?

উত্তর ২) ১৯৮৮ইং সনের ডিসেম্বর মাসে মূল্য সূচক ৭৫২ নির্দিষ্ট করে এই হার নিরুপন করা হয়েছে এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত (December, 89) দ্রব্যমূল্য সূচক সংখ্যা ৮২৬।

প্রশ্ন ৩) কৃষি মজুরদের Consumer price index বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি পূর্ণ মজুরী বৃদ্ধির কি ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন।

উত্তর ৩) Consumer price index বৃদ্ধির সঙ্গে সম্প্রতি-পূর্ণ ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধির ব্যাপারটি সম্পর্কে সরকার পুরোপুরি সচেতন এবং বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

প্রশ্ন ৪) Minimum Wage Act অনুযায়ী ধার্য্য কৃষি মজুরী কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার কার্যকরী করেছেন।

উত্তর ৪) মিনিমাম ওয়েজ এ্যাক্ট, ১৯৪৮ এর সিডিউল পার্ট টু-তে বর্ণিত কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত ক্ষেত্র সমূহের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সরকার এই হার প্রয়োগ করিয়াছেন।

Admitted starred question No. 295

Name of M L.A :- Sri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to State:—

১) ত্রিপুরার রাবার প্লান্টেশন ওয়ার্কার্স-দের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চালু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহন করেছেন কি,

২) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত চালু করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩) আর না থাকিলে তার কারন কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) আগামী ১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরে।

৩) উপরোক্ত ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 301

Name of M.L.A :—Sri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-chrage of the Education Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের বে-সরকারী শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের পেনসন বিধি রাজ্যে চালু করার জন্য জোট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কার্য্যকর করার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন,

২। এই পেনসন বিধি চালু করার ক্ষেত্রে সরকার কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা, এবং

৩। তাহলে কিরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন ?

MINISTER-IN-CHARGE SHRI A.K. KAR ANSWER

১। রাজ্যের বে-সরকারী শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রচলিত পেনসন বিধি যথাযথ নয় বিধায় জোট সরকার অবসরোত্তর সুবিধাগুলির অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে একটি নূতন পেনসন বিধি প্রনয়নের ব্যবস্থা নিয়েছেন। প্রস্তাবিত নূতন বিধির আর্থিক আইনগত ও অন্যান্য দিক সমুহ পরীক্ষা করে নূতন পেনসন বিধি রচনার জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঐ কমিটি প্রনীত খসড়া বিধি অর্থ ও আইন দপ্তরের যথার্থ পরীক্ষার পর কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 302

Name of Member : — Shri Subodh Das

will the Hon'ble Minister in-charge of the Edueation Department be pleaesd to state :—

১.। ইহা কি সত্য যে দামছড়া উপজাতি ছাত্রাবাসে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক পাখা, পায়খানা. প্রস্রাবাগার, পানীয় জল ও রান্নাবান্নার বাসন পত্রের দারুন অভাব রয়েছে এবং নিয়মিত ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার সমস্যা রয়েছে, এবং

২। সত্য হয়ে থাকলে তাহা দূরীকরনের জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

ANSWER

১। দামছড়া উচ্চবিদ্যালয়ে ১২ আসন বিশিষ্ট যে উপজাতি ছাত্রাবাসটি চালু আছে, তাহাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সহ রান্না ঘরের সুযোগ সুবিধা আছে। বৈদ্যুতিকরনের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে তবে স্থায়ী পায়খানা তৈরীর কাজ ও পানীয় জলের জন্য মার্ক-২ টিউবয়েল বসানোর কাজ চলিতেছে। অনুমোদিত আবাসিক ছাত্রগণ নিয়মিত ষ্টাইপেণ্ড পাইতেছে।

২। ১ম প্রশ্নের উত্তরে বর্নিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহন করা হচ্ছে।

ADMITTED STARRED QUESTON No. 303

Name of M.L.A. :— Shri Subodh Das

Will the Hon'ble Ministei-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। ১৯৯০—৯১ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় নতুন কলেজ স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

২। থাকিলে কাঞ্চনপুর ও গণ্ডাছড়ায় কলেজ স্থাপন করা হবে কিনা ; এবং

৩। না করা হলে তার কারণ ?

ANSWER

১। ১৯৯০-৯১ সালে অর্থিক বছরে বরাদ্দ জনিত বাধা অতিক্রম করতে পারলেই ত্রিপুরায় নতুন কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২। শুধু কাঞ্চনপুর ও গণ্ডাছড়ায়ই নয় ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অন্যান্য অঞ্চলেও উচ্চশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কলেজ স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করে দেখা হবে।

৩। বরাদ্দ জনিত বাধা এখনও অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি।

Admitted Staerred question No. 27. ANNEXURE—"ᒪ"

Name of Members :— Sri Dipak Nag

Sri Gouri Shankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State—

১। ১৯৭৮-৮৭ ইং এই দশ বৎসরে কয়টি বিদ্যালয় গৃহ, বাজার ও সরকারী প্রতিষ্ঠান (বিদ্যালয় গৃহছাড়া) আগুনে পোড়া গিয়াছে বা পোড়ানো হয়েছিল (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৮৮ ইং সনে জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ পর্য্যন্ত রাজ্যে অগ্নিকাণ্ডে মোট কতটি স্কুল গৃহ, সরকারী প্রতিষ্ঠান, বাজার সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। উপরোক্ত সময়ে অগ্নিকাণ্ডে স্কুলগুলির কি পরিমাণ সম্পদ, শিক্ষা সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, (টাকার অংকে হিসাব) ?

ANSWER.

১, ২, ৩ } তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

Admitted Starred question No.49

Name of Member :— Shri Dhirendra Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in- charge of the Social Education Department be pleased to State:—

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন সম্প্রদায়কে Other Backward community হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ;	১) ত্রিপুরায় বসবাসরত নিম্নলিখিত ২৬টি সম্প্রদায়কে নীতিগত ভাবে Other Backward commnnity হিসাবে মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে :—

	১) লোহার, ২) কুর্মি, ৩) পার্শী ৪) রাই, ৫) রেইলি, ৬) তেলাঙ্গা, ৭) নায়েক, ৮) শাল, ৯) চৌহান, ১০) তাঁতী, ১১) উড়িয়া, (পান উড়িয়া) ১২) তেলী, ১৩) বীন, ১৪) রাজভড়, ১৫) ভড়, ১৬) শব্দকর ১৭) বৈষ্ণব, ১৮) আচার্য্য, ১৯) কর্মকার, ২০) কুম্ভকার ২১) মনিপুরী, ২২) কপালী, ২৩) সূত্রধর, ২৪) যাদব (গোপ) ২৫) বারুজীবি, ২৬) নাথ।
২) O.P.C. এর জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে;	২। ও বি সি, এর জন্য শিক্ষা সংক্রান্তএবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবিত কিছু পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
৩) O,B,C কর্মচারী সংগঠনকে সরকারী অনুমোদন দেওয়া হবে কি না ?	৩) এই প্রকার কোন আবেদন তপসিল জাতি কল্যাণ দপ্তরে জমা দেওয়া হয় নি। আবেদন পাওয়া গেলে তা বিবেচনা করে দেখা হবে।
৪) ত্রিপুরা রাজ্যে O,B,C জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য (চাকুরী ও শিক্ষা) আলাদা Directorate খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং	৪) এখনও পর্য্যন্ত এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীনে নেই।
৫) যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত কার্যকারী হবে বলে আশা করা যায় ?	৫) ৪নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question No. 60

Name of M.L.A :- Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Sports youth programme Department be pleased to State:—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭ ইং পর্য্যন্ত কয়টি প্লে সেন্টার ছিল এবং এর মধ্যে ১৯৮৯ ইং পর্য্যন্ত কয়টি চালু আছে (গ্রামাঞ্চল ও সহরাঞ্চল ভিত্তিক হিসাব)।

২। ১৯৮৭-৮৮, ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যের প্রতিটি গাঁওসভায় এবং নোটিফায়েড এরিয়া অর্থবিটি এলাকায় প্লে-সেন্টার গুলিতে কি কি খেলার সাজ সরঞ্জাম ও কি পরিমান আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল (বছর ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)।

৩। ১৯৮৬-৮৭ ইং বৎসরে রুরাল মিটে কতজন নূতন ছেলে ও মেয়ে (গ্রামীন খেলোয়ার) অংশ গ্রহন করেছিল এবং ১৯৮৭-৮৮, ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ইং বৎসরে কতজন নূতন খেলোয়ার গ্রাম থেকে রাজ্যস্তরে খেলার জন্য সুযোগ পেয়েছে ?

Minister-in-charge : Answer Shri R. Chakraborty

১। ১৯৮৭ইং পর্যান্ত রাজ্যে এমনিতে কোন অনুমোদিত প্লে-সেন্টার ছিলনা। তবে ৭০৪টি গাঁও সভাতে ও নোটিফায়েড এরিয়া গুলিতে খেলা পরিচালনার জন্য ক্রীড়া বিভাগ হইতে সাজ-সরঞ্জাম দেয়া হয়েছিল।

২। বৎসর ভিত্তিক নিম্নলিখিত টাকার সাজ-সরঞ্জাম দেয়া হয়েছিল। এর দ্বারা ফুটবল, ভলিবল ইত্যাদি খেলার সামগ্রী দেয়া হয়েছিল।

১৯৮৭-৮৮—৬,৫১,০০০/টাকা
১৯৮৮-৮৯—৩ ৯৫,৫৪৫/টাকা
১৯৮৯-৯০—

৩। ১৯৮৬-৮৭ইং সনে মোট ৮৬ জন নতুন ছেলে এবং ৭৫ জন নতুন মেয়ে রুরাল মিটে অংশ গ্রহন করেছিল। ১৯৮৭ ৮৮, ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ইং বৎসরে মোট ৮৪ জন নতুন খেলোয়ার গ্রাম থেকে রাজ্যস্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 53

Name of M. L. A :— Sri Makhan Lal Chakraborty.

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বর্ত্তমানে রাজ্যের হাইস্কুল ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং এর সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক ছাত্র ও ছাত্রীদের বোর্ডিং এর পৃথক পৃথক হিসাব) ;

২। উক্ত বোর্ডিংগুলির মধ্যে কয়টিতে বাউণ্ডারী ওয়াল আছে এবং কয়টিতে নাই ;

৩। যে সমস্ত বোর্ডিং এর ওয়াল নাই সেইসব বোর্ডিং এ বাউণ্ডারী ওয়াল দেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা এবং উক্ত বোর্ডিংগুলির ছাত্র ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত আছে কিনা ;

৪। না থাকিলে এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহন করা হবে কিনা ?

ANSWER

১। মোট ৮২টি ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া গেল)

২। ২৭টিতে আছে ও বাকি ৫৫টিতে নাই ;

৩। সাময়িক আর্থিক অপ্রতুলতার দরুন উক্ত কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইতেছে না। ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের হার বাড়ানোর কোন সিদ্ধান্ত এখন অবধি নেওয়া হয়নি ;

৪। অবস্থা বিবেচনায় আর্থিক সংস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে ভবিষ্যতে ষ্টাইপেণ্ড বাড়ানোর কথা বিবেচনায় আসতে পারে।

'ক' তালিকা

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বর্ডিং এর সংখ্যা।
১।	সদর (আগরতলা)	ছাত্রদের ১২টা, ছাত্রীদের ২টা ও ছাত্র-ছাত্রী মিলিত ২টা।
২।	খোয়াই	ছাত্রদের ৭টা, ছাত্রীদের ১টা ও ছাত্র ছাত্রী মিলিত ১টা।
৩।	কমলপুর	ছাত্রদের ৮টা ও ছাত্রীদের ২টা
৪।	কৈলাশহর	ছাত্রদের ৭টা ও ছাত্রীদের ১টা।
৫।	ধর্ম্মনগর	ছাত্রদের ১০টা, ছাত্রীদের ২টা ও ছাত্র-ছাত্রী মিলিত ২টা।

৬। সোনামুড়া	ছাত্রদের ২টা
৭। উদয়পুর	ছাত্রদের ৪টা ও ছাত্রীদের ১টা
৮। অমরপুর	ছাত্রদের ৩টা
৯। বিলোনীয়া	ছাত্রদের ৬টা ও ছাত্রীদের ১টা
১০। সাব্রুম	ছাত্রদের ৭টা ও ছাত্রীদের ১টা

Admitted Starred question No. 56

Name of Member :—Shri Diba Ch, Hrangkhal

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the S.C welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতটি সম্প্রদায় Schdedule castes communiti অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (সম্প্রদায়ের নাম সহ) ? এবং

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে মোট ৩২ (বত্রিশ) টি সম্প্রদায় Sch.Caste Communitiর অন্তর্ভুক্ত

সম্প্রদায়ের নাম: —

১। গান্ধী, ২। ভুঁইমালী, ৩। ডুসর ৪। চামার বা মুচী ৫। ধেনুর, ৬। ধোঁবা ৭। ডোম, ৮। ঘাসী, ৯। গৌর, ১০। গোর ১১। জালিয়াকৈবর্ত, ১২। কাহার, ১৩। কালিন্দী ১৩। কান, ১৫। কান্দা ১৬। শহর ১৭। কেওট, ১৮। খারিয়া ১৯। ২০। কোঁয়ার ২১। কোল, ২২। ২৩। মাহিষ্য দাস, ২৪। মালী ২৫। মেথর ২৬। মুসাহর ২৭। নমঃশূদ্র, ২৮। পাটনী ২৯। শবর, ৩০। দনদাসী, ৩১। খাদিত, ৩২। কোটাল।

২। এবং সারা রাজ্যে Sch Castes সম্প্রদায়ের মধ্যে দারিদ্র সীমার নীচে এবং শিক্ষিতের হার কত ? (সাম্প্রদায় ভিত্তিক আলদা করে বিবরণ)

২। ত্রিপুরাতে Sch. Caste সম্প্রদায়ের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসরত এবং শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৩,৯৮ শতাংশ। সম্প্রদায় ভিত্তিক কোন হিসাব সরকারের কাছে নেই।

Admitted Starred Question No. 57.

Name of the Member :— Shri Diba Ch. Hrangkhwal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

১নং প্রঃ— ইহা কি সত্য যে, রাজ্য সরকার অনতিবিলম্বে ICDS এর Supervisor post এর জন্য নিয়োগ পত্র প্রদান করবেন,

উত্তর :— I.C.D.S Supervisor post এর জন্য নিয়োগবিধি প্রনয়নের চেষ্টা চলিতেছে। উক্ত ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবার পরই R/R(Recruitment Rules) অনুসারে এবং প্রশাসনিক বিধি মেনে ICDS Supervisor post এর জন্য নিয়োগ পত্র প্রদান করা হইবে।

২। প্রঃ – যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়,

উত্তর :— নিয়োগ বিধি প্রনয়ন করার পরই ICDS Supervisor পদে নিয়োগ করা হইবে।

৩নং প্রঃ— মোট কতজন I,C,D,S Superisor নিয়োগ করা হবে (ব্লক ভিত্তিক Supervisor এর সংখ্যাসহ হিসাব) এবং

কি কি নিয়মনীতির মাধ্যমে I,C,D,S, Supervisor নিয়োগ করা হবে।

উত্তর:— বর্তমানে সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা অধিকারের অধীনে ১৫ (পনের) টি ICDS Supervisor এর পদ খালি রয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব এতদসংলগ্ন কাগজে দিয়ে দেওয়া গেল :—

১। বগাফা ব্লক :— ৫টি
২) কুমারঘাট ব্লক :— ২টি
৩) সাতচাঁদ ,, — ৩টি

৪) রাজনগর ব্লক— ১টি
৫) মাতাবাড়ী ,,— ২টি
৬) খোয়াই ,,— ১টি
৭) ডম্বুরনগর ,,— ১টি

মোট:— ১৫টি

I C.D.S. Superivusor এর নিয়োগবিধি R/R (Recruitment Rules) সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted un—Starred Question No 58.

Name of the M.L.A Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department pleased to State :-

১। ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ ইং শিক্ষা বর্ষে জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিতে কোন কোন শ্রেণীতে কি কি বই সরকার থেকে সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রতিটি বই এর কোনটির মুল্য কত? (প্রতিটি বই এবং নাম সহ মুল্যের হিসাব)

২। এই সকল বই কোন শ্রেণীর কতজন ছাত্রছাত্রীকে দেওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে কতজনকে বিনা মূল্যে এবং কতজনকে নগদ ক্রয়ের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল ?

৩। উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে আশীল উপজাতি এবং তপশীলি জাতি এবং প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কত ছিল এবং তাহাদের উক্ত পাঠ্য বই দেওয়ার ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং কতজনকে এই সুযোগ সুবিধা- দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১।
২। } তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।
৩।

Admitted un— Starred Question No. 61

Name of M.L.A. :— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister of state, Education Deptt.

be pleased to state :—

১। রাজ্যের কত সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয় এবং সিনিয়ার বেসিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক আছেন এবং কত সংখ্যক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নাই,

২। এই সকল স্কুলে কতজন কোন কোন বিষয়ের শিক্ষক প্রয়োজন এবং বর্তমানে কতজন আছেন।

৩। বিষয় শিক্ষকের কত শূন্য পদ পূরন হয় নাই,

৪। পূরন না হওয়ার কারন এবং

৫। সারা রাজ্যে বর্তমানে শিক্ষকের মোট সংখ্যা কত (তপশিলী জাতি, উপজাতি এবং সাধারন আলাদা আলাদা হিসাব)?

ANSWER

১। ৫৬টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০৬টি দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয় এবং ১৪৬টি সিনিয়ার বেসিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক আছেন।
২১৯টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪০টি দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয় এবং ২৭৬টি সিনিয়ার বেসিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাই।

২। সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া গেল।

৩। ১,৯০৮টি।

৪। তপশীল জাতি ও উপজাতি যোগ্য প্রার্থীর অভাব হেতু তাদের জন্য সংরক্ষিত পদে নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। অন্যান্য অসংরক্ষিত পদে নিয়োগের ব্যাপারে খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।

৫। ২৬,০৫০, প্রাথমিক স্তরে ১২,৬৩৫ জন, মাধ্যমিক স্তরে ৫,৭৪৫ জন, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৫,৭৪৫ জন, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৪,৪৬৫ জন এবং দ্বাদশ শ্রেনী স্তরে ৩,২০৫ জন।

APPENDIX—"A"

Reply to Unstarred Question No.— 61 (item No.— 2).

Requirement of subject Teachers and present Position thereof.

Sl. No.	Subject	Requirement	Existing Position.
1.	B. Sc. (Pure)	481	739
2.	B. Sc. (Bio)	272	553
3.	Classical Teacher	167	391
4.	English	150	116
5.	Bengali	3	250
6.	Pol Science	82	160
7.	History	118	122
8.	Philosophy	77	160
9.	Education	155	87
10.	Economics	58	42
11.	Pub. Administration	40	—
12.	Psychology	Nil	28
13.	Sociology	Nil	2
14.	Physics	26	56
15.	Chemistry	42	46
16.	Mathematics	63	27
17.	Botany	6	30
18.	Phisiology	3	8
19.	Commerce	23	128

Admitted un— Starred Ques. No. 63

Name of M.L.A :— Shri Chitta-Ranjan Saha

Will the Hon 'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। প্র:—১৯৮৮/৮৯ এবং ১৯৮৯/৯০ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুল গুলিতে কত ছাত্র/ছাত্রীকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক এস,-সি, এস টি ও অন্যান্যদের পৃথক পৃথক হিসাব)।

২। প্র: ছাত্রী/ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির (L.I.G/SC/ST Gisls stipend/ Merit Stipend/Boarding House stipend/Hostelas) ইত্যাদির বর্ত্তমান হার কত ?

MINISTER-IN-CHARGE : ARUN KUMAR KAR. : ANSWER

১। উ: ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুল গুলিতে ১৯৮৮/৮৯ সালে ১,২০,২১০ জন এবং ১৯৮৯/৯০ সালে ২,৩১,১১২ জন ছাত্র/ছাত্রীকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং,	মহকুমার নাম	১৯৮৮/৮৯ স্টাইপেণ্ড প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা				১৯৮৯/৯০ স্টাইপেণ্ড প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা			
		এস, সি,	এস, টি,	অন্যান্য,	মোট	এস, সি,	এস, টি,	অন্যান্য,	মোট
১।	ধর্মনগর	৭,৪০৬	৭,৬৯৭	৬,৬৫১	২১,৭৫৪	৯,১০১	৬,৭৫৬	৩,৬৪৫	১৯,৫০২
২।	কৈলাশহর	৮,২০৩	৮,৯৯৫	১২,১২১	২৯,৩১৯	৫,৬১৫	৫,৬৫৫	৫,৬১৫	১৬,৮৮৫
৩।	কমলপুর	৯,৫০২	৯,৭৯৫	৪,৬০৬	২৩,৯০৩	৭,৩০১	৫,৭৪৭	৪,৪৬০	১৭,৫১৭
৪।	খোয়াই	৬,৯২৯	৯,১৯০	৪,৬৪৩	২০,৭৬২	১০,০৬৫	১০,১৭৫	১১,৭১৫	৩১,৯৫৫
৫।	সদর	১৬,০৪৯	১৪,৭৩৫	১৬,১৪৯	৪৬,৯৩৩	১৮,৪৭৮	২১,২৮৭	২০,২২৫	৫৯,৯৯০
৬।	সোনামুড়া	৫,৩০৭	৪,৪৬১	৪,১২৬	১৩,৮৯৪	৭,৮৭৩	৭,০৪৯	৬,৫৪৬	২১,৪৬৮
৭।	উদয়পুর	৬,৩৪০	৫,৭০০	৮,০৪৫	২০,০৮৫	৭,৮৮১	৭,৫৭০	৫,৬৫৮	২১,১০৯
৮।	সাব্রুম	৮,৩৯৭	৫,৫৭৯	৪,০৬৮	১৮,০৪৪	৪,১৮৯	৫,০৬১	৪,৫১৩	১৩,৭৬৩
৯।	বিলোনীয়া	৬,৫৯১	৪,৩৩২	৬,৪১২	১৭,৩৩৫	৭,০৪৬	৫,৪৭৩	৬,৫৪৮	১৯,০৬৭
১০।	অমরপুর	৩,৪৩০	৩,৬৭৬	১,০৭৫	৮,১৮১	২,৬৩১	২,৯২৫	৪,২৭০	৯,৮২৬
	মোট :—	৭৮,১৫৪	৭৪,১৬০	৬৭,৮৯৬	২,২০,২১০	৮০,১৮৯	৭৭,৬৯৮	৭৩,২২৫	২,৩১,১১২

PAPERS LAID ON THE TABLE
(QUESTIONS AND ANSWERS)

Admitted unstarred question No—67,
Name of the Member :— Sri Samar Choudhury,
Will the Hon'ble Minister of State. Sports & Youth programme Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা বাধারঘাটস্থিত ষ্টেডিয়াম নির্মানে গত ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ বৎসরে কি কি কাজের জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে, এবং

২। কোন কোন এজেন্সিকে কি ধরণের কাজের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে ?

Answer Minister-in-charge sri R. Chakraborty.

১। আগরতলা বাধারঘাটস্থিত ষ্টেডিয়মে গত ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ সনে কোন টাকা খরচ হয় নাই।

২। এখনও পর্যন্ত কোন এজেন্সিকে কোন কাজের দায়ীত্ব দেয়া হয় নাই। পুরো ব্যাপারটাই সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Monday, the 2nd April 1990, 11 A. M.

PRESENT

Sri Jyotirmoy Nath, Speaker in the Chair. The Chief Minister. the Deputy Speaker, Five Ministers, Nine Minister. of State and 36 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বলিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক কুমার রায়।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩ স্যার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রে চলতি আর্থিক বছরে কৃষি সেচের জন্য কয়টি ডিপ টিউবওয়েল মঞ্জুর করা হয়েছে ;

২। এই ডিপ টিউব ওয়েলগুলি চলতি আর্থিক বছরে বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে কিনা ;

৩। যদি হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ৮টি বাজেটে ধরা হয়েছে।

২। হাঁ, হয়েছে।

৩। ৮টির মধ্যে ৫টি ডিপ টিউবওয়েল ইতিমধ্যেই খনন কাজ শেষ হয়েছে। বাকী ১টির কাজ চলছে এবং আরও দুইটির কাজ ৯০-৯১ সনে হাতে নেওয়া হইবে। আশা করা যায় আগামী ৯০-৯১ সনে ৮টি ডিপ টিউবওয়েলই চালু হইবে।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে তিনটির কাজ এখনও বাকী আছে, কোন ৩টির কাজ এখনও বাকী রয়েছে এবং যেগুলি করা হয়েছে বলে এখানে বলা হয়েছে সেগুলির বৈদ্যুতিক লাইন চালু হয়েছে কিন্তু যদি না হয়ে থাকে তাহলে সেগুলির কাজ কবে নাগাদ শেষ করা হবে। পাশাপাশি এই ডিপ টিউবওয়েল চালু করার ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক লাইনের জন্য এম. আই. এফ. সি দপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের জন্যই এগুলি চালু করতে বিলম্ব হচ্ছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং এগুলিকে অনতিবিলম্বে চালু করার ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, নন্দননগর ডিপ টিউবওয়েলের খনন কার্য্য শেষ হয়েছে। হাতীপাড়া ডিপ টিউবওয়েল পাম্প হাউসের কাজ শেষ হয়েছে, ইনস্টলেশানের কাজ চলছে, ডিষ্ট্রিবিউশানের কাজও শেষ হয়েছে। দীঘালিয়া ডিপ টিউবওয়েল পাম্প হাউসের কাজ চলছে ডিষ্ট্রিবিউশানের কাজও শেষ হয়েছে। ইনস্টলেশানের কাজ করার জন্য লোক ঠিক করা হয়েছে ভাগলপুর/নড়সিংগড় ডিপ টিউবওয়েলের খনন কার্য্য শেষ হয়েছে। ডিমপাড়া—লংকামুড়া ডিপ টিউবওয়েল, পাম্প হাউস, ইনস্টলেশান এবং ডিষ্ট্রিবিউশানের কাজ শেষ হয়েছে। সুরলুঙ্গা—মোঘপাড়া ডিপ টিউবওয়েলের খনন কার্য্য শেষ হয়েছে। ৭·৮ বড়জলা/কল্যাণপুর/চন্দ্রপুর ড্রিলিং-এর কাজ খনন এখনও আরম্ভ করা হয়নি। এই ২ টা ৯০-৯১ইং সালে নেওয়া হবে।

স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে জানতে চেয়েছেন কখন লাইন এ্যাকসটেনশানের কাজ শেষ হবে। এই ব্যাপারে পাইপের জন্য অলরেডি টেণ্ডার ডাকার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এগুলি আসতে শুরু করেছে এবং এরই মধ্যে কতগুলি এসে গেছে এবং আরও কিছু আসতে বাকী আছে। আমি আশা করছি ইতি-মধ্যেই কাজ শুরু করা যাবে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে বর্ত্তমান জোট সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তার বিরাট অঙ্গ হলো জলসেচ ব্যবস্থা। বহুদিন ধরে বহু জায়গাতে এবং বাজেট বইতে দেখেছি জলসেচের জন্য অনেক ডিপ টিউবওয়েল করার জন্য বাজেট বই প্রভিশান রাখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এগুলো হচ্ছে না। যোগাযোগ করা হলে বলা হয় রিগ মেশিন কম, তার জন্য খনন কার্য্য করা যাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা আরও রিগ মেশিন খরিদ করে খনন কাজে লাগানো হবে কিনা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বলেন যে কোন জায়গার কথা উল্লেখ করলে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে সম্ভব ছিল। তবে উনি জানতে চেয়েছেন যে, রিগ মেশিন আরও কেনা হবে কিনা। এই বাজেটে সেণ্ট্রাল এসিসটেণ্ট এক আছে। সেণ্ট্রাল শেয়ার এবং আমাদের ষ্টেট শেয়ার মিলে আমাদের আরও নূতন রিগ কেনার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানতে চেয়েছেন সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বলছি

যেমন—জয়রামপুর, ওয়েষ্ট চরকবাই, রাজনগর আই. সি. নগর এবং কদমতলার বিভিন্ন জায়গায় অনেক স্কীম এই ভাবে পড়ে রয়েছে। অনেক জায়গায় ডিপ টিউবওয়েল হয়েছে, অনেক জায়গায় ডিব টিউব ওয়েল হয়নি। কাজেই এইগুলি সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে যেগুলির সেইগুলিতে পাইপ লাইন দেওয়ার কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা। অনেক জায়গায় ডিপ টিউবওয়েল বসে গেছে ৩/৪ মাস হয়েছে কিন্তু সেগুলি এখনও ফাইন্যাল হয়নি, তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় জনসাধারণ এবং কৃষকের মধ্যে যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেক জায়গায় স্যাংশান হবে এই রকম অবস্থা আছে সেগুলিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা স্পেশাল নজর দিয়ে। কারণ হেতু বিলোনীয়া একটা কৃষি প্রধান অঞ্চল বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিবেচনা করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা হচ্ছে মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের। অতএব আমার পক্ষে এখনই মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তর সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীদীপক কুমার রায় :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় বিধায়ক অমল মল্লিক বলেছেন যে, এই ধরনের যে ডিপ টিউবওয়েল করা হয়েছে যার খনন কাজ হয়েছে ১/২টা জায়গায়। কিন্তু পাইপ লাইন চালু হয় নি, এইগুলি সেই রকম অবস্থায় আছে তাই সেগুলি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, গত পরশু দিন নূতন পাম্প সেট কেনার জন্য কনট্রাকটরের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে আগামী জুলাই মাসের মধ্যে ২০০টা কেনার জন্য তাদের টেণ্ডারের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আর পাইপ লাইনের জন্য যেগুলির টেণ্ডার দেওয়া হয়েছে সেগুলি শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই প্রায়রিটি বেসিসে আমরা পাইপ লাইন দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু করব।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, এখানে যে পাইপ লাইনগুলি বসানো হয়েছে, যে ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে সেগুলির পাইপ কেনার যে অর্ডার দেওয়া হয়েছে সেটা কোন বছরে দেওয়া হয়েছিল এবং আমি যতটুকু জানি সেইটা পেমেণ্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হিমালয়ান ইণ্ডাষ্ট্রি তারা কোন পাইপ সরবরাহ করেন নি এবং এই জন্যই পাইপ লাইন বসানো যাচ্ছে না ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্যটা আমার জানা নেই। যেটুকু আমি জানি এস. টি. ডি. ওদের এই বছরই আমরা পাইপ কেনার জন্য দিয়েছে। ২৭.হাজার মিটার পাইপ আমরা পেয়েছি। এটার সবটাই অভারফ্লু খনন করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী):—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে আগরতলা পৌরসভার মত বাড়ী বাড়ী পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কিনা,

২। নিয়ে থাকলে কোন্ কোন্ নোটিফায়েড এলাকাগুলিতে নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। এই রকম কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের উত্তর আসে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে, পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং তৎ সঙ্গে রাজ্য সরকারও বিভিন্ন গুরুত্ব সহকারে দেখছেন, সেই পানীয় জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন নোটিফায়েড অঞ্চল যেগুলি ঘন বসতি অঞ্চল সেই অঞ্চলগুলির সমস্ত জায়গায় রুর‍্যাল ডেভেলাপমেণ্ট মার্ক টু বা যে সমস্ত স্কীম দেওয়া হয় সেগুলি পর্য্যাপ্ত পরিমানে হয় নি। কাজেই সেই সমস্ত জায়গায় পানীয় জলের সুব্যবস্থা করার জন্য প্রতিটি বাড়ীতে বাড়ীতে জল দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়ার কথা ছিল বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যের থেকে লোন নিয়ে, কেন্দ্রের থেকে লোন নিয়ে কিছু জায়গায় এইগুলি ত্বরান্বিত করার জন্য এবং আরও নূতন কয়েকটা নোটিফায়েড এরিয়াকে সংযুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নেবেন কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) : -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাড়ী বাড়ী জল সরবরাহের কথা একটা, আর পর্য্যাপ্ত নোটিফায়েড এরিয়াতে জল সরবরাহের প্রশ্ন হলো আর একটা। প্রত্যেকটা নোটিফায়েড এরিয়াতে আমরা ডিপ টিউপওয়েল বসিয়েছি, আমরা জল সরবরাহ করছি। তবে কোথাও যদি সরবরাহ অপর্য্যাপ্ত থাকে সেটা মাননীয় সদস্য বললে আমরা দেখব। নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে আমরা জল সরবরাহ করে যাচ্ছি। তবে বাড়ী বাড়ী ওয়াটার সপ্লাই লাইন দেওয়া আর্থিক কারণে, সীমাবদ্ধতার কারণে, অসুবিধা আছে। ভবিষ্যতে সেগুলি বিচার বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর):—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে ডিপ টিউবওয়েল আনসাকসেসফুল হওয়ার ফলে এত অল্প পরিমান জল ওখানে সাপ্লাই করার মত সক্ষমতা থাকার ফলে এই অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে সেখানে নূতন কতগুলি স্কীম তৈরী করা হয়েছিল যে, যেখানে বড় নদী আছে, ছড়া আছে ওখান থেকে জল তুলে যাতে সাপ্লাই করা যায় সেই সম্পর্কে স্পেসিফিক সোনামুড়াতে এই রকম একটা প্রকল্প স্যাংশান করা হয়েছিল, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, জায়গাও ঠিক হয়েছিল। কিন্তু সেই জায়গায় গত দুই বছর ধরে তার কোন ডেভেলাপমেণ্ট নেই। তার ফলেই পানীয় জল সরবরাহের একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তথ্য দেবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোথাও জল সরবরাহ প্রকল্প সম্পূর্ণ ভাবে অচল হয় নি। মাননীয় সদস্য সোনামুড়ার কথা বলছেন, নদীর জল তুলে জল সরবরাহ করার কথা বিবেচনা হচ্ছে। নদীর জল পরিশোধন করে যত শীঘ্র সম্ভব সেটা আমরা করবো, এই কাজ আমরা হাতে নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৯ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কি পরিমাণ কৃষি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কি পরিমাণ জমিতে এখনো জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই ? (তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। ১৯৮৯ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে ৪১৯৫৯.০০ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২, ২৮০৪১.০০ হেক্টর জমিতে এখনো জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। ব্লক ভিত্তিক হিসাব—মিঃ স্পীকার স্যার, যে-হেতু এই সংযোজন বেশ লম্বা এবং বিরাট এই কারণে এটা আমি হাউসে পেশ করে দিচ্ছি (ANNEX URE "A")।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী ব্লকে যে পরিমাণ বললেন, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে, মোহনপুর ব্লকের অন্তগর্ত মোহনপুর গাঁওসভার সেই নদীতে লিফট্ ইরিগেশ্যান করা হয়েছে কিনা, দুই বছর আগে পাইপ লাইন হয়েছে, কৃষকরা জল পাওয়ার আশায় আছেন এবং যদি এটা করা হয় তাহলে এখানে কয়েক শত পরিবার উপকৃত হবেন। কিন্তু কেন এখন পর্যন্ত সেটা করা হলো না, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, জলের যে ইণ্টারন্যাল এবং এক্সটারন্যাল লাইন আছে সেটাকে পরিষ্কার করার জন্য নির্দিষ্ট কোন কর্মচারী দেওয়া হবে কি না ? যদি না দেওয়া হয় তবে এইটা বিভাগের বৈষম্যমূলক আচরন কি না, যারফলে এই ডিপ টিউবওয়েল চালানো সম্ভব হবে এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, এই প্রশ্ন আলাদাভাবে করলে জবাব দেওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কৃষি কাজের জন্য এগ্রিকালচার দপ্তর থেকে বিশেষ করে এম, আই, এফ, সি, যতগুলি স্কীম নিয়েছেন যেমন ডাইভারসন স্কীম, লিফ্‌ট ইরিগেশন স্কীম,

ডিপ টিউবওয়েল ইত্যাদি। আমি মোটামুটি যা দেখলাম এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য রয়েছে কি না যে, কিছু সংখ্যক কর্মচারী (ইঞ্জিনিয়ার-এই ধরনের কর্মচারী) নানা অজুহাত দেখিয়ে পার্টস্ পাওয়া যাচ্ছে না, ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে এইগুলিকে রিপেয়ার করছেন না। ফলে এই স্কীমগুলি অকেজো হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার জনগণ এই অচলাবস্থাকে সচল করার জন্য দপ্তরে যাবৎ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এই এলাকায় প্রায় ২০০ থেকে ৫০০ পরিবার এই স্লুইস গেইটের উপর নির্ভরশীল। তারা খোদ চিফ্ ইঞ্জিনীয়ার থেকে আরম্ভ করে দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে যাওয়ার পর আজও একটা সাধারণ ফাটল এইটা ঠিক করা হচ্ছে না।

তারপর আমার দুই নং প্রশ্ন হচ্ছে—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে, সোনাই নদীর উপরে এই যে বৈরাগী বাজারের সন্নিকটে একটা স্কীম দীর্ঘদিন যাবৎ শুধু একটা পাইপের লিকেজের জন্য বিভিন্ন ধরণের অজুহাত দেখিয়ে এই করছে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে তাদের কনট্রাকটররা এবং স্থানীয় প্রধানের যোগসাজসে তারা নিম্নমানের পাইপ দিয়ে কাজ করানোর ফলে এইখানে একটা বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে। এবং সেই ফাটল আজ অব্দি মেরামত করা হয় নি। আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলের দশ বছরের মাথায় শতকরা ৯৯ ভাগ জলসেচের সে, এল, আই, এবং লিফ্ট ইরিগেশন বা ডাইভারসন স্কীম সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। এইটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই আকালিয়াছড়া বা ঈশানছড়া এইখানে আমরা বিশেষ কেয়ার নিয়েছি। সেখানে আমরা বাঁধ দিয়ে প্রায় ৫০০ কানির মত এখন বোরো ফসল চাষ করছি। আমরা আই, সি, এ, আর, তাদেরকে অনুরোধ করেছি তারা যেন তাদের তত্ত্বাবধানে সেখানে হাই ইল্ডিং ভেরাইটিজ ধানের উৎপাদন এইবার যাতে করা যায় সে জন্য ব্যবস্থা নিতে। আমি খবর পেয়েছি যে, কৃষকরা আমাদের দ্বারা মোটামুটি বোরো ফসলে হাত দিতে পেরেছেন এবং এখনো ফসল আছে। এই স্কীমটা যাতে পুরাপুরি চালু করা যায় তারজন্য রিপেয়ারিং যা দরকার সেটা করতে আমি দপ্তরকে নির্দ্দেশ দিয়েছি।

আর দ্বিতীয়তঃ যে পাইপের লিকেজের কথা বলেছেন সেটা মেসিনারী ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু ৯৯ পারসেণ্ট এই অবস্থায় রয়েছে এইটা আমি স্বীকার করি না। এবং কৃষকদের কাছ থেকে যে রিপোর্ট পাচ্ছি সব মোটামাটি চালু রয়েছে। আর আমাদের দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার বা অন্যান্য কর্মচারীরা যদি রেসপনসিবল না হন তাহলে মাননীয় সদস্যরা যেসব কর্মচারীদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে অভিযোগ করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) :—স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা হিসাব দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে ৫০০ একরের মাঠে মাত্র ১০ থেকে ২০ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া যায়। সেখানে ডিপ টিউব-ওয়েল, মাইনর-ইরিগেশান আছে। বাকী মাঠটাতে জলসেচ হয় না। এখানে কৃষি

দপ্তর এবং এম. আই. এফ. সি.র যে হিসাব তাতেও মিল নেই। হিসাবে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে, ৫০০ একর জমিতে জল দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে মাননীয় শ্রীমহোদয় এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা যাতে সমস্ত মাঠটাই জলসেচের আওতায় আসে এবং এই যে দুই লক্ষ আঠাশ হাজার তিনশ একচল্লিশ হেক্টর জমি জল দিতে পারছেন না। এ বছরে তার মধ্যে নতুন করে কত হেক্টর জমি জলসেচের আওতায় আসবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা খুবই ভাইটাল প্রশ্ন উনি তুলেছেন। যে মাইনর-ইরিগেশান বা ইরিগেশান প্রজেক্টে কাভার করবে কিনা এটা প্রধানত কতগুলি টেকনিকের উপর নির্ভর করতে হয়। কোথাও দেখা যায় যে, প্রথম প্লটের মালিক তার নিজের প্লটে বেশী পরিমাণ জল আটকে রাখে, আইল বড় করে দিয়ে। ফলে পাশ্ববর্তী অন্যান্য প্লটে জল যেটা যেতে পারত সেটা যেতে পারে না। অন্য লোকের জায়গায় জল দিতে চায় না। যদি সম্পূর্ণটা ভাগ করা হইত তাহলে আরও ১০ কানি জমিতে জল দেওয়া যাইত। আইল বেঁধে পুকুরের মত রাখতে দেখা যায় জমির অর্ধেকটাও কাভার করে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ডাইভারসন স্কীম এমন জায়গায় করা হয়েছে যে সামনে সিজনাল বাঁধ আছে ১০টা। এই যে ঈশানপুর, আমরা যেখানে ডাইভারশান স্কীম করলাম এর আগে ৫টা সিজনাল বাঁধ আছে। জল আসছে না। জল উপরে উঠছে না। তাছাড়া, এটা নির্ভর করছে, রেগুলার কত সময় এই পাম্প সেট চালু রাখা যায়। বিদ্যুতের ব্যাপারও আছে মেশিনের ডিস্ট্রাব থাকতে পারে। এই জন্য দেখা যায় কতগুলি কমন এরিয়া কাভার করে না। এই ব্যাপারে কতগুলি প্রেসার নিতে হবে। আমরা ইনিগেশানের উপর কৃষকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগামী মাসে একটি সেমিনার ডেকেছি। কৃষকদের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ইরিগেশানের উপর বাস্তব দৃষ্টিভংগী থাকতে হবে। যাতে উপরে আর কোন সিজনাল বাঁধ না পড়ে এই ভাবে আমাদের ডাইভারশান স্কীমগুলি করা উচিত ছিল। ইরিগেশানের মধ্যে দৃষ্টিভংগী থাকতে হবে। আবার কতগুলি ডি-ফরেস্টেশানের জন্য শুকিয়ে বা অন্যান্য কারনে জলের উৎসগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত কারনে কমন এরিয়াতে জলের শর্ট দেখা যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ ও দীনেশ দেববর্মা।

শ্রীদীপক নাগ ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ঃ—৬৩।

মিঃ স্পীকার ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার :—৬৩।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার :—৬৩

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় কৃষি জমিগুলিতে জলসেচের জন্য মোট কতটি বিভিন্ন ধরনের সেচ প্রকল্প আছে,

২। উক্ত সেচ প্রকল্পগুলির মধ্যে কতটি সচল ও কতটি অচল অবস্থায় আছে, এবং

৩। ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছরে কোন্ কোন্ ব্লকে কি ধরনের সেচ প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কৃষি জমিগুলিতে জলসেচের জন্য সর্বমোট ৪৬৬টি ও ৩৪৬টি লিফট ইরিগেশন প্রকল্প, ৯৯টি গভীর নলকূপ প্রকল্প ও ২১টি ড্রাইভারসন প্রকল্প আছে।

২। উপরিউক্ত সেচ প্রকল্পগুলির মধ্যে ৪৪০টি সচল অবস্থায় আছে এবং ২৬টি অচল অবস্থায় আছে।

৩। ১-৪-৮৯ইং হইতে ২৮-২-৯০ইং পর্যন্ত রাজ্যে ১৪টি লিফট ইরিগেশান প্রকল্প এবং ৩টি গভীর নলকূপ প্রকল্প চালু হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ৪৪টি লিফট ইরিগেশান এবং ২২টি গভীর নলকূপ ও ১টি ড্রাইভারশান প্রকল্পের কাজ চলিতেছে। এর কিছু কিছু প্রকল্প এই বৎসরই চালু হইতে পারে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংযোজন দেওয়া হইল।

মিঃ স্পীকার স্যার, এটা একটা লম্বা লিস্ট। এখানে পড়ে শুনাতে গেলে অনেক সময় লাগবে। সেজন্য আমি লিস্টটাকে হাউসে প্লেস করছি।

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস্।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা (সালেমা) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে খোয়াইয়ের উত্তর ঘিলাতলী, লক্ষ্মীনারায়ণপুর দুই নং প্রজেক্ট কতদিন ধরে বন্ধ আছে এবং ছামনু ব্লকের গাগড়া স্কীম এবং কমলপুর মহকুমার দুলুবাড়ীতে যে ডিপ টিউবওয়েল আছে, সেগুলি চালু আছে কিনা?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের সুনির্দ্দিষ্ট উত্তর আমার হাতে নেই, মাননীয় সদস্য যদি আলাদাভাবে প্রশ্ন করেন, তাহলে আমি উত্তর দিতে পারব।

শ্রীদীপক নাগ :—মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন যে, জিরানীয়া ব্লকের রাণীর বাজার নলগড়িয়া রেডিও সেণ্টার, পশ্চিম বড়জলা, বিশ্রাম বাড়ী এলাকায় যে বিস্তৃর্ণ মাঠ পড়ে আছে জলসেচের অভাবে সেখানে চাষ হচ্ছে না সেইগুলিতে জরুরী ভিত্তিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হবে কিনা? বিশেষ করে পশ্চিম বড়জলা, বিশ্রাম বাড়ী যে মাঠটা সেখানে উপজাতি অংশের কৃষক প্রচুর জমি জলের অভাবে তারা সেগুলিতে চাষ করতে পারে না। কাজেই জরুরী ভিত্তিতে সেইগুলিকে জলসেচের আওতায় আনা হবে কি?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটারও আমি সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে উত্তর দিতে পারছি না, কারণ, এখানে রাজ্য ভিত্তিক প্রকল্পগুলির সংখ্যাটা চাওয়া হয়েছে, সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রকল্পের নাম চাওয়া হয়নি। বর্তমানে কি অবস্থায় আছে চাওয়া হয়নি, তাই এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা, যে বিশালগড় ব্লকের অধীন ঈশানচন্দ্রনগর গাঁওসভার পাশ দিয়ে যে সিনাই নদী গিয়েছে, সেই সিনাই নদীতে লিফট

ইরিগেশন স্কীমের কাজ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কাজ শুরু করেন। সেই স্কীমে দুইটি মেশিন বসিয়ে দুইটি বড় মাঠ ইরিগেট করার কথা, প্রয়োজনীয় পাইপ সেখানে নেওয়া হয়েছে কিন্তু আজকে দুই বছর পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। কাজেই এই স্কীমটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য কাজ শুরু না করার কী কারণ, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) : - স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, মূল প্রশ্ন যে ভাবে চাওয়া হয়েছে সেইভাবে উত্তরটাও তৈরী করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে যে প্রকল্পটির কথা বলেছেন, সেটা কি কারণে চালু হচ্ছে না, এক্ষুনি তার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্মা।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬।

প্রশ্ন

১। আমবাসা কমলপুর রাস্তা মেরামত সহ উক্ত রাস্তার উপর সেতু নির্মাণের কাজ আগামী বর্ষার পূর্বে সম্পন্ন করা হবে কিনা, এবং

২। ইহা কি সত্য যে, কন্ট্রাকটারদের গাফিলতির জন্য উক্ত রাস্তা নির্মাণের কাজগুলি অগ্রসর হচ্ছে না।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ইহা সত্য নহে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কোন কোন কন্ট্রাকটারের নামে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু হয়েছে, এটা জানতে পারি কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা আলাদা প্রশ্ন কেন না উনি কন্ট্রাকটারের নাম জানতে চাইছেন, আলাদা করে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৭।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) : - স্যার স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৭।

১। বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত কামালঘাট হতে লেফুঙ্গা এবং কামালঘাট হতে নৃপেন্দ্রনগর ভায়া গামছা-কোবরা এই রাস্তা দুটি মেটিলিং এবং পীচ করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে ? এবং

৩। না থাকিলে, তার কারণ ?

উত্তর

১। কামালঘাট হতে লেফুঙ্গা পর্য্যন্ত রাস্তাটি মেটেলিং ও পীচ করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে। কিন্তু কামালঘাট হতে নৃপেন্দ্রনগর ভায়া গামছা-কোবরা পর্য্যন্ত রাস্তাটির মেটেলিং বা পীচ করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। কামালঘাট হতে লেফুঙ্গা পর্য্যন্ত রাস্তাটির মেটেলিং ও পীচ করার কাজ আগামী আর্থিক বর্ষের মধ্যে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৩। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— এই রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যেহেতু রাস্তাটি এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে আছে। সেহেতু সেই এলাকার মধ্যে অধিকাংশ উপজাতি অংশের মানুষ থাকা সত্বেও এ, ডি, সি রাস্তাটি না করার জন্য সেই উপজাতি ভাইয়েরা রাস্তার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে।

কাজেই, সে দিকটা বিবেচনা করে এবং ট্রাইবেল ভাইয়েরা চলাফেরা করতে যে বিরাট অসুবিধার সম্মুক্ষীণ হচ্ছেন, সেই সমস্যা দূর করার জন্য এই দুইটি রাস্তা মেটেলিং ও পীচ করার কাজ অতি সত্বর শেষ করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন(মন্ত্রী) :— স্যার, কামালঘাট থেকে গামছা-কোবরা রাস্তাটি যদিও এ, ডি, সি,-র তবু এই রাস্তাটি তাড়াতাড়ি করার জন্য এ, ডি, সি থেকে রাজ্য সরকারকে কোন রকম রিকুইজিশন দেওয়া হয় নি। তাছাড়া, আমরা এখন পর্য্যন্ত রাস্তাঘাট করার জন্য এ, ডি, সি,-র কাছে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা পাওনা আছি। যেহেতু তারা এখন পর্যন্ত রাস্তা তৈরী করেছে বলে সরকারের কাছে কোন ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দাখিল করেনি অথবা অন্য ভাবেও রাজ্য সরকারকে কোন হিসাব-নিকাশ দেয় নি। তবু, মাননীয় সদস্য যখন বলছেন, তখন এ, ডি, সি যাতে রাস্তাটির কাজ আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে শেষ করতে পারে সেজন্য আমরা এ, ডি, সিকে অনুরোধ করব।

শ্রীদীপক নাগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা অবগত আছেন কি, যে জিরানিয়া ব্লক চৌমুহনী থেকে ব্লক পর্য্যন্ত বা হাসপাতাল পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি আছে, তার অবস্থা এতই খারাপ যে ঐ রাস্তার উপর বিভিন্ন জায়গাতে গর্ত ইত্যাদি থাকার জন্য গাড়ী ঘোড়া ঠিক মত চলতে পারে না। এমন কি রোগী নিয়ে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে নানা সময়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কাজেই, এই রাস্তাটির সংস্কারের কাজ জরুরী ভিত্তিতে করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, ঐ এলাকার দুইটি রাস্তা সম্পর্কে মাননীয় সদস্যের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার কথা হয়ে গিয়েছে। কাজেই, সেই রাস্তা দুইটি যত শীঘ্র সম্ভব করা যায়, সেটা আমি দেখব।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন যে রাস্তাটা এ, ডি, সিই এই রাস্তাটার কাজ করবে, এটা অসত্য। আর, এই অসত্য কথা বলেই মাননীয় মন্ত্রী এই হাউসকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। এই রাস্তাটা আসলে পূর্ত্ত দপ্তরের এবং অনেক দিন আগেই এ, ডি, সি এই রাস্তাটাকে পূর্ত্ত দপ্তরের কাছে হস্তান্তর করেছেন, কাজেই উনি এখানে ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এ, ডি, সিকে ২৪ টা রাস্তা হ্যাণ্ড অভার করার জন্য বলা হয়েছিল তার মধ্যে এখন পর্য্যন্ত একটি রাস্তাও হ্যাণ্ড অভার করা হয়নি কেন? ১৯৮৯-৯০ সালের এই আর্থিক বর্ষে পূর্ত্ত দপ্তর থেকে কত টাকা এডিসিকে দেওয়া হয়েছে? মাত্র এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে টাকার হরির লুটের ব্যবস্থা করা হয়নি। এ, ডি, সিকে যে দুই কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে, তার কোন হিসাব ওরা এখন পর্য্যন্ত দেয় নি যে, কিভাবে কোন রাস্তার জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছে, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেয়নি। আমি বলছি যেহেতু মাননীয় সদস্যরা বলছেন এই রাস্তাটা গুরুত্বপূর্ণ এই আর্থিক বর্ষে ওদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৪৯।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৪৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি পানীয় জলের জন্য ডি, টি, ডবলিউ আছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)	১। ২৯২টি। ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংযোজনীতে দেওয়া হল। (ANNEXURE "B")।
২। তার মধ্যে জেলা পরিষদ এলাকায় কয়টি?	২। ৫৯টি।
৩। ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বর্ষে মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত কোন গাঁও পঞ্চায়েতে যেতে ডি, টি, ডবলিউ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?	৩। আছে।
৪। যদি থাকে তবে কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় তাহা স্থাপন করা হবে।	৪। সাতডুবিয়া ও দমদমিয়াতে গভীর নল কূপ বসানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতন লাল ঘোষ (খয়েরপুর) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১৮৩।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৮৩।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের কি পরিমাণ জলসেচের কাজে এবং শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং

২। উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার বর্তমান বিদ্যুৎ চাহিদা রাজ্য উৎপ্রাদিত ও বহির্রাজ্য হইতে আমদানী একত্রে গ্রিডের মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যে বণ্টন করা হচ্ছে। কারিগরী কারণে জলসেচে ও নিজস্ব উৎপাদিত কি পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যে ব্যবহৃত (আনুমানিক) ১২৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুতের মধ্যে আনুমানিক ২২ মিলিয়ন কিলোওয়াট সেচের আনুমানিক ২৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট শিল্পখাতে ব্যবহৃত হয়।

২। নিজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরে নির্মিয়মান প্রকল্প অনুমোদিত প্রকল্প। কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন প্রকল্পগুলি নিম্নরূপ :—

১। নির্মিয়মান প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন	মন্তব্য
(ক) রুখিয়ায় দুইটি গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প	২'৮ মেগাওয়াট	প্রথম ইউনিটের কাজ শেষ এবং ইহা পরীক্ষামূলকভাবে আছে। ২টির কাজ চলছে মাস নাগাদ শেষ হইবে।
(খ) বড়মুড়া গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প (৩য় ইউনিট)	৬ ৫ মেগাওয়াট	ইহা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চালু আছে
(গ) গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের সংস্কার ও উন্নতি সাধনের কাজ	অতিরিক্ত ৩'৫ মেগাওয়াট	এই প্রকল্পের কাজ যাহা ১৯৯১—৯২ সনে হবে বলে আশা করা যায়।

২। অনুমোদিত প্রকল্প

(ক) রুখিয়ার (১০. ৭. ৫. মেগাওয়াট) গ্যাস ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প	১০. ৭. ৫ মেগাওয়াট-এর কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের নেপকোর অধীনে।	

৩। কেন্দ্রীর সরকারের বিবেচনাধীন

(ক)	রুখিয়ায় গ্যাস ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প ও	৫০০ মেগাওয়াট	ইহা কেন্দ্রীয় সরকার টি পি. সি -এর মাধ্যমে প্রস্তাব আছে।
(খ)	বড়মুড়ার ২য় ও ৩য় গ্যাস ভিত্তিক ইউনিট অতিরিক্ত তাপের সাহায্যে একটি হিট প্রকল্প স্থাপনের প্রস্তাব বিদ্যুৎ দপ্তরের আছে।		ওরা চালাচ্ছেন। ইহা অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হইয়াছে এবং ইহা বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী**রতনলাল ঘোষ** :— ইহা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা দেখেছি, বহু মাইনর ইরিগেশানের ওয়ার্ক শেষ হওয়া সত্বেও বিদ্যুতের লাইন সময়মত গিয়ে না পৌঁছার ফলে সেই সব মাইনর ইরিগেশানগুলি কোন ওয়ার্কই করতে পারছে না। এরকম কয়েকটি ইরিগেশান আমার এলাকায়ই আছে। এতে ডিপার্টমেণ্ট টু ডিপার্টমেণ্ট প্রবলেম হচ্ছে। কাজেই মাইনর ইরিগেশনগুলি যাতে তার ওয়ার্ক প্রপার্লি করতে পারে সে জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? যাতে বিদ্যুতের লাইন গিয়ে মাইনর ইরিগেশান ঘরগুলিতে গিয়ে পৌঁছয়? তাছাড়া মাননীয় মহোদয়ের কাছে এ তথ্য আছে কি না যে, বিদ্যুতের লাইন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মাইনর ইরিগেশান দপ্তর পাওয়ার হাউসে জমা দিয়েছে?

শ্রী**রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী)** :—স্যার, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথমে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন সেটা আলাদা প্রশ্ন। তবু আমি এখানে বলি যে. বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত মাইনর ইরিগেশান প্রকল্প নেওয়া হয় সেখানে আমাদের বিদ্যুতের লাইন থাকে না। তবু এই সরকার ক্ষমতায় এসে নির্দ্দেশ দিয়েছেন. যেখানে যেখানে মাইনর ইরিগেশানের কাজ শেষ হয়েছে সেখানে যেন অবিলম্বে বিদ্যুতের লাইন দিয়ে দেওয়া হবে। তবে মুশকিল হচ্ছে মাইনর ইরিগেশানের জন্য পাম্প সেট বসানো হয় ঠিকই, তবে ইণ্টারন্যাল ওয়ার্ক শেষ না হওয়াব দরুন আমরা বিদ্যুতের লাইন বসাতে পারছি না তবে বিদ্যুতের লাইন দেওয়া বন্ধ আছে কিনা এরকম তথ্য সরকারের কাছে নেই। ইরিগেশান দপ্তরের কাছ থেকে যখন খবর পাই, মাইনর ইরিগেশানের ইণ্টারন্যাল শেষ হয়েছে তখনই আমরা বিদ্যুতের লাইন দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি।

শ্রী**গৌরিশংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার)** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, ড্রাই সিজনে সরবরাহ বন্ধ থাকার ফলে সেখানে জলসেচের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে? কারণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় মাইনর ইরিগেশান প্রকল্প কার্য্যকরী হচ্ছে না। বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ইমার্জেন্সি ওয়ার্ক করা হবে কিনা? দ্বিতীয়তঃ, খোয়াই-এর কল্যাণবাগানে ডীপ টিউব-ওয়েলের ঘর রয়েছে কিন্তু তবু জল

সাপ্লাই হচ্ছে না বিদ্যুতের অভাবে, এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ? যদি থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—স্যার, একই কথার উল্লেখ করেছেন। কলাবাগানের যে কথার উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। তবে জল সরবরাহের কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়। পিক আওয়ার হলে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। কেননা সমস্যা হচ্ছে রাত্রে। রাত্রে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হলে কনজিউমার্সদের বিদ্যুৎ পাবার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। তবে রাত্রি ১১টার পরে কোন আপত্তি নেই। দিনের বেলায় চালু হলেও আপত্তির কিছু নেই।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, অনেক সময় দিনের বেলায় লোডশেডিং থাকে এবং রাত্রি বেলায় কারেণ্ট থাকে। কাজেই যে সমস্ত পাম্প হাউসে একজন অপারেটর রয়েছে, তাকে অনেক সময় রাত্রিবেলায় পাওয়া যায় না। কাজেই এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে যেখানে একজন অপারেটর আছে সেখানে দুইজন করে অপারেটর দেবার ব্যবস্থা করবেন কিনা এবং সেই অপারেটর যাতে স্থানীয় লোক হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) : স্যার, অপারেটর নিয়োগ আমার দপ্তরের বিষয় না। সুতরাং আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানানো হবে।

শ্রীদীপক নাগ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৮৮-৮৯ ইং সালে যে সমস্ত নূতন গ্রামগুলি বিদ্যুতায়ন করার কথা ছিল এবং সে সমস্ত গ্রামে লাইন এ্যাকসটেনশান করার কথা ছিল সেগুলিতে অনতিবিলম্বে লাইন এ্যাকটেনশান করা হবে কি না ? দীর্ঘদিন ধরে ইলেকট্রিক থাম্প পোস্টগুলি খাড়া হয়ে আছে, প্রয়োজনীয় সামগ্রির অভাবে সেগুলিতে লাইন টানা হচ্ছে না। অনতিবিলম্বে লাইন টানা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) : — স্যার, এই প্রশ্ন এর আগেও অনেকবার বিধানসভায় উৎথাপিত হয়েছিল। এটা ঠিক নয়, যে বিভিন্ন জায়গায় সরকারের গাফিলতিতে লাইন এ্যাকসটেনশান করা হচ্ছে না। লাইন এ্যাকসটেনশান আদামসুমারী অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রামগুলিতে করা হয়ে থাকে। মাননীয় সদস্য মহোদয়রা নিশ্চয়ই জানেন যে বিভিন্ন ব্লকে বি. এ. সি.-র অনুমোদন নিয়ে ৬ গ্রামে বিদুৎ সরবরাহের জন্য লাইন এ্যাকসটেনশান করা হয়ে থাকে এবং লাইন টানার জন্য ম্যাটেরিয়েলস-এর কোন অভাব এখন নাই। বিগত দিনগুলিতে ম্যাটেরিয়েলস ক্রয় করার পদ্ধতি ছিল সেগুলি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি থাকায় কিছু সময় লেগেছে। এখন ম্যাটেরিয়েলস এর কোন অভাব নেই। লাইন এ্যাকসটেনশানের কাজ চলছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী এবং শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২০৬ স্যার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২০৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮ ইং সনের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার কতবার এবং কি পরিমাণের অর্থ আর. বি আই এবং অন্যান্য , অর্থনৈতিক সংস্থা হতে ঋণ নিয়েছেন,

২) এই ঋণের কি পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে এবং বর্তমানে এই অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ কত,

৩) এই ঋণের জন্য রাজ্য সরকার আর বি. আই.-কে এবং অন্যান্য সংস্থাকে কত সুদ দিয়েছেন

উত্তর

(১) (২) ও (৩) :—

ক) ১৯৮৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ে রাজ্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংক থেকে মোট ৯৭ দিন ওভার ড্রাফট নিয়েছেন। কোন সময়ই ওভার ড্রাফটের পরিমাণ ১০.৫ কোটি টাকার বেশী হয়নি। আর কোন সময়ই ওভারড্রাফট-এর নাগাড়ে ৭ দিনের বেশী সময় থাকেনি।

এই ওভারড্রাফট বাবদ রাজ্য সরকারকে মোট ১০,৩৭,০৮৪ টাকা (১০ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৪ টাকা) সুদ দিতে হয়েছে।

কোন কোন সময়ে বিশেষ প্রয়োজনে যেমন আবাস গৃহ নির্মাণের জন্য, গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণের জন্য এল. আই. সি , জি. আই. সি., আর ই. সি. ইত্যাদি আর্থিক সংস্থা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অনুমোদিত ও নির্ধারিত পরিমাণ টাকা নিতে হয়েছে। এসব সংস্থার কাছ থেকে যে পরিমাণ ঋণ উল্লিখিত সময়ে নেওয়া হয়েছে সে ঋণের কতটা পরিশোধ করা হয়েছে আর কতটা অপরিশোধিত আছে। এসব ঋণ বাবদ কত সুদ দেওয়া হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, ৯৭ বার ওভার ড্রাফট নিতে হয়েছে। এতবার যে ওভার ড্রাফট নিতে হল তা কি রাজ্যের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং বে-হিসাবী খরচের জন্য কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, ওভার ড্রাফটের সঙ্গে হিসাব-বে-হিসাবের কোন প্রশ্ন থাকেনা। এই ওভার ড্রাফট আয়-ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে নিতে হয়। কোন পার্টিকুলার টাইমে আয় কম ব্যয় বেশী আবার কোন না কোন সময়ে সেটা পূরণ হয়েছে এভাবে বিগত ২ বছরে ৯৭ বার ওভার ড্রাফট নিতে হয়েছে। এটার সঙ্গে হিসাব-বে-হিসাব বা অন্য কিছুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুসারে, ভারত সরকারের নিয়ম অনুসারে ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্য সরকার এভাবে ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিতে পারবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই

অংক একসিড না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পেমেণ্ট বন্ধ হবেনা। আর যেন সেটা ৭ দিনের বেশী না হয়। আমাদের সরকার এই অবস্থায় পড়েনি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, ওভার ড্রাফটের টোট্যাল এমাউণ্ট কত ছিল সেটা বলেননি।

শ্রীসুধীরঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ স্যার, আমি বলেছি টোট্যাল এমাউণ্ট এখন দেওয়া সম্ভব না। সুদ কত দেওয়া হয়েছে সেটা বলেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ—ওভার ড্রাফট নিয়ে অনেক প্রশ্ন হয়েছে। প্লীজসিট ডাউন।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন সাড়ে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত রাজ্য সরকার ঋণ নিতে পারেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে আবার ফেরৎ দিতে হবে। স্যার, এখানে এই যে ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৪ টাকা সুদ দেওয়া হয়েছে, যদি নরমেলি ফাংশন হয়ে থাকে তাহলে এটা হয়েছে কেন ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, ওভার ড্রাফট নিলে সুদ দিতে হয়। আমি বলেছি যে এটা ২ বছরের হিসাব। কাজেই এটা হওয়া স্বাভাবিক।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম) ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪০।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪০।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের অচল স্যালো টিউব-ওয়েলগুলি চালু করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

২। যে সমস্ত কারণে স্যালো টিউব-ওয়েলগুলি অচল সরকার তা অনুসন্ধান করে দেখছেন কি, এবং

৩। তন্মধ্যে পরিচালন ব্যবস্থার কোন ত্রুটি থাকলে তাহা দূর করার জন্য কি কি উদ্যোগ সরকার নিয়েছেন ?

উত্তর

১। আপাততঃ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই।

২। হ্যাঁ।

৩। স্যালো টিউব-ওয়েলগুলি চালু করার পর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সকে দেওয়া হয়। কিন্তু যথাযথ যত্ন ও ব্যবস্থা না নেওয়ায় প্রায় সবই অচল হয়ে যায়। কিছু কিছু স্থানে সরকারের পক্ষ হইতে স্যালো টিউব-ওয়েল মেরামত হয়। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। ইলেকট্রিক বিল ও অনেক জায়গায় বকেয়া থেকে যায়।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ডিপ টিউব-ওয়েল এবং তল আই. স্কীম

যেগুলি সরকারী খরচে জল সরবরাহ করা হয় কিন্তু স্যালো টিউব-ওয়েল যেগুলি সেগুলির ক্ষেত্রে কৃষকদেরকে খরচ দিতে হয়। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে মন্ত্রী নিজস্ব কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা শুরু থেকে কতগুলি সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে চালু করা হয়েছিল একশত শতাংশ সাবসিডি দিয়ে এবং পরে বিভিন্ন ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স-এর হাতে পরিচালন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স দ্বারা যথাযথ যত্ন না নেওয়ার ফলে এবং অধিক স্থানে পাম্প এবং মিটারের ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে যাওয়ায় এবং কোন স্থানে ইলেট্রিক বিল বকেয়া পড়ে থাকায় প্রায় সব স্যালো টিউব-ওয়েলগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকে। তাই কৃষকরা ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে এই স্যালো টিউব-ওয়েলগুলি করতে তাদের সরকারী নিয়মানুসারে সাবসিডি দেওয়া হবে। সরকারী পক্ষ থেকে ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সগুলিকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যদি ইলেট্রিক বিল মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে তবে সরকার এই অকেজো টিউব-ওয়েলগুলি মেরামত করে দেবেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে আমি হাউসকে জানাচ্ছি যে, ল্যাম্প এবং প্যাক্সগুলি যেসব কর্মসূচীর দায়িত্ব নেয় সেগুলি হচ্ছে, যেমন পাওয়ার টিলার ইত্যাদি আমরা সরকারীভাবে একটা অংশ চালাই এবং বেশীরভাগ অংশই ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের হাতে থাকে। এবং তারা সেগুলি যদি কোন মেরামতির প্রশ্ন আসে, বা নতুন কোন পার্টস কেনার প্রশ্ন আসে তবে সেটা চালিয়ে যায়। ঠিক সেই নিয়মানুসারে সেই স্যালো টিউব-ওয়েলগুলিও তাদের হাতে তোলে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স যাতে এই ব্যাপারে উদ্যোগী হন তাহলে এইটা সফল হতে পারে এবং এই ব্যাপারে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছি যাতে এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠা যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া হয়নি সেগুলোর উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES "C" & "D")

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট হইতে একটি রেফারেন্স নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে উহা উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— গত ১লা এপ্রিল, ১৯৯০ ইং স্যন্দন পত্রিকায় 'সি, পি, এমের সাজানো প্লটের নায়িকা পিরবনীর আরেক রহস্যাবৃত ঘটনার নিখোঁজ গৃহবধু 'শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে উঠে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে—

"গত ১লা এপ্রিল ১৯৯০ ইং স্যন্দন পত্রিকায় 'সি, পি, এমের সাজানো প্লটের নায়িকা পিরবানীর আরেক রহস্যাবৃত ঘটনার নিখোঁজ গৃহবধু 'শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তার সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ৩. ৪. ৯০ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ আরেকটি রেফারেন্স নোটিশ পাইয়াছি মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা মহোদয়ের নিকট হইতে সেই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উহা উৎথাপনের অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার ২রা এপ্রিল, ১৯৯০ ইং তারিখে প্রকাশিত প্রামোন্নয়ন দপ্তরে প্রচুর টিউবওয়েল, পাইপ, গোদামবন্দী অর্থ দপ্তরের শেষ দিনে পাইপ কেলেংকারী দিল্লীর সংস্থাকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার অর্ডার দিয়েছেন—শিরোনামায় সংবাদ সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিন্হা মহোদয়কে উঠে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবিমল সিন্হা (কমলপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার ২ রা এপ্রিল ১৯৯০ ইং তারিখে প্রকাশিত গ্রামে দপ্তরে প্রচুর টিউবওয়েল, পাইপ গোদামবন্দী, অর্থ বছরের শেষ দিনে পাইপ কেলেংকারী দিল্লীর সংস্থাকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার অর্ডার লেনদেন শিরোনামায় সংবাদ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীজওর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামীকাল (৩. ৪. ৯০) এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারিব।

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ আরেকটি নোটিশ পাইয়াছি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের নিকট হইতে। সে-ই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো গত ৩১শে মার্চ, আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে ডাক্তারদের বিক্ষোভ এবং সারা দিন ব্যাপী হাসপাতাল সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে আটক করে রাখা সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়কে উঠে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশ সভায় পড়ার জন্য

অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ৩১শে মার্চ আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে ডাক্তারদের বিক্ষোভ এবং সারা দিন ব্যাপী হাসপাতাল সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে আটক করে রাখা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁহার বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামীকাল (৩.৪.৯০ ইং) এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখিতে পারিব।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে ৬টি (ছয়টি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর রেফারেন্স পিরিয়ড্ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়দের বিবৃতি দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত আছে।

উল্লেখ্য বিষয়গুলোর প্রথমটি গত ২৭. ৪. ৯০ ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি মাননীয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তু হলো ঃ—"গত ২৩শে মার্চ, ১৯৯০ ইং 'ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় নেহেরু ও ভারতমেলা প্রতিমন্ত্রী জানাবেন কেন কি বাবদ দিলেন, শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৩শে মার্চ, ১৯৯০ ইং 'ডেইলি দেশের কথা' পত্রিকায় "নেহেরু ও ভারত মেলা" প্রতিমন্ত্রী জানাবেন ··· · ···"শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ—স্যার, আগরতলায় বিগত ২০. ১০. ৮৯ ইং তারিখ হইতে ৩০. ১০. ৮৯ ইং তারিখ পর্য্যন্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নেহেরু ও ভারতমেলা যথোপযুক্ত মর্য্যাদার সংগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী প্রাংগনে উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত মেলা পরিচালনার জন্য আমাকে সাধারন সম্পাদক করে সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগনকে নিয়ে নেহেরু ও ভারত মেলা কমিটি গঠিত হয়।

উক্ত মেলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার হইতে কোন রকম আর্থিক অনুদান নেওয়া হয় নাই। মেলায় যে সমস্ত সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের নিকট হইতে সুসজ্জিত প্যাভিলিয়ন ভাড়া বাবদ সংগৃহীত অর্থই মূলধন ছিল। প্রতি সংস্থার সংগে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই ভাড়ার হার স্থির করা হইয়াছিল। সুতরাং চড়া হারে ভাড়া আদায়ের প্রশ্ন উঠে না। সংবাদে পরিবেশিত জনৈক

শান্তিব্রত ভট্টাচার্য্য নামীয় কোন ব্যক্তির সংগে মেলা কমিটির কোন রকম লেনদেন হয় নাই। সর্ব্বমোট আয় ও ব্যয়ের পরিক্ষিত হিসাব নিকাশ কমিটির সভায় উপস্থাপিত করা হইবে এবং উদবৃত্ত অর্থ দুঃস্থদের সাহায্যার্থে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে দান করার বাসনা মেলা কমিটি পোষন করে।

পত্রিকায় প্রকাশিত যে সকল ব্যক্তির নাম (শান্তিব্রত ভট্টাচার্য্য ছাড়া) প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদিগকে মেলার বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করার জন্য কমিটি হইতে অর্থ প্রদান করা হইয়াছে। বিগত ৩১-৩-৯০ ইং পর্যন্ত আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের নিম্নরূপ।

মোট আয় :— ৬,৫৫,৫৪৬.০০ টাকা
মোট ব্যয় :— ৬,৪৩,৩৮৬.০০ টাকা

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—পয়েণ্ট অব্ ক্যারিফিকেশান, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোন অর্থ ঐ মেলার জন্য পান নাই। এটা ঠিক কিনা যে, যেসমস্ত সংস্থা, কেন্দ্রীয় সরকারের বা রাজ্য সরকারের মেলাতে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের কাছ থেকে ৫০ হাজার বা ৬০ হাজার করে টাকা নেওয়া হয়েছে। সে টাকা ইউকো ব্যাংকের কারেণ্ট একাউণ্টে, একটা নাম্বার ঃ -৪০১৩ তে রাখা হয়েছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি তৈরী করা হয়েছে। এটা ঠিক কিনা যে ব্যবসায়ী রূপেন ভৌমিক যার সংগে বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—একটা জিনিস আমার বুঝতে হয় যে এই কমিটি সরকারী না বেসরকারী ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—এটা সরকারী কোন কমিটি নয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—এটা স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের স্পন্সর করা প্রোগ্রাম। সরকারের কাছ থেকে সেখানে অর্থদিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। সেখানে স্যার শান্তিব্রত ভট্টাচার্য্য, যাকে ১,৭০,০০০.০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। যিনি ত্রিপুরার একটা প্রেসের মালিক। বি, বি, দেবকে ৯০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। যিনি কংগ্রেসের ক্যাশিয়ার ছিলেন এবং পুর উপদেষ্টাও ছিলেন। তারপর আছেন নজরুল ইস্লাম, উনাকে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলা থেকে আনা হয়েছে। উনাকে দেওয়া হয়েছে ৭৬ হাজার টাকা।

এন, এস, ইউ, আই'র যিনি সম্পাদক হরেকৃষ্ণ ভৌমিক তাকে দেওয়া হয়েছে ৭,০০০ টাকা, গোপাল রায় একটি পত্রিকার সম্পাদক তাকে দেওয়া হয়েছে ২২,৫০০ টাকা এবং আরোও স্যার, সবচেয়ে যেটা লক্ষনীয়। এই কমিটির যিনি ব্যাংক থেকে টাকা ড্র করেছেন, যার কাছে অথরিটি ছিল। মাননীয় মন্ত্রী তিনি দুই নম্বারী টাকা ড্র করেছেন। একটা সেলপ বলে ৬,০০০ টাকা আর একটা জে, সাহা নামে সেখানে ২০,০০০ টাকা ড্র করেছেন। এখন এরা কি বাবদে খরচ করেছে এবং এই যে মন্ত্রী টাকা সেখানে খরচ করলেন যিনি প্রায় ২৬,০০০ টাকা সেখানে গ্রহণ করেছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন প্রাক্তন

মন্ত্রী বাদল বাবু যে জনৈক রূপেন ভৌমিকের কথা এই হাউসে অনেক তুলেছেন। অনেক গল্প তৈরী করেছেন। এবং ওনার প্রতি ওনাদের জেলাসি কিনা আমি জানি না। সম্ভবতঃ বিগত বামফ্রন্ট আমলে ওনার উপরে যেটুকু জেনেছি যে বিভিন্ন সময় ওনাকে প্রেসারাইজ করা হত। যে আমাদের এটা দিতে হবে সেটা দিতে হবে, আমাদের অফিস বিল্ডিং করে দিতে হবে, আমাদের পার্টি অফিস বিল্ডিং করে দিতে হবে, এমন কিছু কিছু অভিযোগ আসছে, হয়ত ওনি সেটা করতে পারেন নি বা করেন নি। এই কারণে ওনার বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ এই ধরণের জেলাসি। মাননীয় স্পীকার স্যার, জিনিষটা পরিস্কার হওয়ার জন্যই যে প্রশ্নটা ওনি তুলেছেন আমি আপনার সামনে পুরো এই যে তথ্যটা দিয়েছি, এটা আংশিক তথ্য, যে টাকাটা আমাদের হাতে এসেছে এটা কোন বাবদে কাদের মারফৎ খরচ হয়েছে। এটা আমাদের ব্যাংক আমরা টাকাটা নগদে করিনি এই কারণে ব্যাংকে আমরা রেখেছি। এটা অডিট করার জন্য সেই অডিট কমিটির কাছে প্লেস করার পর, যেহেতু মন্ত্রী হিসাবে আমরা এই কমিটিতে আছি এটা আমরা সরকারের কাছেও পেশ করব। আমি আগেও বলেছি আমার উত্তরে যে উদ্বৃত্ত অর্থটা থাকবে এটা কোন ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্য নয়, এটা এই রাজ্যের দুস্থ মানুষের কল্যাণে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এটা দেওয়া হবে। যে টাকাটা আমরা পেয়েছি সেটা হল কনষ্ট্রাকশান অব্ পেভিলিয়ান। আমি বলেছি যারা যারা এখানে পার্টিসিপেট করবে, তারা বলেছে সুসজ্জিত মঞ্চ এখানে দিতে হবে। তারা যে কলাপ্সবল গেইটও তাদেরকে দিতে হয়েছে। তাদের জন্য কার্পেট দিতে হয়েছে এবং মাটিতে নয় মাটির উপরে ষ্ট্রাকচার করে সেখানে দিত, যেখানে ডিপার্টমেণ্টের সাথে এগ্রিমেণ্ট হয়েছে। ভারতবর্ষের সমুদ্রের নীচে কি ধরণের সম্পদ এবং ভারত সরকার পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু, এই ভারতবর্ষকে নতুন ভাবে যেটা দিতে চেয়েছিলেন যে আমরা বিভিন্ন দিকে এগিয়ে যাব। আমরা সম্পদ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করব সেই ওপেন ডেভালাপমেণ্ট এর মত। ডিপার্টমেণ্ট সেখানে পার্টিসিপেট করেছে। টাটা, ষ্টীল কোম্পানী, ষ্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া, ও এন. জি. সি. এইগুলো, যেটা আমি বলেছি যে কেনষ্ট্রাকশান অব পেভিলিয়ান। যেকথা বলেছেন শান্তিব্রত ভট্টাচার্য্য এখানে শান্তিব্রত ভট্টাচার্য্য নয়।

প্যাভিলিয়ন তৈরী করার জন্য শ্রীশান্তিব্রত ভৌমিককে ১,৭০,০০০ টাকা এবং শ্রীসমরেন্দ্র সাহাকে ৪০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। গেইট তৈরী করার জন্য শ্রীস্বরাজ সরকারকে ২০ হাজার টাকা এবং শ্রীবিজয় দেকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ওয়াল রাইটিং এবং মাইকিং এর জন্য শ্রীশঙ্কর দেবকে ১ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। পাবলিসিটি এবং ট্রেন্সপোর্ট এর জন্য শ্রীনগেন্দ্র সাহাকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া মেলার লাগ পর্য্যন্ত, মেলার অংশগ্রহণকারীদের ট্রেন্সপোর্ট চার্জ হিসাবে শ্রীনগেন্দ্র সাহাকে দেওয়া হয়েছে ১৫ হাজার টাকা। আর. বি. বি. দেবকে এ্যাডভান্স হিসাবে নিম্ন খাতে দেওয়া হয়েছে :—

১। লাইটিং-এর জন্য বংশী সাহাকে দেওয়ার জন্য ২০ হাজার টাকা।

২। কালচারেল গ্রাম এ্যাকোমেডেশান অব পার্টিসিপেণ্ট এ্যাণ্ড ফুডিং এর জন্য দেওয়া হয়েছে ২৫ হাজার টাকা।

৩। প্রিন্টিং এ্যাণ্ড স্টেশনারীর জন্য দেওয়া হয়েছে ২ হাজার টাকা।

৪। টেলিফোন এর জন্য দেওয়া হয়েছে—২,৬০০ টাকা।

৫। ডিনার টু পার্টিসিপেণ্ট ইন দি ক্লোজিং ডে এ্যাণ্ড ফুডিং টু ওয়ার্কাস এর জন্য দেওয়া হয়েছে ১০,৪০০ টাকা। তারপর, হরেকৃষ্ণ ভৌমিককে টেন্সপোর্টেশন এবং টিফিনের জন্য দেওয়া হয়েছে ৭ হাজার টাকা।

তারপর বিভিন্ন লোক্যাল পত্র-পত্রিকাতে যে সব এ্যাড্ভার্টাইজমেণ্ট করা হয়েছে, সেগুলির বিল পেমেণ্টের জন্য দেওয়া হয়েছে ২২ হাজার টাকা। এছাড়া বিডিও রিকডিং এর জন্য দেওয়া হয়েছে ৬,৫০০ টাকা। আমরা যে রেকর্ডিং করেছি, সেটা ওনারাও দেখেছেন। লাইটিং এর জন্য যুধিষ্ঠীর সাহাকে দেওয়া হয়েছে ২০ হাজার টাকা। আর, নরুল ইসলামকে তার পেজেজ মানি লজিং, ফুডিং এবং পার্টি-সিপেণ্টসদের অংশ গ্রহণ করার যোগাযোগ করার জন্য দেওয়া হয়েছে ৫৪ ৩৭৬ টাকা। এসব পার্টিসিপেণ্টরা দিল্লী, বোম্বে গৌহাটির থেকে এসেছেন। এই নরুল ইসলাম আমাদের মেলার একজন কো-অর্ডিনেটর হিসাবে কাজ করেছেন। কাজেই, তাকে এমন কিছু দেওয়া হয়নি বলেই আমরা মনে করি। আর, কষ্ট অব কয়ার মেট্স এর জন্য দেওয়া হয়েছে ৬২ হাজার টাকা, ৬০টা কলাপ্সবাল গেইটের জন্য দেওয়া হয়েছে ১২ হাজার টাকা লোডিং এ্যাণ্ড আনলোডিং এর জন্য দেওয়া হয়েছে ১,২০০ টাকা। থার্মো-কলের জন্য দেওয়া হয়েছে ২ হাজার টাকা টেলেক্স, টেলিগ্রাম, টেলিফোনের জন্য দেওয়া হয়েছে ২ হাজার টাকার, স্টেশনারীর জন্য দেওয়া হয়েছে ২ হাজার টাকা, আর থার্মোকল আর্টিষ্টদের জন্য দেওয়া হয়েছে ৪ হাজার টাকা সব মিলিয়ে আমাদের এসব খুচরো কাজ কর্মে খরচ হয়েছে ১,৭৯,৫৭৬ টাকা। এই মেলাটা সম্পূর্ণভাবে একটা বে-সরকারী মেলা। বরং এই দিক থেকে বলতে রেল শিল্পের দাবীতে ওনারা যে মেলা করেছেন সরকারী অর্থে, তার সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না। কাজেই পণ্ডিত নেহেরুর নামে আমরা আমাদের স্মৃতি ক্ষমতার মধ্যে যেটা করেছি, সেটা খুবই কম করা হয়েছে, আমাদের আরও ব্যাপকভাবে এটা উচিত ছিল বলে, আমরা মনে করি।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি হল—গত ২৮/৩/৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় খাদ্য ও জনসংবরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় খাদ্য ও জনসংবরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হলো—রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী মজুত ভাণ্ডারে লবণের মজুত না থাকায় রাজ্যের সর্বত্র গভীর লবণ সঙ্কটে জন দুর্ভোগ সম্পর্কে।"

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক পূর্ণমোহন ত্রিপুরা মহাশয়ের আনীত প্রস্তাবে বর্তমানে লবণের সঙ্কটের কারণ সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল।

ত্রিপুরা রাজ্যে লবণ ভারতের পশ্চিম উপকুলের জামনগর অঞ্চলের গান্ধীধাম ও চিরাই হইতে রেল

যোগে আনা হয়। এই লবণ রাজ্যের বরাদ্দকৃত কোটা অনুসারে বিশেষ রেল ওয়াগনে আনিতে হয়। ১৯৮৯ ইং সনে রাজ্যের বরাদ্দকৃত লবণ আনার জন্য সরকার ত্রিপুরার ষ্টেট কনজিউমার্স কোপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ কে দরপত্রের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মূল্যে আনা এবং সরবরাহ করার জন্য বরাত দেন। তদনুসারে ফেডারেশন বৎসরের প্রথম ও দ্বিতীয় কোয়টারের মোট বরাদ্দকৃত ৪(চার) টি রেকের মধ্যে ৩টি রেক আনিতে সক্ষম হয়। কিন্তু বৎসরের তৃতীয় কোয়াটারের (জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর) বরাদ্দকৃত ৩টি রেকের মধ্যে ১টি রেক আনিতে সক্ষম হয় এবং অন্য দুইটি রেক তাহাদের নিযুক্ত ঠিকাদাররা নির্ধারিত মূল্যে আনিতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় ফেডারেশন (টি, এস, সি, সি, এফ) সরকারকে উক্ত লবণ সরবরাহ করিতে পারে নাই। উল্লেখ্য প্রতি রেকে আনুমানিক ১,৭৫০ মেঃ টন লবণ আনা যায়। ফলে রাজ্যে লবণের মজুত ভাণ্ডার ক্রমশঃ কমিতে থাকে। লবণের মজুত ভাণ্ডার কমে যাওয়ার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তিন জন সরকারী অফিসারদের একটি দল, পশ্চিম উপকূলে লবণের উতস্থলে পাঠানো হয়। যাহাতে লবণ সরাসরি ক্রয় করিয়া এবং রেলওয়ে বোর্ডের সংগে যোগাযোগ করিয়া রেলের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে লবণ পাঠাইতে পারেন। সেই অনুযায়ী উক্ত দলটি ডিসেম্বর মাসে এক রেক লবণ পাঠাইতে সক্ষম হন এবং অন্য আরও একটি রেক পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। এখানে উল্লেখ করিতেছি যে নানাবিধ চেষ্টা সত্বেও বিগত ৩১শে ডিসেম্বর ইনণ্টেট করা রেকটিকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত বুক করতে রেল কর্ত্তৃপক্ষ রাজী হন নাই। উক্ত ব্যবস্থায় সেই একটি রেক রেল যোগে অদ্যাবদ সম্পূর্ণভাবে এখন অবাধ আসামে পৌঁছয় নাই। তবে ত্রিশ ওয়াগণের মধ্যে বাইশ ওয়াগণে প্রায় ২০ হাজার বস্তা গৌহাটিতে পৌঁছিয়াছে। তারপর গৌহাটি হইতে সড়ক পথে রাজ্য লবণ আনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত লবণ আসাম পৌঁছলে সরকারী গণবণ্টন মাধ্যমে লবন সরবরাহ স্বাভাবিক হইবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেছি যে, লবণের সরবরাহ ন্যায্য মূল্যের মাধ্যমে অক্ষুন্ন রাখার জন্য রাজ্য সরকার আসাম সরকার হইতে ১,০৯৬ মেঃ টন, মিজোরাম হইতে ৫০ মেঃ টন এবং মেঘালয় হইতে ৩৭ মেঃ টন লবণ আমদানি করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরের প্রথম কোয়াটারের বরাদ্দকৃত তিনটি রেকের জন্য যথারীতি যথাসময়ে ইনণ্টেণ্ট রেলওয়ের নিকট বুকিং করা হয়। মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য উল্লেখ করিতেছি যে, রেলওয়ে বোর্ড এখন পর্যন্ত উক্ত রেক বাস্তব ক্ষেত্রে পরিবহণের বরাদ্দ না করায় ফেডারেশন উক্ত লবণ এখনও পর্য্যন্ত আনিতে পারিতেছে না। রাজ্যের কোটা অনুযায়ী বাস্তব ক্ষেত্রে সময়মত রেলওয়াগণ পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। তাই সরকার সর্বদা

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— দিল্লীতে অবস্থিত 'রেসিডেণ্ট কমিশনার' ও এ ব্যাপারে রেল কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করে চলেছেন। তাছাড়াও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গত ৬ই মার্চ, ১৯৯০ইং জরুরী ভিত্তিতে রেলওয়ে রেক বরাদ্দ করার জন্য তারবার্ত্তা পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এখনও কোন বরাদ্দ পাওয়া যায় নাই। রেল কর্তৃপক্ষ এই ৩ (তিন) রেক পরিবহনের আদেশ দিলে আশা করা যায় রাজ্যের বর্তমান লবনের অপ্রতুলতা অতি অচিরেই দূর হইবে এবং ন্যায্য মূল্যের

দোকানের মাধ্যমে রাজ্যে সর্বত্র স্বাভাবিকভাবে বণ্টন নিশ্চিত করা যাইবে।

৫। বর্ত্তমানে রাজ্য সরকারের গুদামগুলিতে ২০০ মেট্রিক টন লবন মজুত আছে এবং গৌয়াহাটি হইতে আনুমানিক ১,৩০০ মেট্রিক টন ৫।৬ দিনের মধ্যে সড়ক পথে আসিয়া পৌঁছিলে রাজ্যের প্রায় এক মাসের প্রয়োজন মিটিবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, রাজ্যে লবন দীর্ঘ দিন ধরে নেই। খোলা বাজারে কোথাও কোথাও ৪।৫ টাকা হয়ে গেছে দুর্গম অঞ্চলের অবস্থা আরো খারাপ। আর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যা বললেন, গৌহাটি থেকে লবন এসে পৌঁছেছে। তা মোটেই ঠিক নয়। কেন না, দুইটি ট্র্যান্সপোর্ট সংস্থার মধ্যে বিরোধের জন্য লবন আনা যাচ্ছে না তা ঠিক কিনা? এও ঠিক কিনা যে, যে সমস্ত সোর্স থেকে লবন আসে সেখানে রাজ্য সরকারের বকেয়া পড়ে থাকায় ওরাও আর লবন পাঠাবেন কিনা সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছেন? যদি সত্য হয়, তাহলে এই সব ব্যবস্থা দূর করার জন্য রাজ্য সরকার থেকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার, আমাদের টাকা পয়সার কোন প্রবলেম নেই। লবনের ব্যাপারে আমাদের কারো কাছে দেনা নেই। স্যার, গৌহাটি থেকে লবন এসে পৌঁছেছে। আমরা আশা করছি খুব শীঘ্র লবন এখানে পৌঁছে যাবে। তবে লবনের জন্য অসুবিধা হচ্ছে, এটা বাস্তব সত্য। আমরা তো অস্বীকার করছি না।

শ্রীনকুল দাস ঃ—রাজ্যে লবন না আসায় বর্তমানে রেশন দোকানে লবন দেওয়া হচ্ছে না এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? আমি বিশেষ করে আমার এলাকায় বনকুমারী রেশন সপে লবন দেওয়া হচ্ছে না সে কথা বলতে পারি। এই যে রেশন সপগুলিতে লবন না দেবার ফলে আজকে লবনের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে এই তথ্যও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? রেশন সপগুলিতে যাতে লবন গিয়ে পৌঁছয় সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার, আমি বলছি, লবন এসে না পৌঁছনোয় রাজ্যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে এটা ঠিক। নর্থ ইষ্টার্ণ-এর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করে কিছু আনার ব্যবস্থা করছি। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম তবু আশা করছি ২।১ দিনের ভেতরেই সেই লবন এসে পৌঁছে যাবে। ঐ লবন এসে পৌঁছে গেলে আমরা দুর্গম অঞ্চল এবং যেসব রেশন সপে একদম লবন নেই সেখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে লবন পৌঁছে দেব এ আশ্বাস আমি মাননীয় সদস্যদের দিচ্ছি।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, লবন সঙ্কট দেখা দিবার ফলে এবং রেশন সপগুলিতে লবন না থাকার দরুন বাজারে প্যাকেটের লবনের দাম বেড়ে গেছে তা ঠিক কিনা? ব্যবসায়ী দোকানদাররা বলছেন, পাইকারী বিক্রেতার কাছ থেকে যখন তারা লবনের

প্যাকেটটা কিনে আনতে যায় তখন তারা প্রতি প্যাকেটের জন্য মূল্য দিচ্ছেন ২'৫০ টাকা। কিন্তু এর জন্য ভাউচারও দিচ্ছেন না। কিন্তু তাদের ২'২৫ পয়সায় বিক্রী করার জন্য ফুড ইন্সপেক্টররা বলে থাকেন। এই সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দপ্তর গ্রহণ করবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় বিধায়ক মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন সেটা আমি তদন্ত করে দেখব। তবে একটা জিনিষ আমি বলছি যে লবন সংকট খুব শীঘ্রই দূর হয়ে যাবে। এখানে যথাসময়ে লবন না পৌঁছার জন্যই এটা হয়েছে এবং কেন পৌঁছায়নি সেটাও আমি এখানে বলেছি। এর জন্য যদি কাউকে দায়ী করতে হয় তাহলে রেলওয়েকেই দায়ী করতে হবে। টাকা অগ্রিম জমা দেওয়া সত্বেও আমরা ওয়াগন পাচ্ছি না।

(এ ভয়েস ফ্রম অপোজিশান বেঞ্চ-হেলিকপ্টারে করে লবন আনুন)

হেলিকপ্টারে করে লবন আনার পরিস্থিতি এখনও সৃষ্টি হয় নি। প্রয়োজন হলে আমরা হেলিকপ্টারে করে লবন নিশ্চয়ই আনব। স্যার, লবন নিয়ে এমন কোন মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নি। আশা করছি আমরা আগামী ৩/৪ দিনের মধ্যেই এই সংকট দূর করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—উল্লেখ বিষয়ের তৃতীয়টি গত ২৬. ৩. ৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় সমাজকল্যান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়া একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয়া সমাজকল্যান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়াকে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। **বিষয়বস্তুটি হলো :** 'গত তিন মাসের অধিক সময় যাবৎ রাজ্যের মেলাঘর ব্লক সহ অন্যান্য ব্লকে বার্ধক্যভাতা, বিকলাঙ্গ ভাতা, অন্ধভাতা, বিধবাভাতা, রিক্সা শ্রমিক ভাতা ইত্যাদি যাবতীয় ভাতার টাকা বিলি না হওয়ায় ভাতা প্রাপকদের জীবনে চরম দুর্ভোগ সম্পর্কে।'

শ্রীমতী বিভা রাণী নাথ (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লেখিত বিষয়টির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি।

ইহা সত্য নয়। গত তিন মাসের অর্থাৎ ডিসেম্বর, জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসের প্রদেয় ভাতা সমূহের টাকা ইতিমধ্যেই মেলাঘর সহ অন্যান্য ব্লকে বিলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ভাতা যাহা মার্চে প্রদেয়, তাহা এপ্রিল মাসের মধ্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :—পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া বলেছেন যে ভাতা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। স্যার, গতকাল ১লা এপ্রিল এই বিধানসভার দুইজন সদস্য মহোদয়, মাননীয় সমর চৌধুরী এবং সুবোধ দাস মহোদয় কাঞ্চনপুর ব্লকের রাছমছড়া গাঁওসভায় শতাধিক মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেখানে তাঁরা জানতে পারেন ২১ জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ছয় মাস ধরে তারা কোন ভাতা পাচ্ছেনা না। এই কাঞ্চনপুর ব্লকেরই চণ্ডীছড়া

গাঁও সভায় গতকল্য এই দুই সদস্য মহোদয় সেখানকার জনসাধারণের সাথে মিলিত হন। তাঁরা জানতে পারেন সেখানে ১২ জন বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ গত তিন মাস ধরে ভাতা পাচ্ছেন না।

দশমীপাড়া মনু চৈলেংটা, খেদাছড়া এই সমস্ত বিভিন্ন গাঁও সভায় ৫।৬ মাস ধরে ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। স্যার, এটা বামফ্রন্ট সরকার চালু করেছিলেন। বৃদ্ধা এবং বিকলাঙ্গ যাদের কেউ নেই মানবিকতার দিক দিয়ে তাদের কিছু টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। স্যার, তাহলে এটা কি ঠিক যে নমিনেটেড চেয়ারম্যান যারা তৈরী করেছেন তাদের মাধ্যমে এই সমস্ত টাকা দেওয়া হয় এবং সেগুলির আত্মসাৎ করে দিচ্ছেন। স্যার আমার জানা মতো আমার বাড়ীর পাশে রুপদান সরকার আর একজন বয়স্ক কাশীরাম সরকার উনারা ভাতা পাচ্ছেন না অনেক দিন ধরে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি স্পেসিফিক ভাবে বলুন।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার ঃ—সেই টাকা ৬ মাস ধরে দেওয়া হচ্ছে না ফলে তাদের জীবন যাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে এবং রুপদান সরকার এখন বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভিক্ষা করছেন। তাই আমি জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া সেখানে তদন্ত করে তাদের টাকা দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীমতি বিভারাণী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, বিকলাঙ্গদের ভাতা দেওয়া হয়েছে। উনার যে দু'জন রিলেটিভ আছে রুপদান সরকার এবং কাশীরাম সরকার উনাদের কথা যদি আগে বলতেন তাহলে ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। বাধর্ক্য ভাতা পেতে কেউ বাকী আছেন সে রকম কোন তথ্য আমাদের জানা নেই। শুধু অন্ধ এবং বিকলাঙ্গ যারা আছেন তাদের মার্চ্চ মাসের ভাতা এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়ার কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, এই সমস্ত বিকলাঙ্গ যাদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বিলি হয়ে থাকে। কিন্তু এ ভাবে বিলি না হয়ে সোস্যাল ওয়েলফেয়ারের অঙ্গনাদির মাধ্যমে টাকা বিলি করা হচ্ছে যার কারণে জনগণের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে এবং পরোক্ষ ভাবে এই সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই এটা করা হচ্ছে কাজেই মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া এইগুলি বিবেচনা করে দেখবেন কিনা এবং নূতন করে আরও বিকলাঙ্গ ভাতা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীমতি বিভারাণী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন নূতন করে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা। নূতন আর্থিক বছরে আরও নূতন করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করেছি এবং এই ভাতা বিলির ব্যাপারে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন আমাদেরকে কারণ গত ১০ বছর উনারা যে পাপ করেছেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখন আমাদের করতে হচ্ছে।

শ্রীমতি বিভারাণী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এসব কথা বলা হচ্ছে। ওনারা গত ১০ বছরে যেসব পাপ করে গেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরকে করতে হচ্ছে। ওনারা কোথায় থেকে এসব অন্ধ, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি এনেছেন রাজনীতি করার স্বার্থে তার অনেককেই আজকে

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। আমরা সরকারে আসার পর ওদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছি। এবং বিধিমত ব্যবস্থা নিচ্ছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী) :—পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয়ামন্ত্রী মহোদয়া স্বীকার করেছেন যে গত ২/৩ মাস যাবৎ বন্ধ আছে তারপরেও বলছেন যে প্রতি মাসে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে চোখ থেকেও অন্ধের মত প্রতিমাসে দিচ্ছেন এই কথা বলাটা মিথ্যা প্রমাণ করেনা ? কাজেই এটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিনা মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি ?

শ্রীমতি বিভারাণী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে অন্ধ-বিকলাঙ্গ সবাইকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে না, এই মার্চ মাসে বাদ পড়েছে। উনি হয়ত ঠিকমত দেখেননা বা শুনেনও না। তিনি আমাদের বিধানসভার সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি। আমরা ওনাকে দাদু বলে সম্বোধন করি। এই এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—অনেক হয়েছে।

শ্রীসুকুমার বর্মন (নলছড়) :—পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, অন্ধ-বিকলাঙ্গদের টাকা দেওয়া হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ অসত্য। গত মার্চ মাসের ৭ তারিখ পর্য্যন্ত আমাদের ব্লকের বিনোদ, পুষ্প বালা নমঃ প্রভৃতি অন্ধ-বিকলাঙ্গরা ৫ মাস পর্য্যন্ত কোন টাকা পাচ্ছেনা। অথচ মাননীয়া মন্ত্রী বলেছেন সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া হয়েছে। কাজেই বিভিন্ন ব্লকে কত জনকে দেওয়া হয়েছে এবং কোন্ তারিখে টাকা পেমেণ্ট করা হয়েছে মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি ?

শ্রীমতি বিভারাণী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আলাদা প্রশ্ন তবু বলছি অন্ধ-বিকলাঙ্গদের নিয়ে আমরা কোন রাজনীতি করছিনা ওনারা করতেন। যেহেতু মাননীয় সদস্য এরকম তথ্য দিয়েছেন সেহেতু আমরা এটা দেখব।

মিঃ স্পীকার :—গত ২৯-৩-৯০ ইং মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়-বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। বিষয়-বস্তু হল :—"গত ২৮-৩-৯০ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত র‍্যাগিং সম্পর্কে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর ২য় ও ৩য় বর্ষ ছাত্রদের বক্তব্য সম্পর্কে।"

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত রেফারেন্সের উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। নড়সিংগড় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে র‍্যাগিং সংক্রান্ত বিষয়ের উপর বিবৃতি দান প্রসঙ্গে আমি জানাচ্ছি যে, বর্তমান সরকার এবং শিক্ষা বিভাগ র‍্যাগিংয়ের ঘোরতর বিরোধী। ইতিপূর্বেই সব কলেজে র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন ছাত্র, অভিভাবক কিংবা সাধারণ নাগরিকের কাছ থেকে নরসিংগড় পলিটেক-নিকট ইনস্টিটিউটে প্রথম বর্ষের ছাত্রদের উপর র‍্যাগিং হয়েছে কিংবা হচ্ছিল এমন কোন লিখিত কিংবা

মৌখিক অভিযোগ পাই নাই। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত দু-একটা চিঠি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে বিভাগীয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে সব ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জানান যে, প্রিন্সিপাল কিংবা অন্য কোনো অধ্যাপকের গোচরে ও র‍্যাগিং সংক্রান্ত কোন লিখিত কিংবা মৌখিক অভিযোগ আসে নাই। তাদের সাক্ষাতে ও এমন কোন ঘটনার অবতারনা কখনো ঘটে নাই। তদন্তক্রমে এও জানা যায় যে, ফেব্রুয়ারী, ৯০ এর ২৫শে প্রথম বর্ষের ছাত্ররা সুপারিনটেনডেন্টের অনুমতি ছাড়াই হোস্টেল ত্যাগ করে। এই হোস্টেল ছেড়ে যাওয়ার পেছনে কি কারন ছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ তাও উদ্ধার করতে পারেন নাই। কারন পরবর্তীকালে ঐ সকল ছাত্রকে একাকীভাবে হোস্টেল ছেড়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা চুপিকার থাকে। কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তারা দায়ের করে নাই। তাদের উপর কোন দৈহিক নির্য্যাতন করা হয়েছে বলেও কিছু কখনো উল্লেখ করে নাই।

তদন্তক্রমে এও কর্তৃপক্ষের গোচরে আসে যে কলেজের প্রাক্তন এবং নবাগত ছাত্রদের মধ্যে সহৃদয়পূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান। প্রাক্তন ছাত্ররা জানায় যে, নবাগত ছাত্রদের সাথে তারা খুবই সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হাসিখুশীর নির্মল আনন্দে মাঝেমধ্যে অংশীদার হয়ে থাকে।

শিক্ষা বিভাগের সর্বস্তরের কর্তৃপক্ষ র‍্যাগিং সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে এবং কলেজগুলোকে রেগিংমুক্ত করার জন্যে যথোপযুক্ত নির্দেশ যথাসময়ে সব কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় ঐ নির্দেশাবলী কতদূর কার্য্যকর করা হচ্ছে তাও অত্যন্ত তৎপরতার সাথে লক্ষ্য করা হচ্ছে। বর্তমানে সরকার এবং বিভাগের সর্বাত্মক চেষ্টায় কোন কলেজে র‍্যাগিং হচ্ছে বলে আমার জানা নাই এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকায় প্রকাশিত রেগিং-এর সপক্ষের বক্তব্যটির যথার্থতা সম্বন্ধে আমি সন্ধিহান। যথার্থতা প্রমাণিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবশ্যই গ্রহণ করা হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য জানাবেন কি না যে, এই ইনষ্টিটিউটে ৫০ জনের মত ছাত্র ভর্ত্তি হয়েছিল এবং প্রথমাবস্থায় তারা হোস্টেলেই ছিল। এখন সেই হোস্টেলে ২০-২২ জনের বেশী ছাত্র নাই। বাকিরা কতিপয় দুঃস্থ ছেলে আক্রমনের স্বীকার হবার কারণে তারা বাড়ি চলে গেছেন। এবং বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে যদি কোন ছাত্র কোন অভিযোগ করে তাহলে পরবর্তী সময়ে তার পক্ষে এই ইনষ্টিটিউটে বা হোস্টেলে থাকা সম্ভবপর হয় না। উপরন্তু তার উপর নানা ধরনের হামলা-হুজ্জুতি সংঘটিত হয়। কাজেই যারা এখন হোস্টেল ছেড়ে বাইরে চলে গেছে তাদের আবার হোস্টেলে থাকার সুব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না? আর যদি তারা হোস্টেলে যেতে না চায় তাহলে বাইরে থেকেও তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে কি না তাদের লেখাপড়া করার জন্য? এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅরুণ কুমার কর (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই। তবে মাননীয় সদস্য যে কথাটা উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে নেবার চেষ্টা নেওয়া হবে।

কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে, এই ধরনের কোন র‍্যাগিং হয়নি এবং আমার কাছে এই ধরনের র‍্যাগিং এর কোন খবর নেই। তবে এই সম্পর্কে আরো তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এবং যদি ছাত্ররা বাইরে থাকতে চায় পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে এই ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, যে বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল সে বিষয়ের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জবাব দেননি। বরং র‍্যাগিংকে-তিনি পরোক্ষভাবে এন্‌কারেজ করে উৎসাহ করে গেলেন। স্যার, পত্রিকাতে এইটা পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, ২য়, ৩য় বর্ষের যারা ছাত্র তারা বলেছেন যে র‍্যাগিং যেটা হতে চলেছে সেটা চলছে এবং চলবে। কারুর যদি তাতে আপত্তি থাকে সেটা তারা মানতে রাজি নয়। একটা স্টেটমেণ্ট করেছেন ছাত্ররা এবং সে স্টেটমেণ্টে উল্লেখ রয়েছে সেই র‍্যাগিংকে সমর্থন করে যেটা নবীনবরণকে কেন্দ্র করে বলেছেন-এইটা হবে। এখন ছাত্ররা যদি হোস্টেল ছেড়ে চলেও যায় তাতেও তাদের কোন আপত্তি নেই। এবং ছাত্ররা উত্তর দিয়েছেন যে-তাদের নামে বদনাম দেওয়ার জন্যই এটা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। আজকে দেখা যাচ্ছে কিছু সংখ্যক ছাত্ররা বছরের পর বছর এই হোস্টেলে বসে এই সমস্ত কাজ করে যাচ্ছে। স্যার, র‍্যাগিং এর নামে একটা বিভৎস ব্যাপার। কোন ছাত্রীদের তো এই ধরনের টেকনিক্যাল ইনস্‌টিটিউট এ যাবার কোন উপায় নেই। সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বলুন, যেখানে সমীর বর্মন, মাননীয় মন্ত্রী, উনার ছেলেও ছিল এবং সেটা আপনারাও প্রতিবাদ করেছিলেন। এবং আজকে পলিটেকনিকের অবস্থাও একই। প্রথম বর্ষের একটা ছেলেও থাকতে পাছেনা, যেতে পারছেনা। প্রকাশ্যে তাদের উলঙ্গ করা হয়, তাদের উপর টরচারিং করা হয়। একটা টরচারিং সেণ্টারের মত। এইটা সভ্য সমাজে চলতে পারে না কোন অবস্থাতেই।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা স্টেটমেণ্টে বলছেন এইটা তো তাদের যেন একটা নির্লিপ্ততা, যেন এইটা করছে করুক, এই জিনিস চলবে কি না এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীতরুণ কুমার কর (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে, যে বক্তব্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার যতার্থতা সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ ইতিমধ্যে ছাত্রদের স্টেটমেণ্ট বলে যেটা পত্রিকায় প্রকাশিত করা হয়েছে, আমাদের ধারণা মাননীয় সদস্য শ্রীবাদলবাবুই এইটা বেনামীতে এই পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন।

পত্রিকায় প্রকাশিত র‍্যাগিং-এর সম্পর্কে বক্তব্যটির যথার্থতা নিয়ে আমি যথেষ্ট সন্দিহান যথার্থতা প্রমাণিত হলে অবশ্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্যার, এখানে একটা কথা প্রসংগত আমাকে বলতে হচ্ছে যে, বিগত আমলে, আমি ফাইলে দেখেছি যে ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিভাগীয় প্রস্তাব আসা সত্বেও নির্বাচনের ভরাডুবির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বললেন নির্বাচনের পরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু আমরা ছাত্রদেরকে নিয়ে, রিগিং নিয়ে রাজনীতি করি না। আমরা এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী সমীর বর্মনের ছেলের বিরুদ্ধে মন্ত্রী মতিলাল সাহা রাস্তা রোখ আন্দোলন করেছিলেন সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রিগিং-এর ব্যাপারে। প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী সেখানে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন।

শ্রীঅরুণ কুমার কর (মন্ত্রী) :—রিগিং নিয়ে এই জাতীয় কোন ঘটনা ঘটে নাই। অন্য কিছু ঘটে থাকতে পারে। রিগিং হয় নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—উল্লেখ্য বিষয়ের পঞ্চমটি গত ২০.৩.৯০ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"গত ২ ৩.৯০ইং সন্ধ্যা অনুমান ৭-৩০মিঃ আইতরমায় কনজিউমার্স সেকশান-এর সেলসম্যান কর্তৃক প্রথমে শ্রীসমীর পাল সাবান বিক্রি করে ক্যাশমেমো দিতে অস্বীকার করা ও পরে বিক্রিত সাবান ফিরিয়ে নেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ২-৩-৯০ ইং সন্ধ্যায় অনুমান ৭-৩০ মিনিটে আইতরমার কনজিউমারস্ সেকশানের সেইলস্‌ম্যান কর্তৃক প্রথমে শ্রীসমীর পাল (এম, এল, এ, হোস্টেল নং-১ এর কর্মীকে) তিন পিস্ লাইফবয় সাবান বিক্রী করে ক্যাশমেমো দিতে অস্বীকার করা ও পরে বিক্রীত সাবান ফিরিয়ে নেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

উত্তর

মিঃ স্পীকার স্যার ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া দেখা যায় যে গত ২-৩-৯০ইং সন্ধ্যায় আনুমানিক ৭ ৩০ মিনিট সময়ে শ্রীসমীর পাল আইতরমার গ্রোসারী কাউণ্টার থেকে তিন পিস্ লাইফবয় সাবান ক্রয় করতে যান। ঐ সময়ে গ্রোসারী কাউণ্টারে সেলস্‌ম্যান ছিলেন শ্রীঅশোক চক্রবর্তী এবং তার সংগে শ্রীনিখিল বনিক হেল্পার ছিলেন। আইতরমার কাউণ্টার-এ যে, সেলস্‌ম্যান থাকেন তিনি ক্যাসমেমো লেখেন ও ক্যাশ গ্রহণ করেন। হেল্পার জিনিসগুলো নামাইয়া কাস্টমারকে দেন। সেলস্‌ম্যান শ্রীচক্রবর্তীর কাছে উক্ত খরিদ্দার জিনিস কিনিতে চাইলে তৎক্ষণাৎ জিনিসগুলি না দিয়া বলেন অল্প কিছু সময় পরে জিনিস দেওয়া হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, ঐদিন ইংরাজী মাসের দ্বিতীয় দিন থাকার খরিদ্দারের সংখ্যা ও বিক্রয়ের পরিমাণ বেশী ছিল এবং একজন সেলসম্যান ও একজন হেল্‌পার অনুপস্থিত ছিল। সেলস্‌ম্যানের কথায় উক্ত খরিদ্দার ক্ষুব্ধ হইয়া বিষয়টি সহকারী ম্যানেজার সেলসম্যান কাউণ্টারে না থাকায় হেল্‌পারকে ডাকিয়া জিনিসের যোগান দিতে নির্দেশ দেন, হেলপার শ্রীবনিক যখন ঐ তিন পিস্ সাবান তাক হইতে নামাইয়া শ্রীপালকে দিতে যান তখন সেলসম্যান শ্রীচক্রবর্তী সহকারী ম্যানেজারের সঙ্গে বচসায় লিপ্ত হয়। এই বলিয়া যে সহকারী ম্যানেজার তাকে না বলিয়া কেন হেল্‌পার

কে ডাকাইয়া জিনিস দিতে বলিয়াছেন, সহকারী ম্যানেজার সেলসম্যান কে বলেন যে আইতরমার দোকান খোলা থাকার সময়ের মধ্যে যারা জিনিস কিনতে আসেন তাদেরকে জিনিস বিক্রি করা কর্মচারীদের কর্ত্তব্য এবং এখনই খরিদ্দারকে জিনিস দিয়া ক্যাশমেমো দেওয়া উচিত। প্রকাশ থাকে যে ক্যাশমেমো সেলসম্যান ড্রয়ার বন্ধ করিয়া ঐ সময় বাহিরে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া ক্যাশমেমো না দিয়া সহকারী ম্যানেজারের সঙ্গে তর্ক করিতে থাকেন। এই সময়ের মধ্যে শ্রীপাল সাবান না নিয়া আইতরমা ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। সাবানগুলি ফেরৎ দিতে চাওয়ার ঘটনা তদন্তে প্রকাশ পায় নাই।

ঘটনার পূর্ণতদন্ত করার পর ত্রিপুরা কোঃ-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশনের সার্ভিস রুল অনুসারে উক্ত সেলসম্যান শ্রীঅশোক চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং ঃ—পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে অশোক চক্রবর্তী অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা জানি এখানে বহু রিপোর্ট আছে তার বিরুদ্ধে মুখে মুখে। ঐখানে যদি কেউ জিনিস কিনতে যায় তাহলে সে আগে জিজ্ঞাসা করে খুচরা আছে কিনা না থাকলে আমি জিনিস দিতে পারব না। তারপর একদিন আমি গিয়েছিলাম, আমি যেহেতু চেয়ারম্যান অব্ কোপারেটিভ ব্যাংক এবং আমি সেখানে চার কোটি টাকার লোন দিয়েছিলাম এবং আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনারা কেন প্রাইস স্লিপ রাখেন না। তখন সে আমাকে বলল যে এটা আমাদের ডিউটি না। এই রকম বিভিন্ন রকমের অশালীন উত্তর পর্য্যন্ত দিতে তারা চিন্তা করে না। সে কিন্তু আবার কট্টর সমন্বয় কমিটির এই কো-অপারেটিভ কে নষ্ট করার জন্য এই রকম কয়েকজন কর্মচারী আছেন তারা ষড়যন্ত্র করে চলছেন। সে দুই তারিখই তারা সেখানে অসহযোগিতা করে এবং ইনসপেক্টারকে মারধোর করেছিল। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার, এই জোট সরকার ক্ষমতায় আশার পর আমরা দেখেছি এই রকম কনজিউমার্স সপ/এই আগরতলায় এবং বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যের আটটি কনজিউমার্স সপ আছে। আইতরমা সহ বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্ত নিয়ম কানুন মানা হত না। যেটা আপনার ফেডারশনের যেসব কনজিউমার্স সপ আছে সেগুলির স্টক ভেরিফিকেশন করা হত না তার পরে স্টকের কোন কিছু লেখা হত না, স্টক বই ঠিক নেই। এই সমস্ত আমরা যখন দেখলাম ক্ষমতায় আসার পর তখন কতিপয় কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নের নামে এই আইতরমা এবং বিভিন্ন সমবায় সংস্থার কনজিউমার্স-গুলি বন্ধ করে দেওয়ার একটা উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারকে অসহযোগিতার মনোবৃত্তি দেখিয়ে, এই ভাব যখন দেখা দিয়েছে স্যার, তখন আমরা দপ্তরে যে দীর্ঘদিন একটা দপ্তরে, একটা কাউণ্টারে থাকার পর একটা কাউণ্টারে সাবান বিক্রি করতেন, সেখান থেকে তাকে তৈল বিক্রি করতে দিয়েছি আমরা। তখন তারা গেল কোর্টে স্যার, এই ভাবে যাতে কাস্টমার আসেন ন্যুনতম যে ব্যবহার করা সেই ব্যবস্থার তাদের কাছে নেই। এই রকম অভিযোগ আমরা পেয়েছি।

এরপর আমরা খতিয়ে দেখেছি, খতিয়ে দেখার পর এই সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ওরা একটা স্ট্রাইক ডেকেছে। স্ট্রাইক ডেকে সেই সমস্ত আইতরমাকে বন্ধ করে দেবার জন্য এবং এইভাবে কনজিউমার্স স্টোর্সগুলিকে বন্ধ করে দেবার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। এবং যখন ওরা কোর্টে যায় স্যার, স্টে অর্ডার করার জন্য কোর্টের রায় অনুপাতে তাদেরকে আমরা রিলিজ করে দেই। একটা কথা হয়েছে স্যার, যখন ওরা কোর্টে যায়, ওনাদের এই সভায় বারবার ওনাদের পক্ষ হইয়া বিরোধী দলের পক্ষরা এখানে উত্থাপন করেছিলেন যে, বিশেষ করে এখানে কেশববাবু একদিন তুলেছেন যে এখানে যারা কোর্টে যাওয়ার আগে আমরা তাদেরকে রিলিজ করে দেই। খুব বেশীদিন হবেনা এই কাউন্টার থেকে আর একটা কাউন্টারে দিয়েছি। মাননীয় সদস্য একটু লক্ষ্য করেন যে, একটা কাউন্টার থেকে আর একটা কাউন্টারে তাদের দেওয়া হয়েছে। তাদের যুক্তি হল কি আমাকে এই কাউন্টারে রাখতে হবে। স্যার, এখানে আমরা দেখেছি স্যার, কেন আমরা কাউন্টার চেইঞ্জ করতে বাধ্য হয়েছি। তাদের আমলে ন্যুনতম আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আইতরমার একটি কাউন্টারে ৫৪ হাজার টাকা ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। প্রতিটি কাউন্টার যখন আমরা লাভজনক প্রতিষ্ঠানের দিকে এগিয়ে চলছি, তখন ওরা মদত দিচ্ছে স্যার, তাদেরকে এই ভাবে আমরা দেখলাম প্রতিটি কাউন্টারে এই ভাবে হাজার হাজার টাকার একটা ঘাটতি। তখন তাদের বিরুদ্ধে ন্যুনতম একটা ব্যবস্থা সরকারের ক্ষেত্রে ওরা সৃষ্টি করেছে। এমনকি স্যার, আমিও একদিন ছদ্মবেশে কোপারেটিভ মিনিস্টার হিসাবে আমি যখন গেলাম, আমাকেও এইভাবে একটা দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। আমি দেখেছি স্যার, এটা বাস্তব। আমি এখানে বিরোধী দলের সদস্যগণকে বলছি এই ভাবে মদত দেবেন না। তবে এই ভাবে যদি এই আইতরমা সরকারের এই সমবায় আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য যদি কোন প্ররোচনা করে থাকে তাহলে সরকার বরদাস্ত করবে না। আমি জোর গলায় বলছি এবং তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

AFTER RECESS AT 2-00-PM

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ গত ৩০/৩/৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীল কুমার চাকমা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত উল্লেখ পর্বের একটি নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ পর্বে মাননীয় সদস্যের নোটিশটির বিষয়বস্তু ছিল রাজ্য সরকারী দপ্তর সমূহে প্রাক্তন সৈনিকদের চাকুরীর ক্ষেত্রে কোটা পূরণ না করার সম্পর্কে। এখন, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের গৌরবময় জল, স্থল ও বায়ু সেনাবাহিনীকে সুস্থ, সবল এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রাখার জন্য প্রতি বছর প্রায় ৬০ হাজার জোয়ান এবং অফিসার মধ্য বয়সে সেনাবাহিনী থেকে নিবৃত্ত হচ্ছেন। জন সংখ্যার অনুপাতে এরাজ্যে প্রতি বছর অবসর প্রাপ্ত জওয়ানদের সংখ্যা গড়ে ৫০ থেকে ৬০। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাক্তন সৈনিকদের সুষ্ঠ

পুনর্বাসনের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর ন্যাস্ত করেছেন।

রাজ্যের প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন এবং তাদের কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় রাজ্য সরকার ত্রিপুরা রাজ্য সৈনিক বোর্ড স্থাপন করেছেন। কর্মক্ষম প্রাক্তন সৈনিকদের রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এবং স্বনির্ভর প্রকল্পে কর্ম সংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। রাজ্য সৈনিক বোর্ড তাদের কল্যাণমূলক কাজে রত। গত আগষ্ট ১৯৭৬ ইং সনের রাজ্য সরকার প্রাক্তণ সৈনিকদের জন্য ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদে দুই প্রতিশত কোটা ধার্য্য করেছেন। সেই কোটা অনুসারে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ২১ জনকে চাকুরী দেওয়ার পর ২২ নং পদটি হবে প্রাক্তন সৈনিকের জন্য এবং ৭১ জনের পরে ৭২ নং পদটি হবে আর একজন প্রাক্তন সৈনিকের জন্য। সেই হিসাবে ১০০ জনের মধ্যে ২ জন প্রাক্তন সৈনিক তাদের শিক্ষাগত এবং অন্যান্য যোগ্যতা অনুযায়ী ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণী পদে চাকুরী পাবেন।

রাজ্যের বর্ত্তমান বেকার সমস্যার বিষয়ে মাননীয় সদস্যগণ অবহিত আছেন। রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক এবং যুবতীর সংখ্যা অনেক। সেই তুলনায় রাজ্য সরকারের ক্ষমতা সীমিত। তথাপি, কোটা ব্যবস্থা কঠোরভাবে পালন করবার অন্য রাজ্য সরকার গত ২৭/৬/৮৪ ইং তারিখ বিভিন্ন সরকারী ও আধা সরকারী দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন। কোটা অনুযায়ী প্রাক্তন সৈনিক, তফশীল জাতি এবং উপজাতিদের কর্ম সংস্থানের জন্য কর্ম সংস্থান বিভাগ এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তর প্রতিনিয়ত নজর রাখছেন। প্রাক্তন সৈনিকদের পুন নিয়োগের বিষয়ে রাজ্য সৈনিক বোর্ড বিশেষভাবে তৎপর। এই দপ্তর সময় সময় প্রতি দপ্তরকে অনুরোধ করে যাচ্ছেন। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে বর্তমানে রাজ্যে ৪২৮ জন প্রাক্তন সৈনিক বিভিন্ন সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থায় কর্মরত আছেন।

তার মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণী, ১৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণী, ২৬৯ জন ৩য় শ্রেণী এবং ১৪১ জন ৪র্থ শ্রেণী পদে নিযুক্ত। ৩৫ জন প্রাক্তন সৈনিক যাহারা চাকুরী প্রার্থী নন তাদেরকে টি. আই. ডি মারফত এস. ই. এস. এফ. ই স্কীমে আগরতলায় গাড়ী ক্রয়ের জন্য মোট ৪০ লক্ষ টাকা ছয় হাজার টাকা ব্যাংকে লোন দেওয়া হয়েছে। তদুপরি ২০ জন প্রার্থীকে স্বনির্ভর প্রকল্প কর্ম সংস্থানের জন্য ২,৩৯,০০০ ব্যাংক লোন দেওয়া হয়েছে। ৫ জন ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে রাবার চাষ আরম্ভ করেছেন। একজন মৎস্য চাষের জন্য ব্যাংক লোন নিয়েছেন। দুই জন ব্যাংক লোন নিয়ে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ চালু করেছেন। ২৪ জন অনুরূপ ব্যাংক লোন নিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করেছেন। বর্তমানে ১০১ জন প্রাক্তন সৈনিক চাকুরী অথবা স্বনির্ভর প্রকল্পে কর্ম সংস্থানের জন্য অপেক্ষা করছেন। অপেক্ষারত প্রাক্তন সৈনিকের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরী প্রদানের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে সুপারীশপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। দপ্তর

ভিত্তিক হিসাবে নিম্নে দেওয়া গেল—

কৃষি বিভাগ	৩
ও. এন. জি. সি.	৮
কাস্টমস	১৫
গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর	১২
পূর্ত্ত দপ্তর	৪
আধা সরকারী সংস্থায়	৯
রামকৃষ্ণ ইনজিনীয়ারিং	১০
জীবন বীমা	৩
অল ইনডিয়া রেডিও	৫
এস. এস বি	৫
ত্রিপুরার হাউসিং বোর্ড	৮
ফায়ার সার্ভিস	৭
প্রচার দপ্তর	১০
রেলওয়ে	২
মোট	১০১ জন।

যারা বৃদ্ধ অথবা কর্মক্ষম নন এমন ৬৬০ জন প্রাক্তন সৈনিককে যারা গ্রামে বাস করেন তাদেরকে শুকর, মুরগী, ছাগল, হাঁস ইত্যাদি পালন করে জীবিকা নির্বাহের জন্য এ পর্য্যন্ত রাজ্য সৈনিক বোর্ডের তহবিল থেকে মোট ৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা এককালীন আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। গত ১৯৫১ ইং সনে মহারাজার সৈন্য বাহিনীভুক্ত ৫,৫০০ জনের নাম প্রাক্তন সৈনিক হিসাবে নাম ভুক্ত করে শিলং আসাম রেজিমেণ্টার কণ্ট্রোল রেকর্ড রাজ্য সৈনিক বোর্ডে প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে কত জন বর্তমানে জীবিত আছেন সেই হিসাব সরকারের কাছে নেই। তবে বর্তমানে যাহারা সৈনিক বোর্ড থেকে প্রাক্তন সৈনিক হিসাবে পরিচয়পত্র নিয়েছেন তাদের সংখ্যা ৩,৫০০০ জন। এদের মধ্যে সবাই কর্মক্ষম নন। প্রাক্তন সৈনিকদের চাকুরীর সংস্থান ছাড়াও রাজ্য সরকার ১০ জন জওয়ান যারা কর্মরত অবস্থায় মারা গেছেন, তাদের প্রত্যেক পরিবারের একজন করে মোট ৬ জনকে সরকারী চাকুরী প্রদান করেছেন। বাকী ৪ জনের বিষয় বিবেচনাধীন।

উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে যারা সি. আর. পি. এফ. বি. এস. এফ এবং আসাম রাইফেলস থেকে অবসর নিয়েছেন তারা প্রাক্তন সৈনিক বলে বিবেচিত হবেন না।

শ্রীসুশীল কুমার চাকমা (পেচারথল) ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, প্রাক্তন সৈনিকদের চাকুরীর যে কোটা সেটা কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন শতকরা দুই জন এর কোটা নির্ধারিত আছে।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল (কুলাই) ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাক্তন সৈনিকদের চাকুরী বা পুনর্বাসন দেওয়া হয় এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বি. এস. এফ, আসাম রাইফেলস এবং সি. আর. পি অবসর প্রাপ্ত হলে চাকুরী বা পুনর্বাসনের দেওয়া হয় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা খতিয়ে দেখবেন কি যে ভারতবর্ষের কোন কোন রাজ্যে সি. আর. পি. বি. এস. এফ এবং আসাম রাইফেলস এর অবসর প্রাপ্ত লোকদেরকে চাকুরী, পুনর্বাসন দিয়ে থাকেন কিনা। অন্য রাজ্যে হলে আমাদের এখানে হবে না কেন ? এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি চাই।

জানতে চাই। কেন না, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বহু সি. আর. পি. এফ, আসাম রাইফেলস বি. এস. এফ, অবসর প্রাপ্ত আছেন। আমি জানি, ইণ্ডিয়ান আর্মি রাইফেলস্‌-এর অবসর প্রাপ্ত জওয়ানরা চাকুরী পেয়ে থাকেন। আমি এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতা আশা করছি যাতে তারা চাকুরী পেতে পারে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কিনা জানতে চাই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি এই কলিং এটেনশানের রিপ্লাইতে সুনির্দিষ্ট ভাবেই উল্লেখ করছি, কারা কারা চাকুরী পাবে বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার ভুক্ত নয়। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি মোকাবিলা করেন। তবে সে সম্পর্কে আমার অভিমত হচ্ছে, এদেরও পাওয়া উচিত। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি গ্রহণ না করেন ততদিন আমরা কিছু করতে পারব না। মাননীয় সদস্যদের এখানে আমি আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি, অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা বিষয়টি দেখব, ঐসব রাজ্য গুলিতে তাদের জন্য কি করা হয়।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানাবেন কিনা, যে সব জওয়ান মারা গেছে তাদের বিধবা পত্নীদের ভাতা দেবার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই সম্পর্কে আমার কাছে কোন তথ্য নেই।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—নাও, আই এম গোয়িং টু দি ন্যাকস্ট বিজনেস্‌। আজকে আমি নিম্নলিখিত একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে উত্থাপনের অনুমতি আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো

"ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় ৩১শে মার্চ, ১৯৯০ইং যুব কং (ই) কর্মী কর্তৃক ছ' বছরের বালিকা ধর্ষিতা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে" আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে আমাকে পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, এই বিষয়ের উপর আমি ৩-৪-৯০ ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩-৪-৯০ ইং এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। আমি দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর মহকুমায় কৃষি মহকুমা আওতাধিনে বলরাম গাঁও পঞ্চায়েতের বলরাম ফল বাগানের যত্নের অভাবে মোট ৯০ হেক্টার ফল বাগার নষ্ট হওয়ার বিষয় ও উক্ত বাগানে বৃহৎ জলাশয়ের সংস্কার না করার বিষয় বস্তু সম্পর্কে।"

মাননীয় কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ৩-৪-৯০ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মন মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। আমি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো গত ২৪শে মার্চ ১৯৯০ইং সোনামুড়া বিভাগের যাত্রাপুর থানার অধীনে নির্ভয়পুর গ্রামে একদল দুস্কৃতকারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়ে ঐ গ্রামের পরিতোষ মজুমদার গুরুতর আহত হয়ে কাঠালিয়া হাসপাতালে চিকিৎসিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ স্যার, এ সম্পর্কে আমি আগামী ৩-৪-৯০ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটি জরুরী বিষয়ের উপর এক্ষুনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে এই হাউসে একটি বিবৃতি চাইছি। আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ২৯-০৩-৯০ ইং বৃহস্পতিবার অম্পি থানাধীন অম্পি কলোনীতে পুলিশের উপস্থিতিতেই সি. পি.

এম. দুস্কৃতকারীদের কর্তৃক যুব কংগ্রেসের শ্রীপ্রহ্লাদ শীল ও শ্রীপ্রবীর শীলকে আক্রমন করে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ২৯-৩-৯০ ইং তারিখ বেলা অনুমান ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অম্পি থানাধীন, অম্পি কলোনীতে স্থানীয় ডেপুটি কালেক্টর (রেভেনিউ) তাঁহার সঙ্গে তহশীল অফিসের কর্মচারী সহ অম্পিনগর কলোনীর অর্জুন শীলের জমিজমা সম্পর্কিত গোলযোগের ব্যাপারে আইন অনুযায়ী মাপজোক করিয়া সুরাহা করিয়া দেন। অর্জুন শীল এবং তাহার ভাই নির্ণয়ক্রীত জমিতে বাঁশের খুটি লাগাইতে থাকিলে স্থানীয় ভুবন দে এবং কতিপয় ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অতর্কিত অর্জুন শীল এবং তাহার ভ্রাতা প্রবীর শীলকে লাঠি দ্বারা মাথায় রক্তারক্ত জখম করিয়া পলাইয়া যায়। জখমপ্রাপ্ত অর্জুন শীল এবং তাহার ভ্রাতা প্রবীর শীলকে অম্পি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্ত্তি করা হয়। জখমের গুরুত্ব বুঝিয়া উভয় জখমিকে ২৯-৩-৯০ ইং তারিখে জি. বি. হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়। বর্ত্তমানে তাহারা চিকিৎসাধীন আছে।

উক্ত ঘটনার বিষয়ে শ্রী এস. পি. বিশ্বাস (ডি. সি. রেভেনিউ) অভিযোগ মূলে অম্পি থানায় ৪ (৩) ৯০ নং ধারা ১৪৮।১৪৯।৩২৫ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে মামলা রুজ্জু করা হয়। তদন্তকালে ২৯-৩-৯০ তারিখে আসামী ভুবন দে এবং কিরণ নমঃ সাং অম্পি কলোনী, থানা অম্পি ২৯-৩-৯০ তারিখে ধৃত করিয়া কোর্টে প্রেরণ করা হয়। ৩১-৩-৯০ তারিখে উক্ত ঘটনার বিষয়ে আরও ডজন আসামী ধৃত করা হয়।

জখমী অর্জুন শীল এবং তাহার ভ্রাতা প্রবীর শীল উভয়েই কংগ্রেসের সমর্থক। ধৃত আসামী ভুবন দে, কিরণ নমঃ এবং অন্যান্যরা সি. পি. এমের সমর্থক। তদন্ত অব্যাহত আছে।

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ—মুখ্যমন্ত্রী একটা ফলস্ স্টেটমেণ্ট দিলেন)

মিঃ স্পীকার :—না পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান এলাউ করা হবে না, সময় নেই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :—মলয়নগরে রাস্তার মধ্যে ছালার ভিতরে মৃত দেহ পাওয়া গেছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি বলছি। আমার নলেজে যতটুকু আছে, আমি

নিজে আজ সকালে তাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তাকে মেরে তার মৃতদেহ বস্তার মধ্যে রাখা হয়েছে, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, সেটা সত্য এবং তাকে পাওয়া গেছে রবীন্দ্র নগরে। যিনি মারা গেছেন তিনি ফেডারেশনের কর্মী এবং তিনি এম. আই. এফ. সির কর্মী।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী মহোদয়, একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। বিষয়বস্তু হলো :—আগরতলা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ মশক প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায়, সম্প্রতি শহরে ব্যাপক মশকের প্রাদুর্ভাবের জন্য জন জীবনে বিপর্যয় নেমে আসার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হলো :- "আগরতলা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ মশক প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সম্প্রতি শহরে ব্যাপক মশকের প্রাদুর্ভাবের জন্য জন জীবনে বিপর্যয় নেমে আসার ঘটনা সম্পর্কে।"

বস্তুতপক্ষে ম্যালেরিয়া নিমূর্লকরণ তথা মশক প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য স্বাস্থ্যদপ্তর দায়িত্ব প্রাপ্ত। পৌরসভা স্বাস্থ্য দপ্তরের সাহার্য্যকারী হিসাবে একটি নির্দ্দিষ্ট এলাকায় নালা নর্দমায় প্রতিরোধক ঔষধ স্প্রে করার কাজে শ্রমিক কর্মী নিয়োজিত করিয়া থাকে।

আগরতলা পৌর এলাকায় মশক প্রতিরোধের জন্য আগরতলা পৌর এলাকাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া একভাগে পৌর কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে এবং অপরভাগে স্বাস্থ্যদপ্তর আরবান ম্যালেরিয়া স্কীম কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত কীটনাশক ঔষধ বিভিন্ন নর্দমায় ছড়ানো (স্প্রে) হইতেছে। গত তিন মাসে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ এন্টি লারভার স্প্রে মেডিসিন না পাওয়ায় মশক প্রতিরোধক ঔষধ ছড়ানোর কাজে বিঘ্নিত হয়।

তবে এ মাসের প্রথম সপ্তাহে পৌরসভা ও স্বাস্থ্যদপ্তরের ম্যালেরিয়া কর্ত্তৃক যৌথভাবে Intensive Antilarval Spray Operation প্রথম অবস্থায় এক মাসের জন্য শুরু হইবে।

এটা ঠিক আগরতলা শহর এবং শহরতলীতে মশকের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনজীবন একটা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। আরেকটা জিনিষ হচ্ছে, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নালা ও ড্রেনগুলি সরু হয়ে গেছে, বে-আইনী ভাবে বাড়ী-ঘর তোলার অনুমতি দেওয়ার ফলে। কারণ, তারফলে ঠিকমত জল নিষ্কাশন হচ্ছেনা এবং এরফলে মশার প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেছে।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগড়) :—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, মশক নিরোধ করার জন্য মাঝে মাঝে শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। কাজেই কত শ্রমিক এই কাজে নিয়োজিত আছে এবং তারা মাসে কতবার বিভিন্ন জায়গায় স্প্রে করার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে, এক, ২য়

হচ্ছে, সেই নালা ড্রেন পরিষ্কার করার জন্য যে ৪০০-র বেশী ডি-আর-ডাবলিও কর্মচারী নিযুক্ত আছে, তারা কি কাজ করছে ? ৩য় হচ্ছে, গত ৩ মাসে যে এন্টি-নারভাস মেডিসিন পাওয়া যাচ্ছে না, সেটার কারণ কি ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১ম প্রশ্ন হচ্ছে, কতজন শ্রমিক আছে। যেহেতু আমরা কাজটা এখনও শুরু করিনি সেহেতু প্রশ্ন উঠেনা। আমরা বর্তমান মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু করব। এই কাজে স্বাস্থ্য দপ্তর ও পৌরসভা এক যোগে কাজ করবে। ২য় প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের কত টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। যখন আমরা নিয়োগ করি, তখন তাদের জন্য সরকারী যে নির্দিষ্ট রেইট আছে, সে অনুসারে নিয়োগ করা হয়। ওনারা যেটা বলেছেন যে, ৪০০ কর্মচারী নালা-ড্রেন পরিষ্কার করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে, সেটা ঠিক নয়। আমরা প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময়ে চাহিদা অনুসারে শ্রমিক নিয়োগ করে থাকি।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—স্যার, আমার জানার বিষয় হচ্ছে, গত বছর এই নালা ও ড্রেন পরিষ্কার করার জন্য কত লোককে নিয়োগ করা হয়েছে ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন কাজেই, আলাদা ভাবে করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, এই বছর কাজটা শুরু করা যায় নাই। কাজেই, এই বছর বলতে কি এই এপ্রিল মাস থেকে যে আর্থিক বছর শুরু হচ্ছে, সে বছরের কথা বলেছেন ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, না এই এপ্রিল থেকে যে বছর শুরু হচ্ছে, সে বছর নয়। এটা হচ্ছে ১৯৮৯—৯০ আর্থিক বছর।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, সেই ১৯৮৯-৯০ ইং সালে এই পৌর দপ্তর কত কাজ করেছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

এই মশা ধ্বংস করার জন্য শহরটাকে দুটি অংশে ভাগ করা হয় এবং সেখানে কত লোক কাজ করেছে এবং কত টাকার ঔষধ দেওয়া হয়েছে এবং আপনাদের কত টাকার বাজেট ? সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যেতে পারে। আর উনি যেটা বলেছেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর এইটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এইটা ঠিক নয়। স্বাস্থ্যদপ্তর এবং পৌর দপ্তর যৌথভাবে মশা নিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, আমরা যতটুকু পত্রপত্রিকায় দেখি যে, এই পৌরসভা নিয়ে, স্বায়ত্বশাসন নিয়ে কোন মন্ত্রী কার উপরে, সেই নিয়ে ফাইল নিয়ে কাড়াকাড়ি, কার কত এপয়েণ্টমেণ্ট হলো, এই নিয়ে বার মাস কখনো তালা লাগানো, কখনো ঝগড়া করা এই নিয়ে এত বেশী

ব্যস্ত আপনারা যে পৌরসভার আসল কাজের দিকে নজর দিতে পারেন না, এইটা সত্য কি না ?

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে, উনি হতাশাগ্রস্ত। মন্ত্রিসভা থেকে এখন উনাকে বিরোধী বেঞ্চে হয়েছে। এখন পত্রিকাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যে, উনি এখনো জীবিত আছেন এবং আগামী দিনে মন্ত্রী হওয়ার মত একটা আশা উনি পোষণ করেন। সুতরাং আজকে আমাদের মন্ত্রিসভা সম্পর্কে নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয়, একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ

Sub :- Ref- THHDC/GA/3(132)/85/7588-90, Datěd, 8.9.89.

চিঠিমূলে ধর্মনগরের পদ্মপুরে ত্রিপুরা তাঁত ও হস্ত কারুশিল্প উন্নয়ন নিগমের জায়গা কেনার নাম করে তিন লক্ষ উনসত্তর হাজার দুইশত টাকা লুটপাটের ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিষয়ের রেফারেন্স হচ্ছে—Sub :- Ref- THHDC/GA/3(132)/85/7588-90, Dated, 8.9.89.

চিঠিমূলে ধর্মনগরের পদ্মপুরে ত্রিপুরা হস্ত ও কারুশিল্প উন্নয়ন নিগমের জায়গা কেনার নাম করে তিন লক্ষ উনসত্তর হাজার দুইশত টাকা লুট পাটের ঘটনা সম্পর্কে ।"

উত্তর ত্রিপুরার তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সুতা দেওয়া এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাত করা ইত্যাদি লক্ষ্যে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে নিগম বিগত ১৯৮১-৮২ ইং সনে ধর্মনগরে একটা শাখা অফিস বাড়ী ভাড়া করে। বহু অর্থ ঐ বাড়ীর ভাড়া বাবদ ব্যয় হয়। তাছাড়া এই বাড়ীর অবস্থা এবং গৃহের আয়তন নিগমের প্রয়োজনের মত হয়নি। ধর্মনগর একটি দ্রুত বিকাশশীল শহর এবং ত্রিপুরার রেল মানচিত্রে প্রধান স্থান বিধায় এইখানে শাখা অফিস এবং একটি গোদাম স্থাপনের লক্ষ্যে তদানীন্তন বোর্ড এর ২২-৪-৮৬ ইং সনে অনুষ্ঠিত ৫৪তম মিটিং এ ধর্মনগরে শাখা অফিস ও গোদামের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। কিছু কিছু জায়গাও এই জন্য দেখা হয়। কিন্তু সর্ববিদিক পর্য্যালোচনা করে পছন্দসই বিবেচিত না হওয়ায় এতদিন এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকর করা যায়নি। কিন্তু এই বিষয়ে এবং জমি কেনার ব্যাপারে নিগম চেষ্টা চালাইতে থাকে। বিগত ১৯৮৯ ইং সনের সেপ্টেম্বর মাসে ধর্মনগর পদ্মপুর নিবাসী নিকুঞ্জ বিহারী পালের পুত্র শ্রীসুধীরচন্দ্র পাল তার জমি করপোরেশনের নিকট বিক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রকাশক্রমে বিগত ৮-৮-৮৯ ইং তারিখে এক লিখিত দরখাস্ত দাখিল করেন। স্থানীয় অফিসারের সরোজমিনে তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ জমি নিগমের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় নিগমের চেয়ারম্যান মহোদয় স্বয়ং ঐ জমি পরিদর্শন করেন। এবং উনি ঐ জমি পছন্দ করেন। তখন

জমির মালিককে নিগম ল্যাণ্ড অ্যাকিউজিশন প্রসিডিউর অনুসারে জমি বিক্রি করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু জমির মালিকের অর্থের জরুরী প্রয়োজন থাকায় ল্যাণ্ড অ্যাকিউজিশন প্রসিডিউর এর মাধ্যমে জমি বিক্রি করতে অস্বীকৃত হন। এমতাবস্থায় নিগমের ম্যানেজিং ডিরেকটার মহোদয় ৪-৮-৮৯ ইং তারিখে তার ডি, ও, চিঠি নাম্বার টি, এইচ, এইচ, ডি, সি,/জি, এ/৩(১৩২)/৮৬/৫৮৬৭ এর মাধ্যমে ধর্মনগরের মহকুমা শাসক মহোদয়কে ঐ জমির ল্যাণ্ড ভ্যালিউয়েশন সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ধর্মনগর মহকুমার শাসক ৮-৮-৮৯ ইং তারিখে ল্যাণ্ড ভ্যালিউয়েশন, সার্টিফিকেট নাম্বার ২২/এফ ১-৪/রেভ, এস, ডি, ও,/সি, এস, আর/৮৭,'মূলে জানান যে, ঐ জমির মূল্য প্রতি কানি ২ লক্ষ টাকা।

সবদিক্ বিবেচনায় ঐ জমি উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় ধর্মনগরের মাননীয় মহকুমা শাসক প্রদত্ত ঐ জমির মূল্য সম্পর্কিত ল্যাণ্ড ভ্যালিউয়েশন্ সার্টিফিকেটকে ভিত্তি করিয়া জমির মালিকের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যান উক্ত জমি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেন।

বিগত ১০.৯.৮৯ এবং ১১.৯.৮৯ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন মূলে উক্ত জমি ক্রয় করা হয় এবং মূল্যের ৩ লক্ষ ৫০ টাকা ত্রিপুরা স্টেট্ কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ধর্মনগর শাখায় ড্রাফ্ট্ নাম্বার ০২৪৭৮৭, ডেটেড ৮.৯.৮৯ মূলে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ও ড্রাফ্ট্ নাম্বার ০২৪৭৮৬ ডেটেড্ ৮.৯.৮৯ মূলে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা জমির মালিককে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, উক্ত জমির ক্রয়ের ব্যাপারে রেজিষ্ট্রেশন ফি স্ট্যাম্প এবং দলিল লেখা বাবদ আরো মোট ১৯,২০০ টাকা খরচ হয়। ফলে ধর্মনগর মহকুমার ধর্মনগর টাউন মৌজার ৬৭৪০ নং খতিয়ানভুক্ত সি, এ, প্লট নাম্বার ৯৫৯৫, ৯৫৯৬, ৯৫৯৯ দাগের সর্বমোট দুইকানি এক গণ্ডা জমি কিনিতে নিগম মোট ৩,৬৯,২০০ টাকা ব্যয় করে। দলিলের নাম্বার যথাক্রমে ১-৩৪২১ তারিখ ১৩. ৯. ৮৯ ইং ও ১-৩২৩৪২৮ তারিখ ১৪. ৯. ৮৯ ইং। এই প্রসঙ্গে ইহাও জানানো যাইতেছে যে, উক্ত জমি নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়ের সিদ্ধান্তের পর সরকারী আমিন দ্বারা যথারীতি জরিপ ক্রমে পরচায় উল্লেখিত সম্পূর্ন জমি বুঝিয়া পাইয়া এবং সীমানা নির্ধারণ করার পরেই দলিল সম্পাদন করা হয়। বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ না রাখিয়া অত্যন্ত জোরের সঙ্গে মাননীয় সদস্যদের বিরক্ত করতে চাই যে, উপরোক্ত জমি ক্রয় দেশের চলতি বিধি অনুসারে এবং ন্যায়-সঙ্গত মূলেই সম্পন্ন হইয়াছে। করপোরেশনের নামে জমির নামজারি করিয়া পরচাও দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাপারে অর্থ লুটপাটের অভিযোগ সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন।

শ্রীনকুল দাস ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্লারেফিকেশান, স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী যে টাকার হিসাব দিলেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, দুই কানি জমি কেনা হয়েছে চার লক্ষ টাকারও বেশী দিয়ে। কিন্তু এখানে একবার দেখানো হয়েছে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা পেমেণ্ট করা হয়েছে, আবার পার্ট পেমেণ্টের কথাও আছে।

এটা যদি ঘটনা হয় তাহলে আমি যে রেফারেন্স নাম্বার দিয়েছি মাননীয় মন্ত্রী সেটা স্বীকার করেছেন এবং ঐ রেফারেন্স নাম্বারে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা যেটা দেওয়া হয়েছে। জমি বাবদ সেই

সুদন পাল এবং জায়গার রেজিস্ট্রেশান ইত্যাদি বাবদ কোর্পোরেশনের সি. এ. জে. সি. ভাট্টাচার্য্যকে দেওয়া হয়েছে ১৯ হাজার ২০০ টাকা। এই টাকাটা কোথায় গেল ?

এই যে সি. এ-র হাতে টাকা দিয়েছে, সেই টাকা সি. এ. এখনো কাউকে দেয়নি। সব টাকা ঐ সি. এ-র হাতে এখন আছে এবং এই রকম অবস্থা এখন সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সি. এ. সাহেব, সেই চোয়ারম্যান নানা রকম ভাবে ধমকাচ্ছেন, ভয় দেখাচ্ছেন এবং সেই কর্পোরেশনের যত পারমিড হচ্ছে তার উপর খবরদারি করছেন, । যত কেনা হচ্ছে, তার উপর খবরদারি করছেন। সেই সি, এ, এর মধ্যে বিশ জনের চাকুরী হবে সেখানে সি, এর বউয়ের চাকুরী হচ্ছে। সুতরাং সি, একে অলরেডি চেয়ারম্যান বলেছে তুমি আমার সি, এ, না থেকে ও, এস, হয়ে যাও অফিসের। কিন্তু বলেছেন না, আমি ও, এস, হতে চাই না। ও এস. পদে তাকে অল রেডি লিখিত ভাবে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ও. এসের কাজ না করে তিনি এখনো সি, এর, কাজ চালাচ্ছেন। কাজেই ভদ্রলোক এবং চেয়ারম্যান দুইজনের যোগাযোগে কর্পোরশনের লক্ষ লক্ষ টাকা সর্বনাশ করা হচ্ছে, গায়েব করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— না, এক সাথে এত প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া সম্ভব না। একসাথে পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান অনেক করেছেন।

শ্রীনকুল দাস ঃ—কাজেই এই সি, এর, মাধ্যমে যেটা করেছে পি, এস টু চেয়ারম্যান/পি. এস, ওর মাধ্যমে যেটা করা হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকা এখানে গায়েব করা হচ্ছে। আসলে সেখানে জায়গাও নেই, জমিও নেই কিছুই হয় না। সুতরাং এটা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা এবং এই ঘটনাটি আমি চ্যালেঞ্জ করছি এবং এই হাউসের একটি কমিটি দিয়ে এই সমস্ত ঘটনাটিকে তদন্ত করে, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি, তিনি এটা করবেন কিনা জানাবেন ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে চেয়ারম্যানের সি, এ, কি করেছে সেটা আমার জানার বিষয় নয়। তবে আমি এখানে স্পষ্ট বলছি যে, এস, ডি. ও, ধর্মনগর, ভেলুয়েশান সার্টিফিকেট দিয়েছে এবং মিনিমাম দুই লক্ষ টাকা কানি হতে পারে, উনি এই রকম সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

সেই অনুযায়ী জমির দাম হওয়া উচিৎ ছিল চার লক্ষ দশ হাজার টাকা। আমাদের চেয়ারম্যান প্লাস আমাদের অফিসাররা আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সেটাকে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে খরিদ করেছেন। আমি স্পষ্ট ভাবে বলছি, কোথায় জায়গাটা কেনা হয়েছে, কিভাবে দলিল করা হয়েছে। দাগ নং, সি, এস, প্লট নং সব কিছু আমি এখানে ডিটেলস বলেছি। তার পরে কিসের কমিটি। কোথায় পাঠানো সেই রকম সন্দেহের অবকাশ থাকতো, তাহলে আমরা স্পষ্ট বলতাম না। এখানে একদম ক্লীয়ারলি বলা হয়েছে, কবে জায়গা কিনা হয়েছে, এবং কি ভাবে টাকাটা পেমেণ্ট করা হয়েছে। ড্রাফের মাধ্যমে এটাও আমি এখানে স্পষ্ট বলেছি। উনিশ হাজার দুইশ টাকা দলিলের স্ট্যাম্প, এইসব কিনতে এবং দলিল লিখতে খরচ হয়েছে, এটাও আমি ক্লীয়ার বলেছি। তারপরে সন্দেহের অবকাশ

আছে বলে আমি মনে করিনা। তার মধ্যে চেয়ারম্যান এবং অন্য কাউকে জড়ানো হচ্ছে কিনা সেটাও আমি বুঝতে পারছি না। তবে এখানে ক্লীয়ার আমি বলেছি জায়গাটা নিগম কিনেছে, এবং তার দাম হলো তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। সেই নিয়ম কানুন মেনেই সেই জায়গাটা নিগম খরিদ করেছে।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্রসঙ্গটা এসেছে, সেই প্রসঙ্গটা হলো জায়গা কিনা নিয়ে সেই ব্যাপারে আমরা অনুসন্ধান করে দেখব এবং এর পাশাপাশি আমি বলছি যে, এই যে জায়গাটা পদ্মপুকুর পারে এটা অত্যন্ত কম দামে কিনেছি। কারণ, যিনি জায়গাটা বিক্রী করেছেন উনার টাকার বিশেষ দরকার ছিল। সেই জন্য সস্তায় বিক্রী করেছেন। ফলে এই ব্যাপারে সরকারের অনেক টাকা যেত হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল গত ১৮ই মার্চ ১৯৯০ ইং হইতে ২২শে মার্চ ১৯৯০ ইং পর্য্যন্ত আগরতলায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্য ক্রীড়া উৎসবের ব্যবস্থাপনায় চরম বিশৃঙ্খলার কারণে খেলোয়ার ও খেলা পরিচালকদের দুর্ভোগ ও বিক্ষোভ সম্পর্কে। আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৮ই মার্চ ৯০ ইং হইতে ২২শে মার্চ ৯০ ইং পর্য্যন্ত আগরতলায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলীয় রাজ্য ক্রীড়া উৎসবের ব্যবস্থাপনায় খেলোয়ার ও খেলা পরিচালকদের দুর্ভোগ ও বিক্ষোভ সম্পর্কে।

গত ১৮ই মার্চ ৯০ইং থেকে ২২শে মার্চ ৯০ইং পর্য্যন্ত আগরতলা ৪র্থ উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলীয় ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সিকিম সহ ৮টি উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলীয় রাজ্য এতে অংশগ্রহণ করে। মোট ৯০০ প্রতিযোগী ও তিনশ'রও বেশী কর্মকর্তারা এতে যোগদান করেন। স্পোর্টস অথারিটি অব ইণ্ডিয়া (সাই) এই উৎসবের আয়োজক। তাদের অনুরোধে ক্রীড়া বিভাগ ও ক্রীড়াপর্ষদের যৌথ উদ্যোগে একটি সাংগঠনিক কমিটির মারফত্ এই উৎসব পরিচালনা করা হয়। এতে এথলেটিক্স ফুটবল, খো খো, ওয়েট লিফটিং, টেবল টেনিস, বেডমিনটন, জিমন্যাষ্টিক, হকি এই দশটি ইভেণ্ট ছিল। ত্রিপুরার যুবকদের ও ক্রীড়া বিভাগ সহ অন্যান্য দপ্তরের কর্মী ও অফিসারগণ ও বিভিন্ন এসোঃ কর্মকর্তাদের নিরলস প্রয়াসে এই উৎসব অত্যন্ত সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সার্থক আয়োজনের জন্য পূর্বাঞ্চলীয় ডিরেক্টর শ্রী ও. পি. ভাটিয়া ত্রিপুরা সরকারের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। খেলোয়ার ও খেলা পরিচালকদের বিশেষ কোন রকম দুর্ভোগ বা বিরোধ সম্বন্ধে আমাদের আছে কোন খবর নেই। সীমিত সংগতির ভেতরে অত্যন্ত অল্প সময়ের নোটিশে এই উৎসবকে পূর্ণ সফল করতে সর্বাংগীন প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। এই সম্পর্কে মোট ১৩টি কমিটি গঠন করা হয় এবং সমস্ত কাজই কমিটিগুলির মাধ্যমে যথাযথ দায়িত্বভার দিয়ে সুষ্ঠভাবে স্পিনন করা হয়। খেলোয়াড়রা বা কর্মকর্তারা চরম বিশৃঙ্খলার শিকার হয়ে ক্ষুদ্ধ হয়েছেন, এমনতর কিছু অভিযোগ কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সাংবাদিকদের সঙ্গে

সাক্ষাৎকারের সময় অংশগ্রহণকারী উত্তর পুর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ক্রীড়া দলগুলির ম্যানেজমেণ্টগণ এই অনুষ্ঠানের পরিচালনা ব্যবস্থায় ভূয়সী প্রসংশা করেন। আমাদের কাছে একটিও লিখিত বা মোখিক অভিযোগ, অংশগ্রহণকারী দলগুলি থেকে আসেনি। বরং সাইয়ের কর্তৃপক্ষ এ যাবৎ ৪টি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ক্রীড়া উৎসবের মধ্যে এ রাজ্যে আয়োজিত ৪র্থ ক্রীড়া উৎসবকেই সার্থক বলে রাজ্য সরকারের কাছে উল্লেখ করেছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) ঃ—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, উৎসব যেটা হয়ে থাকে সাধারণতঃ সাই যেটা করে সেটার উদ্দেশ্য হল রোরেল টেনেণ্ট বের করা এইসব অনুষ্ঠান বিভিন্ন জায়গাতে হয়ে থাকে। সেই দিক থেকে বিচার করতে গেলে মাঠ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুই সঠিকভাবে করতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এর মধ্যে বিক্ষোভ বা বিশৃঙ্খল কিছু হয়নি।

মাননীয় মন্ত্রী এটা জানেন কিনা যে, এই মাঠ তৈরী করার ক্ষেত্রে যাদের উপর দায়িত্ব ছিল তারা সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়ে অর্গানাইজেশানকে ৫ হাজার টাকা করে দিয়ে মাঠ তৈরী করা হয়েছে। একটা নেশন্যাল স্তরের খেলা সেখানে এইভাবে কি করে মাঠ তৈরী করা যেতে পারে সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। অর্গানাইজেশানে এমন কোন অভিজ্ঞ লোক নেই, যারা মাঠ তৈরী করা যেতে পারে। এর ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। হকি মাঠে গণ্ডগোল, এথলেকটিকে খেলোয়াড় পড়ে গিয়ে ব্যথা পায় এ সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েব কাছে আছে কিনা? এই খেলার জন্য সাই ১৯ লক্ষ টাকা দিয়েছে। ১৭ লক্ষ টাকা আগেই দিয়েছে। সাই-এর এই টাকা বিভিন্ন ভাবে বরাদ্দ ছিল। খেলোয়াড়দের জন্য মাথা পিছু ৬০ টাকা করে বরাদ্দ ছিল। আর যারা খেলা পরিচালনা করবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আপনার পয়েণ্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান কি সেটা বলুন। পাঁচ মিনিট ধরে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন এভাবে তা হতে পারে না।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—যারা খেলা পরিচালন করবে, তাদের টি, এ, ডি. এ, দেবার জন্যও টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তা খারিজ করে দিয়েছেন। খেলোয়ারদের সকালে টিফিন ছিল রুটি-কলা। সেইগুলি নিয়ে পত্রিকায় কথা উঠেছে। প্রথম দিন খেলোয়াড়কে দিয়েছে আলুর দম, ডাল ইত্যাদি। দ্বিতীয় দিন থেকে মাছ দেওয়া হয় এবং শেষ দিন মাংস। আমরা জানি, পার ডে তো ৬০ টাকা খেলোয়াড়দের জন্য বরাদ্দ ছিল। সাই-এর কোটা।

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনি বসুন। পাঁচ মিনিট ধরে আপনি বক্তৃতা দিয়ে চলছেন।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, উনাকে বলতে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ—না, আর সময় দেয়া যাবে না। উনি পাঁচ মিনিট ধরে পয়েণ্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান চেয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলছেন। এভাবে চলতে পারে না।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—স্যার, ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যখন করা হয়, তখন তা ঠিকই আপনি সময় দেন।

(ভয়েসস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তো উত্তর দিতে হবে। এত লেংদি প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়া কি সম্ভব ? আপনি কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারেন একসঙ্গে না করে)

শ্রীকেশব মজুমদার :—ঠিক আছে।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই আমার বিস্ময় প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। একজন দায়িত্বশীল ও অভিজ্ঞ সদস্য হিসাবে আমরা কেশববাবুকে জানি। "ডেইলি দেশের কথা", পত্রিকায় ৬৫ টাকা করে খেলোয়াড়দের জন্য বরাদ্দ করার কথা লিখতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, লিখলেই সব ঠিক কিংবা সত্য সংবাদ হয়ে যাবে। ওরা অনেক কিছুই লিখতে পারে। তবে আমরা আশা করব, অথেনটিক সংবাদই পত্র পত্রিকা প্রকাশ করবে। কিন্তু একজন দায়িত্বশীল সদস্য হয়ে সংবাদপত্রের বক্তব্যকেই সঠিক ধরে নিলেন, এতে বিস্ময় প্রকাশ ছাড়া আর কিইবা আমার করার থাকতে পারে। সাই খেলোয়াড়দের জন্য বরাদ্দ করেছিল মাথাপিছু পারডে ৩০ টাকা। আমরা অনেক করে বলার পর ৩৫ টাকা করেছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে অ্যাথলেটিক মাঠের অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটার শেয়ার ওদের সঙ্গে আমাদের আজ করতে হত না যদি ১০ বছরে তাঁরা আজকে মাঠকে এই অব্যবস্থার মধ্যে ফেলে না যেতেন। আমরা নতুন করে মাঠ তৈরী করার চেষ্টা করছি। আমি ষ্টেডিয়ামের উপর এত জোর দিই যতটা দিয়েছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মাঠ তৈরী করার জন্য আমরা ছড়িয়ে দিয়েছি। যাতে করে আমাদের ছেলেরা সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উঠে আসতে পারে। স্যার, অ্যাথলেটিক মাঠ তৈরী করার জন্য কলেজ মাঠ নিয়েছি এবং সেই মাঠ তৈরী করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলেটিকের উপর। সেটা ঠিক ভাবেই করা হয়েছে। হকি মাঠে গণ্ডগোলের কথা উনি বলেছেন। মাঠেতো অনেক কারণেই গণ্ডগোল হতে পারে, এটার জন্য মাঠ খারাপ হবে কেন ? আপনি এখানে মাছ মাংসের কথা বলেছেন। শেষ দিন নাকি শুধু মাংস দেওয়া হয়েছে। মাননীয় কেশববাবু যদি সে দিন যেতেন তবে দেখিয়ে দিতাম উনাকে খাইয়ে যে প্রথম দিন মাছ-মাংস উভয়েই ছিল। পত্রিকায় লেখুক তাতে আমায় আপত্তি নেই। সংবিধান অধিকার দিয়েছে। তবে তথ্য ভিত্তিক হউক এটাই আমরা চাই। আমার রাজ্যের প্রতিটি মানুষের জানা উচিত, ত্রিপুরা একটা গ্রো-ষ্টেট। তার ত্রুটি বিচ্যুতি অনেক থাকতে পারে। কিন্তু সেটাকে বড় করে দেখান মানেই ত্রিপুরা রাজ্যকে অপমান করা।

আমরা মাত্র ১৫ দিন আগে কনফারমেশান পেয়েছি। আমি এক বছর আগে মিসেস মারগারেট আলভা যখন ক্রীড়ামন্ত্রী ছিলেন তখন দিল্লী গিয়ে এই ক্রীড়া উৎসব এখানে করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। কারণ, ত্রিপুরায় যে সমস্ত উগ্রপন্থী ইত্যাদি হয়েছে এরপর ত্রিপুরার সঙ্গে এই সমস্ত ষ্টেটগুলোর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে একটা ঘাটতি পড়েছে, সেই সম্পর্কে পুনরায় উদ্ধার করার জন্য এই মিলনের যে একটা সুযোগ সেটাকে ত্রিপুরায় আনতে পারলে, এখানে ক্রীড়া দক্ষতা কতখানি প্রকাশ হলো তার চাইতে বড় কথা হলো এই সমস্ত স্টেটের ছেলেমেয়েরা একটা জায়গায় আসবে, পরস্পর পরস্পরের

সঙ্গে মিলবে। সেটা ছিল বড় উদ্দেশ্য। কিন্তু ওদেরকে বহুবার বলার পরও এই সরকার পরিবর্ত্তনের পর আমরা ওরিড ছিলাম যে আদৌ এটা এখানে হবে কিনা। অফিসাররাও স্বাভাবিক কারণে ওরিড ছিলেন যে উনাদের হয়তো দায়িত্ব এখানে নাও থাকতে পারে। এই ভাটিয়া মহোদয়ের নিকট টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং লোক পর্য্যন্ত পাঠানো হয়েছে। সে সময়ে মাত্র ১০-১৫ দিন আগে প্রথম কিস্তিতে ১৫ হাজার টাকা দিয়েছেন। তখন আমি শিউর ছিলাম না, যে এখানে এই অনুষ্ঠান করা যাবে। কারণ, আমরা দায়িত্ব নেই সাইটে, সমস্ত খরচ দিতে হয়। তার মধ্যে প্রথমে ১৫ হাজার টাকা তারপর ৩.১০ লক্ষ টাকা মাত্র দিয়েছেন ওরা। এছাড়া ট্রান্সপোর্ট থেকে শুরু করে সমস্ত টি. এ.র পেমেণ্ট ওদের একাউণ্টেণ্ট এসে এই আগরতলা শহরে পেমেণ্ট করেছেন। আমরা এর মধ্যে সমস্ত খাওয়ার ব্যবস্থা, লোক্যাল এরেঞ্জমেণ্ট মাঠ তৈরী করা, ওপেনিং-ক্লোজিং-এর এরেঞ্জমেণ্ট করেছি। যারা গিয়েছেন, আমার অনেক সাংবাদিক বন্ধু আমাকে বলেছেন যে ত্রিপুরার কোন মাঠে কোন আমলে, সে আগের কংগ্রেস আমলই হোক, আর বামফ্রণ্টের আমলেই হোক এই ধরনের কোন অনুষ্ঠান আমরা দেখিনি। এটা আমাকে উল্লেখ করতে হচ্ছে, কারণ এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এত ব্যাপক বন্দোবস্ত এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা করেছি। আমি চাইছিলাম এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য মহোদয়রা অন্ততঃ আমাদেরকে সাধুবাদ দেবেন যে এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা এত বড় এরেঞ্জমেণ্ট করেছেন। কারণ আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গিয়ে যে খাবার খেয়েছে, আর ত্রিপুরা রাজ্যে ওরা যে কথা বলেছে, সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে বলেছেন যে এরকম এরেঞ্জমেণ্ট, এই ধরণের কর্মসূচী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমরা কোথাও পাইনি। এটা দুর্ভাগ্য জনক যে ১৯ লক্ষ ১৭ লক্ষ এগুলি কিছুই নয়। এগুলি সমস্ত গাল গল্প রচনা করে বিভিন্ন জায়গায় একটা বিভ্রান্তি তৈরী করার একটা চেষ্টা চলছে। এটা রাজ্যের স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো। "২৯-৩-৯০ ইং তারিখে "ত্রিপুরা দর্পণ" প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'জাতীয় সঞ্চয় পত্র কেনার জুলুম উদয়পুরে কেরোসিন সংকট শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি।

বিগত আর্থিক বৎসরে ১৯৮৯-৯০ ইং সনে সরকারের আর্থিক সঙ্গতির উন্নয়ন প্রকল্পে যদিও স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের সর্বস্তরের জনগণের কাছে সঞ্চয় বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য মহকুমার ন্যায় উদয়পুর মহকুমায় জেলা এবং মহকুমা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে এবং হচ্ছে। তথাপি ঐ প্রকল্পে সঞ্চয় বৃদ্ধি করার জন্য কাহারো উপর জোর জবরদস্তি করা হয়নি। এই

প্রকল্পের অধীনে কোন কেরোসিন বিক্রেতাকেই জাতীয় সঞ্চয়পত্র ক্রয় কারর জন্য চাপ দেওয়া হয়নি।

ভোক্তাগণের মধ্যে বণ্টনের বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতাগণের কেরোসিন স্বল্প সঞ্চয়পত্র খরিদ না করায় ভোক্তাগণকে কেরোসিন দেওয়া হয় নি, এই অভিযোগ সঠিক নহে। বিগত ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং সালে উদয়পুর মহকুমার জন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার লিটার কেরোসিন বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু বিগত ১৯৯০ ইং সনের মার্চ্চ মাসের জন্য কেরোসিন বরাদ্দের পরিমাণ হঠাৎ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বেশ কমিয়ে দেওয়ায় ১ লক্ষ ২০ হাজার লিটার কেরোসিন তৈল উদয়পুর মহকুমার জন্য বরাদ্দ করা হয়, সেই অনুযায়ী ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসের বরাদ্দকৃত কেরোসিন ভোক্তাগণের মধ্যে বিলি বণ্টন করার জন্য সম্পূর্ণভাবে বিক্রেতাগণ মহকুমার বিভাগীয় মজুত ভাণ্ডার থেকে কেরোসিন তৈল তুলে নেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উচ্চ পর্য্যায়ের বার বার অনুরোধের ফলে বরাদ্দ পাওয়া যায় ফলে উদয়পুর মহকুমায় ইদানিং ৮০ লিটার কেরোসিন তৈল বরাদ্দ করা হয়। আশা করা যায় এই অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত কেরোসিন তৈল ভোক্তাগণের মধ্যে বিলিবণ্টনের জন্য তৈল কোম্পানীর মজুত ভাণ্ডার হইতে ইতিমধ্যে তৈল তুলে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য যদিও উল্লেখ্য এই সংবাদে উদয়পুরে কেরোসিন মজুতের প্রাচুর্য্যের কথা স্বীকার করা হয়েছে তথাপি ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের বরাদ্দকৃত কেরোসিন তৈল বিলি করার জন্য কেরোসিন বিক্রেতাগণ তুলে নেওয়ার ফলে উপরিক্ত সংবাদ অনুযায়ী এই কথা স্বীকার করা যায় না যে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের কর্তৃপক্ষকে ইচ্ছা অনুযায়ী টাকা জমা না দেওয়ায় কেরোসিন বিক্রেতাগণকে কেরোসিন দেওয়া হয় নাই বা তাহারা বরাদ্দকৃত কেরোসিন মজুত ভাণ্ডার হতে তুলে নিতে পারেন নি। তাই উল্লেখিত জাতীয় সঞ্চয় পত্র কেনার জুলুম উদয়পুরে কেরোসিন সংকট এই শিরোনামে ১৯শে মার্চ্চ ১৯৯০ ইং সনে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় যে সংবাদ প্রচার করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন, তাছাড়া এই সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ এখন পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের নিকট কোন স্তরেই আসে নি।

শ্রী জিতেন্দ্র সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি একটা এলাউ করবো। আপনি একটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলবেন।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান হচ্ছে—উদয়পুর ছনবনের কেরোসিন ডিলার হীরালাল সাহাকে উদয়পুরের এস ডি ও. ডেকে নিয়ে হুমকি দেন যে, জাতীয় সঞ্চয়পত্র না কিনলে তার ডিলারশিপ বাতিল করা হবে। তাকে ৫০০ টাকার জাতীয় সঞ্চয়পত্র কিনতে বাধ্য করা হয়।

অনুরূপভাবে উদয়পুর টাউনের কেরোসিন ডিলার ফনীন্দ্র রায়ের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং তাকে এক হাজার টাকার জাতীয় সঞ্চয়পত্র কিনতে বাধ্য করা হয়।

কেরোসিন ডিলার বরুণ কান্তি সাহা, তার স্ত্রীর ক্যানসার-এর রোগী তাকেও এক হাজার টাকার জাতীয় সঞ্চয়পত্র না কিনলে লাইসেন্স বাতিল করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়।

এইভাবে প্রত্যেক কেরোসিনের ডিলার যারা খুবই নিম্ন আয়ী এবং দৈনন্দিন কেরোসিন

বিক্রি করে তাদের জীবন জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হয় তাদেরকেও জাতীয় সঞ্চয় পত্র কিনতে বাধ্য করা হয়।

মফঃস্বলের যে কোন ছোট দোকানদারকে সর্ব্বনিম্ন ২,০০০ টাকার জাতীয় সঞ্চয়পত্র কিনতে বাধ্য করা হয়েছে। ফলে অনেক কেরোসিন ডিলার জাতীয় সঞ্চয়পত্র কিনতে না পেরে কেরোসিন সংগ্রহ করতে পারেন নি, ফলে জনসাধারণ প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

উদয়পুরের ৭৩টি রেশন সপের ডিলার প্রত্যেকেই ১০ হাজার টাকা করে জাতীয় সঞ্চয়পত্র কিনতে বাধ্য করা হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এইভাবে সব নাম বললে তো ১০০ জনের নাম বলা হয়ে যাবে, সংক্ষেপে আপনার পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান রাখুন।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার :– স্যার, আমি সবগুলি ক্লিয়ার হওয়ার জন্য বলছি।

শ্রীসুনীল দত্ত, শ্রীরায় ব্রেড হাউসের মালিককে ২০ হাজার টাকার জাতীয় সঞ্চয়পত্র কিনতে বাধ্য করা হয়। নতুবা তার দোকানের লাইসেন্স বাতিল করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়।

দীপঙ্কর সাহাকে নুতন ভাবে ৮ নং রেশন সপ দেওয়া হয়। এই রেশন সপের ডিলারশীপ দেবার ক্ষেত্রে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় যে, রেশন সপের পারমিশান পাওয়ার আগে ১০ হাজার টাকার জাতীয় সঞ্চয়পত্র ও রেশন সপ খোলার অনুমতি পাবার পর ১০ হাজার টাকার জাতীয় সঞ্চয়পত্র কিনতে হবে। এইভাবে জাতীয় সঞ্চয়পত্র কিনার জন্য অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করে উদয়পুরের প্রশাসনের ত্রাস সৃষ্টি করেছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছে কিনা এবং অবগত থাকলে তদন্ত করে রিপোর্ট জানাবেন কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে বলেছি যে জাতীয় সঞ্চয়পত্র কেনার জন্য আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে কোন লোকের কাছে জোর জবরদস্তি করার জন্য কোন অর্ডার নাই। আমার যতটুকু মনে হয় যে এরকম কোন ঘটনা এখন পর্য্যন্ত ঘটেনি। তবুও মাননীয় সদস্য যেহেতু এই হাউজে বলেছেন সেহেতু আমি এটা তদন্ত করে দেখব।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয়ের নিকট থেকে একটি প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি এবং উহা সভায় উৎথাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে উনার প্রস্তাবটি সভায় উৎথাপনের জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদীপক নাগ :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবের বিষয়বস্তু হল ত্রিপুরার ভূগোলিক বিচ্ছিন্ন অবস্থান ও যাতায়াত এবং পরিবহন ব্যবস্থার অসুবিধা ও উল্লেখযোগ্য অপ্রতুলতার কথা চিন্তা করে ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৯০-৯১ ইং সনের বাজেটে পেট্রোল ও ডিজেল ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধির ফলে নিত্য ব্যবহার্য পণ্য সামগ্রীর তৎসহ কৃষিপণ্য

বাজারজাত করণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে, পরিবহন মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণের শতকরা একশত শতাংশ ভর্তুকী রাজ্য সরকারকে দেওয়া হউক।"

আমি আশা করি মাননীয় সদস্যগণ এতে একমত হবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ত আগে কলিং এটেনশনের সময় আলোচনা হয়ে গেছে এবং সর্ব্ব সম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে লীডার অব্ দ্যা হাউজ এটা মুভ করলে আমরা সকলে মিলে সমর্থন জানিয়ে একসেপ্ট করা হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—হাউজের যেটা নিয়ম।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পিকার ঃ—হাউজের মতামত নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা সমর্থন করলে ত হয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—স্যার, এইটার উপরে নতুন করে কোন প্রাইভেট মেম্বারস রেজলিউসন করতে পারেনা। এইটা পার্লামেণ্টারী প্রেকটিস হচ্ছে যে লিডার অব্ দ্যা হাউস হি ইজ টু মুভ। কাজেই স্যার, আমি আপনার কাছে অনুরোধ রাখছি যে, লিডার অব্ দ্যা হাউসকে এইটা মুভ করার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ—মুভ তো একজন করেছেন এবং আমি সেটাকে এড্মিটও করেছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা নিয়মানুসারেই হাউসে মুভ করা হয়েছে। এবং মাননীয় স্পীকারের প্রতি সম্মান রেখে আমি হাউসের পক্ষ হয়ে এই প্রস্তাবটাকে এন্ডোরস্ করলাম এবং হাউস এইটাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করার জন্য আবেদন রাখছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—না না, এইটা হতে পারেনা। এইটা বে-নিয়ম।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ—তাহলে আমি এইটাকে এইভাবে ভোটে দিচ্ছি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ যে প্রস্তাবটা এনেছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা হাউস সমর্থন করার জন্য আবেদন রেখেছেন—আমি সেই প্রস্তাবটাকে এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হচ্ছে—ত্রিপুরার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্ন অবস্থান ও যাতায়াত এবং পরিবহন ব্যবস্থার অসুবিধা ও উল্লেখযোগ্য অপ্রতুলতার কথা চিন্তা করে ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রিয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, বর্তমান কেন্দ্রিয় সরকারের ১৯৯০-৯১ ইং সনের বাজেটে পেট্রোল ও ডিজেল ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধির ফলে নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্যসামগ্রী তৎসহ কৃষিপণ্য বাজারজাত করণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে, পরিবহন মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণের শতকরা একশত শতাংশ ভর্তুকী রাজ্য সরকারকে দেওয়া হোক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONED QUESTIONS
(ANNEXURE—"E")

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, লেয়িং অব্ রিপ্লাইজ্ টু দ্যা পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চান্।' বিধানসভার গত অধিবেশনে পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান্ নাম্বার ৪০ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এখন আমি মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু লে দ্যা রিপ্লাইজ্ অব্ পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০ অন্ দ্যা টেবিল অর্ব্ দ্যা হাউস।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো লেয়িং অব্ রিপ্লাইজ্ টু দি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চান। বিধানসভার গত অধিবেশনে পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান্ নাম্বার ৩ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান্ নাম্বার ৩ এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু লে দ্যা রিপ্লাইস্ টু দ্যা পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬ অন্ দ্যা টেবিল অব্ দ্যা হাউস।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : "The Tripura Professions, Trades Callings and Employments Taxation (second Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 5 of 1990,"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation (Second Amendment) Bil!, 1990 (Tripura Bill No. 3 of 1990)". বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—এ এই বিলের উপর যদি কেউ আলোচনা করতে চান তাহলে আলোচনা করতে পারেন।

(বিরোধী পক্ষের সদস্যদের পুনরায় সভায় প্রবেশ)

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমরা পার্লামেন্টোরী প্যাক্টিসের অধিকার পাব কি পাব না, সেই প্রশ্ন এসে পড়েছে।

মিঃ স্পীকার :—আমি পার্লামেণ্টারী প্রসিডিউর মেনেই হাউস্ চালাচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমি অনুরোধ করব এই হাউসে যাঁরা প্রবীন, ১০ বৎসর, ২০ বৎসর

ধরে এই এসেম্বলিতে আছেন তাঁদের মতামতের উপরও নির্ভর করা উচিত।

মিঃ স্পীকার :—আমি পার্লামেণ্টারী প্রসিডিউরের বাইরে কারও সংগে পরামর্শ করে হাউস্ চালাই না। আমি পার্লামেণ্ট প্রসিডিউর মেনেই হাউস চালাই। এখন কি আপনি বিলের উপর আলোচনা করবেন?

শ্রীসমর চৌধুরী :—আপনার রুলিংটা আপনি ব্রেক করছেন। আপনার রুলিং থেকে আপনি সরে যাচ্ছেন এর থেকে দুঃখজনক আর কি হতে পারে?

মিঃ স্পীকার :—কোনটা?

শ্রীমর চৌধুরী :—স্যার, এখানে যে বিলটা মোভ্ করা হয়েছে, আমি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করব যাতে এই বিলটি সিলেকট্ কমিটির কাছে পাঠানো হয়। সম্পূর্ণ বিলটার মধ্যে এত বেশী এনামেলি এবং যে দৃষ্টি-ভংগীতে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই দৃষ্টি-ভংগী আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারছি না।

স্যার, আমি দৃষ্টি আকর্ষন করছি, যে সিডিউলটা পরিবর্তন করে নতুন সিডিউলটা তৈরী করা হয়েছে, তাতে আক্রান্ত হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা। এই যে বিলটা এটা কন্সেনট্রেইড্ এগেইনস্ট মিডল ক্লাসেস্। আর মিডল ক্লাসের মধ্যে ট্রেডার রয়েছে। এখন যার তাদের নিজস্ব উদ্যোগে তাদের এমপ্লয়মেণ্টের সুযোগ সৃষ্টি করতে চায়, ছোট ছোট পুঁজি নিয়ে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছেন। আমি এখানে প্রথমেই উল্লেখ করব মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের কথা।

একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বেতন কত পান? আমি খোঁজ খবর নিয়ে যা জেনেছি, আমি মনে করি যে, এই সংগ্রহীত তথ্য সঠিক। ক্লাস ফোর একজন কর্মচারী, তার বেসিক পে শুরুতেই হচ্ছে ৭৭৫ টাকা। প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার, এই বিলটিতে যে জিনিসটা আনা হয়েছে, তাতে যে জিনিসটা সংশোধন করা হয়েছে গ্রস ইনকামের উরর 'টোট্যাল গ্রস এনিউয়াল ইন্কাম" এই ভাবে সিডিউলটা তৈরী করা হয়েছিল। সেই সিডিউলটাকে সংশোধন করতে তাই রাখা হয়েছে। টোট্যাল গ্রস এনিউয়াল ইনকাম। এই গ্রস এনিউয়াল ইনকামে একজন ক্লাস ফোর কর্মচারী, যার বেসিক পে ৭৭৫ টাকা। প্রতি মাসে সর্বোচ্চ তিনি ড্র করে থাকেন ১১৫৮ টাকা।

এই কর্মচারীর ও রেহাই নেই। দশ হাজার টাকা যদি সলিং হয় নিম্নতম, এর নিচে হলে পবে একমাত্র ট্যাক্স থেকে মাপ পাবেন। নাহলে ট্যাক্স দিতে হবে এই ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীরও মাপ নেই। আটশ টাকা যাদের বেসিক পে তারা সব মিলিয়ে পান ১১৮৯ টাকা। ৮৫০ টাকা পর্য্যন্ত হায়ার গ্রেট উইথ ইনক্রিমেণ্ট সেখানে ১২৫১ টাকা। বর্তমানে যখন টাকার দাম বার পয়সা, তের পয়সা, ষোল পয়সা, এখন হিসাব বেরোচ্ছে সারা ভারতবর্ষে। প্রায় সেলস্ ট্যাক্স যখন নাকি ছয়শ সাতাশ থেকে, সেই দিন আমি বিধানসভায়, আমার যতদূর মনে পরে এই ছিয়াত্তর ইনটেক্স উঠে গেছে। তাও আজকে নয়, এই রিপোর্ট উঠেছে, এই রকম অবস্থা সেই অবস্থায় ১২৫১ টাকা সার্বিক একটি মাসে যার আয় হয় সে কি করে

বাঁচবে, তাকেও ট্যাক্স দিতে হয়। ক্লাস ফোর কর্মচারী তাদেরও নাকি রেহাই নেই। নেকস্ট স্যার, আমাকে ক্লাশ থ্রী কর্মচারী সম্পর্কে বলতে হচ্ছে, যারা এল. ডি. সি. তাদের বেসিক পে ৯৭০ টাকা, সব মিলিয়ে পান ১২৮২ টাকা। তার পরে মেডিকেল এলাউন্স, হাউসরেন্ট, সব মিলিয়ে ১৩৮৩ টাকা বেতন পান। সব গ্রস ইনকাম মাসে। সমস্ত গ্রস ইনকাম বলতে কি বুঝায়? গ্রস ইনকাম, টোট্যাল ইনকাম, স্যার, সেই টোট্যাল ইনকামের মধ্যে এটা করা হচ্ছে। আমি একটা জিনিস উল্লেখ করতে চাই, অল্প কয়দিন আগের কথা, ২৩শে মার্চ তারিখ গৌহাটি হাইকোর্টে একটি কেইস হয়েছিল, এই প্রভিশনাল টেক্স সম্পর্কে মামলা। গর্ভণমেণ্ট প্রেস, সেই প্রেস কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কে আটকেছিল। গৌহাটি হাইকোর্ট থেকে, আগরতলা বেঞ্চ থেকে ২৯শে মার্চ তারিখ রায় দিয়েছেন। শুধু বেসিক পে এবং ডি. এ-র উপর আয়কর কেটে পনের দিনের মধ্যে ত্রিপুরা সরকার প্রেস কর্মচারীদের পুরো বেতন মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। স্যার, এই দিক থেকে বলতে পারি যে, শিক্ষক কর্মচারী যারা আছেন নিচুস্তরে যাদের খুব অল্প বেতন, এই যে সিডুউলটা করা হচ্ছে, সংশোধন করা হচ্ছে, মাত্র দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত, যেটা এনুয়েল ইনকাম, এর ফলে সমগ্র মানুষ, এই নিচু স্তরের মানুষ যারা নিম্ন আয় ভোগী এরা সাংঘাতিকভাবে মার খাবে। শুধু কি তাই স্যার, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি তারও এটাতে আরো রয়েছে, লিগেল প্রেকটিশনারস ইনক্লুডিং পলিসারস এণ্ড লোটারী পাবলিক ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানে কোন ইনকামের প্রশ্ন নেই। সাধারণ ভাবে বলেছেন লেস দ্যান থ্রি, ইয়ার্স তাদের নিল। তাদের কোন পেশা কর দিতে হবে না, প্রভিশনাল টেকস দিতে হবে না। তার পরে থ্রি ইয়ার্স অর মোর বাট দ্যান ফাইভ ইয়ার্স, দুইশত টাকা প্রত্যেক বছরে তাদের দিতে হবে। ফাইভ ইয়ার্স মোর লেস দ্যান টেন ইয়ার্স তিন টাকা করে বছরে দিতে হবে।

স্যার, আমরা দেখছি যে লিগ্যাল প্রেকটিশনার্স ইনক্লুডিং সিলিসিটর্স এ্যাণ্ড নোটারিজ পাবলিক, এতে কার কি ইন্‌কাম হবে, তার কোন প্রশ্ন নেই, সাধারণভাবে বলা হল লেস দ্যান ত্রি ইয়ার্স হলে, তাদের কোন রকম পেশাকর দিতে হবে না, আর যাদের মোর দ্যান থ্রি ইয়ার্স বাট লেস দ্যান ফাইভ ইয়ার্স, তাদের ২০০ টাকা করে দিতে হবে. আর মোর দ্যান ফাইভ ইয়ার্স বাট লেস দ্যান টেন ইয়ার্স, তাদের ৩০০ টাকা করে দিতে হবে। স্যার, এখানে একটা প্রশ্ন যারা লিগ্যাল প্রেকটিশর্নাস, তারা কি সবাই সমান আয় করে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাজার হাজার টাকার চুক্তি করছেন। যেমন সমীরবাবুদের মত যারা আছেন, তারা আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ ২০০ থেকে ৪০০ টাকাও ইন্‌কাম করতে পারেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ৫ থেকে ১০ বছর ধরে প্রেকটিস করছেন, তাদেরকে একই হারে দিতে হবে, সেখানে কার কত আয় হল বা না হল তার কোন প্রশ্ন নেই। অথচ, এগুলি পরীক্ষা করার দরকার আছে। তারপর হচ্ছে চীফ এজেন্টস, প্রিন্সিপাল এজেণ্টস, স্পেশাল এজেণ্টস, ইনসুরেন্স-এজেণ্টস এ্যাণ্ড সার্ভেয়ার্স, তারা রেজিস্টার্ড হউন অথবা লাইসেন্স প্রাপ্ত হউন সেখানেও যাদের বৎসরে ১০ হাজার টাকা ইন্‌কাম অবশ্য সেই ইন্‌কামটা কিভাবে ঠিক হবে, সেটা কেউ জানবে না। তাদেরকেও এ একই

রেটে পেশা কর দিতে হবে। কাজেই, এগুলিরও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখার দরকার আছে। তারপরে আছে—এস্‌টেট এজেন্ট, ব্রুকার্স কমিশন এজেন্ট, ক্লিয়ারিং এ্যাণ্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এছাড়া এগুলির একটা আইটেম আছে। সেটা হল কণ্ট্রাক্‌টর্স, অল টাইপ্স অব কনট্রাক্‌টার্স, সেই কনট্রাক্‌টারদের কার কত আয় হল, তার হিসাব নিকাশ করার কোন বালাই নেই। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তাদেরও বৎসরে ৫০০ টাকা করে দিতে হবে। স্যার, গত এক বছরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তাতে একজন কণ্ট্রাক্‌টার বৎসরে ৫/৬/৭/২০ লাখ টাকা রোজগার করেছে, আপনারাই বলুন না, একজন "এ" ক্লাশ অথবা "বি" ক্লাশ কণ্ট্রাকটার বৎসরে কত টাকা আয় করেন অথচ তাদের ক্ষেত্রে ঐ ৫০০ টাকা। কাজেই এই জোট সরকারের পেশাকর ধরার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিটা কি আমরা এখন বুঝতে পেরেছি। মনে হয় সেখানে সমাজতন্ত্র না হলেও অন্ততঃ সমান তন্ত্র চালু করতে চাইছে। স্যার, তার পরে আছে-ডিলার্স রেজিষ্টার্ড অর নট, যাদের যদি টার্ণ-ওভার ১ লাখ টাকা হয়-কিন্তু আমরা এর মধ্যে কি দেখছি, আমরা দেখছি যে, এই রাজ্যের মধ্যে চোরা কারবারী, ব্লেক মার্কেটিয়ার্স, তারা বৎসরে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার টার্ণওভার করেছেন। আর, এই টার্ণওভার কথাটা বলে এখানে সবাইকে এক সমান করতে চাওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যারা কোটি কোটি টাকার টার্ণওভার করছে আর অন্য যারা পেটি বিজনেস করছে, তাদের সবারই একই হারে পেশাকর দিতে হবে। তারপর আছে—ওনার্স অব রাইস ওয়েল মিল, স্পিনিং মিল। স্যার, এই রাইস মিল ওনার্সদের মধ্যে এখন অনেক উপজাতি পরিবার আছে, অথবা বেকার আছে গ্রামে গঞ্জের মধ্যে যারা স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বামফ্রণ্টের আমলে কিছু কিছু রাইস মিল করেছে, সেখানেও কোন প্রশ্ন নেই। তাদেরকেও সমান হারে পেশাকর দিতে হবে অন্য যে সব মিল ওনার্স আছে, যারা লক্ষ শত টাকা ইন্‌ভেষ্ট করেছে, তাদেরও যা আর ৫/১০/২০/ হাজার টাকা যারা ইন্‌ভেষ্ট করেছে, তাদেরও এই অবস্থা। স্যার, তারপরে আছে—নার্সিং হোম, হস্পিটাল, এ্যাক্স-রে ক্লিনিক, বিউটি ক্লিনিক্স, প্যাথলজিক্যাল লেবরিটিরিজ ইত্যাদি যারা ওনার্স আছে, তাদের মধ্যে আমরা একটা অংশকে দেখতে পাচ্ছি ডাক্তার তার ফার্মাসিষ্টদের। তারা সরকারের চাকুরী করবে, আবার ১০ হাজার টাকার চুক্তি করবে এক একটা পেট অপারেশন করার জন্য।

কিন্তু ডাক্তারদের একটা অংশ. ফার্মাসিস্টদের একটা অংশ তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি এক দিকে চাকুরী করে অন্য দিকে দশ হাজার টাকা চুক্তি পেট অপারেশন করতে হবে, ২০ হাজার টাকা চুক্তি কেবিনের ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের ইনকাম। কেবল আকাশচুম্বী স্বর্গের দালান হচ্ছে। ওদের মধ্যে যারা সাধারণ ডাক্তার, সাধারণ ফার্মাসিষ্ট তাদের ক্ষেত্রে যেমন ৫০০ টাকা ওদের ক্ষেত্রে যারা লক্ষ লক্ষ টাকা নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও ৫০০ টাকা বার্ষিক টেকস দিতে হবে। ট্রেন্সপোর্টে যাদের একটা গাড়ী আছে, তাদের ক্ষেত্রেও ৫০০ টাকা আরার যাদের দশটা বিশটা গাড়ী আছে তাদের ক্ষেত্রেও ৫০০ টাকা। দেখছি আমাদের মন্ত্রী মতিলাল সাহার বড়ীর সামনে ডজনে ডজনে গাড়ী আসছে।

স্যার, ত্রিপুরায় কালো টাকা মাটিতে রাখছে। এখানে নানা কথার উত্তর দেন। হাইকোর্ট থেকে অর্ডার জারি হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী সমীর বাবুর নাম তাতে পাচ্ছি, সুধীর বাবুর নামও পাচ্ছি, মাটিতে টাকা রাখছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) ঃ—উনাকে প্রমাণ করতে হবে। উনি বলেছেন হাইকোর্ট থেকে অর্ডার জারি হচ্ছে যে সমীর বাবু এবং সুধীর বাবু কালো টাকা মাটিতে রাখছে। উনাকে প্রমাণ করতে হবে। তা না হলে প্রোসিডিংস থেকে এটা একস্পাঞ্জ করতে হবে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, উনাকে প্রমাণ করতে হবে। তা না হলে এটা প্রোসিডিংস থেকে একস্পানজ করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসে মন্ত্রীদের রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার। যে যা খুশী অভিযোগ জানাবে মিনিস্টারদের বিরুদ্ধে তা প্রমাণ করবে না? এটা হতে পারে না। এটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ—হ্যাভ ইউ এনি পেপার? আপনাকে কালকে পর্য্যন্ত সময় দিলাম। তা না হলে একস্পাঞ্জ হয়ে যাবে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত জানতে পারছি। কো-অপারেটিভ সোসাইটি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, উনার বয়স আমার সমান। কিন্তু টাকার গরমে উনার সব চুল সাদা হয়ে গেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—একজন মন্ত্রীর কি রিপ্লাই এই হয়?

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—উনার রিপ্লাই যদি এই হয়, তবে আমার আর বলার কিইবা থাকতে পারে?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—স্যার, আমি শেষ করছি। স্যার ল্যামস, প্যাকস্‌-এর এই চেহারা তা কিভাবে হল? এরা কি ব্যবসা করতে নেমেছিলেন? সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ লোক এইগুলির মেম্বার। কালো টাকা ধরা নয়, রিসোর্স। এইগুলি করলে আমাদের সরকারের আয় বাড়বে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও চায় রাজ্যের আয় বাড়ুক। কিন্তু আয় বাড়াবার জন্য রাজ্যের গরীব মানুষ এই যে পুলিশ কনেস্টবল আছেন, তারাও বাদ যাবেন না একজনও। প্রত্যেকের উপরই পেশা কর পড়বে। এমন কি হোম গার্ডের একাংশও পড়বে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শেষ করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—স্যার, আমি শেষ করে ফেলছি। স্যার, এই যে 'ত্রিপুরা প্রফেসনালস, ট্রেডস, কলিং অ্যাণ্ড অ্যাম্‌প্লয়মেণ্টস ট্যাকসেস শান (সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৯০ (ত্রিপুরা বিল নং-৩ অব ১৯৯০) এটা প্রকৃত পক্ষে চরম আক্রমন মধ্য বিত্ত, নিম্ন মধ্য বিত্ত, যারা দরিদ্র, যারা গরীব তাদের উপর চরম আক্রমন এসেছে। কাজেই আমি বলব, এই বিল সিলেকট কমিটিতে পাঠানো হউক। যাতে

সেখানে বিচার বিবেচনা করে দেখা হয়। স্যার, গরীব মানুষকে বাঁচাবার জন্যই বলছি। বলছি এ কারণে, যাতে ব্ল্যাক মানি উদ্ধার পায়, চোরাকারবারীদের নানা রকম গোপন টাকা আছে তা উদ্ধার করার জন্য। এতে ত্রিপুরা রাজ্যের আয় বাড়বে। ইন-ডাইরেক্ট পথ বন্ধ করে যাতে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসা যায় সেটা দেখা দরকার। সেই উদ্ধারীকৃত টাকা রাজ্যের গরীব মানুষের কাজে লাগান যায় তারজন্য এই বিলকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য আবার দাবী করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "দি ত্রিপুরা প্রফেশানস, টেড্রস, কলিং অ্যাণ্ড অ্যামপ্লয়মেন্টস্ ট্যাকসসেশান (সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৯০ (ত্রিপুরা বিল নং-৩ অব ১৯৯০)" যে আনা হয়েছে সেটার উপরে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হয়, ১৯৭৬ সালে ৫,০০০ টাকার উপর অ্যাক্সজাম্পশান করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরে ১০,০০০ টাকা অ্যাক্সজাম্পশান করা হল। কর্মচারীদের বেতন অনেক বেড়েছে এই কারণে আর অ্যাক্সজাম্পশান হল না। এখানে ক্লাস ফোরদের কথা বলা হয়েছে। স্যার, আমি বলতে চাই, এর আগেও ক্লাস ফোররা কেহ কেহ পেশা কর দিতেন। সেটা ইনকামের উপর নির্ভর করত। যাদের ইনকাম ৫ হাজার ছিল সেটার উপর হানড্রেড পার্সেণ্ট অ্যাক্সজাম্পশান দেওয়া হয়েছে। স্যার, আমি বলব যে, আমরা এটা সিলেক্ট কমিটিতে না পাঠিয়েও পরবর্তী সময়ে অ্যাক্সজাম্পশান লিমিট বাড়াতে পারি, যখন দেখব যে, অ্যাক্সজাম্পশান লিমিট বাড়ান উচিত।

স্যার, আমি এটা স্বীকার করি যে ক্লাস ফোর এমপ্লয়ীদের একটা অংশ এই প্রফেশনাল ট্যাক্স্-এর আওতায় পড়েছেন যেহেতু তাদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। এর অর্থ তাদের আয় বেড়েছে। স্যার, ১০ বৎসরতো উনারা শাসন করেছিলেন। আজকে যে প্রশ্ন এখানে উঠিয়েছেন, এই প্রশ্নকি উনাদের সামনে ছিল না? ১৯৭৬ ইং সালের পর আজকে ১৯৯০-৯১ ইং সালে এই রেট অব ট্যাকস বাড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের আয় কত বেড়েছে? সরকারের দায়িত্বওতো বেড়েছে। কাজেই, সব কিছু চিন্তা করেই আজকে এই বিলটা আনা হয়েছে। যদিও আমি বলছি, ট্যাকস বসানো অত্যন্ত আনপপুলার কাজ, কেউ এটাকে ভাল মনে নেননা এটা সত্য কথা। যারা ব্যবসা করছেন তাদেরকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে এই বিলে। আমি মনে করি এটা যাষ্টিফাইড। টাকস বসানো যদিও সরকারের একটা আনপপুলার কাজ। তবুও আমি মনে করি এই টাকা জনগণের কল্যাণের জন্যই ব্যয় করা হয়। এই হাউসে অনেক সদস্যই ডিমাণ্ড করেন যে এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে এবং ন্যায় সঙ্গত বলেই তাঁর সরকারের নিকট এই দাবী করেন। সরকার যদি সেই কাজগুলি করতে পারেন তাহলে জনগণের খুবই উপকার হয়। কিন্তু সব কাজ করতে পারেন না আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য। সুতরাং আয় বাড়ানোর জন্য রিসোর্স মবিলাইজ আমাদের করতে হবে। নিজস্ব রিসোর্স যেখানে ২ পার্সেণ্ট এবং ৯৮ পার্সেণ্ট আমাদের

বিভিন্ন ভাবে নির্ভর করতে হয়, সেখানে আমাদেরকে এই প্রচেষ্টা নিতেই হবে। আমরা শুধু নিতেই চাই না, আমরা দিতেও প্রস্তুত। আমাদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে আমরা দিতেও প্রস্তুত। এই মানসিকতা আমাদের রয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সঙ্গে আলোচনার সময় বিশেষ করে ফিনান্স কমিশনের সঙ্গে যখন আলোচনা করা হয় তখন এটার উপরই জোর দেওয়া হয় যে, বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানো একান্ত দরকার। আমরাও এটার দাবী করছি, আমরাও সেদিকে যাচ্ছি, সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি। কারণ সম্পূর্ণ ভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে আমাদের নিজস্ব ক্ষমতায় আমরা বাঁচতে চাই। ফিনান্স কমিশ্যান এবং প্ল্যানিং কমিশ্যানের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব ক্ষমতার মধ্য থেকে যাতে নিজস্ব পায়ে দাঁড়াতে পারে সেজন্য আলাপ হয়েছে। এবং সেই সমস্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। স্যার, এখানে আমি এইটুকু বলতে চাই যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বা বিভিন্ন রাজ্যের যে ছোট রাজ্যগুলি আছে এটা সত্য কথা যে তার নিজস্ব ক্ষমতায় এই রাজ্যগুলি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই এই রাজ্যগুলি পরিচালনা করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য প্রয়োজন এবং তার জন্য আমরা দাবী রাখছি।

এই রাজ্যগুলি সৃষ্টি হয়েছে ঐতিহাসিক কারণে এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এবং এই রাজ্যগুলিকে তার আর্থিক বুনিয়াদ সৃষ্টির জন্য সেই রাজ্যগুলিকে তার নিজের পায়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। তাই এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদার হস্তে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে এবং সেই মানসিকতা কেন্দ্রীয় সরকারের থাকতে হবে। অন্য দিক থেকে এই ব্যাপারে আমাদেরও কষ্ট হতে পারে এটা আমরা স্বীকার করছি। কিন্তু আমাদের রাজ্যে যে আয় সেই আয়ের তুলনায় আমাদের রাজ্যের জনগণের কষ্ট হতে পারে। কষ্ট হলেও আমরা চাই আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে নেবার জন্য। আমাদের যে সীমিত ক্ষমতা রয়েছে, আমরা সেটাকে নিয়ে বাঁচতে চাই। স্যার, সেই মানসিকতা নিয়ে আজকে এই যে ট্যাক্স্ আমাদের রাজ্যে বসানো হয়েছে, আমি আবার বলছি এই ট্যাক্স্ ১৪ বছর পর এই প্রথম এই ব্যাপারে আমরা বৃদ্ধি করার কথা চিন্তা করছি এবং সেই ভাবে এই বিল আনা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকালিদাস দত্ত। সংক্ষেপে বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—এই রাজ্যে সম্পদ সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা আছে। সে কারণে আমাদেরকে রাজ্যে আরও সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে। তা না হলে চলবে না। কেন্দ্র আমাদের কাছে কিছু নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই সম্পদ আমাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ট্যাক্স এগজেম্পসন-এর আওতায় আনা হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ। ওদের আমলে ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীকেও ৫০ টাকা কর দিতে হত। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় বলেছেন যে, গরীব বিশেষ করে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও এই এগজেম্পসন পাবে না। কিন্তু আমরা হিসাব করে দেখেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগ কর্মচারী এটার

সফল পাবে। মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী বলেছেন যে, একজন বিগ কণ্ট্রাকটর ও একজন স্মল কণ্ট্রাক-টরকে আমরা এক করে দিয়েছি। ওদেরকে এখন সমান ট্যাক্স দিতে হবে। নূতন যে আইন চালু করা হয়েছে তাতে ক্যাটাগরী করা আছে। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, প্রতি ব্যবসায়ীকে রিটার্ণ জমা দিতে হয় এবং সে অনুসারে ট্যাক্স দিতে হবে। আজকে আমরা দেখছি যে, এই বামপন্থী বন্ধুরা কাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। বড় বড় ব্যবসায়ী যারা আছেন আজকে তারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। বড় বড় ব্যবসায়ী যারা আছেন আমরা তাদেরকে ৫০০ টাকা দেওয়ার কথা বলেছি কিন্তু এতে ওনারা রাগ করছেন। অথচ ওনারা ত বলেন যে ওনারা গরীব মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আমাদের এই রাজ্যে কেন্দ্রের যে, রিজার্ভ ফোর্স আছে, আমরা তাদেরকে এর আওতার বাহিরে রেখেছি। মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, ভারতের সংবিধানের যে, অ্যামেণ্ডমেণ্ট করা হয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে ২,৫০০ টাকা পর্য্যন্ত ট্যাক্স করার অধিকার দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে আমরা সর্বাধিক ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত করেছি। এটা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে। যেখানে ২,৫০০ টাকা করা যায় সে তুলনায় এটা নগণ্য। আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বলতে চাই যে তাদের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রফেশন্যাল ট্যাক্স ৯০০ টাকা পর্য্যন্ত করে দিয়েছেন। সেই তুলনায় আমরা মাত্র ২৭৫ টাকা ট্যাক্সের আওতায় কর্মচারীদের এনেছি। এই রাজ্যের মানুষের উন্নতির জন্য বাড়তি সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলছে এতে এই রাজ্যের মানুষের কল্যাণের জন্য আনুমানিক ১ কোটি টাকা আসবে। সুতরাং আমি আর বিশেষ কিছু বলব না। আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের বলব আপনারা এই বিলটি সমর্থন করুণ ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু এক্সপ্লেইন করে দিন যে ২৯ পার্সেণ্ট ডি. এ. চালু করার কথা কিন্তু সেণ্ট্রাল হারে হলে ৩৮ পার্সেণ্ট হওয়ার কথা তাহলে কত হয় হিসাব করে দেখুন ত যে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় একজনের বেতন।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উংথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো : **"The Tripura, Professions, Trades, Callings and Employments Taxntion (Second Amendment) Bill, 1990 (Tripurn Bill No. 3 of 1990).** বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :—আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং, ৩নং এবং ৪নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউল) বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার : এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্যকরা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার : - সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, 'The Tripura Profession, Trades, Callings and Employments Taxation (Second Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 3 of 1990.)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

Shri kalidas Datta (Minister of State) :—Mr. Speaker Sir, That the "Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation (Second Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 3 of 1990. be taken in to consideration the also that the Bill be passed.

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো : "The Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation (Second Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 3 of 1990.) পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।).

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Purchase Tax Bill, 1990, (Tripura Bill, No. 10 of 1990)" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে, আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Sri kalidas Datta (Minister of State) :—Mr. Speaker Sir, that ' The Tripura tax Bill, 1990 (Tripura Bill No. 10 of 1990." be taken into consideration and Also that the Bill be Passed.

মিঃ স্পীকার :—এই বিলের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে। কেউ যদি আলোচনা করতে চান করতে পারেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিলটির বিরোধিতা করছি এবং এই বিলটি সিলেকট কমিটিতে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করছি। স্যার, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এই

জোট সরকারের ধ্যান দৃষ্টি কেন শেষ পর্যন্ত জুট গ্রোয়ারস্ এবং গ্রামাঞ্চলে যারা মূলিবাঁশ কেটে আগরবাতির শলা তৈরী করে এবং সেই শলা বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন-তাদের উপরে পড়বে।

স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে সুতি পাট কম হয়, এবং মেস্তা পাট বেশী হয়। আর এই মেস্তা পাট জুমিয়ারাই উৎপাদন করেন বেশী। সাধারণতঃ লেফ্ট্ ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতায় আসার আগে পর্য্যন্ত সব সময়েই ট্রাইবেলরা এই মেস্তা পাট ফড়িয়াদের কাছে অত্যন্ত কম মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য হতেন। লেফ্টফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিলাম জে, সি, আই, এর উপর এবং গ্রামাঞ্চলে এবং পাহাড় অঞ্চলে পাট কেনার জন্য সরকার যে প্রাইস ফিক্স্ড্ করে দিয়েছেন সেই ফিক্সড্ রেটে পাট কেনার জন্য নির্ধারিত ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্গুলিকে আমরা বাধ্য করেছিলাম। এবং সেখান থেকে জে, সি, আই, পাট এনে জুট মিলে এই পাট সরবরাহ করতো। কিন্তু এখন জে, সি, আই, বলে কিছুই নাই। স্যার, আমরা আগেই বলেছিলাম যে, এই বছর আট জন লোক না খেয়ে মরেছে এবং এদের মধ্যে ৭ জনই হচ্ছে ট্রাইবেল। মাননীয়া বিভুকুমারী দেবী এখানে উপস্থিত নেই। থাকলে জিজ্ঞেস করতাম-গরীবের কথাতো অনেক বলেছেন, ট্রাইবেলদের কথা অনেক বলেন। কিন্তু একজন মিডলম্যান-ফড়িয়া তাদের উপরে যাতে টেক্স্ না পড়ে সেটাই করেছেন। কারণ, যে ৪ পারসেণ্ট টেক্স্ তারা দেবে সেটা তারা নিশ্চয়ই তাদের পকেট থেকে দেবে না। এই টেকস্ দেবার জন্য তারা পাটের দাম আরো কমাবে। কাজেই, এইটা থেকে বুঝা যায় ওদের দৃষ্টিভঙ্গি কি।

আমি খুব বেশী দীর্ঘ করবনা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তারপর ঐ আগরবাতি স্টিক্ স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, শলা তৈরী করে বাইরে পাঠানো হয়। তার উপর ৪ শতাংশ টেক্স। এবং বাঁশ থেকে যারা শলা তৈরী করে বাইরে পাঠায়। তার আর কোন ইনকাম নাই। আমি ব্যক্তিগত-ভাবে বহু পরিবারের সংগে আলাপ-আলোচনা করেছি। মা-ছেলে-স্বামী-বাচ্চা-কাচ্চা এগুলি তৈরী করে। আবার সব জায়গাতে বাঁশ পাওয়া যায় না। এক থেকে দেড় টাকা দিয়ে একটি বাঁশ কিনে, শলা তৈরী করে মধ্যবিত্ত দালালের কাছে বিক্রয় করে এবং পরবর্তী সময়ে তারা সেই শলাগুলি বাইরে রপ্তানি করে। তারপর তাদের উপর আবার ৪ শতাংশ টেক্স্। আমি এই বিলটার মধ্যে এই দুইটি আইটেমই বললাম। এবং কতটুকু জনবিচ্ছিন্ন। জোট গ্রোয়ার্স'রা বিক্রি করতে পারছেন না। মেস্তা পাট ···। আর যারা এখানে শলা বিক্রি করেছেন তাদের উপর ৪ শতাংশ টেক্স্। তবে কি এটাকে সমর্থন করতে পারি? ট্রেজারি বেঞ্চে যারা আছেন, একটু চিন্তা করে দেখুন যে এটাকে কি আমরা সমর্থন করতে পারি? একটু অনেস্টলি ভেবে দেখুন আপনারা। কাজেই, আজকে আমি অনুরোধ করছি বিলটি যেন সিলেক্ট্ কমিটির কাছে পাঠানো হয় আলোচনার জন্য। এবং এটাকে যেন ড্রপ করা হয় সে প্রস্তাব করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল চীপ্ মিনিস্টার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এই বিলটির বিরোধিতা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন, তাতে তিনি হাউস্‌কে বিভ্রান্ত করেছেন। আমি জানিনা উনি কি উদ্দেশ্যে এটা বলেছেন। যে বিলটা আনা হয়েছে এবং যে কমিউনিটির উপর এই টেকস্ বসানো হয়েছে। প্রথমতঃ এই রাজ্যের কোন মানুষ এই টেকস্ দিবেন না। গ্রোয়ার্সদের কাছ থেকে যারা মাল কিনবে তারা এই টেকস্ দিবেন। কারা এই মাল কিনছেন ? বড় বড় মাড়োয়ারীরা। যারা বড় বড় বিজনেস্ ম্যান এবং কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করেন।

আর এখানে মাননীয় সদস্য এই বিলটাকে বিরোধিতা করছেন। উনি যে জুট গ্রোয়ার্সদের কথা বলেছেন। সেখানে এই যে টেকসটা জুট গ্রোয়ার্সদের উপর বসানো হয় নাই। সুতরাং তারা কোন ভাবেই এফেকটেড্ হবে না।

তাই আমি মনে করি না, এখানে বার বার এই বিদ্যুৎ সম্পর্কে উনাদের সেই সমস্ত আজবিক কথার উত্তর দিতে হবে। আপনারা পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখুন, পশ্চিমবঙ্গেতো আপনাদের সরকার পনের বছর হতে চলেছে, সেখানে বিদ্যুতের অবস্থা কি বেহাল, সেই কথাতো আপনারা এখানে একদিনও তোলেন নাই। যেটা আপনাদের বামফ্রন্ট আমলে যে রকম বেহাল অবস্থা ছিল, এর মতই পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে। যেটা বিধানসভার অধিবেশনে মুলতুবী ঘোষণা করতে হয়, আধ ঘণ্টার জন্য যেখানে বিদ্যুৎতের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হয়। আপনারা সেই সমস্ত দেখুন, সেই উদাহরণ আপনারা পশ্চিমবঙ্গে দুই দিন গিয়ে থাকেন তাহলে পরে বুঝতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কি রকম, বামফ্রন্ট সরকার সেখানে আছে। আমরা যেখানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার সহযোগিতা আপনাদের কাছে। এখানে তো আপনারা অনেক বলেছেন, তার উল্লেখ করতে চাইছিলাম না, কিন্তু করতে হয় আজকে। যে উপজাতির দরদী, উপজাতিদের দরদী ছাড়া তাদের আর কোন বক্তব্য নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের চব্বিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে সাত থেকে আট লক্ষ আমাদের সংখ্যা যখন উনারা ক্ষমতায় ছিল, যখন আমরা বিরোধী আসনে ছিলাম, তখন উপজাতির কথা বললেই বলত এটা সাম্প্রদায়িক। ত্রিপুরা রাজ্যে চব্বিশ লক্ষ মানুষের বসবাস এখানে এক জাতির কথা ভাবলে হবে না করে কত কথা বলত। আর যখন বিরোধী আসনে গেল এই চব্বিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে আঠার লক্ষ যে বাঙ্গালী আছে এটার কোন কথা উল্লেখ করতে চাইছেন না, শুধু কেন সুড়সুড়ি উপজাতিকে পুঁজি করে উপজাতিদের দরদী দেখিয়ে সর্বদা উপজাতিদের খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এই পুরানো টেপ রেকর্ড বাজানো আর হবে না, বাদলবাবু খুব মাশুল দেখিয়ে বলে গেছেন যে এ, ডি, সির কথা। যে এ, ডি, সির কথা এখানে বলেছেন সাড়ে পাঁচ হাজার ডেপুটেশনে আছে। সেভেন সিডিউল তিন বছর, সিকস্ সিডিউল পাঁচ বছর সামনে জুলাই মাসের ১৯ তারিখ হলে হবে। আট বছরে কতজন চাকুরী দিয়েছেন। আপনি এখানে উত্থাপন করেছেন ২৬৫ জন এবং ১৯৮৪ সালে আমি বিধানসভায় একটি প্রশ্ন করেছিলাম, যে দশরথবাবু তৎকালীন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী তথা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন।

সুতরাং সেই সমস্ত ধনী ব্যক্তিদের উপর যদি এই পার্সেঞ্জ ট্যাক্স পড়ে, তাহলে সাধারণ মানুষ অথবা কৃষকদের কি ক্ষতি হতে পারে, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে কথা বলছেন, তা তো আমার বোধগম্য হচ্ছে না। স্যার, এই ধরনের ট্যাক্স বিল আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামে ১৯৬৭ সাল থেকেই চালু আছে কিন্তু আমরা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা বিবেচনা করে এতদিন সেটা এই রাজ্যে চালু করিনি। তাছাড়া, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিভিন্ন ট্যাক্সের মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের যে বৈঠক হয়ে গেছে তার মধ্যে এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার ফল স্বরূপ আমরা আমাদের এই রাজ্যের আয় কিছুটা বাড়াবার প্রয়োজন আমরা এই পার্সেজ ট্যাক্স বিলটা এই হাউসের সামনে এনেছি। এর দ্বারা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কোন রকম ক্ষতি হবে না, বরং বলা যায়, এর দ্বারা আমাদের এই রাজ্যের আয় কিছুটা বাড়বে। কাজেই, বিরোধী সদস্যরা এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর যে কথা বলছেন তার কোন রকম যুক্তি আছে বলে, আমি মনে করি না। তাই, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করে এবং এই রাজ্যের কিছুটা আয় বাড়ানোর কথা চিন্তা করে এই বিলটাকে সমর্থন করার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি এবং আশা করছি যে, আপনারা আর এই বিলের বিরোধীতা না করে, এটাকে সমর্থন জানাবেন। এই কথা বলে বিলটিকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি স্পীকার ঃ—বিলের উপর আলোচনা শেষ হল। এখন আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—"The Tripura Purchase Tax Bill, 1990 (Tripura Bill No. 10 of 1990) বিবেচনা করা হউক (The Motion was put to voice vote and passed.)

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি, এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হতে ৪৪নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক (The Motion was put to voice vote and passed.) (The Clauses from 1 to 44 was taken as part of the Bill.)

মিঃ স্পীকার :—আমি, এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক। (The Motion was put to voice vote and passed.) **Schedule of the Bill was taken as part of the Bill.)**

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক" (The Moton was put to voice vote and passed.) (The Title of the Bill was taken as part of the Bill.)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল, The Tripura Purchased Bill, 1990 (Tripura Bill No. 10 of 1990) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি, এখন রাজস্ব দপ্তরের

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Kalidas Dutta (Minister of State) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura purchase Bill, 1990 (Tripura Bill No. 10 of 1990) be passed."

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি, এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হল, The Tripura Purchase Bill, 1990 (Tripura Bill No. 10 of 1990) পাশ করা হউক (The Motion was put to voice vote and passed.)

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1990—91

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :—১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সনের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সভার সামনে উত্থাপন, আলোচনা এবং ইহাদের উপর ভোট গ্রহণ। আজকের কার্য্যসূচীতে ১৯টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন, ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর আলোচনা শুরু হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় সদস্যগণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি পেয়েছেন। আজকের কার্য্যাসূচীর অন্তর্গত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবগুলির উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আছে, সেগুলি সভায় একত্রে উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। এখন, ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি ভোটে দেব এবং তারপর মূল বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার আগে, আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের কাছে অনুরোধ করব, আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশগ্রহণ করবেন, তাদের নামের একটি তালিকা যেন আমাকে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—বিরোধী দলের পক্ষ থেকে একটা লিস্ট পেলে ভাল হয়। হাফ এন আওয়ারের মধ্যে আলোচনা শেষ করতে হবে।

শ্রীবিমল সিন্হা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি নির্দিষ্ট কতকগুলি কারণে। আজকে এখানে যে সমস্ত দাবীদাওয়া এখানে পেশ করা হয়েছে টাকা পয়সার তার মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণের উপকার করা নয়। এই উদ্দেশ্য থেকে তারা সম্পূর্ণ রূপে বিচ্যুত। বিশেষ করে, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যেমন পি. জি. পি.। তাদের কথা বলতে গেলে সমস্ত ত্রিপুরার এই প্রিমিটিভ ট্রাইবদের নামে যে সমস্ত পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে কোটি কোটি টাকা মঞ্জুর হচ্ছে, কিন্তু কাজে লাগছে না। তছরূপ হচ্ছে। পি. জি. পির জন্য

ছয়টা গাড়ী আছে। এই গাড়ী দিয়ে ডাক্তার পি. জি. পি. ভিলেজ-এ যাবে। একটা করে গাড়ী কমলপুরের জন্য, আমবাসা, কৈলাসহর, কাঞ্চনপুর, অমরপুর এবং আগরতলা। মোট ছয়টা গাড়ী ডাক্তারদের দেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্টের আমলে ডাক্তার দেওয়া হয়েছে। এখনও ডাক্তার আছে। আজকে লগ বুক দেখুন কোন দিন কোন সময়ে কোন ডাক্তার গেছে, কয়টা রোগী দেখেছে, কয়জনকে ঔষধ দিয়েছে। এই গাড়ীগুলির জন্য পেট্রোল দেবে ডি. এম.। ডাক্তাররা তো তাদের নিজের বেতন থেকে টাকা দিয়ে পেট্রোল কিনবে না। কিন্তু ডি. এম. পেট্রোল দিচ্ছে না। ডাক্তাররা যেতে পারছে না। ১৪৪টা গ্রাম আছে। বামফ্রন্ট আমলে কয়েকটা স্কীম নেওয়া হয়েছিল। যেমন ডেকারী, ফিসারী, অর্চাড, কফি বাগান করা হবে, ঘর হবে ইত্যাদি। তার পরিকল্পনার কথা আছে ঠিক। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখি বামফ্রন্টের আমলে কেবিনেট ডিসিশন হয়েছে, এই বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে যে গাছ, অর্চাড সেগুলির মালিকানা এই জুমিয়াদের হাতে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি ছিল। শেষ পর্য্যন্ত তাদেরকে উপস্বত্বর মালিকানা দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ উপ স্বত্বের মালিকানা দেওয়া হবে জুমিয়াদের। জুমিয়ারা মাটির মালিক হবে না, কিন্তু গাছের ফল ভোগ করার উপস্বত্ব, ভোগ করার যে অধিকার সেই অধিকার পাবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। বামফ্রন্ট ১৯৮৮ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ট্রি-পাটটার অধিকার দেবে। রাজীব গান্ধী এখান থেকে নির্দেশ পাঠালেন, ট্রি-পাটটার অধিকার দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ বনের মালিক ট্রাইবেল হতে পারবে না। পি. জি পি. লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করবে কিন্তু জুমিয়ারা ব্যাঙ্কে গিয়ে জমি বন্ধক দেবার অধিকার নেই। জমি বন্ধক না দিতে পারলেও অন্ততঃপক্ষে ফলের বাগানটা লিজ দিতে পারত কিন্তু তারও রাইট নেই। সে তাও করতে পারবে না। এখানে একটা স্রেফ ধাপ্পা চলছে। জুমিয়া পরিবারের জন্য কল্যাণ হবে, কোটি দেড় কোটি টাকা খরচ হবে। বড় বড় আওয়াজ হবে, কথার ফুলঝুড়ি বইয়ে দিয়ে ট্রাইবেলদের ধাপ্পা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। ফরেষ্ট জোত একেবারে খাস জায়গা। হরিনছড়া যেতে পড়ে উজান মৌজা। সেখানে ৫০০ জমি আছে। স্যার, আজকে জুম চাষ করার অধিকার নেই। এই সরকার এসে করলেন কি, বললেন, ঐ জায়গায় রাবার প্ল্যান্টেশান করবেন। স্যার, সম্পূর্ণরূপে একটি জন গোষ্ঠীকে জোর করে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কোথায় নিক্ষিপ্ত হবে? কোথায় নিক্ষিপ্ত হবে, শিকড়গাড়া মানুষগুলিকে এই অবস্থা চলছে আজকে একদিকে। অন্যদিকে তাদের নামে টাকা মঞ্জুর হচ্ছে, লোভ দেখান হচ্ছে। আসলে সেই টাকা যাতে পেতে না পারে সে জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্যার, আমার বক্তব্য আর বেশী দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আর ২/১টি কথা বলে শেষ করব। এ. ডি. সি. তে যে টাকা পায় সেটা ভারতবর্ষের সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশীলে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে। সে অনুযায়ী এখান থেকে টাকা দেওয়া হয়। সেই টাকা কি ভাবে পায়। একটা হচ্ছে, শেয়ার ইকনমি। আর একটা পায় সেন্ট্রাল থেকে সরাসরি মঞ্জুর করা টাকা। এই টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখলাম, এ. ডি. সি. কে পঙ্গু করা হচ্ছে। কি রকম ভাবে পঙ্গু করা হচ্ছে? একদিকে দেখলাম

অর্চাডের ক্ষেত্রে আর একদিকে টাকার ক্ষেত্রে। স্যার, এ. ডি. সি. সীমানা নির্ধারণ করার অধিকার এ. ডি. সি এর হাতে নেই। স্যার, সবকার এরীয়া রি-অর্গানাইজেশান কমিটি করলেন। ঐ কমিটিতে রাখলেন কাকে? চীফ্ আকসজিকিউটিং অ্যাকসজিকিউটি অফিসারকে। যিনি রাজ্য সরকারের কর্মচারী। ডেপুটেশানে গিয়েছেন এ. ডি সি তে। যখন এ নিয়ে খুব গণ্ডগোল দেখা দিল তখন রাজ্য সরকার বললেন যে, আমাদের ভুল হয়ে গেছে, অঘোর বাবু, চীফ অ্যাকসজিকিউটিভ মেম্বারকে কমিটির সদস্য করা হল। সীমানা নির্ধারিণের ক্ষেত্রে এ. ডি. সি. কিছু বলতে পারবে না। এইত হচ্ছে, ট্রাইবেল মঙ্গলের নমুনা? কোন্ পথে হবে সেটা নির্ভর করবে নন-ট্রাইবেল প্ল্যানের উপর।

এটা সম্পূর্ণরূপে একটা জাতি সত্বার ক্ষেত্রে আত্মসমর্পন ছাড়া আর কি হতে পারে? এডামাইট একটা গ্রুপকে আপরুট করার একটা চক্রান্ত চলছে। স্যার, উনারা আলী সাহেবকে দিয়ে একটা কমিশন গঠন করলেন। সংবিধানে আছে আপনারা কমিশন গঠন করতে পারেন। আজকে সুধীর বাবুর বিরুদ্ধে যদি একটা কমিশন গঠন করা হয় তাহলে কি সুধীর বাবুর মর্যাদা হানি হবে না? সুধীর বাবুর কাজকর্ম কি বাধাগ্রস্থ হবে না? আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আলী সাহেবকে দিয়ে কমিশন গঠন করলেন, কিন্তু প্রমাণ করতে পারলেন না কোন অভিযোগ। লাভের মধ্যে এটা হলো এ. ডি সি. কে ঠুটো জগনাথ করা হলো, ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ ট্রাইবেলকে পঙ্গু করা হলো যারা আপনারাই পরমাত্মীয় পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী, শিক্ষার দিক দিয়ে যারা অনগ্রসর, স্কুল যাদের জন্য বন্ধ। শিক্ষা বলুন, সংস্কৃতি বলুন, অর্থনীতি বলুন, রাজনীতি বলুন সব কিছু যাদের জন্য বন্ধ, সে বন্ধ করার অবস্থাটাকে আরও বন্ধ করে দিলেন আপনারা। তাদেরকে পঙ্গু করলেন আপনারা। স্যার, এস. আর. ই. পি., এন. আর. ই. পি -র কাজ উনারা দিচ্ছেন কতদিন? মাননীয় মন্ত্রী সমীর বর্মন আজকে সকাল বেলায় এবং কিছুক্ষণ আগেও বলেছেন যে, ওদেরকে টাকা দিয়েছি, ওরা (এ. ডি সি.) কাজ করে না, ইউটিলাইজেশান দেয় না আমি কি করব? আমি উনাকে বলতে চাই এই সব বলার জায়গা এই বিধানসভা না, এখানে বলতে হলে তথ্যভিত্তিক বলতে হবে। স্যার, আমি গত ১৪. ৩. ৮৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একটা মিটিং এর ৬টা সিদ্ধান্তের কয়েকটা সিদ্ধান্ত আমি এখানে পড়ছি। যে মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন—চীফ এ্যাগজিকিউটিভ মেম্বার, এ্যাগজিকিউটিভ মেম্বারস, সি. এম, এগ্রিকালচার মিনিষ্টার, চীফ এ্যাগজিকিউটিভ অফিসার, চীফ সেক্রেটারী, ডাইরেক্টর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, সেক্রেটারী ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার। সেখানে ১নং ডিসিশানে বলা হয়েছে In Block Advisory Committees representatives of both Government and A. D.C may be included for implementation of A. D. C. Schemes. ওরা নিতই না এ. ডি. সির কোন প্রতিনিধিকে। তার জন্য চীফ সেক্রেটারী তাঁর নোটে এই জিনিসটা বলেছেন। ২নং ডিসিশানে বলা হয়েছে Instructions will issue to all Deptts. that for funds places at their disposal, Deptts should intimate to A. D.C. progress of physical and financial

targets. এ. ডি. সি. থেকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে সে টাকার কি ইউটিলাইজেশান হচ্ছে তা এ. ডি. সিকে জানানো হচ্ছে না বলেই চীফ সেক্রেটারী মহোদয় এই নোট দিতে বাধ্য হয়েছেন। ওনং ডিসিশানে বলা হয়েছে In coordination meeting of development of D. M. every month, Officers representing A. D. C. may attend. ডি. এম-এর যে মান্থলী মিটিং হয় তাতে এ. ডি. সির প্রতিনিধিদের জন্য দরজা ছিল রুদ্ধ। এই মিটিং এ বলা হয় দরজাটা একটু ফাঁক করে দাও ওরাও ঢুকুক। এই তো কাজ করছেন আপনারা। এই জন্যেই কোটি কোটি টাকা আপনাদের হাতে দেওয়া হবে। স্যার, ওরা বলেন যে এস. আর. ই. পি.র টাকা দিয়েছেন। ভাল কথা। দেন নি এটা তো ঠিক নয়, দিয়েছেন টাকা। এই টাকা কোন দিন দিয়েছেন-পরশুদিন কিছু টাকা দিয়েছেন। এই ভাবেইতো চালাচ্ছেন আপনারা।

ওরা বলছেন ডের দিয়েছি। ডের স্টাফ কত জন দিয়েছেন? শুধু এডুকেশ্যান ডিপার্টমেন্ট ছাড়া এ. ডি. সির নিজস্ব স্টাফ মাত্র ২৬৩ জন আর ৯৪ জন হচ্ছে আপনাদের দেওয়া ষ্টাফ ওদের হেলপ্ করার জন্য। আপনারা কি ৯৪ জন স্টাফ দিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চালাবেন? আপনাদের একটা ডিপার্টমেণ্টে একটা শ্যাংসানে কতজন করে স্টাফ থাকে হিসাব করে দেখুন তো? আর আপনারা ৯৪ জন ষ্টাফ দিয়ে ট্রাইবেলদের উদ্ধার করবেন। তাতেই শেষ নয়, ওদের আবার গোপনে ডেকে বলা হয় খবরদার এ. ডি সি.র কাজ যদি তোমরা কর তাহলে তোমরা বিপদগ্রস্থ হবে। তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে এই রকম নানারকম করা হবে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে এই ভাবে পঙ্গু করা হচ্ছে। মাননীয় দ্রাউ বাবু যত কথাই বলুন এখানে আপনার হাসি মুখ কিন্তু ভিতরে ভিতরে আপনার প্রতিদিন চোখের জল পড়ে, অসহায় অবস্থার জন্য কিছু বলতে পারেন না। ট্রাইবেল কথা বলবার তো অধিকার নেই। নগেনবাবু গত সপ্তাহে বলেছেন আপনার পত্রিকার চিনিকক-এর সেকেণ্ড হেড লাইনটা কি সিনিয়রিটি ড্রাইভ করে দিতে হবে, আসল কথা ট্রাইবেলদের কোটা যে ভাঙ্গা হচ্ছে সেটা ভাঙ্গার জন্যই ড্রাইভ দিতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীবিমল সিনহা :—আজকে অসহায় আপনাদের মন্ত্রীসভা। এই ভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের চাকুরীগুলি খারিজ করা হচ্ছে এবং সেখানে নন্ ট্রাইবেলদের ঢুকানো হচ্ছে। স্যার, সে জন্য উনাদের বলবার ক্ষমতা নেই, তাই চিনিকক্ পত্রিকায় একটা ঘোষণা দিয়ে পাবলিককে বুঝাবার চেষ্টা করছেন। এই চলছে ইলেকশনের দুর্নীতি। এডিটরিয়েলে একবার লেখা হয়ে গেলে কি সেটা আবার ফেরানো যাবে? যেমন তীর থেকে ধনুক ছুড়ে মারলে সেটাকে ফির বললে কি ফিরানো যায়? সেই রকম আপনি কি আমাদের বুদ্ধক বুঝাতে চাইছেন যে, সম্পাদকীয় লিখলে তিন দিন পর সেটাকে আবার ফেরানো যাবে?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অন্যারাবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ—আজকে উনারা শ্যামাবাবুকে দিয়ে বলাচ্ছেন যে, ঐটা বাতিল, তাহলে কি স্বপ্ন দেখছিলেন ? "হাকিম ফিরে কিন্তু হুকুম ফিরে না"। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, আপনারা কতটুকু আত্মসমর্পণ করেছেন। একদিন আপনারাই বলেছিলেন যে, "অন্যের পায়ের তলায় থেক না"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ, আপনি বসুন।

শ্রীবিমল সিনহা :—আবার বলছেন "লম্বা লেজ হয়ে থাক, কোন কথা বলবে না"। ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটের বিচার হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ট্রাইবেল, নন্-ট্রাইবেলের পক্ষে কাজ হবে কিনা তার উপর নির্ভর করে।

কাজেই ভি. পি. সিং বা মানেকা গান্ধী বলে কিছু হবেনা কারণ তলে তলে নগেনবাবু রাও দেখা করেন। আপনাদের মধ্যে কয়জন আছে, যারা জনতা পার্টির খাতায় নাম লেখেন নাই। কাজেই এই ব্যয় বরাদ্দের তীব্র বিরোধিতা করে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যেসব ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আজকের যা কার্য্যসূচী রয়েছে তা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সভার সময় বাড়ান হউক।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি এখানে ডিমাণ্ড নং-৫ মেজর হেড-২২৪৫ (নেচারেল ক্যালামিটিজ)। স্যার, এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এখানে রিলিফ দপ্তরের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার বাস্তবরূপ যদি এরকম হয় যে বাংলাদেশে যারা বসবাস করে তাদের সাহায্য করার জন্য, কলিকাতায় যারা বসবাস করে তাদের সাহায্য করার জন্য, যারা উন্নয়ন কমিটির সদস্য তাদের সাহায্য করার জন্য হয় তাহলে এটা আমরা সমর্থন করতে পারিনা। গত ২২ তারিখ যে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেল তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের যাদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস হয়েছে তাদের যখন ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হচ্ছিল তখন আমরা বলেছিলাম যে উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে হওয়াতে সেখানে দুর্নীতি হচ্ছে, তার উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বললেন যে, কোন দুর্নীতি হচ্ছেনা। কিন্তু ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনের কি নীতি সেটাও বলতে পারছেননা। স্যার, কল্পনা রায় ঘোষ নামে একজনকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। বগাবাসার সুভাষ পাল, পিং—মনোরঞ্জন পাল তাকেও সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এটার সঙ্গে উন্নয়ন কমিটির লোকেরা জড়িত আছে। প্রফুল্ল পাল, জগন্নাথ পাল, মস্তাজ মিয়া এরা সবাই বাংলাদেশী তথাপি তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ত্রাণ বণ্টনের যে কি নমুনা সেটা আজকে প্রকাশ পাচ্ছে।

স্যার, ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েও যারা পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পেয়েছে তারমধ্যে রয়েছে উন্নয়ন কমিটির সদস্যের লোক, পরিমল ঘোষ, সান অব্ কুলমান ঘোষ, যে উন্নয়ন কমিটির সদস্য। তার এক ছেলে নয় পর পর তিন ছেলে পেয়েছে। অর্জ্জুন ঘোষ, সান অব কুলনান ঘোষ সুভাষ ঘোষ সান অব্ কুলগান ঘোষ।

তিন জনই স্যার, এক হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। স্যার, মনোরঞ্জন ঘোষ সান অব্ রাধাবল্লভ ঘোষ, ঐ কুলমান ঘোষের ভাইপো, তিনিও এক হাজার টাকা পেয়েছেন। সুভাষ ঘোষ সান অব রাধাবল্লভ ঘোষ, তিনিও কুলমান ঘোষের ভাইপো। তিনিও এক হাজার টাকা পেয়েছেন। শ্রীনিতাই দেবনাথ সান অব্ নগেন্দ্র দেবনাথ তিনিও উন্নয়ন কমিটির সদস্য। তার ভাই রমেশ দেবনাথ, আরেক ভাই বিনোদ দেবনাথ, প্রত্যেকে স্যার, এক হাজার টাকা করে পেয়েছে।

স্যার, আরো আশ্চর্য্যের যে, এই রাজ্যের মধ্যেই বসবাস করে না বেড়াতে এসেছে সেই চারুবালা ঘোষ, কলিকাতায় থাকেন, তাকেও ঐ শিক্ষক কালিদাস বাবুর দপ্তর থেকে টাকা বণ্টন করা হয়েছে। একজন শিক্ষক হয়ে স্যার, কি করে এই সব করেছেন। স্যার, তারজন্য এইখানে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। স্যার, আগরতলার অধিবাসী আছেন অঞ্জলী চক্রবর্তী, শান্তিব্রতা চক্রবর্তী, সাব্রুমে থাকেন, যোগেশ চক্রবর্তী, আগরতলায় থাকেন, স্যার, তাদেরকেও সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই যে ব্যয়-বরাদ্দ এইটা কিসের জন্য স্যার? মণ্টু ঘোষ ঐ নগেনবাবু ভাল করেই চিনবেন, উন্নয়ন কমিটির সদস্য, তিনিও এক হাজার টাকা পেয়েছেন। তার বাড়ী ঘরের কোন ক্ষতি হয়নি। তার বাবা সতীশ ঘোষ তিনি ২০০ টাকা টাকা পেয়েছেন তার একটা রান্নাঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি আবার একটা পলিথিনও পেয়েছেন। কিন্তু যারা পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের আর সে সৌভাগ্য হয়নি। তারপর শ্রীনির্মল ঘোষ তিনিও এক হাজার টাকা পেয়েছেন। তার বাবার ঘরের একটা বারান্দা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারজন্য তিনি এক হাজার টাকা পেয়েছেন। তার বাবা অবনী ঘোষ পেয়েছেন ২০০ টাকা। তার একটা ক্যাটল হাউস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্যার, রাইমোহন ঘোষ তিনি একজন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা, তার একটা টেম্পল-এর জন্য তিনি পেয়েছে এক হাজার টাকা। তার ছেলে প্রাণবল্লভ ঘোষ চাকুরী করেন তিনি পেয়েছেন এক হাজার টাকা। স্যার, সুবোধ ভৌমিক কংগ্রেসের যিনি একজন খুনী হিসেবে ঐ এলাকায় পরিচিত সেই এলাকার একজন নামকরা সমাজ বিরোধী, তিনিও এক হাজার টাকা পেয়েছেন। এইভাবে স্যার, তাদেরকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। এই ধরনের যারা পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা কোন সাহায্য পায় নি। স্যার, আমার কাছে তাদের নামের তালিকা আছে, আমি আপনার মাধ্যমে সেটা হাউসে পেশ করতে চাই। স্যার, তাদের নাম আমি পড়ে দিচ্ছি—মনসুর আলী, সন অব্ আব্দুল মিঞা, তার ডুয়েলিং হাউস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুইটা কিচেন, তার বাড়ী কুলমুড়া, তার একটা ক্যাটল হাউসও নষ্ট হয়েছে, কিন্তু সে এক পয়সাও সাহায্য পায়নি। রসপদ আলী, সান অব্ সুন্দর আলী, তার ডুয়েলিং হাউস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, একটা পয়সাও সে সাহায্য পায়নি। স্যার, গুলমুড়াতে হদ্রাতে নগেন্দ্রবাবু গিয়েছেন, একটা বাড়ী ঘরের অস্তিত্ব আছে কিনা সেটা নগেনবাবু ভাল করেই জানেন। কাজেই এইখানে স্যার, এই রকম ৪৬ টা কেইস আছে যারা পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কিন্তু একটি পয়সাও সাহায্য হিসেবে পাননি।

আবার আরো দেখা গেছে স্যার, পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও আংশিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন-যেমন এক

হাজার টাকার মধ্যে ২০০ টাকা পেয়েছে। স্যার, এই রকম তালিকা এইখানে আছে।

কাজেই স্যার, যেভাবে ত্রাণ সামগ্রী অর্থ বিলিবণ্টন করা হয়েছে এইটাতে অত্যন্ত ইলেগুলারিটি দেখা দিয়েছে। এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে এই সমস্ত কাজ করেছে। তারপর পলিথিন বিলির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, শ্রীমতী জয়ধন বিবি, হানিপ মিঞা, চানুক মিঞা এইরকমভাবে তাদের থেকে সই নিয়ে গেছে উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা। পলিথিন আর তাদের দেওয়া হয়নি। স্যার, এই রকম শশী জমাতিয়া, তার কাছ থেকে দশটা টিপ সই নিয়েছে, কিন্তু তাকে একটাও পয়সা সাহায্য দেওয়া হয়নি। এইভাবে স্যার, একটা দুর্নীতির চক্র সেখানে গড়ে উঠেছে। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসে এইগুলি পেশ করতে চাই। এবং এইগুলি তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক যে, কিভাবে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে বঞ্চিত করে এই সমস্ত চলছে। কাজেই, ব্যয় বরাদ্দ এই জন্যই দুর্নীতির জন্য উন্নয়ন কমিটির লোকদের পেট ভরানোর জন্য এবং তাদের সহযোগী যারা তাদের পেট ভরানোর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এইটা আমি সমর্থন করতে পারি না। কাজেই স্যার, সমস্ত বিষয়টির পূর্ণ তদন্ত করার জন্য আপনার মাধ্যমে এইগুলি এই তথ্যগুলি হাউসে পেশ করতে চাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে সমস্ত জায়গার কথা বলেছেন, সেটা আমার গ্রামের কথা তুলেছেন। এবং আমি ২২ তারিখের ঘটনার পর ২৩ তারিখে সেখানে গিয়েছি। উনি এখানে সতীশ ঘোষের নাম এবং উনার ছেলের কথাও বলেছেন। আমি এখানে এমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যার ফলে মনে হবে যে মাননীয় সদস্য এখানে যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন, সেটা সবটাই অসত্য তথ্য। সতীশ ঘোষ এবং উনার ছেলের নাম এখানে বলা হয়েছে। উনার একটা দোকান আছে গর্জনমুড়াতে। তার বাড়িটা শালবাগানের কাছে। উনার দোকান থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে একটা চাল (চাউনি) গিয়েছে এবং উনার বাড়ির চাল (চাউনিটা) গিয়ে পড়েছে শাল বাগানের কাছে। এরপর তাকে যদি টাকা দিতে হয়, মাননীয় সদস্যকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আমার গ্রামে গিয়ে প্রচার করলেন যে, হরিহর জমাতিয়া এবং রাধাভক্ত জমাতিয়া এই দুইজন-এর বাড়ি পড়ে গিয়েছে। এই দুই জন ছিলেন আর এস. পির সদস্য। প্রচার করা হলো কেন শুধু আর. এস. পির বাড়ি পড়েছে ? অন্যদের বা টি, ইউ, জে, এস, এর বাড়ি কেন পড়ে নাই। আর একটা জিনিস কেন চিন্তা করলেন না,এটা কি আমরা গিয়ে করিয়েছি ? সেখানে আমরা বলেছি যে, টোট্যাল ডেমেজ হলে ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। ওরা বলেছেন যে বামফ্রণ্ট আমলে শুধু কয়েকটা কুপন দেওয়া হত। এখন ১০ হাজার দেওয়া হবে। আপনি প্রতিবাদ করলেন সেখানে। এরপর আর একজন হীরালাল সরকারকে পাঠাল। সে ২৪ তারিখে রাম দাউ নিয়ে লাফা-লাফি শুরু করে দিল যে, তার সন্তান নাকি মারা গিয়েছে। আমি তখন বললাম যে, তাহলে ৫ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হবে। আমি তারপর এস. ডি. ও.কে নিয়ে সেখানে যাওয়ার পর সেই হীরালালের স্ত্রী বললেন যে, তাদের সন্তান জীবিতই আছে। আমি নিজে গিয়ে দেখলাম যে ৯ দিনের বাচ্চাটি জীবন্ত অবস্থায়

আছে। এই যে এই সমস্ত কাজ করেন আবার বিধানসভাতেও এই সমস্ত কাজ করছেন, এটা কি ভাল করছেন ? ভাল করছেন না। ভাল করছেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন। আমি তদন্ত করার জন্য বলছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধীদের পক্ষ থেকে যেসমস্ত কাট্ মোশন আনা হয়েছে তাকে বিরোধিতা করে এবং মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এখানে আমি আমার দপ্তরের ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭ কথা বলছি। এই ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার এবং মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্মা মহোদয় ছঁাটাই প্রস্তাব এনেছেন। মাননীয় সদস্যগণ তাদের ছঁাটাই প্রস্তাবের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে হাসিল করবার জন্যই এই জোট সরকার বৈদ্যুতিকরণ সম্প্রসারণ করে থাকেন। এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। স্যার, বিগত দিনের সময়ে দেখা গিয়েছে যে, যেসমস্ত গ্রামে আদম-শুমারীতে নাম আছে সেই সমস্ত গ্রামে যদি টি ইউ. জে. এস সমর্থকরা বেশী সংখ্যায় থাকেন তাহলে সেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হত না।

তার আমাদের ভোট সরকার ক্ষমতায় আসবার পর থেকে আদম-শুমারী অনুসারে, আমরা ইচ্ছা করলেই করতে পারি না। ১৯৭১ সালে আদম-শুমারী-সেন্সর ভিত্তিতে যে সমস্ত গ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সমস্ত গ্রামের মধ্যে আমরা ২০০০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। এব্যাপারে আমরা কর্মসূচী নিয়েছি।

এই কথা উনারা বলতে পারেন না, যদি সেটা আইন মাফিক হয়, তার জন্য আমি বলতে চাইছি স্যার, যে বামফ্রণ্ট আমলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ-এর যে বেহাল অবস্থা ছিল, সেই বেহাল অবস্থা দূরীকরণের জন্য আমাদের টাকার প্রয়োজন। আপনারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোন উদ্যোগ নেন নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ আমদানির জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। এর পরে এখানে আমাদের ঘাটতিগুলি পূরণ করার জন্য উদ্যোগ নেব তার জন্য টাকা চাইব, আর এখানে আপনারা কাট মোশন এনে সেটার বিরোধিতা করেছেন। আমি আশা রাখবো এটা আপনারা উইথ ড্র করে নেবেন। আপনারা লক্ষ্য করুণ আপনাদের আমলে কি ছিল ? ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয়, ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১০০ দিন বিদ্যুৎ ছিল না আপনাদের আমলে। সেটা আমরা খতিয়ে দেখেছি যে আপনাদের আমলে কত ঘণ্টা লোড শেডিং হত। আর আমাদের আমলে কত হচ্ছে এবং আমাদের আমলে আমরা দেখেছি যত রিকুয়েরমেণ্ট সেটা সম্পূর্ণভাবে আমরা বিদ্যুৎ পাচ্ছি। সেইদিন লাইনের ক্রটির কারণে যদি বিদ্যুৎ না আসে, ঐ দিন শুধু আমরা লোড শেডিং করতে হয়। আমরা নিজের উপরে নির্ভরশীল হওয়ার জন্য আমরা সম্পূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছি সেটা আগামী এপ্রিলের দিকেই আমরা ৯৮ পারসেণ্ট নিজের উপরে নির্ভরশীল হতে পারব বলে আমাদের দপ্তর আশা প্রকাশ করছে। তথাপি আপনাদের

সেখানে সন্দেহ থাকার কথা নয়। সবদা আপনারা বিদ্যুৎ সম্পর্কে বলে যাচ্ছেন যে, এই সরকার আসার পরে শুধু বিদ্যুৎ মন্ত্রী বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ঘুরতে হয়, দেখতে হয়, জানতে হয়, তার জন্য আমরা এই সমস্ত চেষ্টা নিচ্ছি। চেষ্টা যদি না করা হয় তাহলে সমস্যার সমাধান করা হবে না। আপনাদের আমলেতো চেষ্টা করেন নাই, বিদ্যুৎ মন্ত্রী থাকা সত্বেও মুখ্যমন্ত্রীকে রাশিয়া থেকে ফিরে এসে পরের দিন গৌহাটি গিয়ে সেই মন্ত্রীর সঙ্গে তৎকালীন হিতৈশ্বর সইকিয়ার সঙ্গে কথা বলে আপনাদের মত সামান্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হয়েছে। কিন্তু এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা সচেষ্ট এবং চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে বিদ্যুৎ ঘাটতি না থাকে এবং সম্পূর্ণ ভাবে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি।

স্যার, ১৯৮৪ সালে আমি এই বিধানসভায় তদ্কালীন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দশরথ বাবুকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে, আজ অবধি আপনারা এ, ডি, সি,তে মোট কতজনকে চাকুরী দিয়েছেন? উনি উত্তর দিয়েছিলেন ১১৪ জন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই ১১৪ জনের মধ্যে কতজন ট্রাইবেল আর কতজন নন-ট্রাইবেল? তিনি উত্তর দিলেন- ১৪ জন ট্রাইবেল আর ১০০ জন নন-ট্রাইবেল। অথচ, আজকে এখানে উনারা সেই উপজাতিদের দরদের বাহবা করে চিৎকার করছেন। স্যার, আবারও প্রশ্ন করেছিলাম ১১৪ জনের মধ্যে মাত্র ১৪ জন কেন ট্রাইবেল হল? আর ১০০ জন কেন নন-ট্রাইবেল হল? তখন তিনি আমাকে উত্তর দিয়েছিলেন জেলা পরিষদে শুধু ট্রাইবেল কর্মচারী থাকবে, আর নন-ট্রাইবেল কর্মচারী থাকবেনা, একথার কোন অর্থ হয় না। তখন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাহলে উপজাতি জেলা পরিষদ নামটা কেন হল? উনি আমাকে বলেছিলেন-আপনারা উপজাতি জেলা পরিষদের নামের অর্থই বুঝেন না। কিন্তু কথায় আছে, সেটা একটা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ, সেটা উপজাতিরাই শাসন করবে, আর সেজন্যই ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে উপজাতিদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্যই অধিকার দিয়ে এই ৬ষ্ঠ তফসিলটা রাখা হয়েছে। অথচ, উনারা বলছেন ২৬৫ জন, উনাদের ৮ বছরের শাসনকালে মাত্র ২৬৫ জনকে এ, ডি, সি,তে চাকুরী দিতে পেরেছেন। স্যার, আমি উনাদের ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেটটা একবার খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। কারণ, আমি সেই দিন এ বাজেট স্টাডি করতে গিয়ে এক রাত্রে পড়েই গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম এ বাজেটের মধ্যে ১৩ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছিল এবং পরের বছরে যখন আর উনারা বাজেট পেশ করলেন তখন দেখা গেল আগের বছরের যে ১০ কোটি টাকার ঘাটতি হওয়ার কথা, সেই ঘাটতি নেমে এসে ৮ কোটি টাকায় এলো। কিন্তু সেটা কি করে হল? তার জন্য তো ট্যাক্স বসানো হল না। পরে দেখা গেল যে, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থেকে ৫ কোটি টাকা রাজ্য সরকার এনে সেই ঘাটতিটা কম দেখানো হল আর, সেজন্য যে কারণ দেখানো হল, সেটা হল এই রকম, যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যায় নি। তার জন্য তদ্কালীন অর্থ মন্ত্রী বাহবা নিলেন, কারণ উনার বাজেটটা ছিল এ বছরে ট্যাক্সবিহীন। সেজন্যই বলছি যে, আপনারা সেই ১৯৮৪-৮৫

সালের বাজেটটা এবার খুলে দেখুন, তাহলে এসব দেখতে পারবেন।

স্যার, এছাড়া আজকে এই ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলে রাজ্য সরকারের সাড়ে পাঁচ হাজার কর্মচারী ডেপুটেশানে আছে। আমরা যদি সেইসব কর্মচারীদের এ, ডি, সি, থেকে তুলে নিয়ে যাই, তাহলে তো এ, ডি, সি, অচল হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা সেটা করি নি। বরং এ, ডি, সি,কে আরও শক্ত করার জন্য ওরা যখন চাইছে, তাকে আমরা দিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমরা যেসব কর্মচারী তাদেরকে দিয়েছি, এ, ডি, সি, কর্ত্তৃপক্ষ তাদের চেয়ার টেবিল পর্য্যন্ত দিতে পারে নি। বিনা কাজে তাদের নিয়ে শুধু হাজিরা দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এখানে সেখানে বামফ্রণ্টের নাম কীর্ত্তন করে ওরাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্যার, ওরা অভিযোগ করছে, আমরা নাকি এ, ডি, সি,কে ডাকি না। কিন্তু এটা সত্য নয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বার বার ওদের ডেকেছেন, এমন কি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের যিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দ্রাউকুমার রিয়াং, তিনিও ওদের ডেকেছেন। স্যার, এই কার্টেসী বলে একটা জিনিস আছে, দপ্তরের মন্ত্রী তাদের ডাকছেন, তবুও তারা আসছেন না। উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি। এই কিছুদিন আগে এ, ডি, সি,র ডিমার্কেশান নিয়ে আমরা যখন বসলাম, তখন এ, ডি, সি,র চীফ এ্যাক্সজিকিউটিভ মেম্বার অঘোরবাবুকে ডাকা হয়েছে। কারণ, উনিও একজন সদস্য। কিন্তু অঘোর বাবু সেই মিটিং-এ এলেন না। তারপর, ডম্বুর মেলার ব্যাপারে একটা মিটিং ডাকা হয়েছে। এতদিন তো এ, ডি, সি,ই ডম্বুর মেলার জন্য টাকা দিয়ে আসছে। কিন্তু এবার ওরা বলছে না, এতে আমবা নাই। সেই মিটিং-এ একজন সাধারণ কর্ম্মচারীকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু অঘোরবাবু এলেন না। আর এখানে উপজাতিদের জন্য দরদ দেখিয়ে এক একজন ফেটে পড়েছেন। স্যার, বিমলবাবু আমাকে বলছেন—লেজ, এই লেজের কথা আমরা অনেক দিন ধরেই শুনে আসছি। তাই, আমি উনাদের প্রশ্ন করতে চাই, আমরা না হয় কংগ্রেসের লেজ, কিন্তু আমাদের লেজ ধরার জন্য আপনারা এত হাহাকার করছেন কেন? আমরা জানি যে কেউ মরে গেলে বৈতরণী পার হবার জন্য গরুর লেজ ধরে, কিন্তু আমরা তো সেই গরু নয় যে, আমাদের লেজ ধরে আপনারা বৈতরণী পার হবেন। তবু আমাদের লেজ ধরার জন্য আপনাদের এত হাহাকার কেন, এত হিংসা কেন? আপনাদের তোষন বাজার খোয়ারে পড়তেই হবে। কারণ, আপনারা পাপী, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনদের করতেই হবে। তাই, আমি বিমল বাবুকে বলছি যে, টি, ইউ, জে, এস, তাদের লেজ গুটিয়ে ফেলেছে। কাজেই সেই লেজ আর আপনারা ধরতে পারবেন না। কারণ, বিগত ১০ বছরে আপনারা এত ঘাটতি করেছেন যে ঘাটতির জন্য আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের ৪০ বছর ঠেলে পিছিয়ে দিয়েছেন। তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে দিয়েছেন, আর ঘাটতিটাকে পূরণ করার জন্যই আমাদের এই বাজেট আনতে হয়েছে। আর এই বাজেটের মধ্যে উপজাতিদের কথা চিন্তা করে, তাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে সেগুলিকে রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। আর তার ফলে আপনারা আপনাদের আমলে যে ভাবে উপজাতিদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করেছেন, এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই উপজাতিদের মান অনেক বেড়েছে। উপজাতিদের যাবতীয় স্বার্থ আপনাদের আমলের

তুলনায় অনেক বেশী করে রক্ষিত হচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নাই।

বিগত দশ বছরে উনারা যে সমস্ত ঘাটতি করে গেছেন, দাঙ্গা লাগিয়ে উপজাতিদেরকে ৪০ বছর পেছনে ফেলে গেছেন। তার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেংগে ফেলেছে সেটাকে পূরণ করার জন্যই এই বাজেট আনা হয়েছে। তাই স্যার, আমি বলছি এই বাজেট উপজাতিদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই আনা হয়েছে। এই জোট সরকার বামফ্রণ্টের চেয়ে অনেক বেশী উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করে চলছেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী জওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সরকার কর্তৃক বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের উপর বিরোধী সদস্যবৃন্দ যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলির আমি তীব্র বিরোধিতা করছি এবং সরকারী যে সমস্ত ডিমাণ্ড আছে এগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার বক্তব্য শুরু করার আগে আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসকে একটা সুসংবাদ দিতে চাই যে, উনারা তো অনেক কথা বলে আগে অনেক অভিযোগ করেছেন। উনাদের দলীয় পত্রিকা 'ডেইলী দেশের কথায়' কিছু দিন আগে আমার বিরুদ্ধে একটা তথ্য ছাপানো হয়েছিল যে, লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে আমি প্রাসাদের মত তিন তিনটি বাড়ী করেছি। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় সাব জজ, ওয়েস্ট ত্রিপুরা, সেই কোর্টে একটি মানি হানির কেস করেছি। নাম্বার হল ১৪/১৯৯০। ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করে। ডেইলী দেশের কথা, এই অসত্য তথ্য পরিবেশন করার জন্য তার যে সম্পাদক এবং এই পত্রিকার মালিক মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি এবং জন শিক্ষা কো-অপারেটিভের বিরুদ্ধে একটা মান হানির মামলা দায়ের করেছি এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে একটা ক্রিমিন্যাল কেস্‌ও করব। এটা জানালাম মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাঁরা আজকে ২৯টি কাট মোশন এনেছেন বিভিন্ন দপ্তরের উপর। এই ২৯টি কাট মোশনের মধ্যে ৫টি কাট মোশনই এনেছেন গ্রামোন্নয়নের উপর। এর জন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর যে পঞ্চায়েৎ নিয়ে এখানে বড় বড় কথা বলছেন সেই পঞ্চায়েতের উপর এনেছেন মাত্র ১টি কাট মোশন। এই কাট মোশন হচ্ছে, দুর্গা পূজার সময় গ্রামের পূজা প্যাণ্ডেল করার জন্য গ্রামে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই কারণ দেখিয়ে। স্যার, এটা উদ্দেশ্যমূলক। এটার তীব্র বিরোধিতা আমি করছি। বাস্তব কথা হচ্ছে, গরীব মানুষের মাথা ভারী করে দেবার চক্রান্ত। স্যার, এটা পরিষ্কার। কারণ, গ্রামীন উন্নয়নে এস. আর. ই. পি. এর কাজ নেই এখানে চেচাচ্ছেন, আবার তার উপরে কাট মোশনও আনছেন। স্যার, ১৯৯০-৯১ সালে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ৯ কোটি ৩০ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার কর্ম সংস্থান করেছি। এরমধ্যে ৩০ লক্ষ ৪৩ হাজার শ্রম দিবসের সৃষ্টি আমরা করতে পেরেছি গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে। এটার সাথে যুক্ত হয়েছে, ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় জওহর লাল নেহেরুর নামে 'জওহর যোজনা প্রকল্প'। এটা পণ্ডিত নেহেরুর জন্ম

শত বার্ষিকীতে স্মরণীয় করার জন্য এটা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সূচনা করে দিয়েছিলেন। আমরা আশা করছি, বর্তমান আর্থিক বছরে শ্রমিকদের কর্ম সংস্থানের জন্য—এখানে একটি কাট মোশনও আছে। এ ব্যাপারে যে, 'রাজ্যে জুমিয়া ও ক্ষেতমজুরদের ১০০ দিন বৎসরে কাজ না দেওয়ার কারণে'। এই যে শ্রমিকদের নিয়ে এত লাফালাফি করছেন তার জন্য কেহ হুমকি দিয়েছেন, জেল ভরব, কেহ হুমকি দিয়েছেন, অস্ত্র হাতে নেব তাঁদের জানিয়ে দিচ্ছি। ১৯৯০-৯১ সালের জন্য এই কর্মসংস্থান খাতে ১১কোটি ১০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ ধরেছি। আর এরজন্য ৬৩,১১ হাজার শ্রম দিবস করতে পারব। আমরা চেস্টা করছি, ১০০ দিনের কাজ যা ওদের ছাঁটাই প্রস্তাবে আছে তা দিতে গেলে আমাদের প্রয়োজন ৫২ কোটি টাকার। কিন্তু যেখানে তাঁদের প্রধানমন্ত্রী (যার লেজ ধরে আপনারা বসে আছেন, যারা ভাঙ্গা জাহাজে করে যমুনা নদী দিয়ে ভারত মহাসাগরে চলেছেন) তাঁরা ২০০ কোটি টাকা দিয়েছেন। এরমধ্যে ৫২ কোটি নিয়ে গেলে কর্মসংস্থানের জন্য, তাহলে অন্য কাজ কি করে হবে? আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে চেস্টা করব, যাতে বছরে অন্ততঃপক্ষে ৩০ থেকে ৪০ দিনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারি। এই জন্য আমাদের সমস্ত সুযোগ এবং সম্ভাবনা কাজে লাগাতে চাই। আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন, এস. আর. ই. পি. কাজের জন্য আগে শ্রমিকদের মজুরী বরাদ্দ ছিল, ১৪ টাকা। যা বামফ্রণ্ট দিয়ে গিয়েছিলেন সেটাকে আমরা গতকাল ১লা এপ্রিল, ১৯৯০ সাল থেকে বাড়িয়ে দিয়েছি ২ (দুই) টাকা। অর্থাৎ এখন শ্রমিকরা এস. আর. ই. পি. তে কাজ করলে মজুরি হিসাবে পাবেন ১৬ টাকা করে।

আমরা চাইছি আগামী দিনে এই মুজুরীটাকে আরও বৃদ্ধি করা যায় কিনা এর সম্ভাবনা আমরা খতিয়ে দেখছি। স্যার, আজকে আমাকে ভাঙ্গা জাহাজের কথা বলতে হচ্ছে। ভারতবর্ষকে আজকে কোন অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবের কথা নাইবা বললাম, এই ত্রিপুরাতে মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা কিছুক্ষণ আগে বলছেন যে, সাম্প্রদায়িকতাকে সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে। স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি ভি. পি. সিং-এর ভাঙ্গা জাহাজ যমুনা নদী দিয়ে ভারত মহাসাগরে যাওয়ার আগেই জল ঢুকছে। আকালী মান গোষ্ঠী এই ভাঙ্গা জাহাজ থেকে ইতিমধ্যে-ই নেমে গেছে। দেবীলাল অজিত সিং, চন্দ্রশেখর ওঁরা যে কোন মুহুর্তেই এই ভাঙ্গা জাহাজ থেকে নেমে যেতে পারেন। সুতরাং বিরোধী বন্ধুদের সতর্ক হওয়া উচিত। ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থা, ত্রিপুরার গরীব মানুষের অবস্থা, ত্রিপুরার গ্রামীণ কর্মসংস্থানের অবস্থা আমাদের বিরোধী বন্ধুদের চিন্তা করা উচিত। স্যার, এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ত্রিপুরার মানুষের জন্য যাতে আমরা পানীয়জলের ব্যবস্থা করতে পারি, তার জন্য বাজেটে আমরা অর্থ বরাদ্দ করেছি। আমরা চাইছি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই পানীয় জলের সংকটকে মোকাবিলা করতে। কিন্তু সেটার উপরও উনারা কাট মোশন এনেছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের কোন কল্যাণ উনারা যে চান না, এই কাটমোশনগুলিই তার প্রমাণ। স্যার, আমার যে সমস্ত মূল প্রস্তাবগুলি আছে, সেগুলিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বিরোধী সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলিকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী)।

শ্রীঅরুণকুমার কর :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার ১ নং, ২০ নং, ৪৩ নং এবং ৫০ নং ডিমাণ্ডের উপর যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার সমর্থনে এবং মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়রা যে কাট-মোশন এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি বক্তব্য রাখছি। স্যার, বিগত ১০ বৎসরের কুশাসনে একটা অবক্ষয় একটা চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে যখন পৌঁছেছিল এবং সেটাকে প্রতিহত করার জন্য ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ যখন প্রচেষ্টা নিচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিরোধী বন্ধুরা যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তা আগামী দিনে ত্রিপুরার প্রগতিকে প্রতিরোধ করবে। মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়রা হয়তো ভুলে গেছেন ১৯৭৭ ইং সালে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে যে ভাবে রাজনীতি করতেন ১৯৯০ সালে সেই ভাবে রাজনীতি করা যায় না। কারণ, ত্রিপুরাবাসী উনাদের চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছেন। কাজেই ১৯৭৭ ইং সালে তাঁরা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন ১৯৯০ ইং সালে উনাদের সেই ভূমিকাতেও ত্রিপুরার মানুষ বিভ্রান্ত হবে। এটা মনে করা তাঁদের মুর্খামি। স্যার, এই সরকার ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিগত ১০বৎসর ধরে শিক্ষা ক্ষেত্রে উনারা সংকীর্ণ এবং নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। শিক্ষার মানকে নিম্নতম পর্য্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজ্যের কোথাও কোথাও স্কুল ঘরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি শিক্ষা সামগ্রী ছিল না। আজকে সেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ঘর তৈরী করে দেওয়া হচ্ছে, শিক্ষা সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার মানকে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এসব দেখে উনারা সহ্য করতে পারছেন না বলেই আজকে বাজেটের বিরোধিতা করছেন।

আমরা দেখেছি শিক্ষকদের গুণগত মান, শিক্ষকদের ব্যক্তিগত মান যাতে বৃদ্ধি পায় সে জন্য ওরিয়েনটেশ্যান কোর্স চালু করা হয়েছে এটারও বিরোধিতা উনারা করেছেন। আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন যে ব্যবস্থা স্কুল কমপ্লেকস্ করে ঐ যে তাদের পেটোয়া যারা তাদের জন্য ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দলবাজী যারা করতেন, ইনক্লাব করে যারা কাটাতেন তাঁরা যাতে ঐ সমস্ত করতে না পারেন এবং শিক্ষকরা যাতে শিক্ষা দীক্ষার মান যাতে রাজনৈতিক পেশাগত হিসাবে ব্যবহার করতে না পারেন সেটার প্রতিরোধ করার ব্যবস্থাই শুরু হয়েছে। যেমন আমরা স্কুল কমপ্লেকস্ করে এইগুলি বন্ধ করার প্রচেষ্টা নিচ্ছি তখনই উনারা চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন এবং ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। স্যার, বিগত দিনে আমরা দেখেছি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন নির্ব্বাচনের আগে, মানুষকে বিভ্রান্ত করার ঐ একই প্রয়াস। কোন ইনফ্রাস্টাকচার নেই, কোন ঘর নেই, কোন কিছু নেই তার মধ্যে দিয়েই উনারা ত্রিপুরায় বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরিত করেছেন। আজকে আমরা যখন প্রয়াস নিচ্ছি একটা ইনফ্রাষ্টাকচার করে এই বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের মধ্য দিয়ে একটা সুষ্ঠ আবহাওয়া গড়ে তুলি তখন উনারা কাট মোশন আনছেন। কাজেই তাদের যে এই প্রচেষ্টা এই প্রয়াস ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। কাজেই মানুষ আর বিভ্রান্ত হবেন না, ১৯৭৭ সালে মৌকা উনারা আর লুটতে পারবেন না। স্যার, আমরা দেখেছি, উনারা একটা কাট মোশন এনেছেন গ্রামের স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের

সুবিধাজনক বদলীর প্রতিবাদে। আমরা ক্ষমতাসীন হবার পর, আমরা দেখেছি যে, বিগত দিনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাঁরা প্রায় দেড় হাজারের উপর শিক্ষককে ঐ সমস্ত জায়গায় রেখে দিয়েছেন। যারা দীর্ঘ দিন ধরে ঐ সমস্ত জায়গায় ছিলেন, যাদের বদলী ডিউ ছিল তাদেরকে উনারা আনেন নি। স্বাস্থ্যের কারণে ঐ সমস্ত শিক্ষকরা দাবী করেছেন যে, দীর্ঘ দিন ধরে তাঁরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে চাকুরী করছেন কিন্তু যারা উনাদের পেটোয়া রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত উনাদেরকে শহর কিংবা ভাল জায়গায় রেখে দিলেন। তাই উনাদেরকে সরিয়ে এখন যে সমস্ত শিক্ষকদের বদলী করা হলো সেটা উনারা মেনে নিতে পারেনি। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঐ শিক্ষকরা যখন বদলীর জন্য আবেদন করেছেন আমরা এনেছি স্যার, প্রায় দেড় হাজার শিক্ষককে তাদের নিজেদের শারীরিক অসুস্থতার ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে আমি এনেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও দেড় হাজার অভার এইজ এবং অন্যান্য বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ করেছি এবং তাদেরকে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে দিয়েছি। কাজেই আমরা ইনব্যালেন্স সৃষ্টি করতে দেয় নি। মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে গ্রামের স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের সুবিধাজনক বদলীর কারণে এটা যথার্থ নয়। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যকে আবেদন জানাচ্ছি উনার ছাঁটাই প্রস্তাব তুলে নেবার জন্য। সরকারী ট্যাকস্ বইয়ের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে উনারা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। স্যার, আমরা দেখেছি যে এই ন্যাশনালাইজড্ বুক যেগুলি আমরা সাপ্লাই করছি এবং ভারত সরকারের সস্তা দরের যে কাগজ আমরা পাচ্ছি, সেই কাগজে আমরা সরকারী প্রেসে বই ছাপাচ্ছি তার পর লাভ লোকসান ব্যাতিরেকে অর্থ দপ্তর কর্ত্তৃক নির্ধারিত মূল্যে আমরা সেই বই বিক্রি করছি, এটা কোথাও অস্বাভাবিক নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আপনাদের জায়গায় ১৫ মিনিট সময় দেওয়া ছিল সে সময় বাড়িয়ে দিয়ে ৩৫ মিনিট করা হয়েছে। কারণ মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিনহা ৩৫ মিনিট বক্তব্য রেখেছেন।

এখন আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সমস্ত কাট-মোশনগুলিকে বিরোধিতা করে এবং ব্যয় বরাদ্দের সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সে সমস্তগুলিকে সমর্থন করছি এবং সর্ব্ব সম্মত হওয়ার জন্য যে কাট-মোশনগুলি এসেছে সেগুলি তুলে নেওয়ার জন্য আবেদন রাখছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা এখানে শেষ হয়েছে। এখন আমি আলোচিত ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Now the question before the House is the Cut Motion on Demand No. 4 moved by Shri Keshab Majumder.

Demand No. 4 Major Head—2020

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that Failure to climinate misuse of money."

(The Cut-Motion was put to voice vote and lost.)

Now I am putting the Demand No. 4 to vote. Now the question before the House is the Demand No. 4, moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department that a sum not exceeding Rs. 5,15,69,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) (Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 4 under the following Major Heads :

2020—Collection of Taxes on Income and Expenditure.	Rs. 6,09,000/-
2029—Land Revenue.	Rs. 4,01,66,000/-
2000—Stamps & Registration.	Rs. 33,12,000/-
2039—State Excise.	Rs. 18,91.000/-
2040—Sales Taxes.	Rs. 55,61,000/-

(The Demand was Put to voice vote and passed)

Now the question before the House is the Cut-Motion on Demand No. 5 moved by Shri Keshab Majumder and Shri Sunil Kr. Chaudhury.

Demand No. 5 Major Head 2225

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievences that Failure to control extra-vagant expenditure."

The Cut-Motion was put to voice vote and lost)

Now I am putting the Demand No. 5 to vote.

Now the question before the House is the Demand No. 5 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department that a sum

not exceeding Rs. 4,65,76,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st March, 1991, in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads :—

2225—Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.	Rs.	5,00,000/-
2235—Social Security & Welfare.	Rs.	18,77,000/-
2245—Relief on Account of Natural Calamitics.	Rs.	1,50,00,000/-
2006—Land Reforms.	Rs.	2,38,00,000/-
2252—Other Social Services.	Rs.	8,11,000/-
3475—Other General Economic Services.	Rs.	45,88,000/-

(The Demand was Put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 41 to Vote. The question before the House is the Demand No. 41 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department that a sum not exceeding Rs. 5,05,30,000/-(inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1991 in respect of Demand No. 41 under the following Major Heads :—

2059—Public Works.	Rs.	2,00,000/-
2217—Urban Development.	Rs.	4,23,30,000/-
4215—Capital Outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs.	80,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 1 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 1 moved by the Hon'ble Minister-in charge, of the Parliamentary etc. Department that a sum not exceeding Rs. 1,09,43,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 2,49,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the

Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending no the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 1 under the following Major Heads :—

2011—Parliament/State/Union Territory Legislative.	Rs.	98,43,000/-
2071—Pension & other Retirement bebefits.	Rs.	11,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Demand No. 20.

There are 3 (three) Cut Motions of this Demand. I am putting all these three Cut motions to vote.

Mr. Speaker ;—1. Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Sunil Kumar Choudhury, on Demand No. 20 Major Head—2205. "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz : Indiscrimination Policy in Sanctioning Stipend."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr Speaker :—2. Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Dinesh Debbarma, on Demand No. 20, Major Head—203. "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,00,000/- to represent the economy that can effected on the particular matter viz. Failure to establish a Regional Agriculture University."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—3. Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Dinesh DebBarma on Demand No. 20, Major Head—2204. "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 50,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : Failure to construct stadium at Kamalpur & Khowai."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 20 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 20 moved by the Honourable Minister-in-charge of the Education Department that a sum not exceeding Rs. 8,31,03,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill 1990) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads :—

2202—General Education.	Rs.	6,05,00,000/-
2203 —Technical Education.	Rs.	1,15,10,000/-
2204—Sports and Youth Services.	Rs.	43,78,000/-
2205—Arts and Culture.	Rs.	67,15,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Demand No. 43 There is no Cut Motions on this Demand.

Now I am putting the Demand No. 43 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 43 moved by the Honourable Minister-in-charge of the Labour & Employment Department that of sum not exceeding Rs. 1,52,23,000/- (inclusive of the sum specified in column of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1991 in respect of Demand No. 43 under the following Major Head :—

2230—Labour & Employment.	Rs.	1,52,23,000/-

(The Demand was Put to Voice Vote and Passed).

Mr. Speaker :—Demand No. 50. There are 5 (five) Cut Motions on this Demand.

Now, I am putting the Cut Motions one by one to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Sukumar Barman on Demand No. 50 Major Head 2202.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand Viz-"রাজ্যের স্কুলগুলি থেকে শিক্ষক-দের সুবিধাজনক বদলীর কারণে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক এর প্রচণ্ড অভাব সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Sukumr Barman on Demand No. 50 Major Head—2202.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz":-"সরকারী টেক্সট বই-এর অস্বাভাবিক মূল্য ধার্য্য করা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was Put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Sukumar Barman on the Demand No. 50 Major Head—2202.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the Demand viz' :—"সরকারের স্পষ্ট বদলী নীতি গ্রহণ না করা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was Put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Sukumar Barman, on Demand No. 50 Major Head—2202.

"That the amount of the Demand be reduced to Re.1/-to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz"

"বিদ্যালয় সমূহে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ না করা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Matilal Sarkar, on Demand No. 50 Major Head-2202.

"That the amount of the Demand be reduced to Re.1/- to represent

disapproval of the policy underlying the Demand viz :—

"বেসরকারী বিদ্যালয়ে নূতন পদ সৃষ্টি বন্ধ করে রাখা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 50 to vote.

The question before the House is the Demand No. 50 moved by the Honourable Minister-in-charge of the Education Department that a sum not exceeding Rs. 97,76,6 ,000/-(inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1990, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 50 under the following Major Heads :—

2202—General Education.	Rs.	89,46,50,000/-
2236—Nutrition.	Rs.	5,46,32,000/-
2552—North Easter Areas.	Rs.	90,00,000/-
3454—Census, Survey & Statistics.	Rs.	1,94.00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Demand No. 22. There are 5(five) Cut Motions on this Demand.

Now I am putting the Cut Motions one by one to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Rudreswar Das on Demand No. 22, Major Head—2210.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs-100/- to ventilate the specific grievance that."

"রাজ্যের হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ ও চিকিৎসক নিয়োগের সরকারী ব্যর্থতা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Specker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Sukumar Barman on Demand No. 22 Major Head—2210.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs-100/- to ventilate the specific grievance that."

"মেলাঘর সহ রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের জীবনদায়ী ঔষধের অভাব সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Makhan Lal Chakraborty on Demand No. 22 Major Head2—210.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that."

"কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব থাকা স্বত্বেও কার্য্যকরী না করা সম্পর্কে "

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr Speaker : Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Jitendra Sarkar on Demand No. 22 Major Head—2210.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that, Failure to control wasteful expenditure.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Matilal Sarkar on Demand No. 22, Major Head—2210.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the demand viz". Failure to supply essential medicine to the patients in Hospital."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr Speaker :—Now, I am putting the demand No. 22 to vote.

The question before the House is the Demand No. 22 moved by the Honourable Minister-in-charge of the public Health Department that a sum not exceeding Rs. 25,34,79,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment

during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads :

2210—Medical & Public Health.	Rs.	25,07,25,000/-
2252—Other Social Services	Rs.	5,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	19,49,000/-
3454—Census Survey & Statistics.	Rs	8,07,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr Speaker : Demand No. 23 There is no cut Motion on it.

Now I am putting the Demand No. 23 to vote.

The question before the House is the Demand No. 23 moved by the Honourable Minister-in-charge of the Family affairs Department that a sum not exceeding Rs. 5,18,52,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account), Bill 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 23 under the following Major Head :—

2211—Family Welfare.	Rs.	5,18,52,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Demand No. 29 There is no Cut Motion on this Demand.

Now I am putting the Demand No. 29 to vote. The question before the House is the Demand No. 29 moved by the Honourable Minister-in-charge of the Public Health Department that a sum exceeding Rs. 7,98,07,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill, 1990). be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st, March, 1991 in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads :—

2235—Social Security and Welfare	Rs.	7,96,27,000/-
6235—Loans for Special Security and Welfare.	Rs.	1,80,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Demand No. 44. There is no cut Motion on this Demand.

Now, I am putting the Demand No. 44 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 44 moved by the Honourable State Minister-in-charge of the Printing & Stationery Department that a sum not exceeding Rs. 2,29,00,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1991 in respect of Demand No. 44 under the following Major Head :—

2059—Stationery and Printing. Rs. 2,29,00,000/-

(The Demand was a put to voice vote and passed)

Mr. Speaker : Demand No. 31. There is 1 (one) Cut Motion on this Demand.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Dinesh DebBarma, on Demand No. 31, Major Head-2515.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that.

Failure to elim'nate misuse of money."

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost.)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 31 to vote.

The question before the House is the Demand No. 31 moved by the Honourable Minister-in-charge of the Rural Development Department that a sum not exceeding Rs. 6,57,01,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 31 under the following Major Head :—

2515—Other Rural Development Programme, Rs. 6,57,01,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Demand No. 38. There are 9 (nine) Cut Motions on this Demand.

Now I am putting the Cut Motions one by one to Vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Rudreswar Das on Demand No. 38, Major Head —2501.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/-to ventilate the specific grievance that"

"মেরামতীর অভাবে গ্রামীণ রাস্তা ও পুল অচল হয়ে পড়ে থাকায় জনজীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Sunil Kr. Choudhury, on Demand No. 38, Major Head— 2505.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that"

"রাজ্যে জুমিয়া ও খেত মজুরদের ১০০ দিন বৎসরে কাজ না দেওয়ার কারণে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Dinesh DebBarma on Demand No. 38, Major Head—2505.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that."

Failure to control wasteful expenditure.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by Honourable Member Shri Matilal Sarkar, on Demand No. 58, Major Head—2215.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that."

"কোনাবন নতুন কলোনী গ্রামে ভাল নলকূপ উঠিয়ে মাত্র ২০ হাত দূরে পুনরায় বসিয়ে

অথবা অর্থ অপচয় এবং তা অনুপযোগী করে দেওয়া সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honournble Member Shri Rudreswar Das on Demand No. 38, Major Head—2501.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the Policy under lying the Demand viz."

"আই. আর. ডি. পি. ঋণ প্রাপক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Subodh Das,* on Demand No. 38, Major Head—2501. "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the Demand viz ; T. R. D. P. কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি না থাকা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Jitendra Sarkar on Demand No. 38, Major Head—2505. "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the Demand viz, Failure to give to employment to rural unemployeds."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Matilal Sarkar on Demand No. 38, Major Head—2215.

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent diaspproval of the policy underlying the Demand viz, Failure to sink now tube-wells."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker : - Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Honourable Member Shri Matilal Sarkar on Demand No. 38 Majar Head—2215. "That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/-

to represent disapproval of policy underlying the Demand viz ; টিউবওয়েল, রিংওয়েল সংস্কারে ব্যর্থতা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 38 to vote.

The question before the House is the Demand No 38 moved by the Honourable Minister-in-charge of the Rural Development Department.

That a sum not exceeding Rs. 18,94,19,000/- (inclusive of the sum specified in colum 3 of the schedule to Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 38 under the following Major Heads :—

2216—Housing.	Rs.	70,00,000/-
2501—Special Programme for Rural Development.	Rs.	6,14,19,000/-
2505—Rural Employment.	Rs.	11,50,00,000/-
6216 Loans for Housing.	Rs.	60,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker ;—Next, Demand for grant No. 39. There is no Cut Motion on this Demand. So, I am putting the main motion to VOTE.

The question before the house is the motion moved by Hon'ble Minister-in-Charge of the RURAL DEVELOPMENT Department that "a sum not exceeding Rs. 4,49,81,000/- (inclusive of the sum specified in colum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of DEMAND No. 39 under the following Major Head :—

2215—Water Supply & Sanitation, Rs. 4,49,81,000.

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for grant No. 48. There is no Cut Motion on this Demand. So, I am putting the main motion to VOTE.

The question before the House is the motion moved by Honourable Minister-in-charge of the RURAL DEVELOPMENT Department that a

sum not exceeding Rs. 2,40,11,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 on respect of Demand No. 48 under the following Major Heads :—

2225—Social Security and Welfare Rs. 35,00,000/-

2406—Forestry and Wild Life. Rs. 2,05,11,000/-

(The Demand was put to Voice Vote & passed.)

Next, Demand for grant No. 17. There are two Cut Motions on this Demand. So, I am putting the Cut Motion one by one to Vote, first, and then the main motion.

i) Now, The question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Matilal Sarker "that the amount of the Demand under Major head—4801 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand Viz, Failure to stop continuing political basis in matterx of selection of villages for Rural electrification."

(The Cut Motion was put to Voice Vote and lost)

ii) The question before the house is the Motion moved by Ho'ble Member Shri Dinesh Debbarma "that the amount of the Demand under Major head—4801 be reduced to Rs. 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz, Failur to extend electricity at Malirai Roajapara & Simbuchak Village in Kamalpur Sub-Division."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, I am putting the main motion to vote. The question before the house is the Demand No 17, moved by Hon'ble State Minister-in-charge of the Power Department, "that a sum not exceeding Rs. 54,82,32,000/- (inclusive of the sum specifed in column 3 of the schdule to the apropriation (Vote on Account) Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :—

4552—Capital Outlay on Special and Backward Areas.	Rs.	3,62,00,000/-
4801—Capital Outlay on Power Projects.	Rs.	30,42,00.000/-
2045 Other Taxes etc.	Rs.	5,52,000/-
2801—Power.	Rs.	20,72,80,000/-

(The Demand was put to Voice Vote & Passed.)

Next, Demand for grant No. 42. There is no Cut Motion on this Demand. So, I am putting the main Motion to Vote.

The question before the house is the Motion moved by Hen'ble State Minister-in-charge of the Jail Department that a sum not exceeding Rs. 1,32,30,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the scheudle to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of demand No. 42 under following Major Head :—

2056 – Jail	Rs.	1,32,30,000/-

(The Demand was Put to Voice Vote and Passed)

Next, Demand for grant No. 21. There is no Cut Metion on the Demand. So, I am putting the main Motion to vote.

The question before the house is the motion moved by Hon'ble State Minister-in-charge of the Social Education Department that sum not exceeding Rs. 17,48,26,000/-(inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill,1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads :—

2202—General Education.	Rs.	7,94,66,000/-
2235—Social Security and Welfare.	Rs.	8,67,84,000/-
2236—Nutrition.	Rs.	85,76,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed)

এই সভা আগামী ৩রা এপ্রিল, মঙ্গলবার ১৯৯০ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতুবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

REPLY TO THE ADMITTED STARRED QUESTION NO. 60

ত্রিপুরায় ক্ষুদ্রসেচ সম্পর্কিত বিবরণ (৩১-১২-৮৯ ইং পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	এল আই		গভীর নলকূপ		ডাইভারশন		অগভীর নলকূপ		ওভারফ্লো		ক্ষুদ্র পাম্প		মরশুমী বাঁধ		ডাকওয়েল ও অন্যান্য	সর্বমোট সেচের আওতাধীন জমি (হেঃ)	মোট চাষযোগ্য জমি (হেঃ) অনুমানিক	বাকী সেচ আওতাধীন জমি (হেঃ)
		সংখ্যা	জমির পরিমাণ হেঃ	সংখ্যা	জমির পরিমাণ	সংখ্যা	জমির পরিমাণ	সংখ্যা	জমির পরিমাণ	সংখ্যা	জমির পরিমাণ	সংখ্যা	জমির পরিমাণ	সংখ্যা	জমির পরিমাণ				
১।	পানিসাগর	২৬	১২৯২	১২	৩৩০	—	—	—	—	২০	২৫'৪২	১০৩	৪৬০	৩৪৫	৩৬০'৩১	২০ ৯২	২৪৮৮'৬৫	২২৬৫০	২০১৬১'৩৫
২।	কাঞ্চনপুর	১২	৫৪৮	—	—	—	—	—	—	—	—	৫২	১৫৩৫	১২৯	৪৫৯	২'১০	১১৬২ ৬০	১২৪০০	১১২৩৭'৪০
৩।	কুমারঘাট	৪০	১৫২৪	২	৬০	—	—	১৯	৫৭	—	—	১০৮	৫২০	১৫২	৭০৫ ৩৮	৩০'০০	২৮৯৬'৩৮	১৮৬৫০	১৫৭৫৩ ৬২
৪।	ছামনু	৭	২৯৮	২	৬০	—	—	—	—	—	—	৭৮	২৭০	১৩৪	৩৯৪	২'১৩	১০২৪'১৩	৮২৬৫	৭২৪০'৮৭
৫।	সালেমা	৪৩	২৪২৮	৩	৯০	৪	২৮০	১০	২২	—	—	১৩৪	৪৮৪	৫৪	৫৩৭	—	৩৮৪১'০০	১৩৭০০	৯৮৫৯'০০
৬।	খোয়াই	৮	৪০৩	৫	১৪০	১	৪০	৩	১০	১৮১৫	৮৫৩৫	১০৯	৪২৪	১৪	২৫	৯৫'৪৭	১৯৯০ ৯৭	১৩৩৭৯	১১৩৮৮ ০৩
৭।	তেলিয়ামুড়া	১৯	১৫৫৬	৪	১০০	—	—	১৩	৩৭	৯৮৩	৪৩৪	২৯২	৮০৯	১৮৪	৫৬৬	২০২'১৪	৩৭০৪'১৪	১৪৩৯৫	১০৬৯০ ৮৬
৮।	জিরানীয়া	১৮	৭১৯	৫	১৩৮	২	২৮০	৯৩	১০৪	৮০৩	৪৩৯	২০০	৩৫০	১১৯	৭৭৪	১০ ১৩	২৮১৪ ১৩	২২৫৯২	১৯৭৭৭ ৮৭
৯।	মোহনপুর	৮	৩৭১	১৭	৪৯৮	২	২৬২	৮	৩	৫১১	২৩৬	৯৯	২৬৫	৩৬	২৬২	১৬৬'৯০	২০৬৩'৯০	২২১২৩	২০০৫৯'১০
১০।	বিশালগড়	২৬	১৬৩৪	১৭	৪৯০	—	—	১৬	৩	২৭৩০	১০৩৮'৩৮	৫১৪	৯০৭	২৩৪	৭৭৩	৯২'০৭	৪৯৩৭ ৪৫	৩৭৭৭৯	৩২৮৪১'০০
১১।	মেলাঘর	২০	১০২১	৪	১১০	১	৮০	২৬	৯৬	৩০৭	১২৫'৫৩	২৩২	৬৬৯	৯৮	২৪৫	৫৫'৫০	৩৪০২'০০	১৭২৪৩	১৩৮৪১ ০০
১২।	মাতাবাড়ী	৪১	১৩১৪	১৩	৩৬০	৩	১৪০	১৩	৫২	৭৩৯	২৯৯'৫০	২২২	৬৬৯	১৭	২০১	৫৪৮'০২	৩৫৮৪'৩২	১৭৭৬৪	১৪১৭৯'৬৮
১৩।	দগাফা	১৩	৬৫২	৪	১১৭	৩	১৪৪	২৪	৮৩	৩৫৯	২০৯	১৫৮	৪৫৫	২২	১২৩	৪৯'৮৫	১৮৩২'৮৬	১১১৭৪	৯৩৪১'১৪
১৪।	রাজনগর	১০	৪১০	৩	৯০	৪	৫৮০	—	—	৭৪	৪০	২৭	৯২	৫২	২৫০	৫৬৯ ১২	২০৩১ ১২	১০৪৮৭	৮৪৫৫ ৮৮
১৫।	সাতচাঁন্দ	১৮	৯২১	৫	১৩৪	—	—	১৪	২৬	৩৪৮	১৪২	০৬	৫	—	—	১৩৭'৪৩	১৩৩৫'৪৩	১০০২৮	৮৬৯২'৫৭
১৬।	অমরপুর	২৬	১৪৯৯	—	—	১	৪০	—	—	—	—	২৮	১২২	১১৪	৬০৫	—	২২৫৬'০০	১৪৩৬২	১২১০৬'০০
১৭।	ডম্বুরনগর	৩	৪৪	—	—	—	—	—	—	—	—	১৮	৯০	১১৭	২৯৮	—	৪৩২'০০	২১৯৭	১৭৬৫'০০
১৮।	ননব্লক আগরতলা	৪	১৬২	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১৬২'০০	৮১২	৬৫০ ০৯
	মোট—	৩৪২	১৬৭৯৬	৯৬	২৭১৭	২১	১৮৪৬	২৪০	৪৯৩	৮৬৮৯	৩৮৪২'৬০	২৩৮০	৬৭৩৪ ৫০	১৮২২	৭৫৭৭'৬৯	১৯৫২ ৫৯	৪১৯৫৯'০৮	২৭০০০০	২২৮০৪০'৯২
																	অর্থাৎ— ৪১৯৫৯'০০ হেক্টর		অর্থাৎ— ২২৮০৪১'০০ হেক্টর

ANNEXURE—"B"

REPLY TO THE PART (I) OF THE ADMITTED STARRED QUESTION NO. 149.

ব্লকের নাম-	প্রকল্পের সংখ্যা		
	সর্বমোট সংখ্যা	চালু	কাজ চলিতেছে
১। মাতাবাড়ী	২৯	২৯	—
২। সাতচাঁন্দ	১১	১১	—
৩। অমরপুর	১৯	১০	৯
৪। বগাফা	১৬	১৬	—
৫। রাজনগর	১১	১১	—
৬। ডম্বুরনগর	২	২	—
৭। ছামনু	৭	৫	২
৮। পানিসাগর	২৪	১৫	৯
৯। সালেমা	১৩	৯	৪
১০। কুমারঘাট	১৭	১৫	২
১১। কাঞ্চনপুর	১৬	১০	৬
১২। জিরানীয়া	১৬	১২	৪
১৩। তেলিয়ামুড়া	১০	১০	—
১৪। খোয়াই	৯	৮	১
১৫। মোহনপুর	২৫	১৯	৬
১৬। বিশালগড়	৪৮	৩৬	১২
১৭। মেলাঘর	১৯	১৫	৪
মোট—	২৯২	২৩৩	৫৯

ANNEXURE—"C"

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—27

Name of M. L. A. :— Sri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন — বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত গাকিজমিয়াঘাটে মহুরী নদীর উপর কোন কাঠের সেতু আছে কিনা।

১। উত্তর :— না।

২। প্রশ্ন :— না থাকিলে সেতু নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। উত্তর :— হ্যাঁ আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.-134

Name of M. L. A. :— Dhirendra Ch. Debnath.

Will the Hon,ble Minister-in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to State :—

১। প্রশ্ন :— মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তারানগর গাঁওসভায় আয়লা মাঠ সোনাই নদীতে কাঠের পুল তৈরী করার জন্য কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

১। উত্তর :— আপাতত: এই রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন :— যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়।

২। উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন :— যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

৩। উত্তর :— যেহেতু এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের কাছে আপাতত: নাই।

————

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 164
Name of M. L.A.:— **Sri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. Deptt. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন : বিলোনীয়া মহকুমার লাউগাং বাজার হইতে পশ্চিম চরকবাই হয়ে কুশারঘাট রাস্তায় ইট বসানো হয়েছে কিনা, এবং বর্তমানে রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের উপযোগী কিনা,

১। **উত্তর : না। বর্ত্তমানে রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত নহে।**

২। প্রশ্ন : যদি না থাকে তবে তার কারণ, এবং

২। উত্তর : প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়ার জন্য রাস্তাটির 'ফরমেশন'' এর কাজ শেষ করা সম্ভব হয় নাই।

৩। প্রশ্ন : কবে নাগাদ এই রাস্তার জন্য সরকারী মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল ?

৩। উত্তর : ১-১-৮৫ইং তারিখে ইহার মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 146
Name of the Member—**Shri Dhirendra Chandra Debnath**

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্তমান আর্থিক বর্ষে মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত গোপালনগর, তারাপুর, দিঘালিয়া এবং দক্ষিণ তারা নগরে পানীয়জলের জন্য ডিপটিউবওয়েল বসানোর কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নিকট আছে কি,	১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।
২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে,	২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।
৩। এবং যদি না করা হয় তবে কারণ কি ?	৩। সমগ্র রাজ্যে একই সঙ্গে সমস্ত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 213
Name of M L.A. :— **Sri Sushil Kr. Chakma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন —কাঞ্চনপুর পি-ডব্লু-ডি ডিভিশনের এলাকায় লালজুড়ি প্রেমতলা হইতে মনুচুয়াং এবং

আনন্দবাজার হইতে ফুলদংশাই পর্য্যন্ত পি-ডব্লু-ডি রাস্তা করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

১। উত্তর ঃ—লালজুড়ি প্রেমতলা হইতে মনুচুয়াং পর্য্যন্ত রাস্তাটি নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। কিন্তু আনন্দবাজার হইতে ফুলদংশাই পর্য্যন্ত কোন রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন ঃ থাকিলে কবে নাগাদ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলে আশা করা যায় ?

২। উত্তর ঃ উপরোক্ত ১ নং রাস্তাটি অর্থাৎ লালজুড়ি প্রেমতলা হইতে মনুচুয়াং পর্যন্ত রাস্তাটি জরীপের কাজ চলিতেছে। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হইলে ১৯৯০-৯১ আর্থিক বর্ষের শেষভাগে কাজটি হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 225.

Name of the Member—Shri Sushil Kr. Chakma

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমাধীন পেচারতলের ডিপ টিউবওয়েলটি অকেজো হওয়ায় এলাকায় সাপ্লাই বন্ধ হয়ে আছে,	১। হাঁ দীর্ঘদিন ব্যবহার ও ভূগর্ভস্থ জলস্তরের অপ্রতুলতার কারণে।
২। সত্য হলে কবে নাগাদ এই ডিপ টিউব ওয়েলটি চালু করা সম্ভব হবে ?	২। ভূগর্ভস্থ জলের অপ্রতুলতার কারণে এই টিউব ওয়েলটি পুনরায় চালু করা সম্ভব নয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 228

Name of the Member—Shri Sushil Kr. Chakma.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য উত্তর ধনীছড়া গাঁওসভার অন্তর্গত ধনীছড়ার উপর ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন।	১। না এই রকম কোনও পরিকল্পনা সরকারের নাই।
২। সত্য হইয়া থাকিলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ করা হইবে ?	২। ১নং প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 241.

Name of the Member—Shri Sunil Kr. Choudhury.

প্রশ্ন	উত্তর
১। সাব্রুমের শিলাছড়ি শুখনাছড়ি ও ঘোড়াকাপ্পায় যে সমস্ত সেচ প্রকল্প বামফ্রন্ট সরকার হাতে নিয়েছিল, সেই সমস্ত প্রকল্পগুলি এখনও চালু না করার কারণ কি ?	১। সাব্রুম শিলাছড়ির নিকট ইরিগেশন প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ফেনী নদীতে যথেষ্ট পরিমাণ জল না থাকায় সেচের কাজ সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছেনা।

(২) শুখনাছড়ি নিকট ইরিগেশন প্রকল্পটির কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি পাম্প হাউস থেকে চুরি হওয়ার জন্য প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিকে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজও এখনও বিদ্যুৎ বিভাগের থেকে সম্পূর্ণ করা হয় নাই। ফলে প্রকল্পটি এখনও চালু করা সম্ভব হয় নাই।

(৩) ঘোড়াকাপ্পায় এম আই এফ সি দপ্তরের কোন প্রকল্প নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 242.

Name of the Member—Shri Sunil Kumar Choudhury

প্রশ্ন	উত্তর
১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত এম আই এফ সি দপ্তর সাব্রুম মহকুমায় নূতন কোন সেচ প্রকল্প গ্রহণ করেছেন কিনা।	১। নূতন ১টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।
২। করে থাকলে, সকল প্রকল্পের নাম,	২। ক) লীলাগড় স্প্রীং কলার ইরিগেশন প্রকল্প।
৩। নূতন কোন প্রকল্প উপরোক্ত সময়ে গ্রহণ না করে থাকলে তার কারণ ?	৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—265.

Name of the Member :— Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য উদয়পুর মহকুমার বর্ত্তমান মহকুমা শাসক নাগরিকদের জন্মসূত্রে নাগরিক কার্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে একশত টাকা মূল্যের ডাকঘর সঞ্চয় প্রকল্প সার্টিফিকেট ক্রয় করতে বাধ্য করছেন ?

এবং

২। ইহাও কি সত্য উক্ত সার্টিফিকেট কোন নাগরিক ক্রয় করতে নারাজ হলে তাকে জন্মসূত্রে নাগরিক কার্ড ইস্যু করা হয় না ?

৩। সত্য হলে তার কারণ ?

উত্তর

Name of the Hon'ble Minister-in-change of the Political Department Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister.

১। না।

২। সত্য নহে কারণ-১৯৯০ ইং সনের জানুয়ারী মার্সে ১৯১টি এবং এই সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৭৬টি জন্মসূত্রে নাগরিক কার্ড প্রদান করা হয়েছে। অধিকাংশ নাগরিক কার্ড প্রাপক কোনও সঞ্চয় প্রকল্প সার্টিফিকেট নেন নি।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 277

Name of Member :—**Shri Diba Ch. Hrangkwal.**

Will the Hon'ble Minister-in-cgarge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION.

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যে Small Savings এর কাজে Postal Department Co-operation না করায় Small Savings এর কাজ ব্যহত হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER.

১। ইহা সত্য নয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 287.

Name of M.L.A. :— **Sri Diba Ch. Hrangkhawl.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleasd to state :—

প্রশ্ন : ১। ত্রিপুরা ছামনু ব্লকে কতজন ওভারসিয়ার পোষ্টিং দেওয়া হয়েছিল এবং বর্ত্তমানে উক্ত ব্লকে কতজন ওভারসিয়ার বর্মরত আছেন ?

উত্তর : ১। পূর্ত্ত দপ্তরের একজন ওভারসিয়ার ছামনু ব্লকে পোষ্টিং দেওয়া হয়েছিল। উক্ত ওভারসিয়ার গত ১৯৮৮ ইং সনের আগষ্ট মাসে অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়ার পর বর্তমানে ঐ ব্লকে

একজনও পি. ডব্লু. ডি এর ওভারসিয়ার নাই।

AEMITTED STARRED QUESTION NO. : 291

Name of M.L.A. :— **Sri Chitta Ranjan Saha.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১। **প্রশ্ন ঃ** উদয়পুরে বদরমোকাম ফেরিঘাটে গোমতী নদীর উপর কোন সেতু নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

১। উত্তর ঃ হ্যাঁ এই প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

২। **প্রশ্ন :** থাকিলে তা কবে হবে বলে আশা করা যায় ?

২। **উত্তর :** পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কারীগরীর দিক দিয়ে উপযুক্ত মনে হলে এস-পি-টি ব্রীজটির কাজ হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

৩। **প্রশ্ন :** যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

৩। **উত্তর :** ২নং প্রশ্নের উত্তরের প্ররিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—290

Name of M.L.A :—**Shri Subodh Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আগামী আর্থিক বছরে দামছড়া-মেদাছড়া রাস্তায় মিনিবাস চলাচলের কোন পরিকল্পনা আছে কি না

২। না থাকলে কারণ কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী

১। হ্যাঁ, আছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 293

Name of M.L.A :—**Sri Chitta Ranjan Saha.**

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D be pleased to State :—

প্রশ্ন ঃ ১। ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বৎসরে উদয়পুর শহর ও শহর সন্নিকটস্থ রাস্তাগুলি মেরামত

করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

উত্তর : ১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন : ২। থাকিলে কোন্ কোন্ রাস্তা মেরামত করা হবে (রাস্তার নাম সহ বিবরণ)

উত্তর : ২। শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পূর্ত্ত দপ্তর প্রয়োজনীয় মেরামত করে (যে সমস্ত রাস্তার সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হবে তার নাম সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া হইল)

প্রশ্ন : ৩। উক্ত সময়ে উদয়পুরে নূতন কোন রাস্তা করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর : ৩। না, এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

প্রশ্ন : ৪। থাকিলে তা কোথায় কোথায় করা হবে ?

উত্তর : ৪। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

সংযোজনী—'ক'

রাস্তার নাম :—

১। সেন্ট্রাল রোড হইতে নিউ টাউন রোড পর্যন্ত রাস্তা—দৈর্ঘ ৯৫০ মি: ।

২। সুভাষ ব্রীজ এপ্রোচ রোড হইতে নিউ টাউন রোড হইয়া ফুলকুমারীতে বর্মাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা—দৈর্ঘ্য ৩৫০ কিঃ মি: ।

৩। ইউ. এস রোড হইতে রাস্তা (অশোক পেট্রোলিয়াম এর নিকট হইতে ধনিসাগর পর্যন্ত) দৈর্ঘ্য ০ ৩৬ কিঃ মিঃ ।

৪। মাধববাড়ী হইতে হরিয়ানন্দ স্কুল হইয়া রামঠাকুর আশ্রম পর্যন্ত রাস্তা—দৈর্ঘ্য ০ ৬১ কিঃ মিঃ।

৫। সুভাষ ব্রীজ হইতে এ. ইউ. এস. রোডের রাজারবাগ হইয়া ফুলকুমারী ট্রাই-জংসন পর্যন্ত রাস্তা—গ্রুপ—১, দৈর্ঘ্য ৩ ৪৭ কিঃ মিঃ ।

৬। উদয়পুর টাউন রোড। রমেশ চৌমুহনী হইতে জামতলী পর্যন্ত অংশ।

ADMITTED STARRED QUENTION No.—300.

Name of the Member :—Shri Chitta Ranjan Saha

প্রশ্ন	উত্তর
১। মহারাণী মাঝারী সেচ প্রকল্পের অন্তর্গত গোমতী নদীর উভয় তীরে ক্যানেল নির্মাণ কাজ শেষ করতে আর কত বৎসর সময় লাগবে বলে সরকার আশা করা যায়।	১। প্রয়োজন মত টাকা বরাদ্দ হইলে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে উভয় তীরে ক্যানেলের নির্মাণ কাজ শেষ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।
২। এই ক্যানেল নির্মাণের জন্য সরকারের নির্দিষ্ট সময়সীমা কোন সাল পর্যন্ত ছিল,	২। এই ক্যানেল নির্মাণের জন্য সরকারের আনুমানিক সময়সীমা ১৯৯১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছিল।

৩। এই ক্যানেল নির্মাণের জন্য কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল এবং এ পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে,

৩। এই ক্যানেল নির্মাণের জন্য ১৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল। এই পর্যন্ত ৩৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৪। বাকী কাজ সম্পন্ন করতে আর কত টাকা লাগবে।

৪। বাকী কাজ সম্পন্ন করতে আরো আনুমানিক ২৮৫ লক্ষ টাকা লাগবে।

৫। বর্তমানে এই ক্যানেল নির্মাণের কাজ কি পর্যায়ে আছে—

৫। বামতীরে ৪.৫০ কিঃ মিটার এবং ডানতীরে ০.৭০ কিঃ মিটার ক্যানেল নির্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে। বামতীরে ৭.৯৩ কিঃ মিঃ এবং ডানতীরে ২ ৮ কিঃ মিটার ক্যানেলের নির্মাণ কাজ চলিতেছে। বামতীরে আরও ৩'৮৮ কিঃ মিঃ ক্যানেলের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল কিন্তু ঠিকাদার কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

৬। বর্তমানে ক্যানেলের কাজ যেটুকু পর্যন্ত হয়েছে তাতে কত পরিমাণ জমি সেচের আওতায় এসেছে ?

৬। প্রায় ১০০০ (এক হাজার) হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসিয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No.—300.
Name of the Member :—Shri Subodh Das.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার কুর্তির হাওরে প্রতিবছর বন্যায় লক্ষ লক্ষ টাকার ফসল বিনষ্ট হচ্ছে,

২। সত্য হয়ে থাকলে সরকার কুর্তির হাওরের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কি উদ্যোগ নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। কুর্তি নদীতে বেশী বন্যা হলে কুর্তি হাওরের জমি কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২। বর্তমানে ইছন মিঞার নালা বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং বাকী অংশের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলিতেছে। পরীক্ষার নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আর্থিক সংস্থান করিতে পারিলেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

ANNEXURE—"D"

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 45.

Name of M. L. A. :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারনের জন্য এখন পর্য্যন্ত যে সকল সার্ভে হয়েছে সেই সমস্ত সার্ভে রিপোর্টের সারমর্ম রাজ্য সরকার জানেন কিনা ?

২। কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত নুতন সার্ভের বিষয়টি কি তা রাজ্য সরকার জানেন কিনা

৩। যদি জানা থাকে তবে অতীতের সার্ভেগুলি থেকে বর্ত্তমান প্রস্তাবিত সার্ভেব পার্থক্য কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১। হ্যাঁ, রাজ্য সরকারের জানা আছে।

২। হ্যাঁ, জানা আছে।

৩। পূর্বের সার্ভেগুলো হলো Engineering-Cum-Traffic Survey এবং বর্তমানের সার্ভে হলো Bi-modal Survey (Rail & Road) on Techno-Economic Feasibity Study যা বর্তমানে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পরীক্ষাধীন আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION No. 47.

Name of the Member - Shri Makhan Lal Chakraborty

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কতটি গ্রামে সরকার বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)	
২। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত তোঁতাবাড়ী, সমর কলোনী, বাতেসা, পূর্ব কুঞ্জবন, দ্বারিকাপুর, লক্ষীনারায়নপুর এইসব ঘন-বসতী পূর্ণ সমতল এলাকায় ডিপ টিউব ওয়েলের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিবেন কি ?	তথ্য সংগ্রহাধীন

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 52

Name of M. L. A's : 1) **Shri Matilal Sarkar**
2) **Shri Nakul Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge to the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। চিকিৎসা খয়রাতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য আপৎকালীন সাহায্যের জন্য চলতি অর্থ বর্ষে কোন দপ্তর কত বরাদ্দ করেছিল?

এবং

২। এর মধ্যে ১৯৯০ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কত পরিবারকে মোট কি পরিমান অনুদান দিয়েছে।

A N S W E R

Minister-in-charge of the Finance Deptt. :—**Shri S. R. Majumder**, Chief Minister

১। এবং ২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO 59

Name of M. L. A. :— **Shri Samar Chowdhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D be pleased to State :—

১। প্রশ্ন : সোনামুড়ায় গোমতীর উপর টেম্পরারী ব্রীজ এর জন্য গত ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ ইং অর্থ বৎসরে কত টাকা খরচ করা হয়েছে?

১। উত্তর : সোনামুড়ায় গোমতীর উপর টেম্পরারী ব্রীজের নির্মাণের জন্য গত ১৯৮৮-৮৯ সনে মোট ৪,৪৫,৫৮৯ টাকা এবং ১৯৮৯-৯০ সনে তাহা মেরামতের জন্য মোট ৮২,০০০ টাকা খরচ হয়েছে।

২। **প্রশ্ন :** সেখানে একটি স্থায়ী ব্রীজ তৈরী করার ক্ষেত্রে কোন বাধা এবং সমস্যা আছে কিনা?

২। উত্তর : আর্থিক সমস্যা ব্যতীত অন্য কোন বাধা বা সমস্যা নেই।

৩। প্রশ্ন : থাকিলে উক্ত সমস্যাগুলি কি কি?

৩। উত্তর : উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. : 62

Name of M L. A. :— Shri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to State :

প্রশ্ন - ১। ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কোন্ কোন্ স্থানে কত কিলোমিটার নূতন রাস্তা সলিং, মেটালিং এবং ব্ল্যাক্ কার্পেটিং করার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ?

উত্তর- ১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

প্রশ্ন - ২। উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা কোথায় কত খরচ করা হয়েছে তার বিবরণ।

উত্তর- ২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

ANNEXURE—"E"

ADMITTED POSTPONEND QUESTION NO. 3.

Name of M. L. A. :- Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to State :—

QUESTION

১। বর্ত্তমানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন শ্রেণীতে মোট কতজন কর্মচারী আছেন ; (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২। বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন শ্রেণীতে শূন্যপদের সংখ্যা কত ; (শ্রেণীভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

৩। শূন্যপদগুলির মধ্যে তপঃ জাতি ও তপঃ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত শূন্যপদের সংখ্যা কত ? (পৃথক পৃথক হিসাব)

A N S W E R

Minister in-charge of Apptt. & Services Deptt. (Sri S. R. Majumder), Chief Minister

১, ২, ৩। সঙ্গীয় তালিকায় যাবতীয় তথ্য দেওয়া হইল।

STATEMENT SHOWING THE POSITION

as on 30-4-1988.

Sl. No.	Name of Department	Number of Employees Class I	Class II	Class III	Class IV	Conta	Total	No. of vacant posts Class I	Class II	Class III	Class IV	Total	Number of vacancies reserved for Sch Tribe	Sch. Caste.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Jail Department.	1	10	116	223	1	351	—	2	21	28	51	23	7
2.	Vigilance Organisation.	1	5	21	—	3	30	1	3	4	—	8	—	1
3.	Small Savings Group Insurance atc. Deptt.	3	2	27	5	1	38	—	—	—	—	14	6	3
4.	State Planning Mechinery.	1	4	25	11	—	41	3	9	5	—	17	9	1
5.	Printing & Stationery Department.	1	4	310	84	9	403	—	—	54	17	71	33	11
6.	Directorate of Research.	1	1	12	5	1	20	—	—	2	1	3	1	—
7.	Rural Engineering Division West.	1	1	16	2	—	20	—	—	3	4	7	1	2
8.	Town & Country Pln. Organisation.	—	1	15	6	—	22	1	1	4	2	8	5	1
9.	Dist. Registerar West.	—	1	44	10	2	57	—	—	3	1	4	2	2
10.	Fire Service Organisation.	2	4	717	91	14	828	2	2	164	33	201	80	37
11.	DM & Collector.	—	—	654	563	4	1222	—	—	106	57	163	79	25
12.	Civil Defence.	2	1	17	8	—	28	—	1	2	—	3	1	1
13.	Directorate of Higher Education.	32	508	526	583	63	1712.	6	97	94	73	270	81	46
14	Commissioner of Texes.	2	12	84	38	8	144	—	1	13	3	17	7	1
15.	Scince & Technology and Environment.	1	1	13	21	13	49	—	5	44	20	69	22	13
16	Gauhati High Court, Agartala Bench.	1	5	19	23	—	48	—	—	—	—	—	—	—
17.	Directorate of Panchayat.	2	9	1661	64	—	1736	—	1	158	4	163	64	25
18.	Evaluation Organisation.	—	1	23	5	—	29	—	2	1	—	3	2	—
19.	Employment Services Manpower Planning.	—	21	114	28	5	168	—	11	17	—	28	2	3
20.	Food & Civil Supplies.	3	21	306	324	—	714	—	12	64	90	166	53	23
21.	Commissioner of Deptt. Inquiries.	3	—	11	4	2	20	1	—	1	1	3	—	—
22.	T. P. S. C.	1	7	47	21	—	76	1	—	4	2	7	1	1
23.	Rural Engineering Division, North.	1	—	6	4	1	12	2	2	7	—	11	—	—
24.	Controller of Weight & Measures.	—	6	53	29	—	88	—	2	3	—	5	3	1
25.	T. W. Directorate.	—	14	392	246	8	660	—	4	69	29	102	35	12
26.	Asstt. Transport Commr.	1	2	28	12	2	45	—	1	9	2	12	—	—
27.	Rajya Sainik Board.	1	1	10	3	—	15	—	—	2	—	2	—	—
28.	Election Department (CEO)	—	2	62	21	—	85	—	1	9	—	10	6	—
29.	Directorate of Animal Husbandry Department.	3	124	840	377	323	1667	2	83	595	117	797	359	144
30.	Directorate of Corpn.	2	28	373	78	4	485	—	1	81	16	98	50	17

Page—2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31.	Rural Development Deptt.	1	1	13	2	1	18	—	—	4	3	7	—	—
32.	Directorate of TRP & PGP.	2	10	181	129	3	325	1	1	99	11	112	29	15
33.	L. S. G. Department.	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
34.	Chief Engineer (Elect.)	21	52	2248	2145	—	4466	3	10	270	37	319	131	63
35.	Judicial Department.	—	—	371	262	11	644	—	—	21	8	29	18	6
36.	Law Department.	26	29	10	7	2	74	5	4	4	—	13	2	—
37.	Dist. Registrar, South.	—	—	18	5	—	25	—	—	5	3	8	4	2
38.	Rural Engineering Division, South.	1	1	6	2	—	10	—	—	6	3	9	—	—
39.	Directorate of Social Welfare & Social Edn.	2	27	1549	1085	4250	6946	1	22	104	35 + 140	932	273	156
40.	DM & Collector, North.	—	—	308	224	—	532	—	—	100	53	153	—	—
41.	Labour Directorate.	1	5	95	67	1	169	—	1	27	11	39	13	6
42.	DM & Collector, South.	—	—	519	350	4	873	—	—	55	16	71	25	14
43.	Directorate of Statistics.	3	4	163	23	4	197	—	7	35	1	43	15	8
44.	Factories & Boilers Orgn.	1	—	10	8	2	21	—	2	7	4	13	6	—
45.	Deptt. of Fisheries.	1	13	459	270	1	744	—	1	123	13	150	22	71
46.	CE (IFC).	27	85	1745	574	123	2554	2	11	353	172	538	—	—
47.	Chief Minister Sectt.	—	—	5	12	1	18	—	—	—	—	—	—	—
48.	Directorate of Land Records & Settlement.	4	10	755	363	1	1132	1	5	65	130	201	131	17
49.	Collector of Excise (N).	—	1	6	9	—	16	—	—	4	2	6	—	1
50.	Forest Department.	25	34	1611	316	3	1989	3	7	80	38	126	60	18
51.	Relief & Rehav.	—	1	7	13	—	21	—	—	4	1	5	4	—
52.	Collector of Excise, West.	1	1	7	13	—	21	—	—	5	—	5	—	—
53.	S. A. Department & Civil Secratariat.	58	74	349	292	37	810	—	—	145	25	170	82	43
54.	Collector of Excise, South.	—	—	5	4	—	9	—	—	6	7	13	5	1
55.	Directorate of School Education.	3	246	25872	3306	62	29489	2	363	2690	677	4045	1456	576
56.	Industries Department.	4	33	654	724	194	1609	3	19	211	67	300	158	87
57.	Director General of Police.	—	161	7691	610	159 +2935	11556	—	71	2245	256 +809	3381	941	558
58.	Director of Health Services.	139	503	2663	2169	98	5572	28	55	478	154	715	715	211
59.	Director of Information Cultural Affairs & Tourism.	2	26	390	152	—	570	2	17	155	65	239	75	17
60.	Director of Agriculture.	11	88	3319	558	867	4691	5	50	378	49	482	192	75
61.	CE, Public Works Deptt.	27	85	1745	574	133	2554	2	7	430	352	791	340	110
62.	Appointment & Services Department.	64	35	—	—	—	99	16	20	—	—	36	13	8

ADMITTED POSTPONED UNSTARRED QUESTION NO. 40

Name of M.L.A Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

QUESTION

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৩১শে জুলাই, ১৯৮৯ ইং পর্য্যন্ত কলেজ এবং স্কুলের মোট কতটি পরীক্ষা আংশিক ও সম্পূর্ণ রূপে ভণ্ডুল হয়েছে,

এবং

২। কোন্ কোন্ স্কুলে বা কলেজে ভণ্ডুল হয়েছে,

৩। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট কয়জন শিক্ষক নিগৃহীত হয়েছেন।

৪। শিক্ষক নিগৃহীত হওয়ার জন্য কোন মামলা দায়ের করা হয়েছে কিনা ?

ANSWFR

MINITER-IN-CHARGE

১। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে ১৯৮৮ সালের বি. এস. সি পরীক্ষার রসায়ন পত্র এবং ১৯৮৯ সালের শারীর বিদ্যা ১ম পত্র এবং ২য় পত্র ভণ্ডুল হয়েছে।

২। এম. বি. বি. কলেজ এবং বি. বি. ইভিনিং কলেজে,

৩। ২ (দুই) জন শিক্ষক ; (কাঁঠালীয়া দ্বাদশমান বিদ্যালয় এবং তুইচিন্দ্রাই বাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের।)

৪। উভয় ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala on Tuesday, the 3rd April, 1990 at 11 A M.

PRESENT

Shri Jyotirmay Nath, Hon'ble Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, five Ministers, nine Ministers of State and 37 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিসপুর) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৩।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭ ইং সন থেকে ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে কয়টি স্কীম করেছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

২। এই সব স্কীমের সাহায্যে কত শতাংশ লোকের নিকট পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা গেছে,

৩। ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বর্ষে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে কয়টি কোন ধরণের স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং সন থেকে গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর শুধুমাত্র মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানোর কাজই করে থাকে। ১৯৮৭-৮৮ ইং সন থেকে ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মার্ক টু টিউবওয়েল বসানোর বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দিয়ে দেওয়া গেল :—

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা বিভাগ — ১৫৮৯টি।

খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা বিভাগ— ১১৯১টি।

গ) উত্তর ত্রিপুরা বিভাগ — ৭৭০টি।

২। এই সব স্কীমের সাহায্যে ৬৮ শতাংশ লোকের নিকট পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা গেছে।

৩। ১৯৮৯-৯০ ইং সনে ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে শুধুমাত্র মার্ক-টু টিউবওয়েল স্কীমের মাধ্যমে ৬০০টি মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯০ ইং সনের ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত বর্তমান লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭০ শতাংশ মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানোর কাজ শেষ হওয়ার পথে।

শ্রীদীপক নাগ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, ৬৮ শতাংশ লোকের কাছে পানীয় জল পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকী ৩২ শতাংশ মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্য কথা। এই রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পানীয় জলের একটা বিশেষ সংকট, বিশেষ করে খরা মৌসুমটাতে দেখা যায়। এই অসুবিধাকে দূর করার জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর নয়। আমাদের পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেণ্টও এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকেন। পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেণ্ট রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে যেখানে ডিপ টিউবওয়েল বসানো সম্ভব এবং পানীয় জলের সংকট তীব্র সেখানেও তাদের তরফ থেকে এই ধরণের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। যেখানে যেখানে এসব ডিপ টিউবওয়েল অথবা মার্ক টু টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, অথচ প্রয়োজনীয় জল উঠছে না, সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের তরফ থেকে সেগুলি সারাইর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উদ্যোগই নেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া, গ্রাউণ্ড ওয়াটার টেক্নোলজি কমিশন থেকেও এই ব্যাপারে বিভিন্ন ভাবে একাজে আমাদেরকেও সাহায্য করা হয়।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় অবগত আছেন যে, পানীয় জল সরবরাহ করার বিশেষ যে মাধ্যমটি সেটি হল, মার্ক টু টিউবওয়েল। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সেই সব মার্ক টু টিউবওয়েল বসানোর কিছু দিন পরেই প্রথম দিকে সেগুলি দিয়ে কিছু পরিমাণ জল বেড়িয়ে আসলেও পরে আর প্রয়োজনীয় জল বেরিয়ে আসে না এবং সেগুলি অকেজো হয়ে দীর্ঘদিন পড়ে থাকে। সেগুলি রিপেয়ার করতে হলে যে কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন সেটাও আমাদের নেই বললেই চলে। কাজেই, এই পরিস্থিতিতে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে

সরকার থেকে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এই মার্ক টু টিউবওয়েলগুলি বসানোর কিছু দিন পরে দেখা যাচ্ছে যে, বসানোর সঙ্গে সঙ্গে যে পরিমাণ জল বেরিয়ে আসতো পরবর্তী সময়ে আর সেই পরিমাণ জল বেরিয়ে আসছে না এবং সেগুলো সারানোর জন্য আমাদের যে উপযুক্ত টেক্‌নিসিয়ানের প্রয়োজন, তারও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমরা এই অসুবিধাটা দূর করার জন্য ইতিমধ্যে ট্রাইসেম স্কীমের মাধ্যমে অনেক লোককে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। এমন কি গত বছর এবং বর্তমান বছরেও জেলা-ভিত্তিক অথবা ব্লক-ভিত্তিক আমরা আরও কিছু বেশী লোককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি আমরা আশা করছি যে, আর. ডি. ডিপার্টমেন্টও এই ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে অসুবিধাটা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। কাজেই, আমি বলতে পারি যে, এই ব্যাপারে সরকারী তরফ থেকে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

শ্রীদীপক নাগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় অবগত আছেন যে, বিভিন্ন জায়গাতে যেসব মার্ক টু টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। সেগুলির মধ্য দিয়ে কোন পানীয় জল বেরিয়ে আসে না, এবং যা কিছু আসে, তাও পানের অযোগ্য। ফলে সারা রাজ্যব্যাপী পানীয় জলের জন্য একটা হাহাকার উঠেছে কাজেই, এই ব্যাপারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এটা সত্য যে, আমরা যখন এসব টিউবওয়েল অথবা মার্ক টু টিউবওয়েলগুলি বসাই, তখন আমরা শুধু মাটির উপরের দিকটাই দেখছি। মাটির কতটুকু নীচে জলের লেয়ার আছে, সেটা আমরা দেখছি না। তাই কাজ করার সময়ে আমরা যখন দেখছি যে সেগুলি দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে, তখন আমরা মনে করছি যে জলের লেয়ার পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, সেগুলি দিয়ে আর আগের মত জল বেরিয়ে আসছে না। তখন আমরা যেসব টেক্‌নিসিয়ানদের সেগুলি পরীক্ষা করার জন্য পাঠাই, তারা বলছে যে, সেখানকার জলের লেয়ার ড্রাই হয়ে গিয়েছে। এই ধরণের কেইস যেই মাত্র আমাদের কাছে রিপোর্ট হয়, তখন আমরা যে কনট্রাক্টার সেই মার্ক টু টিউবওয়েল করেছে, তার পেমেন্ট আটকে দেই এবং সেই সঙ্গে নূতন কোথায় জলের সোর্স পাওয়া যায় সেটার খোঁজ করা হয় যাতে প্রয়োজনীয় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— স্যার, আমার এলাকার ব্লকে ১৯৮৯-৯০ সালে আর. ডি. ডিপার্টমেন্টের প্রস্তাব অনুযায়ী ৪০টি মার্ক টু টিউবওয়েল বসানোর জন্য বি, ডি, সি'র মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখন ১৯৯০-৯১ সাল এসে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও একটি মার্ক টু টিউবওয়েল বসানোর কোন পরিকল্পনাই নেওয়া হয় নি। যদিও ঐ এলাকায় পানীয় জলের যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে। কাজেই, ঐ এলাকায় মার্ক টু টিউবওয়েল বসিয়ে পানীয় জল সরবরাহের জন্য অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ পৃথক। তবুও বলছি যে এই ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই আশ্বাস আমি দিচ্ছি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে তথ্য দিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে মার্ক টু টিউবওয়েল দিয়ে উনি ৭৫ শতাংশ এলাকায় পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করেছেন। শুধু মার্ক টু টিউবওয়েল দিয়ে ৭৫ শতাংশ এলাকার সমস্যার সমাধান হয়েছে এটা তিনি তিনি কিসের ভিত্তিতে বলেছেন ? যেখানে সমস্ত মার্ক টু টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে আছে। উনি হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন আমি সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না। মার্ক টু টিউবওয়েল দিয়ে সব পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হয়েছে আমি সেটা বলিনি। আমি বলেছি যে, একটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে এই মার্ক টু টিউবওয়েল ৬২ শতাংশ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করেছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৯৯।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৯৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১ রাজ্য সরকার কবে নাগাদ পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,	১। রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক এখনও গৃহীত হয় নি।
২। পঞ্চায়েত ভিত্তিক মনোনীত উন্নয়ন কমিটি ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি ?	২। না, মহাশয়।
৩। পঞ্চায়েত দপ্তর ব্লক পর্য্যায়ে কোন পরামর্শ-দাতা কমিটি গঠন করেছেন কি,	৩। না, মহাশয়।
৪। যদি গঠন করেন তা হলে কাদের কাদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে ?	৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা বিভিন্ন কাগজে দেখেছি যে, মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পঞ্চায়েত নির্বাচন করবেন। সেই অনুসারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিও বের হয়েছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। এটা জানতে চাই যে, পঞ্চায়েত নির্বাচন না করে এই মনোনীত কমিটি, এটার আরেক নাম লুঠপাঠ কমিটি। এটা সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে

হয়েছে। এই কমিটি দিয়ে আর কতদিন কাজ চালাবেন ? এই যে ব্লক লেবেল কমিটি, এই কমিটিতে বিধানসভার বিরোধী দলের একজন সদস্যকেও নেওয়া হয় নি।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এটা সত্যি অসুবিধা হয়ে যায়, যখন একাধিক প্রশ্ন লম্বা লম্বা ভাবে জুড়ে দেওয়া হয় একটি প্রশ্নের সঙ্গে, এবং স্বভাবতই এতগুলির তথ্য দিতে আমাদের পক্ষে অসুবিধা হয় খুবই। তবু আমাকে বলতে হচ্ছে যারা ১০ বছর গরীব মানুষের সম্পদ লুটপাট করেছেন, তাঁদের এখন যদি উন্নয়ন কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব না থাকে, তাহলে সেটা হবে তাঁদের কাছে লুটপাট। তবে এমন কিছু আমরা করি নি, যাতে লুটপাটের প্রশ্ন থাকতে পারে। স্যার, এ রাজ্যের জনগণের অসুবিধার কথা চিন্তা করে, শুধুমাত্র পঞ্চায়েতগুলি পুনর্গঠন করা হয়েছে। এতে ত্রিপুরার সমস্ত অংশের মানুষের কাছ থেকে বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় যারা বসবাস করে তাদের কাছ থেকে সরকারের এই ভূমিকা অভিনন্দিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আমরা বর্তমান ওয়ার্ডগুলি পুনর্গঠন করার জন্য কমিটি করার চিন্তা ভাবনা করছি। এটা ঠিক নয়, শুধু মাত্র বিরোধী সদস্যদের বাদ দিয়ে আমরা কমিটি করছি। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, বিরোধী দল থেকে যোগ্য প্রার্থী পেলে আমাদের নিতে আপত্তি নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, এই এলাকার নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি যারা আছেন, তাঁদেরকে কমিটিতে রাখলেও যখন ব্লকে সাংস্কৃতিক মেলা হয়, যখন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী নেওয়া হয়, তখন তাঁরা উপস্থিত থাকেন না এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এ তথ্য সঠিক। কারণ দেখা গেছে তাঁরা বয়কট করেই সব কিছুতে চলছেন। আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় রাজ্যপাল-এর তরফ থেকেও যখন তাঁদের ডাকা হয় তখনও তাঁরা সেই ডাক বয়কট করেন। এই বয়কটকে তাঁরা নীতিগত ভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। কাজেই তাঁদের এই সব কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে লাভ কি হবে, এটা আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার উনি ধান ভাঙতে শিবের গীত গাইছেন। আমি এটা পরিষ্কার বলেছি, পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন কবে নাগাদ হবে তা জানতে চাই ! মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা সঠিকভাবে না বলে বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন সবাই জানে এই সরকার

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমি এখানে পরিষ্কারভাবে জানতে চাইছি, নির্ব্বাচন করার যে কথা যা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন, এপ্রিল মাসে হবে তা আদৌ করা হবে কিনা ? আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে যে কমিটি করার কথা বলেছেন সেই কমিটি কবে এবং কাদের নিয়ে গঠিত হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এখানে বলছি যে, আমি এ কথা কখনোই বলিনি যে এপ্রিল মাসে নির্ব্বাচন হবে। আমি বলেছি, নির্ব্বাচন অনতিবিলম্বে হবে। তবে এর জন্য নির্ব্বাচনের কিছু কাজ রয়ে গেছে। সেটা হল, পঞ্চায়েতগুলিকে রি-অর্গ নাইজড করা হয়েছে। প্রথম পদক্ষেপ আমাদের শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, বিভিন্ন কনষ্টিটিউন্সী উইদিন দ্য পঞ্চায়েত তা রাইডিমিমিটেশান করা এবং তার জন্য প্রসেস চলছে। তারপর ভোটার লিষ্ট তৈরী করা। এই সমস্ত কাজগুলি করতে গেলে কিছু সময়ের প্রয়োজন। স্যার, উনারা এখানে গণতন্ত্রের প্রশ্ন তুলেছেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোন সরকার নির্ব্বাচিত হলেই উনারা সেই সরকারকে বলেন বেআইনী। যার অর্থ জনগণের রায়কে অসম্মান করা। গণতন্ত্রকে উনারা সম্মান করেন না, শ্রদ্ধা করেন না। যার জন্য আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি কিছুক্ষণ আগে উনারা যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা অগণতান্ত্রিক বক্তব্য। গণতন্ত্রের প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা। যার ফলে এই শব্দগুলি আজকে প্রসিডিংস থেকে এ্যাক্সপাঞ্জ করা হয়—আমি বলেছি এই সমস্ত প্রসেসগুলি কমপ্লিট হলেই পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(এ ভয়েস ফ্রম দ্য অপোজিশান বেঞ্চ - কত বছর লাগবে)

স্যার, উনারা সব সময়ই কো-অপারেটিভের কথা বলেন, পঞ্চায়েতের কথা বলেন। আসলে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ওনাদের টাকা মারিং-এর সুবিধা হয় সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কথাই উনারা সব সময় বলে থাকেন। কো-অপারেটিভ করলে উনাদের টাকা মারিং-এর সুবিধা হবে। পঞ্চায়েত থেকে উনারা টাকা মারিং করেছেন। কাজেই মারিং-এর সুবিধার জন্যই এই সমস্ত কথা এখানে বলে থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে গণতন্ত্রের প্রতি উনাদের বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা নেই। যদি থাকত তাহলে—এই সরকার মাত্র দুই মাসের সরকার, তিন মাসের সরকার, অস্ত্র হাতে নিয়ে এই সরকারকে গদি থেকে নামিয়ে দাও, এই সমস্ত কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। গণতন্ত্রের নীতিই হচ্ছে কোন দল সরকারে যাবে, কোন দল বিরোধী ভূমিকায় থাকবে। এই নীতি মেনে চলাই হচ্ছে গণতন্ত্রকে মজবুত করা।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে যে সমস্ত উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি রিকনষ্টিটিউট করা হয়েছে। আমি জানতে চাই —এগুলির মধ্যে কতগুলি কমিটিকে রিকনষ্টিটিউট করা হয়েছে সেগুলিকে কি কারণে রিকনষ্টিটিউট করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এটা সম্পূর্ণ পৃথক প্রশ্ন, আলাদা প্রশ্ন করলে তথ্য দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১১৬।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১১৬

প্রশ্ন

১। সিধাই থানার অন্তর্গত মোহনপুর বাজারে সুপার মার্কেট তৈরী করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থেকে থাকে কবে পর্যান্ত আশা করা যায়,

৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

১। সিধাই থানার অন্তর্গত মোহনপুর বাজারে সুপার মার্কেট তৈরী করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই

২ এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—মোহনপুর বাজার আগরতলা পৌরসভা কিংবা নোটিফায়েড এরিয়া এলাকার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং কোন নোটিফায়েড এরিয়া আগরতলা পৌরসভার অধীনস্থ এলাকা সমূহের সঙ্গে সুপার মার্কেট করার পরিকল্পনা রাজ্য উন্নয়ন দপ্তর করে থাকে।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগরতলা শহরে মিউনিসিপ্যালিটি হবে কিন্তু গ্রামের মানুষ সেই সুযোগ পাবে না। বামফ্রন্ট সরকার সেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং সেখানে সুপার মার্কেট করার জন্য তদন্ত করেছিলেন এবং তার জন্য জায়গাও ঠিক করেছিলেন ১৯৮৬-৮৭ সালে সেটা কি কারণে বন্ধ হলো মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— আসলে স্যার, সেখানে ১৯৮৬-৮৭ সালে সুপার মার্কেট করার কোন রকম নথি আমাদের হাতে নেই। এটা আমি বলতে পারি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ ১৯৮৩ সালে ঐ এলাকা থেকে বিধানসভায় নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন যারা এখন বিরোধী আসনে আছেন সে দিন উনারাই সরকারের ক্ষমতায় ছিলেন এবং ধীরেন্দ্রবাবুকে বিধানসভায় পরাস্ত করার জন্য এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করে উনাদের পক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ধরণের একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। স্যার, আপনার অবগতির জন্য বলছি যে ত্রিপুরা পৌরসভা এবং রাজ্যের ১১টি নোটিফায়েড এরিয়া যেগুলি কিংবা রুর‍্যাল ডেভলাপমেন্ট সেখানে স্যার, রাজ্য সরকার কিংবা নগর উন্নয়ন দপ্তর উন্নয়ন মূলক কাজ করতে পারে সেটা আমাদের মধ্যে আইনগত সীমাবদ্ধতা আছে। সেটা আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪।

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ ইং হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ফিসারী এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে

সরকার থেকে কত টাকা ঋণ ও অনুদান হিসাবে দেওয়া হইয়াছে,

২। ফিসারী এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি উক্ত টাকার কোনও হিসাব সরকারের নিকট পেশ করিয়াছে কিনা,

৩। করিয়া থাকিলে লাভ বা লোকসানের পরিমাণ কত (বৎসর ভিত্তিক হিসাব),

৪। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ দ্বারা ফিসারী এপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি কি পরিমাণ ফিঙ্গার লিঙ্গস ক্রয় করিয়াছে, এবং

৫ এই ফিঙ্গার লিঙ্গস কি ভাবে বিলি-বন্টন করা হইয়াছে ?

উত্তর

১ ১৯৮০ ইং সন হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ কে সরকার হইতে এবং জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম হইতে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে মোট ৩,১২ ৫০০.০০ টাকা ঋণ ও মোট ১৩ ৫৫,৫৫০ ০০ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

২। উক্ত টাকার জন্য ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি. আলাদাভাবে কোন হিসাব সরকারের নিকট দাখিল করে নাই। তবে সমবায় দপ্তরের কাছে বার্ষিক বিবরণী জমা দেওয়া হয়েছে।

৩। লাভ ও ক্ষতির পরিমাণ বৎসর ভিত্তিক এইরূপ :—

বৎসর	লাভ	ক্ষতি	
১৯৮০-৮১	×	৭২৫.৩১	
১৯৮১-৮২	×	৭৫,৯০১.৩৫	
১৯৮২-৮৩	×	৮৫,০২৫ ৬৫	
১৯৮৩-৮৪	১,১৪.৩৯১ ৬৯	×	
১৯৮৪-৮৫	×	৮৭,৪০১.৯৫	অডিট রিপোর্ট অনুসারে।
১৯৮৫-৮৬	৫৭,১২৪.১২	×	
১৯৮৬-৮৭	২,৮২,৪১৬.২৫	×	
১৯৮৭-৮৮	১,৬৮,৮০৪ ৭২	×	
১৯৮৮-৮৯	৫০৮১৯ ৭১	×	

৪। সরকার হইতে প্রাপ্ত শেয়ার কেপিটাল-এর টাকা হইতে সমিতি মোট ৩২,৭৫,১৯০ সংখ্যক ফিঙ্গার লিঙ্গ ক্রয় করিয়াছে বলিয়া সমিতির কাগজ-পত্র হইতে প্রতীয়মান হয়।

৫। সমিতির কাগজ-পত্র মতে ঐ ফিঙ্গার লিঙ্গসগুলি ডিরেক্টার অব্ ফিসারী, ত্রিপুরা নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন ব্লকে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ও গোমতী ফিসারী প্রজেক্ট ইত্যাদিতে বন্টন করা হয়েছে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্য্যন্ত যে হিসাব মন্ত্রী মহোদয় দিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে এই এপেক্স কো-অপারেটিভকে বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছেন। তারা টোট্যাল কেপিটালকে সর্বনাশ করে দিয়ে গেছেন। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী খতিয়ে দেখে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন বা নেবেন কিনা এবং কি কি কারণে এই ফিঙ্গার লিঙ্গস্ ব্যবসায়ে লাভ হওয়ার জায়গায় ক্ষতি হল যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের বহু ফিঙ্গার লিঙ্গস্ বাহিরে যায় অর্থাৎ মিজোরাম এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে যায় সেখানে কি করে টোট্যাল টাকাটা ধ্বংস হয়ে গেছে সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন উথ্থাপন করেছেন এইটা সত্য যে, বিগত সরকারের আমলের নিয়মনীতি এই এপেক্স্ এবং কো-অপারেটিভগুলি ফলো করতো না। এবং যার ফলে প্রতিটি বছরেই সেই ১৯৮১ সাল থেকে নয় ১৯৭৮ সাল থেকেই আমরা সেই হিসাবগুলি খতিয়ে দেখেছি যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এইভাবে অডিট হবার পর দেখা গেছে যে, সমস্ত লক্ষ লক্ষ টাকা লস্-এ রয়েছে। এবং কোন নিযমনীতি যে ফলো করা হয় নি সে সম্পর্কে আমি দুই-একটা উদাহরণ দিচ্ছি :—

১৪-৭-৮৭ থেকে ১৮-২-৮৮ ইং যেটার মাননীয় নকুল দাস মহাশয় চেয়ারম্যান ছিলেন—সে সময় রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার এবং প্রবোদ দাস, এই দুইজন-এর কাছ থেকে টেণ্ডার পাওয়া সত্ত্বেও সেই সময় তাদের কাছ থেকে জিনিষ ক্রয় না করে অবৈধভাবে ডাইরেক্টলি তাদেরই দলীয় ৭ জনকে দিয়ে ২৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৮৭ ৫০ টাকার জিনিস কেনা হয়। এরপর ৬-১-৮৬ থেকে ৫-১০-৮৭ পর্য্যন্ত ২০ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার জিনিস কোন টেণ্ডার ছাড়াই একদম ব্যক্তিগতভাবে ডেকে এনে তাদের দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল কিনে নেওয়া হয়। তারপর মাল বিক্রির ক্ষেত্রেও স্যার, কোন নিয়মনীতি মানা হয় নি যার ফলে এত লক্ষ টাকা লস্ হয়েছে।

দপ্তর এখন সব কিছু নিয়ে অডিটে হাত দিয়েছেন অডিটের রিপোর্ট পাওয়া গেলে তারপর সমস্ত বুঝে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-- শাস্তির ব্যবস্থাই যেটা আইন অনুযায়ী সেটা নেওয়া হবে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিসেব দিয়েছেন—আমি আগেই বলেছি নাম্বার (১) এই যে সাতজন লোককে জিনিস কেনার জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছিল ২৪ লক্ষ টাকার উপরে হিসেব দিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে ২০ লক্ষ টাকার ফিঙ্গার লিঙ্গস্-এর অর্ডার দেওয়া হয়েছিল—তারা কি মার্কস্বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোক এবং দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই কাজগুলি করা হয়েছিল কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে, এইগুলি তারা দলীয় স্বার্থে এবং সি. পি, এম ক্যাডারের লোক এবং দলীয় লোককে কিছু পাইয়ে দেবার জন্য এইটা করা হয়েছিল।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইখানে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন এর থেকে আমরা দেখেছি যে, সমবায় সমিতি সেই ১৯৮০ — ৮৮ সাল পর্য্যন্তই এইটা লাভে চলতো। তবে একটা সমতি লাভে বা লোকসানে রান করবে শুধু এইটাই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে না। সমিতির যেটা মূল উদ্দেশ্য — সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেখানে কাজ করা হয়েছে। এবং এইখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্যগুলি দিলেন সেই সবগুলি অডিটেড এবং সেই অডিট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরই করেছে। কাজেই সেই দিক থেকে এইখানে কোন লুকানো আছে বলে আমরা মনে করি না। আমিও তাই মনে করি। আর যে সমস্ত সংস্থার কথা বলা হয়েছে জিনিস কেনা হয়েছে — এইটা নিয়ম মাফিক টেণ্ডার দিয়ে জিনিস কেনা হয়েছে। এ সম্পর্কে কোন ত্রুটি নাই।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, গত দুই বছরে এই বোর্ড ভেঙ্গে দেবার পর কি কি বিজনেস্ — কত টাকা আয় করেছে, কত টাকার গাড়ী কেনা হয়েছে, কত টাকা গাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়েছে এই সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না,

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, দশ বছরের ক্ষতি পূরণ করে দুই বছরে লাভ করতে পারবে এইটা ঠিক নয়। কারণ দশ বছরের ক্ষতিটা ২ বছরে পূরণ করা যায় না। আমরা এখন ১৯৮০ এবং ১৯৮১ সালের অডিট শেষ করেছি ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৯ ইং পর্য্যন্ত অডিট চলছে। এবং প্রাথমিক পর্য্যায়ে যেটা দেখা গেছে উনি যেটা উল্লেখ করেছেন যে এইটা এখন লাভের দিকে চলছে। তবে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে, শুধু লাভই নয় সমবায় সংস্থা হচ্ছে একটি আন্দোলন। এইটা যাতে মার্কেটে দাম না উঠে মানে চড়া দাম না হয় — এবং বাজারকে কন্ট্রোল রাখা যায় সেই উদ্দেশ্যেই সমবায় এই এপেক্স মার্কেটিংগুলি কাজ করে থাকে। সেই উদ্দেশ্যে এগুলি যাতে সময়-মত পাওয়া যায় সেই চেষ্টা চলছে। আর এখানে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, সেটার কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্য আমাদের নেই।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, সেখানে সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকার পরও তারা মাছের চারা (পোনা) পান না। বর্তমানে বলা হচ্ছে যে, দেওয়া হবে। সেই মাছের চারা বেনিফিসারীদের কাছে যথাযথভাবে দেওয়া হবে কিনা এবং অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন সেটার সম্পর্কে কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। এই ধরণের ঘটনা হয়ে থাকলে আমরা অবশ্যই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৮।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৮।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২০৮

প্রশ্ন

১। রাজ্যে হরিজনদের জন্য মোট কতটি আবাসন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং তাতে কতটি পরিবারকে আবাসনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে,

২। ঐ সব আবাসনগুলি মেরামতের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

৩ যে সকল হরিজন আবাসনের সুযোগ পান নি তাদের জন্য কোন আবাসন প্রকল্প গ্রহণের কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

উত্তর

১ রাজ্যের হরিজনদের জন্য আগরতলা পৌরসভা কর্তৃক ২টি এবং রাজ্যের তফশিলী কল্যাণ অধিকার কর্তৃক একটি আবাসন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং উক্ত আবাসন প্রকল্পগুলিতে মোট ১২০টি পরিবারকে আবাসনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

২। ঐ সব আবাসনগুলি মেরামতের প্রয়োজন হলে প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৩। যে সকল হরিজন আবাসনের সুযোগ পান নি তাদের জন্য আরও কিছু আবাসন তৈরী করার পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আরও ৩০০ হরিজন পরিবার আছেন যারা আজও পুনর্বাসন পান নি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়েছিল। কালিকাপুর সহ কয়েকটি জায়গাতে এই ভাবে আবাসন প্রকল্পগুলি তৈরী করা হয়েছে। বাকীদের ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অতি সত্বর ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে আমি বলেছি যে, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে রাজ্যে তফশিলী জাতি কল্যাণ অধিকার হরিজন পরিবারের মধ্যে বন্টনের জন্য উজান অভয়নগরে ০.১২৭ একর, প্যারীবাবুর বাগান এলাকায় ০ ২৮১ একর এবং পূর্ব্ব প্রতাপগড় ঋষিদাস কলোনীতে ২.৮০ একর জায়গা ক্রয় ও অধিগ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত জায়গাগুলির জন্য আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২.০১ লক্ষ টাকা, ২ ৮৮ লক্ষ টাকা এবং ১০.১২৫ লক্ষ টাকা। হরিজন পরিবারদের আবাসনের জন্য কৈলাশহরে ৮টি ফ্ল্যাট তৈরী করা হইতেছে এবং উক্ত ফ্ল্যাটগুলিতে ৮টি পরিবারকে আবাসনের সুযোগ দেওয়া হইবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এটা করা যাবে বলে আশা করছি।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের সময় প্রতাপগড় ঋষি পাড়ার কথা যেটা বললেন, আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাটি ভরাট করে দেয়, কারণ বন্যা আসলেই পাড়াটি জলে ডুবে যায়

সেখানে মেরামতির কাজ শুরু করা হয়েছিল, কিন্তু গত দুই বছর যাবত ঐ কাজটি বন্ধ আছে, আগে যে মাটিগুলি ফেলানো হয়েছিল, ফ্লাডে সেই মাটিগুলি ধুয়ে যাচ্ছে। এখন পর্য্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এই সম্পর্কে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এই বিষয়টিকে আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৫।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সব্জি উৎপাদন সমিতির বর্তমান সংখ্যা কত,

২। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এরূপ কয়টি নতুন সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে,

৩। ইহা কি সত্য যে এই বৎসর, এই সমবায়গুলি সব্জি না কিনাতে সব্জি চাষীরা ন্যায্যমূল্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন,

৪। সত্য হইলে সব্জি চাষীরা তাদের উৎপাদিত সব্জি ন্যায্য মূল্য পাওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১ রাজ্যে সব্জি উৎপাদক সমবায় সমিতির সংখ্যা ২টি।

২ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এরূপ ১টি সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৩ এই সমবায় সমিতিগুলি সব্জি না কিনাতে সব্জি চাষীরা ন্যায্য মূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এমন কোন অভিযোগ সরকারের গোচরে নাই।

৪ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাহলে এই যে সব্জি চাষীদের ২টা সমবায় আছে, এই বছরে কৃষকদের কাছ থেকে কত পরিমাণ সব্জি ক্রয় করেছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, চলতি বৎসরের ১লা জুলাই হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার ৩৬ টাকা ৮৫ পয়সার সব্জি ক্রয় করা হইয়াছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, সোনামুড়ায় একটি সব্জি উৎপাদন সমবায় সমিতি আছে। এই বছরে কফি চাষীরা শেষ পর্য্যন্ত শত ৩০ টাকা, ২? টাকায় বাঁধা কফি বিক্রি করতে হয়েছে। বার বার সরকারের কাছে দাবী করেও সব্জি উৎপাদকরা এই কপি

বিক্রি করার কোন প্রতিকার সরকার থেকে পাননি। সবজি উৎপাদক সমবায় সমিতির কোন ভূমিকা সেখানে নেই। বরং সবজি উৎপাদক সমবায় সমিতির যে গাড়ী ছিল সেই গাড়ীগুলি গত দুই বছরে অচল হয়ে গেছে। একটি মাত্র জীপ, সেই জীপটিও এখন অচল হয়ে আছে। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? এর ফলে কৃষকরা যেভাবে হয়রানি হচ্ছে, ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য তাদের ট্রেন্সপোর্ট সাবসিডি দেওয়া বা অন্যভাবে সাহায্য করা, যেটা বামফ্রন্ট সরকার করেছিল সেই রকম কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, সোনামুড়ার সেই সবজি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১ লক্ষ ২০ হাজার ৩৬ টাকা ২৫ পয়সার সবজি ক্রয় করা হয়েছে। আর একটা সবজি সমবায় সমিতি মোহনপুরে আছে, সেটা এখনো চালু হয় নাই, তারা ক্রয় শুরু করে নাই। মাননীয় সদস্য যে গাড়ীর কথা উল্লেখ করেছেন, আমরা যখন সেখানে অ্যাডমিনিষ্টেটর বোর্ড সেখানে বসাই তখন সেখানে দুইটি গাড়ী ছিল। একটি জীপ, আর একটি ট্রাক যেগুলি মাল বহন করত। সেগুলি যখন নতুন এডমিনিষ্টেটরের কাছে হ্যাণ্ড ওভার করা হয় তখন শুধু বডিটাই ছিল, চালু অবস্থায় ছিল না এবং একটি জীপ সেটাও খুব মন্থর গতিতে চলত, পরে সেটিও বিকল হয়ে যায়। তারপর সেখানকার উৎপাদিত কাটা খুব কম দামে বিক্রি করতে হয়েছে বলে যে কথা বলেছেন সেই রকম তথ্য আমার কাছে নাই। তবে পরবর্তী সময়ে যাতে এরকম না হয়, সেটা খতিয়ে দেখা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আলু চাষীদের আলু কেনার জন্য সম্প্রতিকালে সরকার থেকে যে ঘোষণা করা হয়েছে, সেই আলু কেনার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে এমনকি বিলোনীয়াতে যেখানে সব চাইতে বেশী আলু চাষ হয়, সেখানে আলু চাষীদের কাছ থেকে একেবারে আলু কেনা হচ্ছে না। বরং উল্টা গ্রামের টাউট বাটপার যারা, তারা অত্যন্ত অল্প দামে কৃষকদের কাছ থেকে আলু কিনে কৃষকদের বঞ্চিত করে আবার সেই আলু টাউট বাটপাররা কিনে এনে সরকারের কাছে বিক্রি করছে। মিডেল ম্যানের হাতে সমস্ত ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে সবজি কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির যে ভূমিকা ছিল, সেই ভূমিকাকে বানচাল করে দিয়েছে। সমিতিগুলির মাধ্যমে সেইগুলি সম্পূর্ণ বাতিল সরকার এটা অস্বীকার করতে পারেন?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার এটা সম্পূর্ণ অসত্য যে এই কো-অপারেটিভ সোসাইগুলি আলু কিনছে না। আপনার এই অভিযোগ আমি মেনে নেব না। কারণ আমি এটা জোর গলায় বলতে পারি এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে পরিমাণ আলু কিনেছি বিগত সরকারের আমলে এত বেশী আলু কখনও এপেকস্ মার্কেটিং থেকে কেনা হয় নাই। এই সমবায় সমিতির ৫শ ৫০ মেট্রিকটন আলু উৎপাদনকারীরা, কৃষকেরা যাতে ন্যায্য মূল্য পান সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা আলু কিনেছি। যে সমস্ত জায়গাতে আলু উৎপন্ন হয়, সেই বিলোনীয়া হউক, অমরপুর হউক, আর

সোনামুড়া ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গাতে আমরা আলু কেনার জন্য গাড়ী পাঠিয়েছি। কোন কোন জায়গা থেকে আমাদের গাড়ী খালি এসেছে, তারা দিতে চাইল না, তবু আমরা তাদেরকে বুঝিয়েছি যে আপনারা আলু বিক্রি করুন না হলে পরে এই আলু নষ্ট হয়ে যাবে। সেইদিক দিয়ে নজর রেখেই এবার আমরা সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ ৫শ ৫০মেট্রিক টন আলু ক্রয় করেছি এবং এটা রেকর্ড এই বছরের মত অন্য কোন বছরে নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত এক বছরে সবজি উৎপাদকেরা যাতে তাদের উৎপাদিত সবজি বাজারের এনে বিক্রি করে ন্যায্যমূল্য পেতে পারে তার জন্য তাদের কত টাকার ট্রেন্সপোর্ট সাবসিডি দেওয়া হয়েছে জানাবেন কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— আমরা বিভিন্ন বাজার থেকে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সবজি ক্রয় করে থাকি। কাজেই সেই ক্ষেত্রে সাবসিডি দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় অবগত আছেন যে আমরা বিলোনীয়া মহকুমাতে সব চাইতে বেশী আলু উৎপাদিত হয় এবং এই বছরেই এক সময়ে আলুর দাম প্রতি কে. জি এক টাকায় নেমে গিয়েছিল এবং সরকার ঐ মহকুমার ১১ থেকে ১০টি সেন্টার থেকে সরকারী ধার্য্যমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে আলু কিনেছিল। কাজেই, ঐ মহকুমাতে যেসব আলু উৎপাদক আছে, যারা এখনও কম দামের জন্য আলু বিক্রি করার জন্য এগিয়ে আসছে না, তাদের কাছ থেকে আলু কেনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, উৎপাদককারী যদি তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে না চায়, তাহলে আমরা সরকার থেকে সেটা কিভাবে জোর করে কিনতে পারি? — তবে, যারা বিক্রি করতে চায়, তারা আমাদের এ্যাপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি যেগুলি আছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে চড়িতে ছিটিয়ে, তাদের কাছে অনায়াসে বিক্রি করতে পারে এবং এ্যাপেক্স তার জন্য সরকারী ধার্য্য মূল্য দিতে সব সময় বাধ্য।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবশ্য অবগত আছেন যে, আমার খোয়াইয়ের তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর এবং আরও অনেক জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে সবজি উৎপাদিত হয়। কিন্তু এসব সবজি উৎপাদকেরা তাদের উৎপাদিত সবজি বাজারে এনে কোন দিনই ন্যায্যমূল্য পায় না। অন্যদিকে ফরিয়ারা বাজার থেকে অনেক কম দামে ঐসব সবজি কিনে এই আগরতলায় এনে বেশী দামে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন। বিশেষ করে কাঁকড়ল তো তেলিয়ামুড়া অঞ্চলে সব চাইতে বেশী উৎপাদিত হয়, সেই কাঁকড়ল উৎপাদকরাই বাজারে এসে ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। কাজেই,

কৃষকেরা যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য ন্যায্যমূল্য পেতে পারে, তার জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সেগুলি কেনার ব্যবস্থা করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক যে তেলিয়ামুড়া অঞ্চলে সব চাইতে বেশী কাঁকড়ল উৎপাদিত হয়, আর, কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সব্জি উৎপাদকদের কাছ থেকে যাতে সরাসরি সব্জি কেনা যায়, এই ব্যাপারটা আমরা খতিয়ে দেখছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ২৮১।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২৮১।

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমার সর্বাধন রিয়াং পাড়ার কোন পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প আছে কি না ?

২। থাকলে বর্তমানে তা চালু অবস্থায় আছে কি না ?

উত্তর

১। বিলোনীয়া মহকুমার সর্বাধন রিয়াং পাড়ায় একটা পানীয় জলের প্রকল্প আছে এবং তাহা চালু অবস্থায় আছে।

২। চালু অবস্থায় আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেখানে পানীয় জলের বিকল্প কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন কি না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্য যে এই উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পানীয় জলের প্রচণ্ড অসুবিধা। বর্তমানে পাবলিক হেলথ ইনজিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট থেকে একটা বড় ডিপটিউবওয়েল বসানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং এটির কাজ কয়েকদিনের মধ্যেই আরম্ভ হবে।

মিঃ স্পীকার :— নাউ কোয়েশ্চন আওয়ার ইজ অভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র টেবিলে জমা দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি (ANNEXURES–"A" & "B")।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা অত্যন্ত জরুরী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। সেটা হচ্ছে "গত ২রা এপ্রিল "দৈনিক সংবাদে" প্রকাশিত ট্রাফিক পুলিশ ও হাবিলদার তিনজন সি পি আই (এম) কর্মী দ্বারা লাঞ্ছিত এবং ধৃত হওয়া সম্পর্কে।" এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্যার। একটা ডেপুটেশনের নাম করে গিয়ে ট্রাফিক পুলিশ ও একজন হাবিলদারকে আক্রমণ করেছে এবং তাদেরকে

লাঞ্ছিত করেছে। এটা অত্যন্ত গুরুপূর্ণ স্যার। আমরা একটা বিবৃতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— প্লীস সিট ডাউন। আপনারা সবাই বসুন। আমি বলছি, আপনারা সবাই বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীস সীট ডাউন। আপনারা সবাই শান্ত হয়ে বসুন। আমি বলছি, সাধারণত লাইটেড নেওয়া হয় এই কারণে যে, যদি মিনিষ্টার উত্তর দিতে না পারেন। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি এই বিষয়ের উপর কোন বিবৃতি দিতে পারবেন কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি দিচ্ছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— তাহলে আমাদেরও দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— আপনাদেরও ১টা এলাউ করা হবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ৩১-৩-৯০ ইং তারিখ হাবিলদার নারায়ণ চক্রবর্তীকে সি, পি, এম, সমর্থক দ্বারা মারধোর করিয়া জখম করিবার বিষয়

গত ৩১-৩-৯০ ইং বিকাল অনুমান ৫টা। ৫-২০ মিনিটের সময় আগরতলা ট্রাফিক শাখার হাবিলদার শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী রাজবাড়ীর উত্তর গেইটের রাস্তায় ডিউটিতে মোতায়েন ছিলেন। ঐ সময় রাস্তার পূর্ব্ব দিক হইতে বিধায়ক শ্রীঅনিল সরকার, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক এবং ডি, ওয়াই, এফ কর্মী শ্রীপবিত্র করের নেতৃত্বে অনুমান তিন শতাধিক সি, পি, এম, সমর্থকেরা মিছিল করিয়া আসিয়া আগরতলা আকাশবাণী ভবনের নিকটে জমায়েত হয়। উক্ত জমায়েতের ফলে রাস্তা দিয়া গাড়ী চলাচলে বিঘ্ন হয়। হাবিলদার নারায়ণ চক্রবর্তী তৎক্ষণাৎ ট্রাফিকের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করিতে থাকাকালীন সি, পি, আই, (এম)-এর মিছিল হইতে কিছু সমর্থক অতর্কিতে হাবিলদার নারায়ণ চক্রবর্তীকে গালাগাল করিয়া ফ্ল্যাগের লাঠি দ্বারা এবং কিল ঘুষি মারিয়া শরীরের বিভিন্ন স্থান রক্তাক্ত জখম করে। দুস্কৃতিকারীরা হাবিলদারের পোশাক ছিড়িয়া দেয়। হাবিলদারের নিকট হইতে তাহার টুপিটি এবং সরকারী বেতার যন্ত্রটি নিয়া যায়। সরকারী বেতার যন্ত্রটি উদ্ধার করা হয়। জখমপ্রাপ্ত হাবিলদার নারায়ণ চক্রবর্তীকে জি, বি, হাসপাতালে পাঠাইয়া চিকিৎসা করা হয়।

হাবিলদার নারায়ণ চক্রবর্তীর এজাহার মূলে পূর্ব্ব কোতোয়ালী থানাতে মোকদ্দমা নং ৩২(৩)৯০ ইং ধারা ১৪৮/১৪৯/৩৩৩/৫০৬/৩৭৯ মতে মামলা রজু করা হয়। ঘটনার তদন্তকালে নিম্নলিখিত আসামীদের ধৃত করিয়া কোর্টে সোপার্দ করা হয়। ১) শ্রীবিনয় সাহা, (উকিল) প্রাক্তন কমিশনার, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি, ২) শ্রীনিখিল দত্ত, (উকিল), ৩) শ্রীঅঞ্জন সেনগুপ্ত

(ডি ওয়াই, এফ কর্মী), ৪। শ্রীবাবুল পাল (সি পি আই (এম) সমর্থক)। গত ১.৪.৯০ ইং তারিখে তাহারা আদালত হইতে জমিনে মুক্ত আছে। যেহেতু প্রথম দুইজন আসামী আইনজীবি তাই সরকারের তরফ হইতে নন বেইলএবল অফেন্স হওয়া সত্বেও জামিনের বিরোধিতা করা হয় ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান স্যার,

মিঃ স্পীকার :— নো পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে করুন। তবে ২টার বেশী হবে না। একটি ট্রেজারী বেঞ্চ, অন্যটি পাবে বিরোধী বেঞ্চ।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, সারা রাজ্যের জনগণের কাছে যখন পুলিশ সম্পর্কে একটা আস্থা এসেছে, যখন পুলিশরা খুনীদের ধর-পাকড় করছে, যখন দেশে শান্তি ফিরে এসেছে ঠিক সেই সময় তাদের মনোবল ভাঙ্গার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে। দ্বিতীয়তঃ শান্তিপূর্ণ ভাবে যখন সে মিছিলকে ট্যাকল করেছিল তখন এই মিছিল থেকে অনিলবাবু, বিনয় সাহা, নিখিল দত্ত, অঞ্জন সেনগুপ্ত, বাবুল পাল প্রমুখ ব্যক্তিরা নারায়ন চক্রবর্ত্তীকে আক্রমন করে। স্যার, মতিলাল সাহা, বর্ত্তমানে যিনি মন্ত্রী, উনাকে ১৯৮৪ ইং সালে জুটমিলের সামনে আক্রমন করা হয়েছিল। তখন এই নারায়ন চক্রবর্ত্তীই মতিলাল সাহাকে বাঁচিয়েছিলেন। চার রাউণ্ড গুলি ছুড়ে উনার জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর জন্য অনেক দিন আগে থেকেই এই নারায়ণ চক্রবর্তীর উপর আক্রমনের একটা পরিকল্পনা চলছিল। এই ভাবে নিরীহ মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে যে সমস্ত পুলিশ কর্মীরা দায়িত্ব পালন করছেন। যে সমস্ত ট্রাফিক পুলিশরা দায়িত্ব পালন করছে, ডেপুটেশানের নাম দিয়ে দায়িত্বপূর্ণ ব্যাক্তিরা তাদের উপর আক্রমন চালাচ্ছেন। এই ঘটনার পরবর্ত্তী অবস্থায় অন্যদিকে চালিয়ে দেবার জন্য দুষ্কৃতকারী বলে দলীয় কর্মীদের আড়াল দেবার জন্য এবং রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটনোর জন্য একটা ব্লুপ্রিন্ট তৈরী করার পরিকল্পনা নিয়েছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাদয়ের নিকট আছে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, উনাদের ব্লুপ্রিন্ট সম্পর্কে অনেক তথ্য আমি এই হাউসে দিয়েছি। পুলিশের মনোবল ভাঙ্গার জন্য যে অপকৌশল তাঁরা নিয়েছেন এবং পীরবাণী মারাককে সামনে রেখে যে সমস্ত মিথ্যা তথ্য এখানে দিয়েছেন সেটার উদ্দেশ্য একই। একটা সময় ছিল যখন পুলিশ কর্মীরা নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করছিলেন। সত্যিকারে আইন শৃংখলা রক্ষার কাজে লিপ্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময় তাদেরকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছিল এবং ক্যাডাররাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, খুন সন্ত্রাসের আবাহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমরা ক্ষমতায় আসার পর পুলিশকে নিরপেক্ষ রেখেছি এবং পুলিশ নিরপেক্ষ থাকার ফলে আজকে রাজ্যে আইন-শৃংখলা ফিরে এসেছে।

রাজ্যে যাতে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়, খুন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়, রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনজারী করার যে চক্রান্ত, সেই চক্রান্তের এটা অঙ্গ বলে আমি মনে করি।

শ্রীঅনিল সরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি সেই মিছিলে ছিলাম এবং সেই মিছিলে আকাশ-বানীর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য গিয়েছিলাম। ঘটনা যখন ঘটে সেই সময় আমরা ভেতরে ছিলাম ৭ জনের প্রতিনিধি নিয়ে। সেই সময় আকাশবাণী ভবনের কাছাকাছি রাজবাড়ীর নর্থ গেটে একটা ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে একটা সি আর পির গাড়ী পাস দেওয়া নিয়ে বচসা বাধে। আমি নিজে একটা ষ্টেটমেন্টও দিয়েছি। কিন্তু বহিরাগত উশৃঙ্খল যুবক সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। সেখানে আমাদের নেতা যারা ছিলেন পবিত্র কর এবং গোরা চক্রবর্ত্তী, সেই ট্রাফিক পুলিশ নিজে চিৎকার দিয়ে বলেছেন 'পবিত্র বাবু গোরা বাবু আমাকে বাঁচান'। সেই আক্রমনে পবিত্র বাবু এবং গোরা বাবু আহত হন। কিছু লোক মিছিল দেখতে এসে বাইরে থেকে অনাহুত একটা প্রভোকেশান সৃষ্টি করার জন্য এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে বিনয় সাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু বিনয় সাহা সেদিন সেই মিছিলে ছিল না, আমরা খবর নিয়ে দেখেছি। পুলিশ এই সাজানো ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কিছু লোকের বাড়ী গিয়ে তল্লাসী ইত্যাদি চালিয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ যিনি আহত হয়েছেন তার পক্ষে দুঃখ প্রকাশ করে আমরা বিবৃতি দিয়েছি। প্রকৃত আসামী যারা, যারা গণতন্ত্রকে স্যাবোতাজ করতে চায় তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে কি কথা বলেছেন আমি বুঝতে পারছি না। প্রকৃত ঘটনা কি ? সেই ট্রাফিক পুলিশকে মারতে মারতে জখম করা হয়েছে] তার পোযাক খুলে ফেলা হয়েছে, তার ওয়্যারলেস ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এর পরও কি বলতে হবে এই ঘটনাটি পরিকল্পিত নয় ? আমি আগেই বলেছি পুলিশকে নিরপেক্ষ রাখা হয়েছে এবং পুলিশ যা করছে নিরপেক্ষ ভাবে করছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা মিছিল করুন সে অধিকার আপনাদের আছে। কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের ইন্ধন দেবেন না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমাকে একটা এলাউ করতে হবে, আপনি ওকে এলাউ করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— কোন দপ্তরের বলেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্বরাষ্ট্র দপ্তরের।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীর পক্ষে যদি উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে আপনি আপনার রেফারেন্স আনতে পারেন। কিন্তু মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রস্তুত আছেন কিনা—

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমাকে একটা এলাউ করতেই হবে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে আপনি একটা বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— ৩১.৩.৯০ ইং তারিখে যাত্রাপুর থানায় নির্ভয়পুর গ্রামে কংগ্রেস (আই)

কর্মী মোহন মিঞা সাহেব মিঞা, দীপক দাস, স্বপন মজুমদারের বাড়ীতে ঢুকে সশস্ত্র ভাকে আক্রমন করে এবং গুরুত্ব আঘাত করে। তারপর ১.৪ ৯০ ইং তারিখে জ্যোৎস্না মিত্র সি পি আই (এম) কর্মী তার বাড়ীতে ঢুকে আক্রমন করে তাকে খুন করার চেষ্টা করে এবং তার মেয়েরা সামনে দাঁড়িয়ে তাকে কোন রকমে রক্ষা করে এবং তারপর পালিয়ে যায়। থানায় এসে এজাহার দিয়েছে এবং এফ আই আর করেছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন গ্রেপ্তার নেই।

তারপর আবার ঐ ২.৪.৯০ ইং তারিখে ঐ গ্রামে ·········

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি ট্রেজারী ব্যাঞ্চ আর কতগুলি এক সঙ্গে আনবেন, আপনার একটা আনার কথা ছিল) ।

(গণ্ডগোল)

সেখানে সেই মোহন মিঞা আমার সূর্য্য মিঞাকে আক্রমন করে ।

মি: স্পীকার :— আপনি কতটা রেফারেন্স আনছেন এক সঙ্গে। এইভাবে হাউস চালানো যায় না, আপনার একটা আনার কথা ছিল।

শ্রীসমর চৌধুরী :— খুন করা, এই সম্পর্কে ষ্টেটমেণ্ট চাইছি, একটা গ্রামের মধ্যে রায়ট চলছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরনের কোন ঘটনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এটার যে হেতু কোন রিপোর্ট আমার কাছে নেই। সুতরাং এটা আমার কাছে অসত্য বলে মনে হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মি: স্পীকার স্যার, এখান থেকে জানতে কতটুকু লাগে। দু ঘণ্টা।

(গণ্ডগোল)

REFERENCE PERIOD

মি: স্পিকার:— আজকের কার্য্যসূচীতে ৭(সাতটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি দেওয়ার কথা অন্তর্ভুক্ত আছে।

উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ২২, ৩, ৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহাশয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ের উপর মাননীয় রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটি উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো : ''গত ১৫ই মার্চ্চ উদয়পুর মহকুমা, মহকুমা শাসক উদয়পুর চক্‌বাজারে ২১ জন স্থায়ী ব্যবসয়ীকে তিন দিনের মধ্যে স্বেচ্ছায় তাদের ষ্টল ছেড়ে চলে না গেলে জোর করে উচ্ছেদ করার হুমকি দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।''

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তুটি হলো :

গত ১৫ই মার্চ্চ উদয়পুর মহকুমা শাসক উদয়পুর চক্ বাজারের ২১ জন স্থায়ী ব্যবসায়ীকে তিন দিনের মধ্যে স্বেচ্ছায় তাদের স্টল ছেড়ে না গেলে জোর করে উচ্ছেদ করার হুমকি দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।''

এই প্রসঙ্গে উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়ার অন্তর্গত চক্‌বাজার অত্যান্ত ব্যস্ততম ব্যবসা কেন্দ্র। বাজারের দোকান সমূহের সামনের স্থানগুলিতে সব্জি ব্যবসায়ী-ভেণ্ডার ও হকার্সগণ দখল করে আছেন। ফলে বাজারের জনসাধারনের চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এছাড়া বর্ষাকালে বাজারের ড্রেনগুলি নোংরা ও ময়লা উপচে রাস্তায় উঠে। ফলে জনসাধারনের অত্যান্ত অসুবিধা হয়। সুতরাং উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি চক্ বাজারের এই সকল অসুবিধা দূর করার জন্য জন সাধারনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিত ফুটপাত ব্যবসায়ী এবং প্রশাসনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, ২১ জন ব্যক্তিকে যাদের চক্ বাজারে দোকান ঘড়ের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল, তারা তাদের দোকানঘরগুলি গোদাম-ঘড়ে রূপান্তরিত করেছেন। এই জন্য সরকার সম্প্রতি উদয়পুর সার্কিট হাউসে ব্যবসায়ী-বুদ্ধিজীবি ও নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি যৌথ ভাবে সভায় সিদ্ধান্ত নেয় যে, হয় ঐ ২১ জন ব্যবসায়ীর দোকান ঘড়গুলিকে অপসারন করিয়া ফুটপাত ব্যবসায়দের দোকান বসাবার ব্যবস্থা করিবেন, নতুবা প্রশাসন তাদেরকে উচ্ছেদ করে ঐ সমস্ত দোকানঘড়ে-যেগুলি বর্ত্তমানে গোডাউন করে রেখেছে সেখানে কিছু উচ্ছেদকৃত হকাস্-ভেণ্ডারস্ ও সব্জী ব্যবসায়ীকে পুনবার বন্দোবস্ত দিবেন। সেই অনুযায়ী ২১ জন ব্যবসায়ীক এ্যাভিকশান নোটিশ দেওয়া হয়। তথাকথিত ২১ জন ব্যবসায়ী উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তারা তাদের গুদামঘরগুলোকে স্থানান্তরিত করিবেন এবং সেগুলোকে দোকানঘরে পরিবর্তন করিবেন। সেই মর্মে তাদেরকে দোকানঘর থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। বেদখলদারদের ব্যাপারে নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি বিকল্প ব্যবস্থা করার চেষ্টা করিতেছেন এবং এ ব্যাপারে জন সাধারনের অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি দলমত নির্বিশেষে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করিয়া আবেদন জানাইয়াছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়বন) :— পয়েন্টঅব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, যারা দোকারঘরগুলিকে গোডাউনে পরিণত করেছেন সেই ২১, জনের বিরুদ্ধে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে দেখা যায় যে ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ এবং ৪৫, ৩৭ ও ৩৮ নং দোকানের মালিকদের বিরুদ্ধে নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৩ দিনের মধ্যে চলে যাওয়ার জন্য চক্ বাজারের এই অংশ পরিস্কার রাখার জন্য বহু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে সুপার মার্কেট করা হয়েছে তথাপি এই এস, ডি ও সাহেব কিছু দিন আগে সেখানকার যারা গ্যাসের ডিলার ছিলেন তাদের দোকানে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন। কারণ তারা ইন্দিরা বিকাশ পত্র কিনছেনা তাদেরকে বলা হয়েছে ইন্দিরা বিকাশ পত্র আগে কিনতে হবে তাহলে থাকতে দেওয়া হবে। কাজেই তারা কিনেন নাই বলে তাদেরকে ৩ দিনের মধ্যে উঠে যেতে হবে এবং সে কারণে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপে বলুন।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, বলছি ৩ টা নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তারমধ্যে একটা হচ্ছে ২২ তারিখে, দ্বিতীয়টা হচ্ছে ১৫ তারিখে এবং তৃতীয়টা হচ্ছে ১৩ তারিখের এই মার্চ্চ মাসের। এই তিনটে নোটিশের একটি হচ্ছে ভাড়ার নোটিশ। ভাড়ার নোটিশের পর আরেকটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে উচ্ছেদের নোটিশ। এবং উচ্ছেদের নোটিশের পর আরেকটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে (যখন আর কিছু করতে পারছেন না তখন)-যে, 'তোমরা স্টক মেইন্টেইন করেছ কি না ? এই তিনটা নোটিশ দিয়েছেন তিনি পর পর অথচ এই ফেব্রুয়ারী মাসে নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি এস, ডি ও, সহ ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটা মিটিং হয়েছে সেটা ফেব্রুয়ারীর ১৮ কি ১৯ তারিখ হবে। এই মিটিং এর মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে তারা বকেয়া ভাড়া যা আছে সেটা দুইটা কিস্তিতে দিয়ে দেবেন। এই চুক্তিকে বাতিল করে দিয়ে এস. ডি, ও সাহেব এই নোটিশ তিনটি জারী করলেন যে আমরা তিন দিনের মধ্যে ভাড়া না দিলে তোমাদের এখান থেকে তোলে দেওয়া হবে। এখন মিনিষ্টার যদি স্টেটরে-টটা উঠা করেন তাহলে কি করা যাবে। এরপরে উনি আরেকটা নোটিশ দিলেন এইগুলি উচ্ছেদ করার জন্য। তারপর এই ব্যবসায়ীরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। তাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি বলেছেন সেটা মাননীয় এল, এস, জি, মন্ত্রী জানাবেন কি না ?

এইখানে একটা নির্দিষ্ট উদেশ্য নিয়ে এইটা করা হচ্ছে ব্যবসায়দের টেকল করার জন্যে। এবং এইটা নিয়ে কংগ্রেস একটা ঘৃণ্য রাজনীতির খেলা খেলছে। তাদের মধ্যে দুইটা গ্রুপ হতে পারে, তিনটা গ্রুপ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের কি অপরাধ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ঐখানকার রনজিৎ সিংহেরা এসেছিলেন। তারা সেখানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের বলছে "তোমরা এখানে ব্যবসা করতে পারবেনা, তোমাদের এখান থেকে উঠে যেতে হবে।" আবার অপর দিকে দিলীপ বিশ্বাসরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাছে এসেছিল। তারা আবার ব্যবসায়ীদের বলছে 'তোমাদের এখানে থাকতে হবে।' এই দুই গ্রুপের দু টানায় পড়ে ঐ ব্যবসায়ীদের কেন জান দিতে হবে ? এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঠিক করবেন কি না। একটা দল এস. ডি ও কে নিয়ে পুলিশ নিয়ে তাদের বলছে তোমরা উঠে যাও এবং আরেক দল গিয়ে বলবে তোমরা এইখানে বসে থাক। ওদের মারামারি লাগিয়ে দেওয়া হবে। এই করে কি ব্যবসা হয় ? ব্যবসা বন্ধ হবার উপক্রম করেছে চক বাজারে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিগ্যেস করতে চাই এইগুলি বন্ধ হবে কি না ? এইসব বন্ধ করে ব্যবসায়ীদের ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে কি না ? আর এই যে ব্যবসায়ীদের হয়রানী করা হচ্ছে এইগুলি বন্ধ করা হবে কিনা না ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, উনি যে সমস্ত অভিযোগ এখানে করেছেন সবগুলিই অসত্য এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত এবং বানানো ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এইখানে আমার বক্তব্য আমি পরিস্কার করে বলেছি যে, ওরা ঐখানে গোডাউন করে রেখে দিয়েছে। আমাদের কাছে বেনামীতে চিঠি এসেছে, দরখাস্ত পড়েছে যে, উনি নোটিফায়েডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন

আস্থায় ঐ নোটিফায়েড এরিয়াতে কিছু পাই টু-পাই কামিয়েছেন ওদের কাছ থেকে, যেটা আমি সরকারীভাবে পড়িনি। এবং আজকে এইটা যখন বন্ধ হয়েছে এবং আজকে উনি আর পয়সা কামাই করতে পারছেন না, আউট হয়ে যাবে তখন উনি ওদের পক্ষে শেল্টার নিয়েছেন। তাহলে আমরা বুঝতে পারি, যে, অভিযোগগুলি বেনামীতে আমার কাছে এসেছে উনার বিরুদ্ধে এইগুলি সম্পুর্ণ সঠিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, উদয়পুর সহরকে সুন্দর করার লক্ষ্যে সুপার মার্কেট করা হয়েছে। সেই সুপার মার্কেটে জায়গা দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে যারা সেই সুপার মার্কেটে গেলে ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং স্বয়ংসম্পুর্ণ হবার সুযোগ তাদের থাকবে তৎসঙ্গে উদয়পুর সহরেও যে ঘিঞ্জি পরিবেশ সেই পরিবেশ মুক্ত হয়ে সুন্দর একটা রূপ নেবে। এই কারণে যে এইটা করা হচ্ছে সেখানে কেশববাবুর কিছু লোকে মদত দিয়ে যাচ্ছে যেন তারা সুপার মার্কেটে না যায় এবং রাস্তাঘাটে যেন পরিষ্কার না থাকে, তার জন্য একটা অচলাবস্থা করার জন্যই বিভিন্ন সময়ে দলাদলী এবং উনাদের মধ্যেও আবার আর, এস, পি, এবং সি, পি, এম, এর মধ্যে ভাগ রয়েছে এবং এই কেশব বাবুর নেতৃত্বে এই অচলাবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হচ্ছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি না?

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, প্রসংগত বলি যে, আপনার দায়িত্ব আছে যে হাউসে যদি কোন সদস্য অসুস্থ হয়ে যায়, তবে তার জন্য তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকানো দরকার। আমার মনে হয়! একজন ডাক্তার এনে উনাকে এক্ষুনি চিকিৎসা করানোর দরকার।

মি: স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য অমল বাবু যে কথাটা বলেছেন সেটা সর্বৈব সত্য। তবে কেশব বাবুরা উস্কানী দিচ্ছেন, নেহেরু সুপার মার্কেট যেটা করা হয়েছে, সেটাতে যাতে ব্যবসায়ীরা না যেতে পারেন। আমরা চাইছি নেহেরু সুপার মার্কেটটিকে জমজমাট করে তুলার জন্য। পাশাপাশি যারা রাস্তায় বা ড্রেনের উপর বসে ব্যবসা করেন তাদেরকে আলোচনার মাধ্যমে সুপার মর্কেটে স্থান দেওয়া

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২৯-৩-৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— 'গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং সোনামুড়া শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি যদুলাল চৌধুরীর বাড়ীতে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের আক্রমন, বাড়ীর লোকদের আহত করা, ভাঙ্গচুর করা ও লুটপাটের ঘটনা সম্পর্কে "

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার,' "গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং

সোনামুড়া শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি যদুলাল চৌধুরীর বাড়ীতে সশস্ত্র দুর্বৃত্তের আক্রমন, বাড়ীর লোকদের আহত করা, ভাঙ্গচুর করা ও লুটপাটের ঘটনা সম্পর্কে।"

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ যে, গত ২৫ ২.৯০ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৭ ঘটিকার সময় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগন এবং আরও কয়েক জনের একটি দল ডেগার, ছেনী, দা ও বোমা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সোনামুড়া শহর নিবাসী শ্রীযদুলাল চৌধুরীর বাড়ীতে হামলা চালিয়ে ঘরের দরজা জানালা ভাঙ্গচুর করে এবং ঘরের ভীতরের আলমারী ভেঙ্গে ম' ১৭০০ টাকা ও উনার স্ত্রী শ্রীমতিরাণী বালার গলা টিপে ধরে এবং গলা থেকে তিন ভরি চার আনা ওজনের একটি স্বর্ণের হার ছিনাইয়া নেয়। যাওয়ার সময় দুস্কৃতকারীগণ এই বলে শাসায় যে, এই ঘটনার প্রতিকার চাইলে পুনরায় আক্রমণ করে বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়া হবে।

হামলাকারীদের নাম :--

১) শ্রীজাহাঙ্গির মিঞা

২) শ্রীসেলিম মিঞা

৩) শ্রীআলিদ মিঞা

৪। শ্রীগুরু হুসেন সাং, এন, সি, নগর, সোনামুড়া,

৫) শ্রীরফিক মিঞা সাং, আড়ালিয়া,

৬) হাবিল মিঞা সাং, আড়ালিয়া,

৭) শ্রীআবুল কালাম সাং, আড়ালিয়া,

৮। শ্রীইউনুস মিঞা-সাং, আড়ালিয়া

উপরোক্ত ঘটনাটি সোনামুড়া শহর নিবাসী শ্রীযদুলাল চৌধুরীর অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯ ৩৫২/৩৮০/২৭৯,৪৪৮/৪২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৯ (২) ৯০ইং সোনামুড়া থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ পলাতক বিধায় ঘটনায় জড়িত আসামীদের কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। তবে গত ১৬ ৩ ৯০ ইং তারিখ সোনামুড়া থানায় পুলিশ উপরোক্ত আসামীদের গ্রেপ্তার করে কিন্তু মাননীয় আদালতের নির্দ্দেশে থানা থেকেই জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। কারণ এর পূর্বেই গত ১২.৩.৯০ ইং তারিখ তাহারা আগরতলার মাননীয় সেশন জজ-এর আদালত থেকে এনটিসিপেটার জামিনের আদেশ গ্রহণ করে।

তদন্তে আরও প্রকাশ যে, ঘটনার দিনই অর্থাৎ ২৫.২.৯০ ইং তারিখ সোনামুড়া রিজার্ভ চৌকির নিকট গাড়ী পার্কিং নিয়ে শ্রীযদুলাল চৌধুরীর ছেলে শ্রীধ্রুব চৌধুরী এবং শ্রীইসমাইল মিঞা নামে একজন ড্রাইভারের সঙ্গে ঝগড়া হয় এই ঝগড়ায় পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীধ্রুব চৌধুরী ইসমাইল মিঞাকে আক্রমন করে ও আট হাজার টাকা নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করে। এই অভিযোগটিও সোনামুড়া

থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ | ৩২৩ | ৩৮০ ধারায় মোকদ্দমা নং ২০(২)৯০ নথিভুক্ত করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বলে প্রকাশ।

ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানাবেন কি যে সোনামুড়া থানার ইনভেষ্টিগেশন অফিসার এই ঘটনাকে ভিত্তি করে এই রকম বাড়ী, যে ভাবে দুস্কৃত-কারীরা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ছেনী, দাও, বোম ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ করে, সেটাকে ভিত্তি করে সোনামুড়া থানার আই. ও, একটি মেসেজ পাঠিয়েছিলেন।

D.I.G Range. Agartala, S.P, CH (West). F.I.R,IC. Sunamra, P.S থেকে এটা এসেছিল, Dated 2.3 Hen'ble Minister B. Mia in CW Some P.S-Case No 19(2) 90 under Section 148, 149, 325, 380, 379, 458, 427 IPC Instruction solisited

এটা স্যার ট্রু কপি একেবারে হুবাহু যে মেসেজ, সেই মেসেজের টুকপি, এটার তথ্য মাননীয়মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, কে কি মেসেজ দিয়েছে সেটা আমার জানা নেই। আমি এইটুকু বলতে পারি যে মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বিল্লাল মিঞা এই ধরণের কোন নির্দেশ দেয়নি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে জাহেঙ্গীর মিঞা, নূর হোসেন, মফিজ মিঞা, ইউনুস মিঞা, রফিক মিঞা, আসিফ মিঞা, আবিদ মিঞা ইত্যাদি ইত্যাদি যাদের নাম বলা হল এরা সকলে ঘটনার পরে সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায়। আই. ও যখন তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য সেখানে যায়, তখন মিনিষ্টার বিল্লাল মিঞা নিজে হস্তক্ষেপ করে তাদের এরেস্ট বন্ধ করতে চেষ্টা করেন। তখন তারা সরকারী ব্যবস্থাপনায় সরকারী গাড়ী দিয়ে আগরতলায় চলে আসেন, আগরতলায় এসে চীফ মিনিষ্টারের সাথে যোগাযোগ করেন। চীফ মিনিষ্টারের সাথে যোগাযোগ করে এখান থেকে এন-টিসিপেটারি বেইল ব্যবস্থা করে, তার পরে তারা সেখানে গিয়ে হাজির হন।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই অসত্য তথ্য আমি উনাদের "ডেইলী দেশের কথা মানে যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মিথ্যা কথা নামে পরিচিত। এই ডেইলী দেশের মিথ্যা" কথায় যেইদিন এই নিউজ ছাপানো হয়েছে আমি সাথে সাথে এটার প্রতিবাদ করেছি এবং আমি সেখানে বলেছি যে, থানার যে অ ই, ও, আই, ওর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি এবং থানাতেও আমার যাওয়া হয়নি। এমনকি সোনামুড়া পি এস এর এই কেইসের সম্পর্কে আমার কোন হাত নেই। সেই কথা আমি বলছি, এবং এই বিবৃতি উনারা ছাপিয়েছেন। অতএব উনি এখানে যে প্রচার করে ছন, এবং এখানে যে অসত্য তথ্য প্রচার করেছেন এখানে . আমার ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার জন্য

রাজ্য মন্ত্রিসভার ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার জন্য এখানে এই বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। অতএব উনার এই বক্তব্যকে একস্পাঞ্জ করা হউক।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এখানে এক্সপাঞ্জড্ করার কোন প্রশ্ন উঠে না। আমি ডকুমেন্টস সাবমিট করেছি। ইট ইজ ট্রু কপি অব দ্যা অফিস, অফিসে তার ফাইলের ট্রু কপি, আমি সাবমিট করেছি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? যে চীফ মিনিষ্টার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই যে আসামীরা, এই আসামীরা আগরতলায় এসে আগরতলায় সি, এম. এর সাথে যোগাযোগ করেন এবং চীফ মিনিষ্টারের ব্যবস্থাপনায় বেল করে তাদের সোনামুড়া পাঠানো হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এটা কোন রাজ্যে কোন আইনে আছে যে, থানায় এরেষ্ট করে আনার পর থানাতেই সরাসরি কোর্ট থেকে মেজিষ্ট্রেটের অর্ডার না এনে তাদের থানাতেই জামিন দিয়ে দেওয়া হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এখানে একটি বিবৃতি দিয়েছেন, এই বিবৃতি কোনভাবে কোন দিক থেকে, কোন আইনে ঠিক হতে পারে না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মোষ্ট অবজেকশনাবল, কেননা এটা বিচার বিভাগের উপর। আমি জানি উনার এটা বলার অধিকার আছে কিনা। এবং উনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায় আনা হউক। স্যার, আমি এখানে বলেছি যে, কোন আসামীকে এই সরকার আশ্রয় দেয় না, পশ্রয় দেয় না। এটা উনাদের সময় হত, উনাদের মন্ত্রীদের বাড়ীতে. এখনো জানি বলে দিতে পারি। এখানে কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী আছেন তাদের বাড়ীতে আসামীরা এসে আশ্রয় নিত। এই সরকার যারা কালপ্রিট, তাদেরকে কোন ভাবে আশ্রয় দেয় না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যদুলাল চৌধুরীর বাড়ীতে যে সমস্ত দুষ্কৃতিকারী এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তারাই আবার তাদের বাড়ীতে আর একটা হামলা সংঘটিত করেছে। ফলে তাদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি ?

শ্রীসুধীরঞ্জরন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে এই ধরণের কোন তথ্য নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নিশ্চয় অবগত আছেন যে, সোনামুড়া শহর থেকে রবীন্দ্রনগরটা খুব নিকটেই এবং যদুলাল চৌধুরীর বাড়ীতে যারা ডাকাতি করেছে, সেই আবুল হোসেন, আমীর হোসেন, এরাই সেই বাড়ী থেকে সোনার অলংকার, আসবাব-পত্র এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ-পত্র নিয়ে গিয়েছে, এরা সেই এলাকার মধ্যে ডাকাত বলে চিহ্নিত এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরণের কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ পর্বের তৃতীয়টি, গত ২৯.৩.৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নের বিষয় বস্তুটির উপর মাননীয় রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়

একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিষয়বস্তুটি হল "গত ২৪শে মার্চ "স্যান্দন পত্রিকায়" -- সেনাবাহিনীর জন্য তেরশ একর জমি গ্রহণের জন্য রিপোর্ট পেশ এই শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।" এখন, আমি রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উপরোক্ত বিষয়বস্তুর উপর তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেনাবাহিনীর জন্য বোধজংনগর, রাধাকিশোরনগর, তারানগরে ১৩০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার জন্য পশ্চিম জেলার জেলা শাসককে নতুন ভাবে কোন প্রস্তাব দেন নাই। বিগত ১৯৮৭ ইং ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত মৌজাগুলিতে আনুমানিক ১৩০০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য সেনাবাহিনীকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। সেনাবাহিনী ঐ জমি অধিগ্রহনের অন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন কালেক্টরেটের নিকট পাঠাইয়াছে। এছাড়া ঐ এলাকার আর ৬০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার প্রস্তাব করার জন্য সেনাবাহিনী সরকারের কাছ থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট চাহিয়াছে। সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে জেলা শাসক প্রাথমিক তদন্ত করছেন। তদন্তে দেখা যায় ঐ সকল প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ করলে অনেক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কোথাও জমি পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্য তিনটি জেলার জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

উল্লেখ থাকে যে, কুঞ্জবন, বড়জলা, গান্ধীগ্রাম ও দেবেন্দ্রনগর মৌজায় প্রায় ১৭৬৬ একর জায়গা অধিগ্রহণ করে ১৯৮২ ৮৩ সালে সেনা নিবাসের জন্য সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— এখানে যে সার্ভে করা হয়েছে, তার সম্পর্কে পশ্চিম জেলা শাসক সরকারের কাছে একটা রিপোর্ট পেশ করেছেন। এখন, আমি জানতে চাইছি, এই নো অবজেকশন সার্টিফিকেট যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে কিনা বা মন্ত্রী সভায় এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, নো অবজেকশন এটা হচ্ছে প্রাথমিক পদক্ষেপ। এটা আমি আমার বক্তব্যে বলেছি জায়গা দেওয়ার ব্যাপারে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, নো অবজেকশন যদি সরকার প্রত্যাহার না করে, সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার থেকে এক পা সরে আসছেন না। এই রিপোর্টের মধ্যে যে এলাকাটা (জায়গাটা) চাওয়া হয়েছে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রায় ৬,৬২৭জন এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই ট্রাইবেল। জমির পরিমাণ হচ্ছে ১৩৪৫১.৫। ১৫৫৮টি পরিবার গৃহহীন হবে এবং ৪৪ ৭২৭জনকে পুনর্বাসন দিতে হবে। এই প্রস্তাবিত এলাকার ৬৫ ভাগ হচ্ছে এ ডি সি'র। ওদের সঙ্গে এখন পর্য্যন্ত কোন আলাপ আলোচনা হয়নি। এখানে কোন উপজাতিকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে না। কাজেই এই এলাকা কোন অবস্থাতেই দেওয়া যাবে না। এই ব্যাপারে মন্ত্রিসভা কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি না?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, মাননীয় মন্ত্রী পরিস্কার বলেছেন যে, নো অবজেকশন সার্টিফিকেট এটা তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের অ্যাপ্রোভ্যাল ভর্তি করে এই নো অবজেকশন ১৯৮৭ইং সনে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের কাছে এমন কোন রেকর্ড নাই যে, নো অবজেকশন দেওয়া হয়েছে। আমরা এখন চেষ্টা করছি তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে যাতে তারা উচ্ছেদ না হয়। যেটা উনারা করেছেন। স্যার, এই ব্যাপারটা নিয়ে ওরা এখানে রাজনৈতিক আখের গোটানোর তালে আছে। আর কিছু নয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, বামফ্রন্ট সরকার যতটুকু দেওয়ার দিয়েছে। কিন্তু নতুন করে সেখানে সেনা বাহিনীকে জমি দেওয়ার দাবী কোন দিন করা হয়নি। এখানে যে জমি দেওয়া হচ্ছে স্যার, এটা ওদের একটা লুটপাটের ব্যবস্থা করছে। এখানে আমি কাগজ পড়ে শুনাচ্ছি স্যার, ৫১ এল, এ কালেকটর—

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটা এই ব্যাপারের সঙ্গে রিলেটেড নয়। এটা এক্সপাঞ্জড্ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি গত ৩০-৩-৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় স্বাস্থ্য বিভাগের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো—"২৯-৩-৯০ইং তারিখে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত—জি, বি, হাসপাতাল থার্মোমিটারের অভাবে ধুঁকছে, গ্যাসের অভাবে অপারেশন বন্ধ দু মাস ধরে শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, "২৯-৩-৯০ইং তারিখে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত—জি, বি, হাসপাতাল থার্মোমিটারের অভাবে ধুঁকছে, গ্যাসের অভাবে অপারেশন বন্ধ দু'মাস ধরে শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।"

ইহা সত্য নহে যে, জি, বি, হাসপাতালে থার্মোমিটার নাই। ইহাও সত্য নহে যে, গত দুই মাস যাবৎ গ্যাসের অভাবে অপারেশন বন্ধ হয়ে আছে। তবে যে ট্রাক দিয়ে আমরা গ্যাস আনয়ন করি, সেই ট্রাকটি রিপেয়ারের জন্য গ্যারেজে পাঠাতে হয়েছিল। তার জন্য কিছুটা অসুবিধা হয়েছে। তবে ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড অনিয়মিত ও চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ না করলেও কখনো গ্যাস-এর অভাব হয় নাই। কাজেই ইহা সত্য নহে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— স্যার, জি বি, হাসপাতাল সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন আমি জানি না, কিসের ভিত্তিতে দিয়েছেন।

উনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে কিনা সেটাও আমার জানা নেই। স্যার, হাসপাতালে চরম দুরাবস্থা। রোগীদের স্যালাইনের সেট বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়। স্যার, এখানে এমন অবস্থাই চলছে যে, সেলাইন সেট দিয়ে অপর রোগীদেরও প্রয়োগ করা হয়। অপারেশনের যে রোগীকে যে রাইস টিউব দেওয়া হয় তাও একই রাইস টিউব অন্য রোগীকেও দেওয়া হয়।

স্যার, হাসপাতালে তুলার ব্যাণ্ডেজ পাওয়া যাচ্ছে না। ৫০০ গ্রাম তুলা যেটা ক্রয় করা হয়েছে সেটা দেখা যাচ্ছে ওজনে সাড়ে তিনশ গ্রাম। এ রকম ৭০ হাজার টাকা তুলা ক্রয় করা হয়েছে এবং এর মধ্যে বিরাট একটা আত্মসাতের ব্যাপার আছে। এ কাজে যে কর্মচারী জড়িত ছিলেন তাকে বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রীর আদেশে তাকে ষ্টে অর্ডার করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, গ্যাসের অভাব নেই। আমরা দেখেছি গৌহাটিতে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন কোম্পানী অপারেশানের জন্য গ্যাস সাপ্লাই করে থাকে। কিন্তু গ্যাস বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা বাকী থাকাতে সে কোম্পানী আর গ্যাস সাপ্লাই করতে রাজী নয়। হয়তো জরুরী ক্ষেত্রে কিছু কিছু অপারেশানের কাজ করা হয়। কিন্তু জেনারেল অপারেশানের কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ আছে এবং জি, বি, হাসপাতালে রোগীরা অপারেশানের অপেক্ষায় পড়ে আছে। শুধু তাই নয় স্যার, এ্যান্টি সিরাম ব্লাড গ্রুপিং-এর কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় সেটাও হাসপাতালে নেই। রোগীদেরকে বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়। তারপর কিছু কিছু জীবনদায়ী ঔষধ যেমন ডেকাড্রন, এই সমস্ত লাইভ সেভিং ঔষধগুলি জি. বি. হাসপাতালে পাওয়া যাচ্ছে না, রোগীদেরকে বাইরে থেকে কিনে আনতে হচ্ছে। এই সমস্ত সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে তুলা নয় ছয়ের কথা বলা হয়েছে। একজন তুলা সাপ্লাই করতেন সেখানে ৫০ গ্রামের পরিবর্তে কম থাকায় সেগুলি এ্যাকসেপ্ট করা হয়নি। ফলে কয়েকদিন ব্যাণ্ডেজের ব্যাপারে ক্রাইসিস দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে সেটা ওভারকাম করা হয়। এখন তুলার কোন অভাব নেই। স্যালাইনের অভাবের কথা আদৌ সত্য নয়। টাকার অভাবে অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে না এটাও সত্য নয়। আমরা গত ১৫ই জানুয়ারী ৮৬টা বড় সিলিণ্ডার, ২৩টা ছোট সিলিণ্ডার, ৪টা ছোট এবং ১৭টা বড় নাইট্রিক অক্সাইড সিলিণ্ডার এনেছি। কাজেই মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন সেগুলি আদৌ সত্য নয় এবং হাসপাতালগুলি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, জি. বি. হাসপাতাটি ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যের মধ্যে সবচাইতে বড় হাসপাতাল। আমি নিজেও ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে গিয়ে দেখেছি। সেখানে রোগীদের অবস্থা করুণ। একটা মাত্র এ্যাম্বুলেন্স সচল আর সমস্ত এ্যাম্বুলেন্সগুলি বিকল হয়ে পড়ে আছে। অনেক সময় ডাক্তারদেরকে ইমার্জেন্সী কল করতে হয় তখন এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় না।

স্যার. আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে মন্ত্রীদের জন্য গাড়ী কেনা হচ্ছে। অথচ রাজ্যের মানুষের জীবন রক্ষার জন্য এই এ্যাম্বুলেন্সগুলিকে সচল রাখার কোন ব্যবস্থা এই সরকার নিচ্ছেন না। এর জন্য তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। যে সমস্ত কথা এখানে বলা হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি নেই। সমস্ত অসত্য তথ্য এখানে পরিবেশন করা হচ্ছে।

স্যার, যে জল হাসপাতালে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে সেই জল অত্যন্ত ঘোলা এবং নোংরা। কিন্তু যেখানে জি, বি হাসপাতালের নীচে যে জল সাপ্লাই দেওয়া হয় সেই জল পরিষ্কার। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে তদন্ত করা হবে কিনা এবং এই হাউস থেকে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে কিনা। কারণ এই হাসপাতাল সম্পর্কে বিরোধী পক্ষ থেকে বার বার আবেদন জানানো হচ্ছে যাতে ঐ সমস্ত অব্যবস্থাগুলি দূর করা হয় সে জন্য, এই সমস্ত তথ্য সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য জি, বি, হাসপাতালের এম্বু-লেন্সের কথা বলেছেন। জি, বি, হাসপাতালে কোন এম্বুলেন্স থাকে না। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে বলেছেন. এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, আগরতলা শহরে যে জল সাপ্লাই দেওয়ার হয় সেই জলই জি, বি, হাসপাতালে সাপ্লাই দেওয়া হয়। কাজেই উনি যে কমপ্লেইন করেছেন সেটা সত্য নয়।

শ্রীমতিলাল সরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান, ডায়েরী যে দুধ সাপ্লাই করে থাকে সেই দুধের বকেয়া এত বেশী জমেছে যার ফলে ডায়েরী এখন সম্পূর্ণ দুধ না দিয়ে ৭০ পারসেন্ট দুধ হাস-পাতালে সাপ্লাই দিচ্ছে ফলে হাসপাতালের রোগীদের বাড়ী থেকে দুধ এনে খেতে হচ্ছে। এবং দ্বিতীয় হচ্ছে মেইলকমবাইণ্ড ওয়ার্ড যেটা সেখানে রোগীদের বালিশের অভাবে মাথার নীচে ইট দিয়ে ঘুমাতে হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশিরাম রিয়াং :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের চাহিদা অনুসারে ডায়েরী দুধ সাপ্লাই দিতে পারে না। কিন্তু উনি যে বালিশের কথা বললেন সেটা সত্য নয়।

মিঃ স্পীকার :— হাউস বেলা ২(দুই) ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রহিল।

AFTER RECESS AT—2 00 P. M.

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আমাদের লবিতে আমাদের দলের সদস্যদের বসার জায়গার অনেক অসুবিধা হচ্ছে। সেখানে সকলে বসতে পারেন না। সেখানে সাংবাদিকরা বসে থাকেন।

মিঃ স্পীকার :— এটা আমি নিশ্চয়ই দেখব।

আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর ২-৪-৯০ইং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

গত ১লা এপ্রিল ১৯৯০ইং "স্যন্দন" পত্রিকায় সি, পি, এমের সাজানো প্লটের নায়িকা পীরবানির মারাক রহস্যাবৃত ঘটনা, নিখোঁজ গৃহবধু শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১লা এপ্রিল ১৯৯০ইং স্যন্দন পত্রিকায় সি. পি. এমের সাজানো প্লটের নায়িকা পীরবানির মারাক রহস্যাবৃত ঘটনা, নিখোঁজ গৃহবধু শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের ব্যাপারে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখার জন্য নির্দ্দেশ দিলে স্থানীয় তদন্তে নিম্নলিখিত বিষয় তিনি অবগত হন। উদয়পুর থানাধীন বসনপলা সাকিমের তুল ভ মারাকের স্ত্রী শ্রীমতি রেফুলী মারাকের সহিত বিগত ২-৪-৯০ইং পতিছড় সাকিমের তার বাবার বাড়ীতে শান্তির বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক যোগাযোগ করলে শ্রীমতি রেফুলি মারাক তদন্তকারী অফিসারকে জানান যে, বিগত ৬-৩-৯০ইং দুপুর আনুমানিক ১২ থেকে ১টার সময় শ্রীমতি রেফুলি মারাকের সিস্টার-ইন-ল শ্রীমতি পীরবানি মারাক গাড়ো কলোনীর বাসিন্দা শ্রীমতি সুমতি মারাকের বাড়ী যায় এবং দুপুরে এখানে খাওয়া দাওয়া করে। ঐদিন ৬-৩-৯০ইং রাত্রি আনুমানিক ৮ ঘটিকার সময় শ্রীমতি পীরবানি মারাক শ্রীমতি রেফুলি মারাকের বাড়ী যায় এবং রাত্রিবেলা অবস্থান করে। গত ৭-৩-৯০ইং সকাল বেলায় শ্রীমতি পীরবানি মারাক শ্রীমতি রেফুলি মারাকের নিকট হইতে ধার হিসাবে ২শত টাকা চাহিয়া লয় এবং জানায় এই টাকা আগরতলা হইতে সে বেতন তুলে শোধ করে দেবে। শ্রীমতি পীরবানি মারাক এও জানায় যে সে পুলিশ বিভাগে কাজ করে। ঐদিনই ৭-৩-৯০ইং আনুমানিক বিকাল ৪ ঘটিকার সময় শ্রীমতি পীরবানি মারাক শ্রীমতি রেফুলি মারাককে সঙ্গে করে আগরতলার উদ্দেশ্যে পতিছড় ত্যাগ করে। আগরতলা পৌছে শ্রীমতি রেফুলি মারাককে সি, পি, আই, এমের দলীয় অফিসে লইয়া যায় এবং সেখানে বিধায়ক শ্রীবাদল চৌধুরী ও বিধায়ক শ্রীনকুল দাসের সহিত দেখা করে এবং ওনারা শ্রীমতি রেফুলি মারাককে জোট সরকারের বিরুদ্ধে বলার জন্য উস্কানী দেয়। শ্রীমতি রেফুলি মারাককে বিগত ১৬-৩-৯০ইং পর্য্যন্ত আগরতলা সি, পি, আই (এম) অফিসে আটক রাখা হয়। এবং গত ১৭ ৩ ৯০ ইং আগরতলার ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসে রাখা হয়। এবং ঐ ঐদিন সন্ধ্যার দিকে আবার সি, পি, আই, (এম,) অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় এবং গত ২০,৩,৯০ ইং পর্য্যন্ত আটক করে রাখে। বিগত ২১,৩ ৯০ ইং পীরবানী মারাক শ্রীমতি রেফুলী মারাককে কৈলাসহর নিয়ে যায় এবং পীরবনীর কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়ে তুলে। এবং পরে পীরেবানী শ্রীমতিরেফুলী মারাকের অগোচরে তাকে ফেলে কোথায় যেন চলে যায়। শ্রীমতী রেফুলী মারাক গত ২৯,৩,৯০ ইং পর্য্যন্ত পীরবানীর কোন খবর না পেয়ে গত ৩০,৩,৯০ ইং পতিছড়ি সাকিনে তার বাবার কাছে ফিরে আসে এবং উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করে তার আত্মীয় পরিজনদের কাছে। শ্রীমতী রেফুল মারাক উপরোক্ত বিষয়ে একটিই অভিযোগ পত্র

দাখিল করে যাহা পশ্চিম আগরতলা থানায় পাঠানো হইতেছে ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য।

শ্রীঅমল মল্লিক : পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, এই পীরবাণী মারাকের নিয়ে এই পবিত্রতম বিধানসভায় ওয়াক আউট করে, এইখানে এজার্নমেন্ট মোশান এনে বিধানসভার পবিত্রতাকে নষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন। এইখানে বিভিন্ন আলোচনায় এইটাই দেখা যাইতেছে সে, পীরবানী মারাক মোটেই অসহায়, নির্য্যাতিতা বা নিপীড়িতা মহিলা নয় এই পীরবানী মারাক সি. পি, এম, এর একজন ট্রেইন্ড্ মহিলা, যে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের নাম করে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। এবং এই পীরবানী মারাকের মত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির অনেকেই এই রকমভাবে টেনিং নিয়েছে যে, তা বা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে এইভাবে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী এবং এই ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ে জানা আছে কি না যে, এই জোট সরকারকে বিভ্রান্ত করার জন্য বামফ্রন্ট ব্লুপ্রিন্ট তৈরী করেছে?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এইখানে এই ঘটনা তাই প্রধান করে। কেননা এই হাউসে পীরবানী সম্পর্কে এই বীরোধী সদস্যরা এজনিমেন্ট এনেছেন, হাউসে লণ্ডভণ্ড করেছেন, কি না করেছেন তারা। স্যার, হাউসের ভেতরেই বাইরেও সমস্ত রাজ্যে তারা তাদের নারী সমিতিকে দিয়ে থানা ঘেরাও করেছে, থানা ঘেরাও করে পুলিশকে মারধোরও করেছে এই পশ্চিম আগরতলা থানাতে॥ আর তাদের নেতৃত্ব দিয়েছে ঐ ভজনপোষণ ঐ খুনের নায়ক পবিত্র কর। স্যার, এইভাবে এইগুলি পরিকল্পিত এবং চক্রান্তের অঙ্গই এই সমস্ত ঘটনা তা প্রমান করে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না যে, এই রেফুলী মারাককে নিয়ে যাবার পর এখানে সি, পি, এম অফিসে তাকে আনা হয় এবং সেখানে অনেকদিন আটক করে রাখা হয়। এবং যখন হাউসে আলোচনা হচ্ছিল তখন এই মধুবতী বিশ্রামাগারে তাকে নিয়ে রাখা হয় এবং সেখান থেকে উত্তর ত্রিপুরায় নিয়ে আটক করে রাখা হয় যখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এইটা প্রকাশ হয়েছিল। তখন সি, পি এম অফিসে থেকে গোপনে তাকে কৈলাসহরে নিয়ে আটক করে রাখা হয় এবং পরে যখন ঐখানে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এইটা প্রকাশিত হয় যখন এবং এই হাউসে আলোচিত হয় তখন এই রেফুলী মারাককে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সে উদ্ধার পায়?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এখানে যে তথ্য মাননীয় সদস্য দিয়েছেন এই ঘটনাই তা প্রমাণ করে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাদের জড়িয়ে যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না, এই যে, পীরবনী মারাক তার মা বাবা, তার

আত্মীয়-স্বজন যারা আছেন এবং তার গ্রামবাসী যারা আছেন সবাই জানেন যে, পীরবানী মারাক পুলিশের ট্রেনিং দিয়ে এসেছে এবং পুলিশের পোষাক পরা অবস্থায়ই প্রথমে অরুন্ধতীনগরে এবং পরে নরসিংগড়ে সে পুলিশ ট্রেনিং দিয়েছে। চাকুরীতে যোগ দেওয়ার জন্য যে কুমার ঘাটের দারচইয়ের সুরেন্দ্র মারাক নামে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে সে যায়। সেও (সুরেন্দ্র মারাক) একটা বিবৃতি দিয়েছে পত্রিকাতে। সেখানে উনি বলেছেন— আমার মামত বোন পিরবানী মারাক, পিতা মিলন মারাক, বসন খোলা, উদয়পুর, চাকুরী করার জন্য গত ১০,৩,৯০ইং দারচই আমার বাড়ীতে আসে এবং সে ডিউটিতে যায়। কিন্তু ১৬৩,৯০ইং হতে সে নিখোঁজ। আমি ফটিকরায় থানায় যোগাযোগ করি। কিন্তু আজ পর্যন্ত খবর পাইনি। আগরতলা থেকে তাকে বলা হল যে তোমার কাগজ পত্র পোষাক ট্রাংক করে পুলিশের গাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এতে কোন সন্দেহ নাই, পত্র-পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে যে, পিরবানী মারাক কতোয়ালী থানাতে আটক ছিলেন। কতোয়ালী থানার পিছনের দরজা দিয়ে তাকে ঢোকানো হয় এবং দোতালার ঘরে তাকে রাখা হয়। তার ঘরের পাশে যে ল্যাট্রিন বা ইউরিনালে তাকে নিয়ে যাওয়া হত এবং তার ঘরের পাশে যেখানে সি. আর, পি, এক বা প্যারা মিলিটারী ফোর্স থাকত সেগুলিও সে চিহ্নিত করতে পেরেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা জানেন কিনা যে, পশ্চিম কতোয়ালীতে অত্যাচারিতে হওয়ার পর পিরবানী মারাককে ভি, এম, হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। তার ডান হাতটি স্যার অচল। কাজ করতে পারেনা। পিরবানী মারাককে একজন এডভোকেট গাড়ী করে পাঠিয়েছিলেন থানাতে এফ, আই, আর, করার জন্য।

মি: স্পিকার :— নতুন সংযোজন থাকলে বলুন। পুরানো আর নেব না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী :— তাকে এফ, আর, আর, করতে দেওয়া হয় নাই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, ঘটনাটা আমাকে বলতে দিন। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

মি: স্পীকার :— গৃহবধু সংক্রান্ত কিছু বলার থাকলে বলুন। 'গৃহবধু খোঁজে পাওয়া হচ্ছে না" সেই সম্পর্কে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমাকেতো ক্ল্যারিফাই করতে দিতে হবে। এত ভয় কেন স্যার? এত চিৎকার কেন?

মিঃ স্পীকার :— বসেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— এটা স্যার গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কিছু সংখ্যক উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসার গরীব এই উপজাতি মেয়েটিকে খারাপ কাজে ব্যবহার করেছে শেষ পর্যন্ত তাকে প্রচুর টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পিরবানী মারাকের আত্মীয় স্বজন বা নাগিছড়াতে তার আত্মীয় স্বজন সবাই এখন বুঝতে পেরেছেন যে, তাকে চাকুরী দেওয়ার নাম করে ব্লাফ দেওয়া হয়েছে। ফাঁকি দেওয়া

হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী এটা জানেন কিনা ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীদীপক নাগ ঃ— স্যার, বাদল বাবু ও নকুল বাবু এই দুই জনের নামে লিখিত ভাবে অভিযোগ করেছেন ! হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন। নামীদের ইজ্জত নিয়ে রাজনীতি করছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— ক্ল্যারিফিকেশানের নামে ষ্টেটমেন্ট এলাউ করতে পারি না।

প্লিজ সিট-ডাউন।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— স্যার, আমার নির্দিষ্ট প্রস্তাব, যেখানে ৭টা নিয়ে এত বির্তক সেখানে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে কিনা ? হাই কোর্টের কর্মরত একজন বিচারপতিকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে কিনা, এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীরসিকলাল রায় :— এই হাউসে পীরবাণী মারাককে নিয়ে অনেক হৈ চৈ হয়ে গেছে। সি, পি, এম পার্টি এই পীরবাণী মারাককে নিয়ে এবং গৃহবধুকে নিয়ে যে ব্যবসা ধরেছেন এখানে মিথ্যা কথা না বলে, এখানে অসত্য বিবৃতি না দিয়ে, উনারা যদি নকুল বাবু, এবং বিমলবাবু যদি এই ব্যবসাটাকে প্রত্যাহার করেন তাহলে স্যার কোনদিন ত্রিপুরা রাজ্যে শ্লীলতা হানী হবে না

শ্রীবাদল চৌধুরী :— এইখানে উজান ময়দানের ঘটনা হয়েছিল, তারা ঠিক এই কায়দা নিয়েছেন। আজকে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার সুপ্রীম কোর্ট তার একটি জন্য কমিটি গঠন করেছে। তারা এই পীরবাণী মারাককে নিয়ে এই খেলা শুরু করেছেন। এটা নিয়ে একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করা হবে কিনা ? হাই কোর্টের একজন কর্মরত বিচারপতিকে দিয়ে এটা গঠন করা হবে কিনা ? আমার সুনির্দ্দিষ্ট একটি প্রস্তাব আছে, হাউসে যারা আছেন আপনাদের কাছে আবেদন যে, গরীব উপজাতি মেয়ে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, সেটা তদন্ত করতে অসুবিধা কি ? এত ভয় কেন। আপনাদের এত চিৎকার কেন ?

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি এখানে বলতে চাই যে, মাননীয় সদস্য এখানে ট্রাইবেল মহিলা এবং নন ট্রাইবেল মহিলার ইজ্জত নিয়ে রাজনীতি করছেন। উনাদের সাবধান করা হউক, এটা ঠিক নয়, এটা রাজনৈতিক খেলা নয়, এটা করা উচিৎ নয়,।. এটার অধিকার আপনাদের নেই।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের উল্লেখ পর্বের নোটিশের ব্যাপারে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট তদন্ত করে দেখার জন্য নির্দ্দেশ দিলে স্থানীয় তদন্তে নিম্নবর্ণিত বিষয় অবগত হয়, যে --

উদয়পুর থানাধীন বসনখোলা সাকিনের শ্রীনিলম্ব মারাকের মন্ত্রী শ্রীমতি রেফুলী মারাক এর সহিত বিগত ২ ৪.৯০ ইং পতিছড়ি সাকিনে তার বাবার বাড়ীতে শান্তির বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক যোগাযোগ করিলে শ্রীমতী রেফুলী মারাক তদন্তকারী অফিসারকে জানান যে বিগত ৬.৩.৯০ ইং দুপুর অনুমান ১২টা/১টার সময় শ্রীমতি রেফুলী মারাকের সিষ্টার- ইন-ল শ্রীমতি পীরবানি মারাক গারো কলোনীর বাসীন্দা শ্রীমতি সুবতি মারাকের বাড়ী যায় এবং দুপুরে ঐখানেই খাওয়া দাওয়া করে এবং এই দিনই (৬ ৩.৯০) রাত্রি অনুমাণ ৮ ঘটিকার সময় শ্রীমতি পীরবানি মারাক, শ্রীমতি রেফুলী মারাকের বাড়ী যায় এবং রাত্রিবেলা অবস্থান করে। গত ৭ ৩ ৯০ ইং সকাল বেলা শ্রীমতি পীরবানি মারাক শ্রীমতী রেফুলী মারাকের নিকট হতে ধার হিসাবে ২০০ (দুই শত) টাকা চাহিয়া লয় এবং ওনার এই টাকা আগরতলা হতে সে বেতন তোলে পরিশোধ করে দেবে। শ্রীমতি পীরবানি মারাক ওও জানায় যে সে পুলিশ বিভাগে কাজ করে। ঐ দিনই (৭ ৩.৯০ ইং) অনুমান বিকাল ৪ ঘটিকার সময় শ্রীমতি পীরবানি মারাক, শ্রীমতি রেফুল মারাককে সঙ্গে করে আগরতলার উদ্দেশ্যে পতিছড়ি ত্যাগ করে। আগরতলায় পৌছে শ্রীমতি রেফুলী মারাককে সি পি আই আই (এম) দলীয় অফিসে লইয়া যায় এবং সেখানে বিধায়ক শ্রীবাদল চৌধুরী ও বিধায়ক শ্রীনকুল দাসের সহিত দেখা করে এবং উনারা শ্রীমতি রেফুলী মারাককে জোট সরকারের বিরুদ্ধে বলার জন্য উস্কানি দেয়। শ্রীমতি রেফুলী মারাককে বিগত ১০.৩ ৯০ ইং পর্যন্ত, আগরতলা সি, পি, আই (এম) অফিসে আটক করে রাখা হয় এবং গত ১৭ ৩ ৯০ ইং আগরতলা ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসে রাখা হয় এবং ঐ দিনেই সন্ধ্যার দিকে আবার সি পি আই (এম) অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় এবং গত ২০.৩.৯০ ইং পর্যন্ত আটক করে রাখে। বিগত ২১.৩ ৯০ ইং শ্রীমতি পীরবানি মারাক শ্রীমতি রেফুলী মারাককে কৈলাসহর নিয়ে যায় এবং পীরবানির কোন আত্মীয় বাড়ীতে নিয়ে তোলে এবং পরে পীরবানি শ্রীমতি রেফুলী মারাকে আত্মীয়ের বাড়ীতে ফেলে কোথায় যেন চলে যায়। শ্রীমতি রেফুলী মারাক গত ২৯-৩-৯০ ইং পর্য্যন্ত পীরবানির কোন খবর না পেয়ে গত ৩০-৩-৯০ ইং পতিছড়ি সাকিমে তার বাবার কাছে ফিরে আসে এবং উপরি-উক্ত ঘটনা তার আত্মীয় পরিজনদের কাছে বর্ণনা করে। শ্রীমতী রেফুলী মারাক উপরোক্ত বিষয়ে একটি অভিযোগ পত্র দাখিল করে যাহা পশ্চিম আগরতলা থানায় পাঠানো হয়েছে ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

এফ, আই, আরেক কপি :

টু

দি ও, সি মনপাথর ও, পি,

বিলোনিয়া, সাউথ ত্রিপুরা।

বিষয় :— তদন্ত পূর্বক বিবাদীর বিরুদ্ধে আইন-গত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন।

বিবাদী — শ্রীমতি পিরবানী মারাক, পিতা — মিলন মারাক, গ্রা.— বসনখোলা, উদয়পুর, দঃ ত্রিপুরা।

মহাশয়,

বিগত ৬-৩-৯০ ইং তা· শ্রীমতি পীরবানি মারাক্ আমার বাড়ীতে আসে এবং আমার কাছ থেকে ২০০ (দুই শত) টাকা ধার নেয়। এই টাকা পর দিন ফেরত দেওয়ার নাম করে আমাকে আগরতলায় নিয়ে আসে। সে আমাকে টাকা ধার নেওয়ার সময় বলিয়াছে যে সে ত্রিপুরা পুলিশ বাহিনীর কর্মি সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে আগরতলায় আসিয়া গ্রামে সি পি, আই (এম) এর আগরতলা সদর দপ্তরে নিয়ে যায় এবং তথায় ১৬-৩-৯০ ইং পর্য্যন্ত আটক রাখে। ১৭-৩-৯০ ইং সি, পি, আই (এম) এর কর্মীদের নির্দেশে আগরতলা উপজাতি বিশ্রামগারে নিয়ে যায়। তারপর ঐদিন আমাকে পীরবানি সি, পি আই (এম) এর অফিসে নিয়ে আসে এবং ঐখানে ২০-৩-৯০ ইং পর্য্যন্ত ছিলাম। তারপর দিন কৈলাসহর নিয়ে গিয়ে সন্ত্রাসমূলক পিরবানীর এক আত্মীয় বাড়ীতে দিয়ে আসে। আগরতলায় সি, পি, আই (এম) অফিসে যখন আমাকে আটক করে রাখে তখন বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরী, শ্রীবাদল চৌধুরী এবং শ্রীনকুল দাস জোট সরকারের বিরুদ্ধে সাজানো বিভিন্ন কুৎসা বলার জন্য চাপ দেয় এবং পরিকল্পিত তাদের শেখানো কথা বলার জন্য ধমক দেয়। কিন্তু আমি রাজি না হওয়ায় পীরবানি আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। পরবর্ত্তী সময়ে সি, পি আই (এম) অফিস থেকে ২১-৩-৯০ ইং কৈলাশহরে পীরবানির এক আত্মীয় বাড়ীতে আমাকে ছাড়িয়া দিয়ে আসে। আমি কৈলাসহর হতে বহু কষ্টে ৩০-৩-৯০ ইং তারিখে বাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়াছি। আমি যখন বাড়ীতে আসি, তখন আমার পিতা আমাকে বলে যে আমার এই নিখোঁজ হওয়ার কথা ত্রিপুরার সর্বোচ্চ পুলিশ অফিসার (ডি জি, অব পুলিশ) এর নিকট আমার বাবার কথা অনুযায়ী আমাকে উদ্ধার করার জন্য বাবুল মজুমদার মারফত চিঠি পাঠায়।

অতএব, মহাশয়ের নিকট আমার বিনীত আবেদন উক্ত অকর্মের জন্য পীরবানি মারাকের বিরুদ্ধে এবং আগরতলার সি, পি, আই (এম) অফিসে যারা আমাকে আটক করে রাখে, তদন্ত পূর্ব্বক তাদের শাস্তির আবেদন করিতেছি।

ইতি — স্বাক্ষর

রেফুলী মারাক

স্বামী—নিবলাপ মারাক, পশ্চিম পতিছড়ি

West Agartala P. S Case No 4(4)90 under Section 363/342/420/IPC

Complainant—Smt. Refuli Marak

W/o Niblap Marak, of West Patichari

Vs.

Pirbani Marak.

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে অনুরোধ করছি যে, যে সমস্ত রেফারেন্স এবং দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর আলোচনা অসমাপ্ত রয়েছে সেগুলির লিখিত উত্তর হাউসের টেবিলে করতে। কারণ আমি হাউসকে বার বার অনুরোধ করেছি কিন্তু আপনারা আমার কথা শুনেন নি। আপনারা অযথা হাউসের সময় নষ্ট করেছেন। তাই সময়ের অভাবে এবং হাউসের অন্যান্য বিশ্বাসের স্বার্থে আমাকে এটা করতে হলো।

এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের রুলিং এর প্রতিবাদ করে হাউস ত্যাগ করে চলে যান

LAYING OF WRITTEN STATEMENT OF REFERENCE CASES AND CALLING ATTENTION NOTICES.

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি, পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস মানুন। বার বার আপনাদের অনুরোধ করে বলছি, হাউসের শান্তি বজায় রাখুন। ১-৩০ মিঃ বেজে গেছে। আমি সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজিনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির মিটিংয়ে রেফারেন্স পিরিয়ড এবং দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জন্য সময় নির্ধারিত ছিল ৩০ মিনিট, ৩০ মিনিট করে। তারপরেও আমি এক ঘন্টা সময় আপনাদের দিয়েছি। এক ঘন্টার পরও আমি চেয়েছিলাম চলবে। কিন্তু হাউসের এই গণ্ডগোলের জন্য অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। কাজেই, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনাদের কলিং এটেনশানগুলির লিখিত বিবৃতি এবং রেফারেন্স এর যেগুলির বিবৃতি হাউসে দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলি সভার টেবিলে লে করার জন্য

(At this stage, two written statemetns of reference period and all (Ten) written statements of calling attention were laid on the table) ANNEXURE— "C" & "D"

(বিরোধী দলের সদস্যগণের সভাকক্ষ ত্যাগ)

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, কিছুক্ষণ আগে পীরবাসি মারাকের ঘটনাকে আড়াল করার জন্য আপনাকে এবং হাউসকে যে ধরণের উক্তির অবতারনা বিরোধী দলের সদস্যদের কাছ থেকে এসেছে সেগুলি অ্যাকসপান্সড করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ অ্যাকসপান্সড। হাউসের কার্য্য বিবরণী ধারা বিবরণীর বাইরে যা কিছু আলোচনা হয়েছে তা সব অ্যাকসপান্সড।

LAYING OF REPLY TO POSTPONED QUESTION ON THE TABLE.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হেলো, লেয়িং অব রিপ্লাইস টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান বিধানসভার গত অধিবেশনে পোষ্টপণ্ড আন-ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি

এখন আমি মাননীয় তফশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোষ্টপণ্ড আন-স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করছি। ANNEXURE—"E"

ASSENT TO BILL

মি: স্পীকার :— সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলটিতে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় উনার সম্মতি দিয়েছেন। বিলটির নামের পার্শ্বেই আমি উনার সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

ক্রমিক নং	বিলের নাম	সম্মতির তারিখ
1	"The Tripura Board of Secondary Education (Fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 10 of 1989)".	5-2-90 Governor

GOVERNMENT BILLS

১। মি: স্পিকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "The Tripura Tax on Luxuries in Hotels and Lodging Houses Bill, 1990 (Tripura Bill No. 1 of 1990."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Tax on Luxuries in Hotels and Lodging Houses Bill, 1990 (Tripura Bill No. 1 of 1990)" বিবেচনা করা হউক।

মি: স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Tax on Luxuries in Hotels and Lodging Houses Bill, 1990 (Tripura Bill No. 1 of 1990) বিবেচনা করা হউক।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মি: স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ২৮ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলিকে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মি: স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(বিলের শিরোনামাটিকে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তা বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো,—"The Tripura Tax & Luxuries in Hotels and Lodging Houses Bill, 1990 (Tripura Bill No. 1 of 1990)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "The Tripura Tax & Luxuries in Hotels and Lodging Houses Bill, 1990 (Tripura Bill No. 1 of 1990)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "The Tripura Tax & Luxuries in Hotels and Lodging House Bill, 1990" (Tripura Bill No, 1 of 1990)" পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটিকে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে সেটা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "The Tripura Amusement Tax (Third Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No, 2 of 1990)".

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "The Tripura Amusement Tax (Third Amendment) Bill 1990 (Tripura Bill No. 2 of 1990)". বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—"The Tripura Amusement Tax (Third Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 2 of 1990)" বিবেচনা করা হউক।

প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং এবং ২নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে

গণ্য করা হউক"।

(বিলের শিরোনামটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে সেটা বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়) ।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো—The Tripura Amusement Tax (Third Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 2 of 1990)". পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Amusement Tax (Third Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 2 of 1990)". পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো -"The Tripura Amusement Tax (Third Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 2 of 1990)". পাশ করা হউক।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো— 'The Tripura Additional Sales Tax Bill, 1990 (Tripura Bill No. 11 of 1990)".

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Additional Sales Tax Bill, 1990 (Tripura Bill No. 11 of 1990".) বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো—"The Tripura Additional sales Tax Bill, 1990 Tripura Bill No. 11 of 1990)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের ১ নং হইতে ৫ নং পর্যান্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(অতএব উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো,— বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(এতএব, বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— "The Tripura Additional Sales Tax Bill, 1990 (Tripura Bill No. 11 of 1990." পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Shri Kalidas Dutta (Minister of state) :— Mr Speaker sir, That the bill be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি

প্রস্তাবটি হলো :— The Tripura Additional Sales Tax Biil, 1990 (Tripura Bill No, 11 of 1990). পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1990—91

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আছে এবং ছাঁটাই প্রস্তাবও আছে। যেহেতু ছাঁটাই প্রস্তাব যারা এনেছেন তাঁরা হাউসের মধ্যে উপস্থিত নেই তাই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি বাতিল বলে গণ্য হলো। এখন ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা শুরু করতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আবেদন করছি যে, আজকে যে সমস্ত ডিমাণ্ড রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রীদের সেগুলি সর্ব্বসম্মতিভাবে গ্রহণ করার জন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আর কেউ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে আমার ডিমাণ্ড ছিল মাইনর ইরিগেশ্যান সম্পর্কে। আজকে ভাল হত যদি এই বিষয়টি সম্পর্কে বিরোধীদের বক্তব্য শুনতে পারতাম তাহলে সরকারের পক্ষে ভালই হত। আমরা আশা এবং অপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু নানান অজুহাত দেখিয়ে তারা সভা ছেড়ে চলে গেছেন, এটা দায়িত্বের লক্ষন নয়। জনগণের কাছে তাদের দায়িত্ব, সেটা অস্বীকার করার সামিল এবং উদ্বেগজনক যে, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যবাসী কিছুই আশা করতে পারলেন না এবং আমরাও পারলাম না। আমি লক্ষ্য করেছি এই বিধান সভায় এবং বিভিন্ন সময়ে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত বক্তব্য

রাখা হয় তাতে দেখেছি যে তাঁরা অন্যের বাহাবা নিজেরা কুড়াতে চান। যারা অকর্মণ্য তারা এটা চান। তাদের দেখছি বাবার নাম ধুইয়া খাওয়ার চেষ্টায় আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে ৬ষ্ঠ তপসিল চালু করার পেছনে শুধু টি, ইউ, জে, এদের না কংগ্রেসেরও অবদান আছে। কিন্তু বাহিরে বামফ্রন্ট শুধু প্রচার করছে যে, এটা তারা করেছে। এগুলিও আমাদেরকে শুনতে হচ্ছে। এটা খুব ভাল লক্ষণ না। যেটা আমাদের না সেটার বাহবা কেন আমরা নিতে যাব। বামফ্রন্টের আমলে যেটা তারা করেছে সেটার বাহবা আমরা নিতে চাইনা। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে এ. ডি সি, সম্পর্কে তারা অভিযোগ তুলেছেন যে, আমরা নাকি এ, ডি, সি,র কাজে বাধা দিই। কিন্তু এ, ডি,সি, কর্তৃপক্ষ কখনও আমাদেরকে এমন কথা বলেনি যে, রাজ্য সরকার কোথায় তাদের বাধার সৃষ্টি করছে। আমার মৎস্য দপ্তর ও কৃষি দপ্তরের টাকাও তাদের কাছে দেওয়া আছে। কিন্তু এ. ডি, সি'র পক্ষ থেকে কখনও আমাদেরকে কিছু বলা হয়নি। অথচ কটাক্ষ করে তারা বলছেন যে, আমরা নাকি দেবীলালের সঙ্গে প্রেম করছি। আমরা দেবীলালের সঙ্গে দেখা করছিনা, আমরা বলছি যে, আমাদের এখানে আই সি, এ আর, ভাল চলছেনা। সবখানে দ্বন্দ্ব লাগানোরি জন্য তাদের চেষ্টা। এ ধরণের দ্বন্দ্ব কোন উন্নয়নকামী লোক পছন্দ করেন না। এই ধরণের দ্বন্দ্ব যতখানি পরিহার করা যায় তার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করব। সে ধরণের কোন মনোভাব আমাদের নাই। আজকে যে সমস্ত কথা হবে সেগুলির কোন মূল্য নাই। আমরা কি মূল্য দেব যার পেছনে কোন যুক্তি নাই। মিঃ স্পীকার স্যার, এইবার আমাদের বাজেট খুবই সুন্দর হয়েছে যেহেতু শতকরা ৯০ ভাগ লোকের জন্য এই বাজেট। মাইনর ইরিগেশনে এইবার যে সমস্ত অর্থ আমরা চেয়েছি সেটা হচ্ছে মেইনটিন্যান্সএ ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল ১৯৮৯ সনে সেটা এইবার ধরা হয়েছে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। লিফ্‌টিং ইরিগেশনে ১৯৮৯ সালে ধরা হয়েছিল ৯৫ লক্ষ টাকা, এইবার ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এ, ডি, সিকে গতবার দেওয়া হয়েছিল ৭০ লক্ষ টাকা, এইবার দিচ্ছি ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এ, ডি সি, এলাকায় লিফ্‌ট ইরিগেশনের জন্য ১৯৮৯ এ ছিল ৫০ লক্ষ টাকা এইবার আমরা ৭৫ লক্ষ টাকা করেছি। সিদ্ধান্ত বাঁধ বাবদ ১৯৮৯ সালে ছিল ২১ লক্ষ টাকা এইবার সেটাকে করেছি ২৬ লক্ষ টাকা।

এরপর আমাদের অভারফ্লো রয়েছে, ডাইভারসন স্কীম রয়েছে। এদের বেশ কয়েকটিতে হাতও আমরা দিয়েছি। আমাদের এই রাজ্যে মোটামুটি ১৫ পারসেন্টে এর মত ইরিগেটেড এরিয়া, বাকি সবই জল সেচের আওতায় এখনো আনতে পারিনি। যার ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যে ফসল উৎপাদন হয় আমাদের এখানে সেটা হয় না। কেরেলাতে প্রতি হেক্টরে প্রায় ৩৩০০ কে, জি, পর্যন্ত উঠিয়েছে। আমি যখন কেরেলাতে গেলাম তখন তারা আমাকে বলেছেন যে, প্রতি হেক্টরে ৩৩০০ কে জি তারা তুলেছেন। এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক পেছনে। এইগুলি সম্ভব হত যদি আমাদের ইরিগেশন থাকতো। এই কারণে এই ইরিগেশন প্রোজেক্ট তৈরী করা হয়েছে কৃষকদের স্বার্থে। এদের আরো বেশী উৎপাদনশীল করার জন্য, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য যেটা এতদিন তারা শুধু হৈ চৈ

করেছেন। অথচ তাদের আমলে খাদ্যের উৎপাদন বাড়েনি। সেই দিকে তারা কখনো যায়নি। এবং সে পথে চলার মত কোন পরিকল্পনাও তাদের ছিল না। তারা বিধানসভায় শুধু হৈ-চৈ করতে পারেন কিন্তু ব্যবস্থা নেবার বেলায় তারা অত্যন্ত দুর্ব্বল। একটা বালু তোলার জন্য দেওয়া হলো ৬০ হাজার টাকা। এর মধ্যে মাত্র তিন হাজার টাকা হয়তো খরচ হলো, আর বাকি ঐ গাঁও প্রধান, বা চেয়ারম্যান তারা খেয়ে ফেলল। কাজেই তাদের সময়ে প্লানের সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল ছিল না।

এই ইরিগেশনের ব্যাপারেও আমরা দেখেছি যে, তাদের আমলে ইরিগেশন প্রোজেক্ট বিশেষ কিছুই হয়নি। ডাইভারসন স্কীমগুলি আবার রি-ডাইভারটেড হয়ে গেছে। কোথায় সেই গেইটি? কমলপুরে তিনটা ডাইভারসন স্কীম করা হয়েছিল কিন্তু এখন সবগুলিই অকেজো হয়ে গেছে। নদী কোথাও ভেঙ্গে অন্যদিকে চলে গেছে ইরিগেশনের নামে অনেক অপচয় হয়ে গেছে বামফ্রন্টের আমলে। কাজেই শুধুমাত্র একটা কর্মসূচী নিলেই হবেনা, শুধুমাত্র একটা টাকার সংস্থান করলেই হবে না-এইটা কাজে লাগানোর বেলায় কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যবস্থাটা যদি দুর্বল হয় তাহলে এইটা কাজে লাগে না। কাজেই ব্যবস্থাটা সবল রাখতে হবে। ব্যবস্থাটা কড়ার করতে হবে।

কাজেই আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর ট্রাইবেল এরিয়াতে যে সজি প্যাকেজ নেওয়া হয়েছে সবগুলিকে আমরা এখন লিফট ইরিগেশনের আওতায় এনেছি তারপর, মিশ্র জনবসতি।

যেমন, পূর্ব কলমছড়া, সেখানে প্রথমে শুধু হয়েছিল ট্রাইবেলের জমি, তারপরে নন ট্রাইবেলের জমি। সোনাই এলাকাতে প্রথমে ট্রাইবেলের জমি তারপর নন ট্রাইবেলের জমি। মাইপাকে প্রথমে ট্রাইবেলের জমি তারপর নন ট্রাইবেলের জমি। এই সমস্ত জায়গাতে এবার ড্রাইবারশান স্কীম করার পরিকল্পনা নিয়েছি। এবার শুরু হয়ে গিয়েছে ড্রাইভারশান স্কীম লিফটিং ইরিগেশান, ডীপ-টিউবওয়েল এবং সিজনাল বাঁধ এই সমস্ত ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নত করার লক্ষ্য আমরা নিয়েছি। কতদিন আগে পাম্পসেট কিনার জন্য টেণ্ডার ডাকা হয়েছিল। এলুসকার কোম্পানী সবচেয়ে কমরেট দিয়েছিল কিন্তু মাল সাপ্লাইয়ের সময় তাদের নানা ধরনের গাড়-মিসি থাকাতে আমি তাদেরকে ডেকে ছিলাম। তাদের এক প্রতিনিধি এখানে এসেছিল। আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। আমি বলেছি—আগামী জুলাই মাসের মধ্যে আমাদের ২০০টা পাম্প সেট সাপ্লাই করতেই হবে রাজি হয়েছেন তারাও তারপর পাইপ এক্সটেনশানের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কাজেই আমার মনে হয় যে, আমরা যেভাবে ইরিগেশানের প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি, এবার রেকর্ড হবে। ত্রিপুরার ইতিহাসে আমরা জল সেচ সম্প্রসারনে আমরা রেকর্ড করতে পারি। ২০০ নতুন পাম্প সেট আসছে। নতুন বাজেটে আবার আসছে। তেমনি ভাবে যে সমস্ত স্কীমগুলি আমাদের হাতে আছে সেগুলির আমরা সচল করে রাখছি। কিছু কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ থাকতে পারে। লোক্যাল অপারেটরের ব্যাপারটি আমি খুবই গুরুত্ব দেই। বাইরে থেকে অপারেটর দেওয়া হলে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাদের অনেক সময় বাড়ীতে জরুরী কাজে আটকে যেতে হয়। ফলে

সাপ্লাইয়ে বিঘ্ন ঘটে। এতে একজন দিয়ে সত্যিকারের জলসেচ দেওয়া সম্ভব হয় না। সেই কারণে লোক্যাল একজনকে রাখার জন্য আমরা ফিনান্সের কাছে প্রপোজাল পাঠিয়েছি। ফিনান্সের অ্যাপ্রুভ্যাল আসলে পরই আমরা এই সমস্যা দূর করতে পারব বলে আশা রাখি। আমি এই হাউসকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, এই বৎসর আমাদের মাইনর ইরিগেশান-এ যে বাজেট, সেটা আমরা পুরো পুরি মাঠে নিয়ে যেতে পারব। এবং কৃষকদের বহুদিনের আশা আকাঙ্খা পূরণ হবে এতে। রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা, একটা ফসলের পরিবর্তে তিনটা চাষ করা যেতে পারে। এই লক্ষ্যে আমাদের এই বাজেট। অতএব এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন আমি জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— আর কেউ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চাইলে করতে পারেন।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার ডিমাণ্ডে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আমার ডিমাণ্ড নম্বার ২৪, মেজর হেড — ২২২০,৫৪৫২।

আমরা অত্যন্ত একঘুঁয়ে হলেও, এটা আমাদের বলতে হয়। কারণ যারা এটা শুনছেন বা পত্র-পত্রিকায় দেখছেন স্বভাবতই মনে হবে যে, আমরা সব সময় বামফ্রন্টের বিগত সময়কে দোষারূপ করে বক্তব্য রাখছি। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা নিরুপায় কারণ ওরা ১০ বৎসরের শাসন অবস্থায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে গেছেন, বিভিন্ন দপ্তরে, যার কারণে তাদের কথা উল্লেখ না করে আমাদের আর কোন উপায় থাকছে না। বিশেষ করে, ইনফরমেশান, পাবলিসিটি এবং ট্যুরিজম্ বিগত ১০ বৎসরে অপশাসনের হাত থেকে এই দপ্তরটিও রেহাই পায় নাই। বরং এই দপ্তরটির অবস্থা কি করুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি ডিমাণ্ডের সমর্থনে কেন টাকা চাইছি তার সমর্থনে আমাকে কিছু বলতেই হবে, উল্লেখ করতেই হবে। কারণ আমরা দেখেছি যে তাদের সময় বিভিন্ন উপ তথ্য কেন্দ্রে, লোকরঞ্জন শাখা, পল্লী বেতার গোষ্ঠীগুলিকে ওরা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক আখড়াতে পরিনত করেছিলেন। ওরা বাইরে বিভিন্ন ভাবে আমাদের সমাজের ধনী-দরিদ্র-শহুরে গ্রাম্য-উপজাতি-সংখ্যালঘু সমস্ত মানুষের মধ্যে একটা বিভেদের বীজ তারা এত সুন্দর ভাবে বপন করে গিয়েছিল এবং সুস্থ সংস্কৃতির নামে, নিজেদের পেটোয়া কিছু লোককে, এমন কি দপ্তরের কিছু কর্মচারীকে দপ্তর চলাকালীন অথবা তাদের দপ্তরের কাজ শেষ হওয়ার পর রাস্তায় নামিয়ে বিভিন্ন গান বানিয়ে তাদেরকে দিয়ে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে ছিল। ফলে এই দপ্তরগুলিতে এমন একটা আবাহাওয়া বা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে স্বাভাবিক কাজকর্মের পরিবেশ হারিয়ে ফেলেছিল। এটা উদ্ধার করতে এই আড়াই বৎসরে আমাদের যথেষ্ঠ পরিমান পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সময় সরকারের অর্থ নিয়ে নিজেদের দলীয় স্বার্থে, পার্টির প্রচারের জন্য, বামফ্রন্টের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের এই প্রচার দপ্তর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তারা ব্যয় করেছেন। শুধু তাই নয় তাদের মধ্যে বিভিন্ন উপদেষ্টা মণ্ডলী বা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কমিটিগুলিতে তাদের রাজনীতি। ফলে যারা সরাসরি ভাবে যুক্ত সেই সমস্ত মানুষকে রেখে একটি দলীয় পরিমণ্ডল তৈরী করার

চেষ্টা করেছিলেন। যার ফলে এই দপ্তর যে উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া যে মে দিবস উদ্‌যাপনের নামে উনারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। মে দিবস শ্রমিকদের দিবস, সারা পৃথিবীতে এই মে দিবস একটি পবিত্র দিন হিসাবে, শ্রমিকদের স্বার্থে তাদের অধিকার রক্ষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাদের সেই আন্দোলন এতে উচ্চারিত হয়ে থাকে। অথচ আমাদের দপ্তর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, যেটা আজও শ্রমিকদের স্বার্থে একটি মাত্র কানা পয়সাও খরচ হয়নি। যতটুকু হয়েছে তাদের দলীয় প্রচার করার জন্যে। সুতরাং সেই দিক থেকে, এছাড়া ফ্লিম তৈরী করার জন্য ত্রিপুরার মানুষকে, ত্রিপুরার সংস্কৃতি, ত্রিপুরার ভৌগোলিক পরিবেশ, ত্রিপুরার ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্য, ফ্লিম করার নামে কলকাতার এক পরিচালক মৃনাল সেনকে দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে যে তথ্য চিত্র তৈরী করা হয়েছে, সেই চিত্র আজ পর্যান্ত মানুষের সামনে উপস্থাপিত করা যায় নি। এটা শুধু দপ্তরের ক্ষতি নয়, সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ক্ষতি ওরা করে গেছেন। শুধু তাই নয় আমরা দেখছি যে, নিজেদের মতাদর্শের সঙ্গে সংহতিপূর্ণ এমন সমস্ত পত্র-পত্রিকা, সে রাজ্যের হউক, বা বহি রাজ্যের হউক যাদেরকে পাইয়ে দেবার জন্য মোটা টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় করা হয়েছে। এই প্রচার দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ট্যুরিজম একটি শিল্প হিসাবে এতদিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। ইভেন ট্যুরিস্ট বাসগুলিকে, ট্যুরিস্ট লোজগুলিকে বছরের পর বছর বসিয়ে রেখে যে আমাদের অপচয় উনারা ঘটিয়েছেন। বহিঃরাজ্য এবং বহিঃ ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্যুরিজমদের, টুরিজমে আসার জন্য মানুষের যে আকর্ষণ ছিল, সেই আকর্ষণতো হারিয়ে ফেলেছেই তার উপর একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া পর্য্যন্ত তৈরী হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে এই ট্যুরিজম সম্পর্কে। এছাড়া আর একটি সর্বনাশ উনারা করেছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার, কংগ্রেস সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে যোগদান করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও আর্থিক সহায্য দিলেও বামফ্রন্ট সরকার শুধু মাত্র পূর্ব্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে। যার ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমন্বয় বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবে তারা উপেক্ষা করেছেন। এতে সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের সাংস্কৃতি এবং ত্রিপুরা রাজ্যে জন মানুষের প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন উনারা করেছে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা কি জন্য এই দাবী করছে এই অর্থের দাবী করছে যদিও এই অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল তবুও উনারা বিভিন্ন সময় কাট মোশন এনে এই সমস্ত বরাদ্দগুলির বিরোধিতা করছেন এই বিরোধিতার কোন যুক্তি যে নেই সেটা বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরা তাদের বক্তব্যে বলেছেন। সেইগুলি আমি আর উল্লেখ করতে চাই না। কিন্তু আমরা এর মধ্যে, এই দশ বছরের অন্ধকারের যুগ শেষ করে দিয়ে নতুন দিনে প্রবেশ করতে যখন উদ্যত হয়েছি, এবং শান্তি সংহতি এবং সম্প্রীতিকে আরো ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে আমরা নিস্ক্রিয় সমস্ত উপতথ্য কেন্দ্র, লোকরঞ্জন শাখা, পল্লী বেতার গোষ্ঠীকে আরো সক্রিয় করে তুলেছি, সক্রিয় করেছি রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্দ্ধে উঠিয়ে।

নিরেপেক্ষ ভাবে এইগুলি যাতে সামাজিক কাজ করতে পারে এবং সরকারের সমস্ত এচিভমেণ্টগুলি যাতে তাদের কাছে পৌঁছে যায় বহি: বিশ্ব এবং বহি: ভারতে সমস্ত উন্নতি এবং প্রগতিমূলক কাজকর্মের খবর যাতে পৌঁছে যায়। সেই জন্য এইগুলিকে আমরা রাজনৈতিক তত্ত্বাবধান মুক্ত করে দিয়েছি। আমরা কেন্দ্রীয় তথ্য প্রচার মন্ত্রীকে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদের দেওয়া টি, ভি, সেটগুলোর মাধ্যমে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমিউনিটি ভিউইং সেণ্টার স্থাপন করতে সক্রিয় উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। যারজন্য জাতীর জীবনের মূল স্রোতে প্রবেশ করানোর উদেশ্যে তৎকালীন প্রধামন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে আমরা ইতিমধ্যেই ৫৭৭টি এইরূপ কেন্দ্র আমরা সারা ত্রিপুরায় স্থাপন করতে পেরেছি। এ ছাড়া আমরা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বিশ্বাস করি, শুধু মুখের কথায় নয় কার্য্য ক্ষেত্রে সেটা আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি। কারণ আমরা যে প্রেস উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করেছি সেটা প্রেসের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে, উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে আমরা গঠন করেছি। যার ফলে প্রেস উপদেষ্টা কমিটি আজকেও যে সুপারিশ এবং তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা সামগ্রিক ভাবে এই প্রেসের উন্নতি কল্পে করা হচ্ছে। আমরা উপজাতি সাংস্কৃতি পুনরুদ্ধার সমৃদ্ধি প্রসারের প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের জন্য জোট সরকার উপজাতি সাংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উপজাতি সাংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা-কমিটি আমরা ইতিমধ্যে গঠন করেছি এবং তথ্য সংস্কৃতির শিক্ষার কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা সহ প্রয়োজনীয় সুপারিশের জন্য আমরা অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে একটি তথ্য সংস্কৃতি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছি। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা বামফ্রণ্ট আমলের চাইতে অনেক বেশী উপতথ্য কেন্দ্রগুলিতে পত্র পত্রিকা সরবরাহ করেছি এবং তথ্য কেন্দ্র সমস্ত জায়গায় তথ্য কেন্দ্রের সঙ্গে শিশুদের জন্য আমরা পৃথক বিভাগ আমরা খুলতে পেরেছি।

এছাড়া, দপ্তরের সাংস্কৃতি গণ্ডির মধ্যে আমরা স্বামী বিবেকান্দ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম দিবস উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী আমরা ইতিমধ্যে নিয়েছি। এছাড়া সঙ্গীত নাটক একাডেমী উত্তর পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সব সহযোগীতায় রাজ্যের শিল্পীগণ বহিরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অংশ গ্রহণ করেছে এবং মধ্যে সেই সব রাজ্যের দর্শক ও শ্রোতাদের সপ্রশংস অভিজ্ঞ ন পত্র লাভ করেছে। এছাড়া, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাশিয়াতে আমরা যে টিম পাটিয়ে ছিলাম, সেই রিয়াং নৃত্য রাশিয়াতে ভূয়সী প্রসংশা পেয়েছে, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে একটা গর্বের খবর। এছাড়া সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে এই উত্তর পূর্বাঞ্চল এন, ই, সির মাধ্যমে আমাদের শিল্পীরা সারা বছর ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক উত্তরগুলিতে যোগদান করেছে এবং এছাড়া গ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের শিশু শিল্পীর দল দিল্লীতে প্রজাতন্ত্র অনুষ্ঠানে সাফল্যের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছে এবং ওরা সার্টিফিকেটও পেয়েছে। এই জোট সরকার ক্ষমতাশীল হওয়ার বহিরাজ্যের বিভিন্ন মতাদর্শ বিশ্বাসী প্রকাশকগণ যাতে অবাধে এখানকার বই

মেলাতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন এবং আমাদের জ্ঞান পিপাসু পাঠকবৃন্দ যাতে সুবিধা পেতে পারেন তার জন্য সেটাকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে সংস্কৃতি দিয়ে মানুষের সামনে খোলা আকাশের নীচে আমরা একটা মুক্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরী করেছি। তার মধ্যে মার্ক্সের বই যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মহাত্মা গান্ধীর বইও পাওয়া যায়। পৃথিবীর মধ্যে মানুষের যেখানে যে মতাদর্শ রয়েছে, সেগুলি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে যাতে যে যার রুচি অনুযায়ী সেটা গ্রহণ করতে পারে, তার মধ্যে কোন বাধা নিষেধ নেই, আমরা সেটা আরোপও করিনি। এবং সেই সঙ্গে এটাও আর একটা সুখবর যে ত্রিপুরা রাজ্যের দুরন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা প্যাঠা এর উপর ভর্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যার জন্য আমাদের প্রতি বছর অনেক বেশী টাকাই খরচ হচ্ছে। স্যার, তার একটা সর্বনাশ ওরা করেছেন—পর্যটন শিল্পের যেটা আমাদের এই ত্রিপুরা সব চাইতে বড় শিল্প হতে পারত। সেই পর্যটনের সর্বনাশ করে পর্যটনের খাতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা সংস্কৃতির নামে নিজেদের দলীয় মতাদর্শ সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এই পর্যটন থেকে ডাইভার্ট করে লক্ষ লক্ষ টাকা সাংস্কৃতিক বিষয়ের বিভিন্ন জায়গায় নাচ, গান, গেম ইত্যাদি বানিয়ে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে সম্পূর্ণ ভাবে একটি বিকৃত সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর পিছনে দুটো লক্ষ্য ছিল, একটা হল পাহাড়ে যখন আগুন জ্বলছে সমতলে যখন মানুষ মারা যাচ্ছে, এতদিনের সম্প্রীতি যখন বিনষ্ট হয়েছে, প্রতিদিন যখন আমরা মৃত্যুর সংবাদে বিচলিত হচ্ছি, তখন সেই দিক থেকে মানুষ-এর দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিয়ে, তারা এই রাজ্যের এত বড় একটা শিল্পের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে, সংস্কৃতির নামে সম্পূর্ণ অসংস্কৃতি চালু করে নিজেদের দলীয় ক্যাডারদের পাইয়ে দেওয়ার রাস্তা করে দিয়েছিল, সেটা আজকে সম্পূর্ণভাবে এই জোট সরকারের অনুপস্থিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাজ্যের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনার লক্ষ্যে জানি তদ্‌কালীন কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতি মহসীনা কিদোয়াইর সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং উনার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার উপর উনার সক্রিয় সহযোগীতার আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং তার সেই আশ্বাসের ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে একটা সুখবর যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পর্যটনের উন্নতির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে। আমি সংক্ষিপ্তভাবে যেগুলি এখানে তুলে ধরছি, সেগুলির মধ্যে আগরতলায় যাত্রীনিবাস, মেলাগড়ে পর্যটক তারামাছ পানিসাগর, পাবিয়াছড়া এবং আমবাসাতে পান্থশালা নির্মানের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করেছি। আশা করা যাচ্ছে যে ১৯৯০ সালের মধ্যেই সেগুলি পর্যটকদের জন্য খোলে দেওয়া হবে। এছাড়া, ব্রহ্মকুণ্ড, উদয়পুর এবং বগাফাতেও পান্থনিবাস নির্মানের কাজ হাতে দেওয়া হয়েছে। ঊনকোটি, পিলাক, দেবতামুড়া ইত্যাদি স্থানে পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের সহযোগিতায় সংরক্ষন ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী আমরা ইতিমধ্যে নিয়েছি। এছাড়া, জম্পাই হিলের ভাঙ্গমুন, গুন্দাচাঁই, যতনবাড়ীর মনদির ঘাট এবং ডম্বুর জলাশয়ের নারকেল কুণ্ড পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এবং তাদের প্রয়োজনীয় বাসস্থানের

সুবন্দোবস্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি যে কিছু দিনের মধ্যেই সেগুলি আমরা পর্যটকদের জন্য খোলে দিতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলা, উদয়পুর মেলাগড়, ডম্বুর জলাশয়ে পর্যটকদের নৌকা বিহারের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। এছাড়া, যেসব জায়গায় আমাদের পুরানো দিনের নিদর্শন বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজাদের আমলের ধ্বংসপ্রাপ্ত নির্মহল প্রাসাদ মেরামত ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষনীয় করে তোলার জন্য ব্যবস্থা করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন ও পরিবহন মন্ত্রক ও রাজ্যের পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে উত্তর ত্রিপুরা কুমারঘাটে জাতীয় সড়কের কাছেই একটি পান্থনিবাস নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এই পান্থনিবাসের মধ্যে থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত ছাড়াও পেট্রোল পাম্প, ঔষধের দোকান, গাড়ী মেরামতের কারখানা ইত্যাদির একটা বিরাট প্রজেক্ট ইতিমধ্যে সেখানে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আমি নিজেও কিছুদিন আগে আমাদের পূর্ত দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ও আমাদের দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে সেই স্পট টা ভিজিট করি। সেই ব্যাপারেও আমরা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এছাড়া পর্যটকদের সুবিধার্থে নতুন লাক্সারী কোচ করেছি যাতে কণ্ডাক্টিভ ট্যুর হবে আগরতলা থেকে শুরু দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং উত্তর ত্রিপুরাকেও আমরা এই কণ্ডাকটিভ টুরের আওতায় এনেছি। পর্যটনকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে আমরা বে-সরকারী উদ্যোগ বৃদ্ধি করারও চেষ্টা করছি। স্যার, আর একটা সুখবর যে ১৯৮৯ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যটন মেলা প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এই ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম বহিরাজ্য সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া আর একটা কথা, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে এই পর্যটন শিল্পকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য এবং তার প্রসারকে ত্বরান্বিত করার জন্য এই রাজ্যে একটা পর্যটন উন্নয়ন নিগম গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ আমরা ইতিমধ্যে নিয়েছি।

আরেকটা সুখবর ১৯৮৯ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় মেলার প্রসংশনীয় অনুষ্ঠানের ফলে এই পঞ্চম ত্রিপুরা বহিরাজ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে করতে সক্ষম হয়েছে। পর্য্যটনকে শিল্পের মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য এবং প্রসারের জন্য রাজ্যে পর্যটন নিগম উন্নয়ন স্থাপন করার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। সুতরাং, এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সময়ে বিরোধী দলের বন্ধুরা যে সমস্ত কাট মোশনগুলি এখানে এনেছেন সেগুলির যেভাবে সমালোচনা করেছেন প্রকৃতপক্ষে সেটা দুঃখজনক আমি এর আগেও এই বিধানসভায় বলেছি যে গত দশ বছর ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক কোন রূপরেখা ওরা তৈরী করে যাননি। এখন এখন পর্য্যন্ত আমরা এর কোন হদিশ পাই নি। লক্ষ লক্ষ টাকা যে নয় ছয় হয়েছে সেগুলির হিসাব দেওয়ার জন্য দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া সত্বেও সেগুলি দিতে পারছেন না তারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন সময়ে এ, সি, বিলে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে এই সমস্ত পার্টি

প্রোগ্রামগুলিকে সফল করার জন্য ওরা যে অপকর্ম করেছেন আজকে কোন মুখে ওরা আবার কাট মোশন এনে এই সমস্ত কথা বলছেন। আজকে ত্রিপুরাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সেটা বিগত দশ বছরে কেন কি বছরেও হয়নি। এই অল্প সময়ের মধ্যে ত্রিপুরাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে শ্লোগান দিয়েছিলাম নূতন ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য নির্বাচনের আগে সেটা স্বার্থক হয়েছে। সেটা বিদ্যুতের ক্ষেত্রে হউক, শিল্পের ক্ষেত্রে হউক, স্বয়ং-বরতার ক্ষেত্রে হউক, কৃষি ক্ষেত্রে হউক, সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেই হউক সমস্ত দিকে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এই সরকার সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন সেখানে বিরোধীদলের সদস্যরা যদি গঠনমূলক সমালোচনা করতেন তা হলে ত্রিপুরা রাজ্যে সার্বিকভাবে মানুষের সাহায্য হতো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নূতন করে আমি আর ওদের সমালোচনা করতে চাই না। কিন্তু আমি দুঃখিত যে, আজকে কেন আগামী আড়াই বছর পর্যন্ত আমরা যত বার এই বিধানসভায় তা সব আমরা ততবারই বামফ্রন্টের গত দশ বছর জমানার কথা আমাদেরকে বলতে হবে এই হাউসের সামনে। কারণ ওরা যেভাবে তাদের অকৃতিত্বের স্বাক্ষর বিভিন্ন দপ্তরগুলিতে রেখে গেছে সেগুলির উল্লেখ না করে আমাদের বক্তব্য রাখার মত কোন রাস্তা নেই। যদিও এটা অনেকের কাছে এক ঘেয়ে শুনাতে পারে। এটা আমাদের নিজেদের সাফাই গাইবার জন্য নয়, নিজেদেরকে আড়াল করার জন্যও নয়। প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য এটা করতে হবে এবং এটা মানুষের সামনে বলে আমরা যে নূতন রূপরেখা তৈরী করেছি সমস্ত দিক দিয়ে ত্রিপুরাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য সেটা করতে হবে। কাজেই আমি আশা করব আগামী দিনে আমার বিরোধী দলের বাবুরা সহজ ভূমিকা নেবে। তা হলে রাজনৈতিক অপমৃত্যুর হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে। এই বলে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন এসেছে সেগুলির বিরোধিতা করে এবং সরকার বিভিন্ন দপ্তরের যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে পেশ করেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন আলোচিত ১৯৯০-৯১ সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি ভোটে দেব। Now the question before the House is the motion moved by the Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 12, 20, 29,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 4, 80,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriatin (Vote on Account. Bill, 1990) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March' 1991 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

2059—Public Works.	Rs. 33,83,99,000/-
2202—General Education.	Rs 16,30,000/-

2203—Technical Education.	Rs.	2,00,000/-
2205—Arts and Calture.	Rs.	10,10,000/-
2210—Medical	Rs.	3,50.000/-
2216—Housing	Rs.	1,39,25,000/-
2235—Social Security and welfare	Rs.	70,000/-
2403—Animal Husbandry.	Rs.	1.50,000/-
2851—Village and Small Industries.	Rs.	1,20 000/-
3054—Roads and Bridges.	Rs.	6, 61,75,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the motion move by Honible the Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 7,38,90,000/– (inclusive of the sum specified) in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 15 under the following Major Heads :—

4059—Capital outlay on public works	... Rs.	2,51,75,000/-
4202—Capital Outlay on Education Sports. Arts and culture	... Rs.	3,08,15,000/-
4210—Capital Outlay on Medieal & public Health	... Rs.	1,25,00,000/-
4211—Capital Qutlay on Family Welfare	.. Rs.	10,00,000/-
4235—Capital Outlay on Social Security & Welfare.	... Rs,	3,85,000/-
4404—Capital Outlay on Dairy Development.	... Rs.	75,000/-
4403—Capital Outlay on Animal Husbandry,	.. Rs.	12,40,ooo/-

4851—Capital outlay on village and .. Rs, 27,00,000/-
Small Industries,

Then (The Demand was put to voice vote and passed,)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 22, 59, 05,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation vote on Account) Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads :—

4216—Capital Outlay o3 Housing	Rs	3,80,35,000/-
4552—Capital Outlay on Nerth Eastern Area	Rs.	6.70,00,000/-
5054—Capital Outlay on Roads & Bridges.	Rs.	12,03,/70,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 1,01,77,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during rhe year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads :—

3451-Secretariat Fconomic Service	Rs.	14,34, 000/-
3454-Census Surveys and Statistics	Rs,	87,43,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the rrotion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 2,37,34, 000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Accoun t Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 12 under the tollowing Major Heads :—

2041—Taxes on Vehicle	Rs	18,84,000/-
3055—Road Transport,	Rs.	1,00,000/-

3075—Other Transport Services. Re. 12.50,00 /-
5055—Capital Outlay on Roads Transport Rs. 2,04,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the questien before the House is the motien moved by the Hen'ble State Minister that a sum not exceeding Rs. 3,21,00,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 24 under the following Major Heads :—

2220— Information and publicity. Rs. 2,57,00,000/-
3452— Tourism. Rs. 64,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon' ble State Minister that a sum not exceing Rs. 1,39,95,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to rhe Appropriation (Vote on Account Bill, 1990), be granted to defrey the charges which come in course of payment during rhe year ending on the 31st Match, 1991 in respect of Demand No. 51 under the following Maior Head:—

2204-Sports and Youth Services. Rs, 1,39.95,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker :- Now, the guestion before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 2,79,49,000/- (exclusive of charged expenditure of Rs. 24,74,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year endingn on the 31st March, 1991 in respect of Demand No-3 under the following Major Head :-

2014-Administration of Justice.

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister of State that a sum not exceeding Rs. 97,12,000 (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 3 under the following Major Head :—

2015— Election.

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 1,56,00,030/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending of the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 18 under the following Major Head :—

2215-Public Health, Sanitation and water Supply. Rs. 1,56,00,000/-

(The Demand aeas put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now. the question before the House is the motion meved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 90,00,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Approrpiation (Vote on Account Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No 3 under the following Major Head :—

2711— Flood Contiol Rs, 90,00,000/-

(The Demand nas put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is thet the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 9,06,66,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the sehedule to the Appropriation (Vote on Accsunt, Bill, 1990) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

4215—Capital Outlay on Water
Supply and Sanitati on. Rs. 8,86,66,000/-

4705- Capital Outlay on Command
Areas Development. Rs- 20,00,000/-

(The Demand was put to voice and passed.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs, 8,05,00,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

4701- Capital Outlay on Major
& medium Irrigation. Rs, 6,00,00,000/-

4711- Capital Outlay on Flood
Control projects, Rs, 2,05,00,000/-

(The Demend was put to voice vote and passed)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো— "The Tripura Appropriation Bill, 1990 (Tripura Bill No. 7 of 1990". উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura Appropriation Bill, 1990 (Tripura Bill No. 7 of 1990".) এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল— "The Tripura Appropriation Bill, 1990 (Tripura Bill No. 7 of 1990)". এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো —"The Tripura Appropriation Bill, 1990 (Tripura Bill No. 7 of 1990)". এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে 'The TriPura Appropriation Bill, 1990 (Tpipura Bill No, 7 of 199o)". বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "The Tripura Appropriatien Bill, 1990 (Tripura Bill No, 7 of 1990)". বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ২নং এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের ধারাগুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থণে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়) ।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের অনুসূচীটিকে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থনে উক্ত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(বিলের শিরোনামাটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থনে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অনুরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো "The Tripura Appropriation Bill for 1990 (Tripura Bill No.—7 of 1990)".

পাশ করার জন্য, প্রস্তাব উৎথাপন। আমি অর্থ দপ্তরের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "The Tripura Appropriation Bill for 1990 (Tripura Bill No. 7 of 1990)". পাশ করা হউক।

মি : স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো— The Tripura Appropriation Bill for 1990 (Tripura Bill No. 7 of 1990)", পাশ করা হউক।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা i গরিষ্ঠের সমর্থনে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজ ৬ষ্ঠ বিধানসভার ৭ম অধিবেশনের শেষ দিন। গত ১৯শে মার্চ, সোমবার, ১৯৯০ ইং তারিখ হইতে অদ্য ৩রা এপ্রিল, মঙ্গলবার, ১৯৯০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত এক নাগারে ১২ দিন যাবত এই অধিবেশন চলেছে। আমি সভা পরিচলনার ক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম নীতিগুলি মেনে চলার চেষ্টা করেছি এবং সে ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী ঘোষণা করছি।

—০—

ANNEXURE—"A"

Admitted Started Question No. 71
Name of member :—Shri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন (১) ইহা কি সত্য আই আর ডি, পি, এন আর ই, পি, ও আর, এল, ই, জি, পি, কাজ সঠিক বাস্তবায়নের জন্য জেলাভিত্তিক কমিটি রয়েছে ?

উত্তর :—হ্যাঁ।

প্রশ্ন (২) সত্য হলে এই কমিটি সমূহের বৈঠক নিয়মিত বসে কিনা ?

উত্তর জিলা গ্রামোন্নয়ণ সংস্থার জেলাভিত্তিক গভং নিবডির এবং District Consultative committee (D. C. C) এর বৈঠক নিয়মিত বসে।

প্রশ্ন (৩) ১৯৮৮—৮৯ ও ১৯৮৯—৯০ ইং আর্থিক বৎসরে এই কমিটিগুলি কতবার বৈঠকে বসে ছিল ? (জিলা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর জিলা ভিত্তিক বৈঠকের হিসাব।

	পশ্চিম ত্রিপুরা	উত্তর ত্রিপুরা	দক্ষিণ ত্রিপুরা
১৯৮৮-৮৯	৪	৩	৫
১৯৮৯-৯০	৫	৫	৩

Admitted Started Question No :— 72.

Name of Member :— Shri Dipak Nag

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বৎসর থেকে ১৯৯০ ইং সনের ৩১ শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যের কোন ব্লক এলাকায় কয়টি মার্ক টু টিউবওয়েল বসাবার পরিকল্পনা হয়েছিল, (বছর ভিত্তিক)

২। তার মধ্যে কোন্ ব্লকে কয়টি বসানো হয়েছে এবং

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে কোন্ ব্লকে কয়টি মার্ক টু টিউবওয়েল বসাবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

Name of Minister :---Shri Birajit Sinha.

উত্তর

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর

১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বৎসর থেকে ১৯৮৯ ৯০ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যাস্ত রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে ১৪২৮ টি Mark টু টিউবওয়েল বসানোর পরিকল্পনা হয়েছিল। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল—

ব্লকের নাম		১৯৮৮—৮৯	১৯৮৯—৯০
১।	বিশালগড়	৭০	৬৫
২।	জিরানীয়া	৫৫	৫৮
৩।	জম্পুইজলা	২৫	২০
৪।	মোহনপুর	৫৫	৩৯
৫।	খোয়াই	৫০	৩০
৬।	তেলিয়ামুড়া	৫০	৪৩
৭।	মেলাঘর	৫০	৫০
৮।	মাতারবাড়ী	৬০	৪৮
৯।	অমরপুর	৫০	৩৯
১০।	সাতচান্দ	৫০	৪১
১১।	বগাফা	৫৫	৪১
১২।	রাজনগর	৫৫	৪০
১৩।	ডুম্বুর নগর	২০	১৪
১৪।	কুমারঘাট	৫৫	৪১
১৫।	সালেমা	৪০	৩৬
১৬।	পানিসাগর	৬০	৪৩
১৭।	কাঞ্চনপুর	Nil	Technology Mission এর অধিকারে থাকার
১৮।	ছামনু	Nil	R. D. Deptt হইতে মার্কটু টিউব-ওয়েল করার কোন পরিকল্পনার নাই।
	৮০০	৬২৮	

২নং প্রশ্নের উত্তর :—১৯৮৮—৮৯ ও ১৯৮৯—৯০ সনে বিভিন্ন ব্লকে ১৩০২টি মার্কটু টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক ও বছর ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল

ব্লকের নাম		১৯৮৮—৮৯	১৯৮৯—৯০
১।	বিশাল গড়	৭০	৬৩
২।	জিরানীয়া	৫৫	৩৬
৩।	জম্পুইজলা	২৫	১৮
৪।	মোহনপুর:	৫৫	৩৭
৫।	খোয়াই	৫৫	২৮

	ব্লকের নাম	১৮৮—৮৯	১৯৮৯—৯০
৬।	তেলিয়ামুড়া	৫০	৪১
৭।	মেলাগড়	৫০	৪৮
৮।	মাতার বাড়ী	৬০	৪৫
৯।	অমরপুর	৫০.	৩৭
১০।	সাতচান্দ	৫০	৩৯
১১।	রাজনগর	৫৫	৩৭
১২।	বগাফা	৫৫	৩৯
১৩।	ডুম্বুরনগর	২০	১৮
১৪।	কুমারঘাট	৫২	১৯
১৫।	সালেমা	২০	১১
১৬।	পানিসাগর	৫৭	১২
	মোট—	৭৭৪	৫২৮

Admitted Starred Question No. 105

Name of M. L. A —Shri Badal Choudhury,

Name of Minister : Minister in-charge of Local Self Government Department.

প্রশ্ন

১। কবে নাগাদ আগরতলা পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হবে বলে আশা করা যায়,

২। ইহা কি সত্য আগরতলা পৌরসভার আয়তন বাড়িয়ে আরও বেশী ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। আগরতলা পৌরসভার নির্বাচনের তারিখ সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

২। ইহা সত্য নহে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 108.

Name of the Member : Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ইং "বাপী লাহিড়ী" নাইটে কত টাকা সরকারের রাজস্ব আদায় হয়েছে ?

উত্তর

Minister in-charge of the Revenue Departmhnt : Revenue Minister

১। রাজস্ব হিসাবে কোন টাকা আদায় হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO, 187.

Name of the Member : Shri Ratan Lal Ghosh,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তদানীন্তন ওয়াক্‌ফ বোর্ডকে কত টাকা সরকার অনুদান হিসাবে প্রদান করেছিলেন।

২। প্রদত্ত সমগ্র অর্থের হিসাব সরকার পেয়েছেন কি, এবং

৩। না পেয়ে থাকলে, হিসাব পাওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Departmhnt : Revenue Minister

১। মোট ৪৪,৪৭,৬০০্ টাকা।

২। সব টাকার হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

৩। ওয়াক্‌ফ বোর্ড সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই টাকা খরচ করে থাকেন। সম্পূর্ণ টাকার হিসাব দেওয়ার জন্য সরকারী অফিসারদের বোর্ড থেকে যথারীতি চিঠি পত্র দেওয়া হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO, 308.

Name of the Member : Shri Samar Choudhmry

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Cepartment be pleased to state :

Question

১। ইহা কি সত্য, রাজ্যের সমবায় কর্মীরা গত ৯ইং মার্চ আগরতলায় রাজ্য সমবায় নিয়ামকের মাধ্যমে সরকারের নিকট তাদের দাবী পত্র সহ গণডেপুটেশন দিয়েছেন।

২। সত্য হলে সমবায় কর্মীরা কি কি দাবী উপস্থিত করেছেন, এবং

৩। উক্ত দাবীগুলি সম্পর্কে সরকারের মতামত কি ?

Answer

Minister in-charge of the Corporation Department.

১। রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতির কতিপয় কর্মচারী "ত্রিপুরা সমবায় কর্মচারী সমন্বয় কমিটি"

নামীয় সংস্থার মাধ্যমে গত ৯ই মার্চ আগরতলায় রাজ্য সমবায় নিয়ামকের নিকট তাহাদের দাবীপত্র সহ ডেপুটেশন দিয়েছেন।

২। উপস্থাপিত দাবীগুলি এইরূপ :—

১। প্যাক্স, ল্যাম্পস এবং মার্কেটিং কো-অপারেটিভ কর্মচারীদের জন্য সার্ভিস রুল অবিলম্বে চালু করতে হবে।

২) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান রেখে সকল স্তরের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।

৩) ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে এবং ছাঁটাই শ্রমিকদের অবিলম্বে পুনঃ নিয়োগ করতে হবে।

৪) অগনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাপিয়ে দেওয়া বোর্ড অফ এডমিনিষ্ট্রেটর প্রথা তুলে দিয়ে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে।

৫) শ্রমিকদের উপর থেকে সকল প্রকার মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৬) শ্রম আইনে অনুযায়ী সকল সমবায় শ্রমিকদের ছুটি ঘোষনা করতে হবে।

৭) সমবায় সংস্থা গুলিতে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন এর উপর হস্তক্ষেপ দেবেন।

৩। ১ নং দাবী বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে।

২ নং দাবী সমবায় সমিতিগুলোর আর্থিক সঙ্গতির উপরই মুখ্যত সমিতির কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি নির্ভর করবে।

৩ নং দাবী কোন সমবায় সমিতির শ্রমিক নিয়োগ বা ছাঁটাই করার বিষয়ে ঐ সমস্ত সমিতির পরিচালন বোর্ড বা প্রশাসক মণ্ডলই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী।

৪ নং দাবী সমবায় আইন অনুযায়ী কোন কোন সমবায় সমিতির পরিচালন বোর্ডের বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ কার্য্য কলাপে জন্য উক্ত বোর্ডগুলিকে ৩৪ নং ধারা অনুযায়ী বাতিল করে বোর্ড অফ এডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে। ইহা অগনতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। এই সমিতিগুলির বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ কার্য্য কলাপ সমন্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করার পরই নির্বাচন করার ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে।

৫ নং দাবী শ্রমিকদের উপর মিথ্যা মামলা ঘটনা সরকারের গোচরে নেই।

৬ নং দাবী সমবায় সমিতিগুলির পরিচালক মণ্ডলী এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। সমবায় সংস্থার কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী যথাযত ছুটি ঘটনা করার জন্য পরিচালক মণ্ডলীকে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে।

৭। নং দাবী সমবায় সমিতিগুলিতে দুর্নীতি বন্ধ করতে সরকার সক্রিয় ও বদ্ধপরিকর। তবে সমবায় সমিতির কার্মচারীদের এ বিষয়ে সহযোগিতায় প্রমান আছে। ট্রেড ইউনিয়নের কার্য্যকলাপে উপর হস্তক্ষেপের কোন্ ঘটনা সরকারের গোচরে নাই।

ANNEXURE—"A"

Admitted Unstarred Question No :— 44.

Name of Member :— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Planning & Co-ordination Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯০-৯১ বৎসরের জন্য রাজ্যকে কোন কোন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছেন,

২। ১৯৮৯-৯০ বৎসরে ত্রিপুরায় কোন খাতে কোন কোন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কত টাকা বরাদ্দ ছিল,

৩। সেই সকল বরাদ্দকৃত টাকার কত অংশ খরচ করা হয়েছে এবং বরাদ্দের প্রকল্পগুলিতেই খরচ করা হয়েছে কিনা।

৪। ১৯৮৯-৯০ সালের বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে এখন পর্যান্ত কত টাকা অব্যয়িত আছে এবং কোন কোন প্রকল্পের টাকা অব্যয়িত আছে ?

১ নং প্রশ্নের উত্তর :

তথ্যাবলি সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহ হইতে সংগ্রহাধীন আছে।

২ নং প্রশ্নের উত্তর : ঐ

৩ নং প্রশ্নের উত্তর : ঐ

৪ নং প্রশ্নের উত্তর : ঐ

Admitted Un-starred Question No. 60

Name of Member : Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর, ছাওমনু, ডুম্বুরনগর, তেলিয়ামুড়া অমরপুর এবং সাতচাঁন্দ এই ছয়টি ব্লকের কোনটিতে এন, আর, ই, পি এবং জওহর রোজগার যোজনায় গত ১৯৮৮—৯০ এ বছরে কোন গাঁওসভায় কত শ্রমদিবসের কাজ দেওয়া হয়েছে।

Name of Minister—Shri Birajit Sinha.

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল—

ব্লকের নাম (১)	গাঁওসভা (২)	শ্রমদিবসের কাজ দেওয়া হইয়াছে। ৩। JRY	(৪) SREP
তেলিয়ামুড়া	(১) মোহরছড়া	৩১৫৭	৩৫৫৪
	(২) হাওয়াইবাড়ী	৩৭৪০	৩২১০
	(৩) তুইসিন্দ্রাই	২৩৬৬	৩৬২৪
	(৪) কমলনগর	৬১৭০	৩৮১০
	(৫) পুঃ কল্যাণপুর	২৮৬২	১৮৫৪
	(৬) দুর্গাপুর	২৩৮৬	২৯০৮
	(৭) শান্তিনগর	২৪৪০	২৭২৪
	(৮) ঘিলাতলি	১৬২৪	২৬৫৪
	(৯) দ্বারিকাপুর	৩,১০৮	৩,৮৩৬
	(১০) লক্ষ্মীনারায়ণপুর	৩,২.৮	২,২৪৪
	(১১) মহারাণীপুর	১,৬০৩	২,৮৩৪
	(১২) কল্যাণপুর	২,৩০৮	২,৫৪৪
	(১৩) পশ্চিম কল্যাণপুর	৩,১৭১	৪,০৪৪
	(১৪) পূর্ব তেলিয়ামুড়া	৩,৯৮২	৪,১৪৪
	(১৫) লক্ষ্মীপুর	৬,৬০৯	২,২৪৪
	(১৬) পূর্ব লক্ষীপুর	১,৩২০	৩,০০৪
	(১৭) উত্তর কৃষ্ণপুর	৪,৩১৬	৩,৫৯৮
	(১৮) পূর্ব্ব কুঞ্জবন	৪০০	২,৩৪৪
	(১৯) পশ্চিম কুঞ্জবন	২,৩১৫	২,৭৫৪
	(২০) ব্রহ্মছড়া	১,৭৩৫	২ ৮৫০
	(২১) দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট	৬,২০১	৩,৫৪৪
	(২২) গয়ামনি বাড়ী	২,০৩০	২,৬৬৪
	(২৩) উত্তর পুলিনপুর	৩,৫০৯	২,৬৫৪
	(২৪) দক্ষিণ মহারানীপুর	৩,২১৫	৩,১১০

(১)	(২)	(৩)	(৪)
তেলিয়ামূড়া	(২৫) সুন্দ্ৰাকারবারী	৫,৪৮৭	৪,৪০০
	(২৬) দক্ষিণ পুলিনপুর	২,৪৭০	৪,১১০
	(২৭) উত্তর ঘিলাতলী	৯৮৪	২,৯৮৪
	(২৮) পাগলাবাড়ী	৩,২৩০	৩,৯১৮
	(২৯) রামদয়ালবাড়ী	২,২১০	২,৭৫৪
	(৩০) শ্রীরাম খারা	৩০০	৩,৪৫৪
	(৩১) উত্তর গকুলনগর	৩,৯৮৫	৪,২০০
	(৩২) দক্ষিণ গকুলনগর	৪,০২৯	৩,৮০০
	(৩৩) লোমাছড়া	৩,৮৩৯	৫,৪৪৯
	(৩৪) বাদলাবাড়ী	৩,৪৪৪	২,২০০
	(৩৫) কাঁকরাছড়া	৩,১২২	৩,৬৬৪
	(৩৬) তুইচিনবাড়ী	৩,৮৮৭	৩,০১০
	(৩৭) আঠারমুড়া	৮,৯১৬	৫,৭০১
	(৩৮) আখড়াবাড়ী	৪১০	২০০
	(৩৯) তুইহাচিনবাড়ী	—	২০০
	(৪০) রূপরাই	৫০০	২০০
	(৪১) জগন্নাথ বাড়ী	১৭৭৫	২০০
	(৪২) খামার বাড়ী	১,০০০	২০০
	(৪৩) রামকৃষ্ণপুর	৪১০	২০০
	(৪৪) পশ্চিম হাওয়াইবাড়ী	৮০৫	২০০
	(৪৫) পশ্চিম হুদরাই	৩১০	২০০
	(৪৬) পশ্চিম দ্বারিকাপুর	—	২০০
	(৪৭) রানাছড়া	৮২০	২০০
	(৪৮) মধ্যকৃষ্ণপুর	১,২০০	৬০০
	(৪৯) হলদিয়া	১৬৪০	২০০
অমরপুর	১) রিইছাইছরি	১,৫৩০	১,৯৭৮
	২) পাতিছবি	১,৫৭০	২,১৩৬
	৩) দক্ষিণ করবুক	১,১১০	১,৫০৭

(১)	(২)	(৩)	(৪)
অমরপুর	৪) পূর্ব করবুক	৩,১৮৫	১,৭৫০
	৫) পশ্চিম করবুক	৭০০	১,৬১৬
	৬) পূর্ব মানিক্য দেওয়ান	২,৫৮০	১,৫৬৭
	৭) রামভদ্র	৯৯৬	৬৬৬
	৮) পশ্চিম মাণিক্য দেওয়ান	১,৭৩৩	২,৪৭০
	৯) নতুন গোমতী	১৮৫	১,৩৯৬
	১০) লেবাছড়া	১,০৫০	২,৯৮৩
	১১) একছড়ি	৯৭০	৯৬০
	১২) উত্তর একছড়ি	৪,০৭৭	১,২১৪
	১৩) নূতন বাজার	৫,৬৬১	৬,৪৫০
	১৪) খেদার নল	২,২৭০	১,৩২১
	১৫) ভোমরাছড়া	১,৬৪৫	৪০৭
	১৬) উত্তর চেলাগাঙ্গ	৫,১৭৮	১,৬৮৯
	১৭) পূর্ব ডুলুমা	৫,৩৯৬	১,১৬৪
	১৮) পশ্চিম ডুলুমা	৩,৭৩০	৯৭৩
	১৯) পহরপুর	১,৮৩১	১,২৩৪
	২০) মালবাসা	২,৬৪১	৯২২
	২১) পূর্ব মালবাসা	৯,৬৬৫	২,২৭৫
	২২) পশ্চিম মালবাসা	২,৫০৯	১,২৯০
	২৩) ডালাক	১,৪৩৯	১,৭৪৮
	২৪) রাং খাং	২,৫৯৭	১,৯৩৯
	২৫) কুরমাছড়া	৪,৩৫০	১,৩৮০
	২৬) লাউগাঙ	২,৭০২	১,০৫০
	২৭) দক্ষিন চেলাগাঙ	১,৩০৯	১,৫৭৩
	২৮) দূর্গারামবাড়ী	৫০৫	৬১২
	২৯) রাজ কাং	২,৭৭০	১,১০৭
	৩০) দেববাড়ী	৫,৩৯৩	১,০২৯
	৩১) বীরগঞ্জ	৭,৬৪২	১,৪৯৫

(১)	(২)	(৩)	(৪)
অমরপুর	৩২) মৈলাক	২,৭৪৫	১,০৮৪
	৩৩) রাঙ্গামাটি	৩,৫৫৯	১,৪৩৯
	৩৪) পূর্বরাঙ্গামাটি	১,৩১০	১,০২২
	৩৫) গুঙ্গিয়া	৭ ৮৯৮	২,৪৭১
	৩৬) বামপুর	৪,৮০৫	১,৮১৮
	৩৭) গোলাসিং বাড়ী	৩,১৬১	৯৬৫
	৩৮) পূর্ব সর্বং	২,৭২০	৯৩৬
	৩৯) পশ্চিম সর্বং	১,১৯৫	১,৯১০
	৪০) সোনাছড়া	৪ ৫০৮	১,৬০৮
	৪১) ইকজ্ঞাংছড়া	১,৭৪০	৯৭১
	৪২) দক্ষিণ সাঙ্গাং	১,৭১০	১৪০৬
	৪৩) উত্তর সাঙ্গাং	৪০২	৮৪৯
	৪৪) ছেছা	১,১৮০	১,০৫০
	৪৫) মালসী	৯৪০	১,০৫৭
	৪৬) গামাইছড়া	৪,৮৯২	১,৩৬৫
	৪৭) অম্পিছড়া	১,৯৬৩	৯৫০
	৪৮) পূর্ব অম্পিনগর	১,০৯৮	১,৩৩৭
	৪৯) দক্ষিণ অম্পিনগর	১,২৬০	৫০০
	৫০) পশ্চিম অম্পিনগর	১,২২৫	১,২১২
	৫১) হুরিপুর	৪,৮৫০	১,১৩২
	৫২) বৈশ্যমসী	১,৩৩৫	১,৩৯৩
	৫৩) জনলেখা	১,৬৫০	৬৩৯
	৫৪) তৈত্থু	১,৯৫৬	১,১১৭
	৫৫) দক্ষিণ তৈত্থু	৪১০	১,৬২০
	৫৬) উত্তর তৈত্থু	৩৯০	১,৬০৪
	৫৭) তৈত্থু ডেপা	২,৪৭৬	২,১০০
	৫৮) পলকু	৩,৬৪৬	১,৪২৬
	৫৯) জম্বাকছড়া	১.৮৪৫	১,২৪০

(১)	(২)	(৩)	(৪)
অমরপুর	৬০) পূর্ব তৈসলঙ্গ	১৫৫	৬৪৪
	৬১) পশ্চিম তৈসলঙ্গ	৯৯৬	১,৬২২
সাঁতচান্দ	১) তইছামা	১৪৮৩	১৭৬০
	২) সাকবাড়ী	৯৭৮	১১০৭
	৩) গাড়ধং	১৭৬৮	২১৩০
	৪) উঃ ভোডাতলি	১৫৭১	২০৪২
	৫) দঃ ভোরাতলি	১৭৫৫	২৩২৯
	৬) ফুলছড়ি	২০৩৪	১৪০০
	৭) কালাপসিযা	২১৫৮	১১০৪
	৮) মনুবাজার	২১১৯	২০১৪
	৯) কালাডেপা	১৬৯১	১৯৩২
	১০) তখাতুলসী	১৫৮৫	২৩১২
	১১) সিন্দুক পাহার	১৬৭৮	১০০০
	১২) কাঁঠালছড়ি	৬৫৩	১৬৮২
	১৩) গোরাচাঁন্দ	৩১৫০	১৯৭৭
	১৪) হরিনা	১৮৬৮	১১২৭
	১৫) মাগুরছড়া	১০৭৭	১৬৫৯
	১৬) গড়িয়া	৬৯৫	৭৩০
	১৭) রাজনগর	১২৬২	১৯৪১
	১৮) সাঁতচাঁন্দ	—	৯১৯
	১৯) আদর্শপল্লী	—	৪১৬৯
	২০) রাজীবনগর	—	৫৫৮
	২১) ভাইবেং	—	৪৫০
	২২) বিবেকানন্দ পল্লী	—	৪৫০
	২৩) ইন্দিরানগর	—	৬০৯
	২৪) দাস কলোনী	—	৭০০
	২৫) রতনমণি	—	৫৯২
	২৬) দোয়াং চৌধরী	—	৫৯২

(১)	(২)		(৩)	(৪)
সাতচাঁন্দ	২৭)	মহমনী	—	৫৭৭
	২৮)	আইলমারা	—	৫৪২
	২৯)	হাবাছড়ী	—	৪০০
	৩০)	বংকুল মহমনী	—	৬৫০
	৩১)	দমদমা	—	৭০৪
	৩২)	দঃ শ্রীনগর	—	৫৫৯
	৩৩)	মাধবনগর	১২৭৫	২৩১৯
	৩৪)	শ্রীনগর	২৫২১	১৮০০
	৩৫)	কৃষ্ণনগর	৮৯৫	২০২০
	৩৬)	আমলীঘাট	১০৫৪	১৮০৯
	৩৭)	চালিতাছড়ী	৬৬৩	১৮৯২
	৩৮)	বেতেগা	৯৯০	১২৫০
	৩৯)	হরবতলী	৬০০	১৬১২
	৪০)	বিজয়নগর	২১৯৫	২০৪২
	৪১)	ব্রজেন্দ্রনগর	১৫৪২	২৩৭৭
	৪২)	দয়ালবাড়ী	২৮২৬	২৪১৯
	৪৩)	পঃ সাক্রুম	৯২৮	১৬২০
	৪৪)	পঃ জলেফা	২০২৬	১৮৭৭
	৪৫)	পূঃ জলেফা	২৮৭০	১৫৪২
	৪৬)	পূঃ লুধা	৭১১	১৩২৭
	৪৭)	ইষ্টলোধা	১৩৫৬	১০৪২
	৪৮)	বৈষ্ণবপুর	১০১৩	১৩৫২
	৪৯)	পূঃ সাক্রুম	৬৫১	১০৪৭
	৫০)	মাইগ্রুম	২১৭৬	১৩৪০
	৫১)	সোনাইছড়ি	৬৫২	১০৮৫
	৫২)	রূপাইছড়ি	১৮৮৮	১১৩৯
	৫৩)	টেকছড়ি	১৩১০	৮০০
	৫৪)	উত্তর মনুবংকুল	২৮৬৩	১২৫০

(১)	(২)	(৩)	(৪)
সাতচাঁন্দ	৫৫) চাল্তিা বংকুল	৯৭৫	১১৪২
	৫৬) বাগমারা	১১১১	১৫৪৭
	৫৭) দঃ মনুবংকুল	২৬১০	১০৯২
	৫৮) বিষ্ণুপুর	৬৬৩	১৩৯৭
	৫৯) উঃ বিজয়পুর	৮৯৮	১৭৬৩
	৬০) ব্যাচতল	৯২১	৩১২০
	৬১) ঘোড়াকাপা	৮৬৩	২০৫২
	৬২) শিলাছড়ি	১৭৫৬	১৩৭০
	৬৩) শুকনাছড়ি	৩৫২৬	২১৭৭
	৬৪) বারবিল	২৪৭৪	২৫৭২
	৬৫) কাপতলি	৫৫৪	১০৫০
ছামনু	১) কাঞ্চনছড়া	২৭৬৬	১০০০
	২) নালকাটা	২৫০৫	১২৪৩
	৩) পূঃ কাঠালছড়া	৫০২৬	১৩৩১
	৪) পূঃ করমছড়া	২৫১১	৯৫৫
	৫) পঃ করমছড়া	২০২৯	১১৭১
	৬) পূর্ব মাছলী	১৯১৪	১৩৫৮
	৭) পশ্চিম মাছলী	১৩৫৬	১৩৭৮
	৮) দেও R/F	৩২২১	৭১৪
	৯) মনু	৩০০০	৯৪৩
	১০) জামীরছড়া	৩৭১৭	২২১৭
	১১) উঃ দামছড়া	৩২৩৬	১২৫৮
	১২) দঃ দামছড়া	২৮২১	২২৫৩
	১৩) করাটিছড়া	২৯৩১	১৮৫৩
	১৪ দেমছড়া	২৬১৬	৮৯৬
	১৫) লঙ্গোত্রী	৩৪০১	৯৬৯
	১৬ এস, কে, পাড়া	৩২০১	৯৬৯
	১৭) জে, কে, পাড়া	৩৭৬৬	১৩০৭

(১)	(২)	(৩)	(৪)
ছামনু	১৮) গলিমা	৩৬২১	১৪৮৯
	১৯) মনিমা	৩০৪০	১১২২
	২০) ছৈলেংটা	৩৫৮৭	২৭৩১
	২১) লালছড়া	৩৬৪১	১৯৫৬
	২২) ডুলুছড়া	৪৮৯৬	১০৬৫
	২৩) লেবুনছড়া	২৯১১	১১৭৮
	২৪) দুর্গাছড়া	২৪৬১	৮৩৬
	২৫) পুর্বছামনু	২৭২১	১৮২
	২৬) পশ্চিমছামনু	২৭৪১	১১৭২
	২৭) উত্তরলঙ্গোত্রী	২৬৮৬	১২৪৩
	২৮) মানিকপুর	২৭১৬	১৩৩০
	২৯) রাজধর	৩১৭৬	১০৬০
	৩০) পুর্বমালিধর	৩৯১৬	৭২৮
	৩১) নাভীনমনু	২৮৬০	৭২৮
	৩২) পুঃ গোবিন্দবাড়ী	৪৬১২	১৬২৮
	৩৩) পঃ কাঠালছড়া	৮৯৬	৪৫৫
	৩৪) লাভিঙ্গছড়া	৮৯৬	২৯৩
	৩৫) চচিঙ্গছড়া	৬৪৬	২৯৩
	৩৬) বাটালীয়া	১১৯৬	৫৪৬
	৩৭) দেবছড়া	১২০৬	১৮২
	৩৮) মাকরছড়া	১২১৬	১৮২
	৩৯) পঃ মালিছড়া	৯৫৩	—
	৪০) পঃ গোবিন্দবাড়ী	৯৫৬	—
ডম্বুরনগর	১) শর্মা	২০৭৮	৫৬৮৩
	২) ভুইচাকমা	২৪৩৩	৫৩১৭
	৩) ভগীরথ	৪৭৩	৪১২২
	৪) লক্ষীপুর	২৮৩৭	৫৯৫২
	৫) রাইমা	৩৬২৬	৪৯৮৫

(১)	(২)	৩।	(৪)
উম্বুরনগর	৬) কর্ণমণি পাড়া	১২১৪	৫৬০৭
	৭) রামনগর	২০০২	৪৯৮৪
	৮) দলপতি	২৩৪১	৫৯৮৩
	৯) জগবন্ধু পাড়া	২৬৯৭	৬৫৬৬
	১০) গণ্ডাছড়া	২০৯০	৪৬৪০
	১১) রতননগর	২১৭৪	৫২৯৯
	১২) পোটাছড়া	৩১১০	৩৫৫৪
	১৩) কুলাই আর, এফ	১০৪৭	৪৪১৯
	১৪) গঙ্গানগর	১৩০২	৪৯৪২
	১৫) রাধারামবাড়ী	২১৮২	৩৫৯৪
	১৬) তেতুইয়া	৮৩৮	৩৭৭১
	১৭) চাকমা পাড়া	১৫৯৬	২৬৬১
	১৮) সিদ্ধা পাড়া	১৪৮২	৩১০৩
	১৯) কর্ম পাড়া	৭২৪	৪২০৮
কাঞ্চনপুর	১) কাঞ্চনপুর	৩৪২৩	১৭৭৬
	২) ডাইনছড়া	১৮৯০	৭৪৯
	৩) জমারাই পাড়া	২৪৩০	৫৫০
	৪) পশ্চিম সাজনালা	২২৮০	৫০৪
	৫) চান্দিপুর	২৬০১	৭১৮
	৬) পশ্চিম হমপুই	২১১৯	৭৪২
	৭) ভাংমুন	২১১৯	৬৫২
	৮) কালাগং	৩৪৭১	৯৭২
	৯) তেলাংশেং	১৮৬৪	৯৭৮
	১০) সাবুল	২৬৮৪	৯৭৮
	১১) উত্তর দশদা	২১৫২	৮৮৯
	১২) তুইশামা	২৮৪১	৪৫৫
	১৩) আনন্দবাজার (আনন্দসাগর)	২৭৭৮	৬৬৭
	১৪) মুনসৈই লেংতা	২৮২৬	৭৪৮

(১)	(২)	(৩)	(৪)
কাঞ্চনপুর	১৫) কালাপানি	২০৫১	৯৪২
	১৬) ভাণ্ডারিমা	২১০৫	৫৩৩
	১৭) গাছিরাম পাড়া	২৭৭৭	২৮
	১৮) পূর্ব সাতনালা	২০৮৮	৯৮৮
	১৯) দশামণি পাড়া	২৫০৬	৭৩৩
	২০) দক্ষিণ দশদা	২৬৮৮	২৯১৩
	২১) পেচারথল	১২৫৯	৮৫০
	২২) অন্দার ছড়া	২৫৮১	৮০৫
	২৩) নালকাটা	২০০৯	৮৮৬
	২৪) বাগুই ছড়া	১৮৩৭	৬১৪
	২৫) পাঠান ছড়া	১৮৩৭	৮১০
	২৬) বয়াইছড়া	৩০৪৭	৫০২
	২৭) দামছড়া	৩৩৫১	৯০০
	২৮) পিপলাছড়া	৩৭২১	৮০০
	২৯) রহুমছড়া	৩০৭৯	৮৮০
	৩০) কাছারাইছড়া	৩১৯১	৪৪২
	৩১) দামছড়া আর, এফ	২৬৭১	৯১০
	৩২) খেদা ছড়া	২৩৯৯	৬৫৪
	৩৩) উত্তর ধানিছড়া	২১০৩	১০৭৮
	৩৪) উত্তর মাছমারা	২৯১৮	৭৩৪
	৩৫) দক্ষিণ মাছমারা	৩০০৮	৮৯১
	৩৬) দক্ষিণ ধানিছড়া	১০৬০	৮৯৪
	৩৭) কাঞ্চনছড়া	১৮৮৮	৬১৬
	৩৮) শিবনগর	২৪৬৬	১০৬৪
	৩৯) শান্তিপুর	২৪০২	৫৪৫
	৪০) দক্ষিণ লালজুরি	১৮৬০	৯৯১
	৪১) উত্তর লালজুরি	২১৫৪	৫৪৪
	৪২) উজান মা-ছড়া	২৬৪২	৩২৮

Admitted Un-starred Question No. 64.

Name of Member :— Shri Subodh Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন :

১। সরকার ১৯৯০ ইং সনে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে কোন ব্লকে গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীতে কত টাকার কাজ রূপায়িত করেছেন ?

Name of the Minister :— Shri Birajit Sinha

উত্তর :

১নং প্রশ্নের উত্তর :—

"তথ্য সংগ্রহাধীন"।

Admitted Un-starred Question No. 65

Name of Member :— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন :

১। রাজ্যের কোন ব্লকে কত সংখ্যায় গ্রামীন কৃষি মজুর রয়েছেন।

২। এই সকল কৃষি মজুরদের সরকারী প্রকল্পের মাধ্যমে কোন ব্লকে কত শ্রমদিবসের কর্মসংস্থান ১৯৮৯-৯০ বৎসরে করা হইয়াছে.

৩। তাদের মজুরের হার কত ছিল ?

Name of the Minister :— Shri Birajit Sinha.

উত্তর :

১নং প্রশ্নের উত্তর :—

রাজ্যে বিভিন্ন ব্লকে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭ শত ২৮ জন কৃষি মজুর রয়েছেন, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) নিয়ে দেওয়া গেল :—

ব্লক ভিত্তিক	কৃষি মজুরদের সংখ্যা
১। বিশালগড়—	১৯,১২৫
২। জিরাণীয়া—	১৫,৬৬৫
৩ তেলিয়ামুড়া—	১৮,১২৭

ব্লক ভিত্তিক		কৃষি মজুরদের সংখ্যা
৪।	টাকারজলা —	৬,০৬৭
৫।	মোহনপুর —	১৭,৮৮৪
৬।	খোয়াই —	১২,১২৪
৭।	মেলাঘর —	১৫,১৬৫
৮।	উদয়পুর —	২০,৪৩৬
৯।	অমরপুর —	১৫ ৬৬৭
১০।	বগাফা —	১৪,০৩১
১১।	সাঁতচান্দ —	১৪,৩৫৫
১২।	রাজনগর —	১৪,৩৯০
১৩।	ডুম্বুরনগর —	৫,০৫২
১৪।	পানিসাগর —	১৬,২৫৬
১৫।	কাঞ্চনপুর —	১৭,৩৫৩
১৬	ছাওমনু —	১১ ৩৮৪
১৭।	কুমারঘাট —	১৭,৮৩০
১৮।	সালেমা —	১৪,৮১৭
	মোট —	২,৬৫,৭২৮

২ নং প্রশ্নের উত্তর :—

এই সকল কৃষি মজুরদের সরকারী প্রকল্পের মাধ্যমে কোন ব্লকে কত শ্রমদিবসের কর্মসংস্থান ১৯৮৯-৯০ বৎসরে করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম		শ্রমদিবস সৃষ্টি হইয়াছে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত	
		SREP	JRY
১)	বিশালগড় —	১,২৭,০০০	১,০৩,৪৯৬
২)	মোহনপুর —	৮৯,০০০	২৭,২৭০
৩)	খোয়াই —	৬৭,০০০	৫২ ৫২৬
৪)	তেলিয়ামুড়া —	৯০,০০০	৬৭,৮২৯
৫)	জিরানীয়া —	১,০৫,৫০০	৪৬.৯৬৬
৬)	মেলাঘর —	৯৮,২০০০	৩৫,৮৩৭

ব্লকের নাম	শ্রমদিবসে সৃষ্টি হইয়াছে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত SREP	JRY
৭) জম্পুইজলা —	৪৩,৩০০	২৪,১০৯
৮) মাতার বাড়ী —	৭৬,৯৫৮	৩৭,৩২৪
৯) অমরপুর —	৯৯,৩২৮	৫৪,৫৪৩
১০) ডম্বুরনগর —	৭৭,২৬৭	১৯,৭৪১
১১) সাঁতচান্দ —	৬৭,৭২৬	৩৫,৬৪৩
১২) রাজনগর —	৬৯,৯৪৫	৪২,৫০০
১৩) বগাফা —	৬৯,৫৩০	৯১,৭১৪
১৪) ছাওমনু —	৫৩,৭০০	৪৭,২৮৩
১৫) কাঞ্চনপুর —	৬৬,০০০	১,০৮,৯৬৪
১৬) কুমার ঘাট —	৮৪,১০০	৫৯,৯০৩
১৭) পানিসাগর —	৭১,৪০০	৫৪,১৭১
১৮) সালেমা —	৭৩,৯০০	৫৬,২৮৫

৩নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

ঐ শ্রমিকদের মজুরির হার ছিল, ১৪ টাকা প্রতিজন।

Admitted Un-starred Question No. 66

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ দুই বৎসরে রাজ্যের কোন মহকুমায় কতজন ভাগ চাষির নাম রেকর্ড ভুক্ত করে তাদের অধিকারকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Deptt : Revenu Minister

১। যতদূর তথ্য পাওয়া গিয়াছে ঐ দুই বৎসরে নিম্নলিখিত সংখ্যক ভাগ চাষীর নাম রেকর্ড করা হইয়াছে।

ধর্ম্মনগর —	৩
বিলোনীয়া —	১২
	১৫

Admitted Un-starred Question No. 68.

Name of the Member :-Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be Pleased to State :

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ বর্ষে কোন মহকুমায় কতজন উপজাতি কৃষককে বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি প্রত্যার্পণ করা হয়েছে এবং প্রত্যার্পিত জমির পরিমাণ কত,

২। এযাবৎ যে সকল উপজাতি কৃষক পরিবার বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি আইনতঃ ফেরত পেয়েছেন সেই সকল জমি বর্তমানে তাদের দখলে আছে কিনা ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Deptt : Revenu Minister

১)

মহকুমা	সংখ্যা	জমির পরিমাণ
সদর	১৯২	১২৬,০৮ একর
খোয়াই	১০০	৩৬,৯০ একর
সোনামুড়া	—	—
কৈলাসহর	৬	৯,৩৮ একর
কমলপুর	—	—
ধর্মনগর	—	—
উদয়পুর	১৯	১৮,১৩ একর
অমরপুর	৮	১০,১৭ একর
বিলোনীয়া	৮৭	১০৬,৯৫ একর
স'ক্রম	২৩	১৮,৪৭ একর

২। সব ফেরৎ দেওয়া জমি উপজাতিদের দখলে নাই।

ANNEXURE—"C"

Reply laid on the Table of the House on 2-4-90 by the Minister-in-Charge of the Rural Development on the matter of Urgent Public Importance raised by Shri Bimal Sinha, M.L.A —

"ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায় ২রা এপ্রিল, ১৯৯০ তারিখে প্রকাশিত গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে প্রচুর টিউবওয়েল পাইপ গোদাম বন্দী, অর্থ দপ্তরের শেষ দিনে পাইপ কেলেঙ্কারী দিল্লীর সংস্থাকে এক কোটি বিশ লক্ষ টাকার অর্ডার দিয়েছেন শিরোনামের সংবাদ সংস্পর্কে।"

উত্তর

Rural Engineering Division, Agartala Store-এ কিছু materials আছে যেগুলি গত আর্থিক বছরের অসম্পূর্ণ কাজের জন্য রয়ে গেছে এই materials গুলি গত বছরের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য শীঘ্রই খরচা হইয়া যাইবে। ১৯৯০-৯১ অর্থিক বছরের জন্য আমাদের A.D.C. সহ মোট ৬০০টি নূতন মার্ক-টু Tube well এবং ২৭০০টি Ordinery Tube well পুনঃস্থাপন/মেরামত করার জন্য Target আছে। এই কাজের জন্য materials-এর অংশই প্রয়োজন আছে এবং এর উপর নির্ভর করেই Delhi-র তিনটি ফার্মকে D G. S. & D. rate Contract ... -এ materials সরবরাহ করার Order দেওয়া হয়েছে। এই rate Contract গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। যেহেতু ১লা এপ্রিল ১৯৯০ তারিখ হইতে নূতন ভাবে নূতন rate Contract কার্যকর হবে এবং নূতন ভাবে rate Contract finalise হইতে আগামী July/August মাস পর্যান্ত সময় লেগে যাবে, এবং যেহেতু গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত যে rate Contract আছে তাতে materials ক্রয় করলে সরকারের অনেক অর্থের সাশ্রয় হবে, তার উপর ভিত্তি করেই গত ৩১শে মার্চ পর্যান্ত বলবৎ rate Contract এর Delhi-র তিনটি firm কে order place করা হয়।

উল্লেখ থাকে যে বর্ত্তমান আর্থিক বছরের Budget finalise হইতে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ লেগে যায়। কারণ Planning Commission হইতে বর্ত্তমান আর্থিক বছরের পরিকল্পনা খাতে অর্থের বরাদ্দের পরিমান গত মার্চ মাসের প্রথম দিকে জানা যায়। সময় সংক্ষেপ হওয়ার জন্য এবং যেহেতু ৩১শে মার্চের মধ্যে order place করলে সেই সময় পর্য্যন্ত বলবৎ race Contract এ materials ক্রয় করা যাবে যাতে সরকারের অর্থের সাশ্রয় হবে, যেহেতু Delhi র firm এর উপর Supply order place করা হয়। উপর্যপরি মালের গুনাগুন নিশ্চিত হওয়ার জন্যই Delhi র firm-এর উপর order place করা হয়।

এটা সত্যি কথা যে, Calcutta firm থেকে ক্রয় করলে Carriage charge কিছু কম হবে, কিন্তু সায় স্বল্প থাকাতে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব পর হয়ে উঠেনি। তবে Delhi firm গুলিকে Calcutta থেকে মাল Carriage এর সম মূল্যে সরবরাহ করার জন্য আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ রাখছি। এখানে উল্লেখ থাকে যে, সরকার এখনও মাল Carriage এর জন্য কোন order দেয় নাই। অতএব এখন পর্য্যন্ত অতিরিক্ত খরচের প্রশ্নই উঠে না।

এখানে আরও উল্লেখ করা যায় যে পূর্বেও সরকার গ্রামীন জল সরবরাহ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য অগ্রিম ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন firm হইতে সুবিধা মত মালামাল ক্রয়ের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন। যখনই মালের জন্য Supply order place করা হয়েছে, তখনই তা প্রয়োজন ভিত্তিক করা হয়েছে।

অতএব, ডেইলি দেশের কথায় উল্লিখিত দপ্তর সম্বন্ধে এবং তাহার কমিশনার ও অন্যান্য অফিসারদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা সঠিক নহে এবং বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

Reply laid on the Table of the House on 3-4-90 by the Minister-in-Charge of Health Deptt. on the matter of urgent Public Importance raised by Shri Samar Choudhury :—

"গত ৩১শে মার্চ আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে ডাক্তারদের বিক্ষোভ এবং সারা দিন ব্যাপি হাসপাতাল সুপ্যারিন্টেণ্ডেন্টকে আটক করে রাখা সম্পর্কে।"

উত্তর

বিগত ৩১-৩-৯০ ইং তারিখে জি. বি. হাসপাতালের একদল ডাক্তার হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-এর কক্ষে জমায়েত হয় এবং ইমারজেন্সি ডিউটির প্রয়োজনে গাড়ী দেওয়ার জন্য দাবী জানান। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অধিকর্তা উনার অফিস থেকে একটি গাড়ী ইমারজেন্সী ডিউটির জন্য প্রেরণ করেন এবং সেই দিনই বিকাল বেলা মেডিকেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-এর কক্ষে যান এবং আলোচনার পর সাময়িক ভাবে ব্যবহারের জন্য আরও একটি গাড়ীর ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হওয়ার পর ডাক্তারগণ চলিয়া যান। হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে আটক রাখা হইয়াছে এমন কোন তথ্য বা সংবাদ নাই।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে সকালে নিয়মিত কাজের সময় ছাড়া বাকী সময়ে জন্য জি. বি. হাসপাতালে ইমারজেন্সী ডিউটি প্রথা চালু আছে এবং কল ডিউটির জন্য গাড়ীর প্রয়োজন। বিগত ৩০-৩-৯০ ইং তারিখে ১টি গাড়ী ইমারজেন্সী ডিউটিতে কর্মরত ছিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময় কল-এ যাওয়ার পথে উক্ত গাড়ীটি খারাপ হয়ে যায় এবং সেই অবস্থা হইতে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি।

এরকম অবস্থা মোকাবেলার জন্য পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্রুত গাড়ী মেরামতি সহ ইমারজেন্সীতে কর্মরত গাড়ী যাহাতে উত্তম চালু অবস্থায় থাকে তার যথাযথ নির্দেশ কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হইয়াছে।

ANNEXURE – "D"

Reply laid on the Table of the House on 3-4-90 by the Home Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Sukumar Barman, M L. A.

প্রশ্ন

"গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং সোনামুড়া থানার অন্তর্গত খেদাবাড়ী পঞ্চায়েতে একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক বলপূর্বক জমিলা খাতুনের ঘরে অনুপ্রবেশ করে পাশবিক নির্যাতন করার ঘটনা সম্পর্কে।"

উত্তর

গত ২৪-২-৯০ ইং তারিখ সোনামুড়া থানাধীন খেদাবাড়ী নিবাসী শ্রীমতি জমিলা খাতুন (বয়স ২৫ বৎসর) সোনামুড়া থানায় এই মর্মে এক অভিযোগ দায়ের করেন যে, গত ২৫-২-৯০ ইং তারিখ রাত অনুমান ১১টা হইতে ১১-৩০ মি, এর সময় খেদাবাড়ীরই নিবাসী শ্রী বাবুল মিঞা (২২) শ্রীআবদুল রসিদ (৭০ বৎসর) উভয়ের মধ্যে জামাই ও শ্বশুর বলে জানা যায়) এবং আরও দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি বলপূর্ব্বক তাহার ঘরে প্রবেশ করে তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। আসামী দের ভয় ভীতি দেখানোর ফলে সে এবং তাহার মা কোন প্রকার চিৎকার করিতে পারে নাই। শ্রীমতি খাতুন দুস্কৃতকারীগন কর্তৃক তাহার নিকট হইতে ৫০৲ টাকা এবং ৪টি কাপড় নিয়া যাওয়ার অভিযোগও করেন। এফলে প্রকাশ থাকে যে,, অভিযোগ কারী শ্রীমতি খাতুনের স্বামী ৪ বৎসর পূর্বে তাহাকে ত্যাগ করে চলে যায়।

এই ঘটনাটি সোনামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬/৩৮০।২০৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ২২ (২)৯০ নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালী পুলিশ গত ১৭-২-৯০ ইং তারিখ শ্রীমতি জামিলা খাতুনকে চিকিৎসার জন্য সোনামুড়া হাসপাতালে প্রেরণ করে এবং পরে সেখান থেকে ২৭-২ ৯০ ইং তারিখই আগরতলা জি বি, হাসপাতালে প্রেরণ করে। বর্ত্তমানে সে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। শ্রীমতি খাতুনের উপর ধর্ষনের সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত Medical Report পাওয়া যায় নাই।

তদন্তে টাকা চুরি করে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রমান পাওয়া যায় নাই। ঘটনায় জড়িত দুস্কৃত-কারীরা ঘটনার পর থেকেই পলাতক বিধায় তাদের এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায় নাই। তাদেরকে গ্রেপ্তারের প্রয়াস অব্যাহত আছে।

তদন্তে প্রকাশ পায় যে, অভিযোগকারী ও আসামীদের মধ্যে পুরানো পারিবারিক শত্রুতার ফলেই এই ঘটনাটি ঘটে।

মামলাটির তদন্ত অব্যাহত আছে

Reply laid on the Table of the House on 3-4-90 by the Home Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Matilal Sarkar M L. A

"গত ৮/৩/৯০ইং আগরতলা ফায়ার সার্ভিসের ষ্টেশান অফিসার সৌগত দেববর্মাকে কর্তব রত থাকাকালে কতিপয় দুবৃত্ত-এর হামলা ও আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

উত্তর

"গত ৮/৩/৯০ইং তারিখ এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, তবে গত ৭/৩/৯০ইং তারিখ বেলা অনুমান ৫ ৩০ মিঃ এর সময় আগরতলা অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের ষ্টেশান অফিসার শ্রীসৌগত দেববর্মা কর্তব্যরত অবস্থায় ভি, ভি, আই, পি, মাননীয় উপরাষ্ট্রপতির জন্য ডিউটি বণ্টনে ব্যস্ত ছিলেন তখন

আগরতলা অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রেই দুইজন ফায়ারম্যান শ্রীদুলাল দাস ও অতনু ভরদ্বাজ তাহাকে কর্তব্য কাজে বাঁধা সৃষ্টি করিতে থাকে এবং এই বলে গালাগাল করিতে থাকে যে তাহাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কাহাকেও ডিউটিতে মোতায়েন করা যাবে না। তাহারা শ্রীসৌগত দেববর্মাকে ঠেলাধাক্কা দিতে থাকে। কিন্তু সেই সময় অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রেরই ফায়ারম্যান প্রসেনজিৎ দেববর্মা, পুলিন বিহারী দাস, সাব অফিসার প্রণীত নন্দী মজুমদার, লিডিং ফায়ার ম্যান সুখেন্দু সরকার ও ড্রাইভার চৌরসিং এর সময়মত হস্তক্ষেপের ফলে শ্রীসৌগত দেববর্মার উপর কোন প্রকার আক্রমণের ঘটনা ঘটে নাই। এখানে উল্লেখ থাকে যে উপরোক্ত দুইজন সেই সময় মদ্যপান অবস্থায় ছিল বলে শ্রীসৌগত দেববর্মা তাহাদেরকে ভি, ভি, আই, পি ডিউটিতে নিযুক্ত করেন নাই।

উপরোক্ত ঘটনাটি ষ্টেশন অফিসার শ্রীসৌগত দেববর্মার অভিযোগমূলে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩৭ | ৫০৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৭(৩)৯০ গত ৭/৩/৯০ইং তারিখ দায়ের করা হয়।

বর্তমানে মোকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে এবং তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Reply laid on the Table of the House on 3-4-90 by the Minister-in-charge of Local Self Government to the Calling Attention Notice given by Shri Gouri Sankar Reang, M. L. A.

"সম্প্রতি আগরতলা শহরের ফুটপাতগুলি আবার হকারদের দ্বারা ব্যাপকভাবে দখল হওয়া সম্পর্কে।"

উত্তর

পৌর এলাকার অন্তর্গত ফুটপাতগুলি হকারদের দ্বারা জবর দখলের খবর পাওয়া মাত্রই পৌরসভা উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৯৮৯ইং সনের আগষ্ট মাসে একটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শহরের সমূহ প্রধান রাস্তা এবং ড্রেইনগুলির উপর হইতে মোট ৯৬৩জন বে-আইনী দখলদার হকারকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে।

৯৬৩জন হকার-এর মধ্যে ৭১৪জন হকার নিম্নোক্ত স্থানগুলিতে সাময়িকভাবে তাহাদের ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছে। (১) নালমাটিয়াতে ৪৫৮জন (২) জি, বি, এলাকায় ১২৩জন (৩) বটতলায় ৯৫জন এবং (৪) সারকিট হাউসে ৩৬জন। শান্তি পাড়ায় সেকেণ্ড হকার্স কর্ণার নির্মাণ করিয়া অবশিষ্ট হকারদের ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে বিবেচনাধীন আছে এবং সেকেণ্ড হকার্স কর্ণারের নির্মাণের কাজ অগ্রগতির পথে। তাহা ছাড়াও দুর্গা চৌমুহনী এবং লেইক চৌমুহনীতে একটি করে সুপার মার্কেট নির্মাণের প্রস্তাব আছে। উক্ত পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সমস্ত উচ্ছেদকৃত হকারদের স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

Reply laid on the Table of the House on 3-4-90 by the Home Minister on the matter of Urgent public Importance raised by Shri Makhan Lal Chakraborty, M L. A.—

"গত ২২শে মার্চ ১৯৯০ ইং খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসককে একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক তার অফিস কক্ষে আক্রমণ করা এবং অফিসে ভাঙ্গচুর করার ঘটনা সম্পর্কে।"

উত্তর

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত ২৩।৩।৯০ ইং তারিখ বেলা অনুমান ১১-৩০ মিনিট হইতে ১২-৩০ মিনিট এর সময় শ্রীরূপক বিশ্বাসের নেতৃত্বে শ্রীধীরাজ রায়, শ্রীসুকোমল মজুমদার ও শ্রীনু পন্দ্র ঘোষ এবং আরও ত্রিশ চল্লিশজন খোয়াই মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশান দিতে যায়।

খোয়াই মহকুমা শাসক বিগত কিছু দিন যাবৎ ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে পরীক্ষামূলক ভাবে চাউলের বরাদ্দ শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করিয়া তথাকথিত প্রচলিত দুর্নীতি দমন করার প্রয়াস নিয়াছিলেন এবং তাহাতে সাধারণ মানুষজনকে রেশন কার্ডের নিরিখ অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায্য-মূল্যের দোকান মালিকগণ চাউল সরবরাহ করেন না। এই কারণে জনসাধারণের বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর যে অসুবিধা হইতেছে তাহা জ্ঞাত করার জন্য তাহারা এই ডেপুটেশান দিতে আসিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

ইহাও জানা যায় তাঁহাদের মধ্যে কিছু কাঠ ব্যবসায়ীও আছেন। খোয়াই মহকুমা শাসক বে-আইনী কাঠ পাচার রোধ করার জন্য যে প্রয়াস সম্প্রতি নিয়াছেন এই বিষয়ে কাঠ ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক স্বার্থ ব্যাহত হওয়ার কারণে উল্লিখিত কাঠ ব্যবসায়ীরা মহকুমা শাসকের নিকট একাধিকবার ডেপুটেশান দিয়াছিলেন এবং এতদসত্বেও মহকুমার শাসক তাঁহার অবলম্বিত কার্যধারা কাঠ পাচার রোধের লক্ষ্যে অব্যাহত রাখায় ঐ এলাকার কাঠ ব্যবসায়ীরা মহকুমা শাসকের উপর সামগ্রিকভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। এই ধুমায়িত ক্ষোভ চাউলের বিধিবদ্ধ বরাদ্দ কমানোর কারণে" জনস্বার্থ বিঘ্নিত" আবরণে উক্ত ডেপুটেশনে বাদানুবাদ এর রূপ নেয় এবং অস্বস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কিন্তু মহকুমা শাসকের কক্ষে উপস্থিত সরকারী কর্মচারী ও খোয়াই বি এ, সি,র চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপে ঘটনা আর বেশীদূর গড়াইতে পারে না।

Reply laid on the Table of the House on 3-4-90 by the Home Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Nakul Das, M. L. A :—

"গত ১০ই মার্চ ৯০ ইং বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখে বামফ্রন্টের ডাকা কনভেনশন থেকে বাড়ী ফেরার পথে হরিপুর নামক স্থানে মুলমালা ত্রিপুরা, বিশাল ত্রিপুরা ইত্যাদি উপজাতি মহিলাদের উপর একদল দুবৃর্ত্ত কর্তৃক আক্রমন করে গুরুতর আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ১০-৩-৯০ ইং তারিখ বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখে বামফ্রন্টের ডাকা কনভেনশন থেকে বাড়ী ফেরার পথে হরিপুর নামক স্থানে ফুলমালা ত্রিপুরা সহ কয়েকজন উপজাতি মহিলা একদল দুস্কৃতকারী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হওয়ার ঘটনার সম্পর্কে কোন সংবাদ বিলোনীয়া থানায় কেইস্ লিখিত বা মৌখিক ভাবে দায়ের করে নাই তবে মাননীয় বিধায়ক শ্রীনকুল দাস মহাশয়ের উপরোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে বিলোনীয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক একজন পুলিশ অফিসারকে ঘটনার সত্যতা নিরুপনের জন্য ঘটনাস্থলে তদন্তের জন্য পাঠান।

তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে, বিলোনীয়া থানার অন্তর্গত কৈলাশনগর নিবাসী শ্রীমতি ফুলমালা ত্রিপুরা, শ্রীবিমল ত্রিপুরা, শ্রীনরচাঁদ ত্রিপুরা. সুপেন্দ্র ত্রিপুরা, শ্রীমতি আনন্দমালা ত্রিপুরা, শ্রীমতি পটক মালা ত্রিপুরা এবং শ্রীরতন দেবনাথ ও শ্রীমতি ফুলমালা ত্রিপুরার পিতা শ্রীব্রজবাঁশী ত্রিপুরা সহ গত ১০-৩-৯০ ইং তারিখ সি, পি, আই (এম) এর ডাকে আহুত কনভেনশনে যোগ দিতে ঋষ্যমুখ যান। উক্ত কনভেনশন থেকে ফেরার পথে হরিপুর বাজার থেকে অনুমান ২ কিলোমিটার দূরে গদাচাপা নামক স্থানে রাত আনুমানিক ৮ ঘটিকায় পৌঁছিলে শ্রীব্রজবাঁশি ত্রিপুরাকে পেছন দিক থেকে ৩/৫ জন অজ্ঞাত নারী দুস্কৃতকারী আতর্কিতে আক্রমন করে কিল ও গুসি মারতে থাকে। শ্রীব্রজবাঁশী ত্রিপুরাকে মারতে দেখে শ্রীমতি ফুলমালা ত্রিপুরা ও শ্রীনরচাঁদ ত্রিপুরা তাহাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসলে দুস্কৃতকারীরা তাদেরকেও আক্রমন করে কিল ও গুসি মারতে থাকে এই ঘটনায় সকলেই ভীতগ্রস্থ হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

উপরোক্ত ঘটনার পূর্বদিন অর্থাৎ ১১-৩-৯০ ইং তারিখ সকালে হরিপুর নিবাসী সর্ব্বশ্রী মিলন আচার্য্য, অনিল দেবনাথ, রতন দাস, সাধন দেবনাথ, রনজিৎ মালাকার ও পুলিন বনিক কৈলাশনগর ত্রিপুরা বস্তিতে যায় এবং শ্রীব্রজবাঁশী ত্রিপুরাকে ১০-৩ ৯০ ইং তারিখের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং এই বলে শাসায় যে ঐ দিনের ঘটনা সম্পর্কে পুলিশকে কিছু জানালে ফল মারাত্মক হইবে। শ্রীব্রজবাঁশী ত্রিপুরা উপরোক্ত ব্যক্তিদেরই গত ১০-৩-৯০ ইং তারিখের ঘটনায় জড়িত বলে সন্দেহ করেন। এই ঘটনাটি বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭/১১৩/১১৬ ধারায় ৩০.৩.৯০ ইং ১২৬৩ নং দৈনিকিতে লিপিবদ্ধ করে তদন্ত শুরু করা হয়।

তদন্তে জানা যায় যে, হামলার ফলে শ্রীব্রজবাঁশী ত্রিপুরা, শ্রীমতি ফুলমালা ত্রিপুরা ও শ্রীনরচাঁদ ত্রিপুরা সামান্য আঘাত পায়। শ্রীব্রজবাঁশী ত্রিপুরার কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই। তবে শ্রীমতি ফুলমালা ত্রিপুরা ও নরচাঁদ ত্রিপুরাকে বিলোনীয়া হাসপাতাল থেকে আঘাত সামান্য বিধায় গত ১১-৩-৯০ ইং তারিখ প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

এই ঘটনার ব্যাপার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ | ১১৩ | ১১৬ ধারায় D. R. No.৫০ | ৯০ দাখিল করা হয়েছে।

Reply laid on the Table of the House on 3-4-90 by the Home Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Gopal Ch. Das, M. L. A. :—

"কোর্টের ইনজেংশন অর্ডার অগ্রাহ্য করে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ উদয়পুরের মহকুমা শাসকের নির্দেশে পুলিশ ও সি, আর, পি, কর্তৃক বগাবাসা গ্রামের শ্রীমতী তরুবালা দে স্বামী শ্রীহরিমোহন দেব ১৩৪ নং জোতখতিয়ানের ১২৮৬ ও ১২৮৭ নং দাগের বসতবাটি জোর পূর্বক ভাঙচুর, লুটতরাজ ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা সম্পর্কে।"

উত্তর :

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে উদয়পুর মহকুমার বগাবাসা গ্রামের শ্রীহরিমোহন দেব স্ত্রী শ্রীমতী তরুবালা দে উদয়পুর মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থার মালিকানাধীন জোত জমিতে (দাগ নং ১৩৯০ এর অংশ বিশেষ) এতদিন ধরে যে বে-আইনীভাবে জবরদখল করে বাড়ীঘর নির্মাণ করে বসবাস করিতেছিলেন। শ্রীমতী দেকে কয়েক দফায় জমিটি দখলমুক্ত করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তাহাছাড়া Estate Officer-এর নিকট থেকেও এই ব্যাপারে শ্রীমতি দের উপর নোটিশ জারী করা হয়। কিন্তু তা সত্বেও শ্রীমতি দে উক্ত জমিটি দখলমুক্ত করেন নাই। কাজেই উক্ত জমিটি দখলমুক্ত না করায় উদয়পুর Estate Officer-এর কোর্ট-এর আদেশমূলে তাহাকে উক্ত জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, মাননীয় কোর্টের ইনজাংশন শ্রীমতি দের ১৩৪ নং খতিয়ানের দাগ নং ১২৮৬ ও ১২৮৭ জোত জমির উপর ছিল যাহাতে শ্রীমতি দের কোন বসতবাড়ী ছিল না।

কাজেই, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ ইং তারিখ শ্রীমতি তরুবালা দের ১৩৪ নং খতিয়ানের ১২৮৬ ও ১২৮৭ দাগ নম্বরের জোত জমিতে অবস্থিত বসতবাড়ীটি কোর্টের আদেশ অগ্রাহ্য করে উদয়পুর মহকুমা শাসকের আদেশে পুলিশ ও, সি, আর, পি, কর্তৃক জোর পূর্বক ভাঙচুর ও লুটতরাজ করে ক্ষয়ক্ষতি করার ঘটনাটি সত্য নহে।

Reply laid on the Table of the House on 3-4-90 by the Minister-in-Charge of Relief & Rehabilitation Department to the Calling Attention Notice of Shri Dilip Sarkar :—

"আগরতলা আমতলীস্থিত পি. এল. ক্যাম্পের আবাসিকবৃন্দের স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্পর্ক।"

In the Amtali P. L Home there are at presetn 83 families. The earlier providing rehabilitation to the these families consisted of grant money of Rs. 11,000/- per family and loan of Rs. 13,300/- per family. The loan amount is provided by the Government of India. In January 1990 the Council of Ministers took a decision for enhancing the scale of rehabilitation

for Amtali P. L. Home inmates. Accordingly the grant money was enhanced irom Rs. 8000/- to Rs. 11,000/- it was proposed to enhance the loan amount from Rs. 13,300/- to Rs. 18,000/- Since the loan money is provided by the Govt. of India, propose has been sent by the State Government to the Govt. of India for concurrence in the proposed enhancement of the loan amount. As and when the proposal for enhancement is approved by the Govt. of India, the rehabilitation of the inmates shall begin Apart from this it was also proposed to provide home-stead land at the land at rhe rate of 5 gandas per family to the non-P. L. families provided that a plot of land belonging to the R/R Department, presently subjudies is finally available to the Relief Department. There is also a proposal for providing employent to one each of a family under the State Govt. subject to eligibility but in such cases the the family would not be entitled to the loan amount. Further, such of the willing P. L. families who are agreeable would be sent to Mahila Ashram under the Directorate of Social Welfare and Social Education.

Reply laid on the Table of the House on 3-4-90 by the Home Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Matilal Sarkar, M. L. A. :—

"ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায় ৩১শে মার্চ ১৯৯০ ইং" যুব কং (ই) কর্মী কর্ত্তৃক ৬ বছরের নাবালিকা ধর্ষিতা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

উত্তর

বিগত ২৪।৩।৯০ ইং অনুমান দুপুর ১২-৩০ মিঃ এর সময় দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া থানাধীন সাতমুড়া নিবাসী শ্রীঅমল দত্ত এই বলে অভিযোগ করেন যে, গত ২২।৩।৯০ ইং অনুমান বিকাল ৪ ঘটিকার সময় সাতমুড়া নিবাসী বাবুল দে নামীয় একব্যক্তি ঐ গ্রামেরই ৬ বৎসরের নাবালিকা সম্পা দত্তের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ভাঃ দঃ বিঃ ৩৭৬ ধারায় বিলোনীয়া থানায় ২১ ৩) ৯০ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য শুরু করে! উক্ত ঘটনায় আরও বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া থানার নির্দ্দেশ দেয়া হয়েছে।

ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

Reply laid on the Table of the House on 3-4-90 by the Minister-in-Charge of Horticulture Deptt. to the Calling Attention Notice given by Shri Diba Chandra Hrangkhwal :—

"উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর মহকুমায় কৃষি মহকুমা আওতাধীনে বলরাম গাঁও পঞ্চায়েতের বলরাম ফল বাগানের যত্নের অভাবে মোট ৯০ হেক্টর ফল বাগান নষ্ট হওয়ার বিষয় ও উক্ত বাগানের বৃহৎ জলাশয়ের সংস্কার না করার বিষয় বস্তু সম্পর্কে :—

উত্তর

১৯৭৪-৭৫ সালে বলরাম ভূমি ও জল সংরক্ষন প্রদর্শনী ফলের বাগান তৈরী করা হয়। বর্তমানে এই বাগানের আওতায় ৬১ ½ হে: জমি আছে যার মধ্যে এখন পর্য্যন্ত ৫৮.২ হে জমিকে বিভিন্ন ফল চাষের আওতায় আনা সম্ভব হইয়াছে যাহাতে টিলাজমিতে ভূমিক্ষয় কম হয় এবং প্রদর্শনী বাগান হিসাবে কাজ করে।

বর্তমানে বলরাম গাঁও পঞ্চায়েতের ফল বাগানে নিম্নলিখিত ভাবে ফলের গাছ আছে,

১)	লিচু —	১৫ হে:
২)	আসামী লেবু —	০.২ হে:
৩)	পেঁয়ারা —	০.৪ হে:
৪)	কাজু বাদাম —	৩৮ হে:
৫)	কমলালেবু —	০.৪ হে:
৬)	কাঁঠাল —	৩.০ হে:
৭)	আম —	১.০ হে:
৮)	কলা, পেঁপে ইত্যাদি —	০.২ হে:
		মোট — ৫৮.২

এ ছাড়া ০.১০ হেক্টর জমিতে আছে নার্সারী রাস্তা, অফিস গৃহ, লেবার শেড ইত্যাদি আছে এক হেক্টর এবং ১.৫ হেক্টরে আছে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জলাশয়

উপরিউক্ত নার্সারীতে এবং অন্যান্য ফলগাছের নীচে বৎসরে প্রায় আট হাজার ফলের চারা উৎপাদন করা হয়। বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের ফলের চারা যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বৎসরে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের ফলের চারা ও ফল ইত্যাদি বিক্রয় করা সম্ভব হয়।

Printed by—Tripura Press Owners' Association